আজকাল

কাল থেকে বৃষ্টি কমবে সারা রাজ্যে

মেঘালয়ে দুর্যোগ, মৃত অন্তত ১০

www.aajkaal.in

কলকাতা ১৯ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার ৬ অক্টোবর ২০২৪ শহর সংস্করণ* ৬.০০ টাকা ১৬+৪ পাতা

পশ্চিমবঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত বিমান মাশুল ১ টাকা

দক্ষিণ কলকাতা ফরোয়ার্ড ক্লাবে পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। শনিবার। ছবি: অভিজিৎ মণ্ডল

চক্রবেড়িয়ায় পুজো উদ্বোধন করে

আমাকে ভরসা করুন: মমতা

দীপঙ্কর নন্দী

বৃষ্টি উপেক্ষা করে দক্ষিণ কলকাতায় প্রায় ১৯টি মণ্ডপে গিয়ে মমতা প্রতিমার উদ্বোধন করেন। এর মধ্যে চেতলায় যে ৪টি মণ্ডপে উদ্বোধন করতে পারেননি, সেই মণ্ডপগুলিতে শনিবার মমতা পরিদর্শন করেছেন। সঙ্গে ছিলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, দেবাশিস কুমার। চক্রবেড়িয়ায় গিয়ে মমতা উদ্বোধন করার পর বলেছেন, এখানে প্রচুর গুজরাটি থাকেন। আমি তাঁদের উদ্দেশে বলছি, আপনাদের মধ্যে অনেকে এখানেই জন্মেছেন। এখানে কাজ করেন। আপনারা নির্ভয়ে কাজ করুন। আমাকে ভরসা করুন। এরপর মমতা এখানে ডান্ডিয়া নাচ করেন। সভাপতি অসীম বসু মমতার নাচ দেখে অবাক হয়ে যান। মমতার সঙ্গে অনেকেই ডান্ডিয়া নাচ করেন। মুক্তদলে গিয়ে মমতা বলেন, আগে এই ঠাকুরের সুনাম ছিল। মাঝখানে সুনাম কমে গিয়েছিল। এখন আবার কর্মকর্তারা সুনাম ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। এবার প্রতিমা খুবই ভাল হয়েছে। মমতার সঙ্গে ছিলেন কাজরি ব্যানার্জি। ৭৯ বছরে পড়ল দক্ষিণ কলকাতার সঙ্ঘশ্রী ক্লাবের পুজো। এককালে এই ক্লাবের খুবই নামডাক ছিল। প্রচণ্ড ভিড় হত। পুলিশ ও কর্মকর্তারা সেই সময় হিমশিম খেতেন। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জিও সঙ্ঘশ্রীর প্রতিমা উদ্বোধন করেছিলেন। মমতার আগে বক্তব্য রাখেন কার্তিক ব্যানার্জি। মমতা বলেন, ছোটবেলা থেকেই আমরা সঙ্ঘশ্রীর নাম শুনে এসেছি। মাঝখানে নামডাক কমে গিয়েছিল। আবার আগের গরিমায় ফিরেছে সঙ্ঘশ্রী। প্রতিমার প্রশংসা করেন তিনি। ৭৬ পল্লীর একটু দূরে একটি ক্লাবে মমতা ঢুকতে চেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গ এনে তিনি বলেন, এত ট্রাফিক জ্যাম আমি ঢুকতেই পারলাম না। বর্ষায় এদের কোনও দোষ নেই। গাড়ি সব এদিক-ওদিক করে রেখেছে। কী আর করবে। যাই হোক এখানে আমার উদ্বোধন করার কথা ছিল, ওঁদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। ৭৬ পল্লীতেও যাওয়ার ইচ্ছে ছিল। ৬২-র পল্লীর পুজো এক সময় খুবই ভাল হত। একটা উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মাঝখানে সেই উচ্চতা কমে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে। প্রতিমার মুখ খুব সুন্দর হয়েছে। আজ মমতা যাবেন সুরুচি সঙ্ঘে অরূপ বিশ্বাসের পুজোতে। তারপর নবনীড় বৃদ্ধাশ্রমে গিয়ে সময় কাটাবেন। তাঁদের নতুন শাড়ি, ধুতি ও পাঞ্জাবি দেবেন। খাবার নিয়ে যাবেন। গান হবে। মমতা নিজেও গাইবেন। গতবার ইন্দ্রনীল সেন সঙ্গে গিয়েছিলেন। ছিলেন ফিরহাদ হাকিম, ইন্দ্রনীল। গানও গেয়েছিলেন। নবনীড় থেকেই মমতা বাড়ি ফিরে যাবেন। এ বছরের মতো উদ্বোধন শেষ। ষষ্ঠী থেকে তিনি থাকবেন বাড়িতে। কাজকর্ম করবেন এখান থেকে। এদিকে সুরুচি সঙ্ঘের উদ্বোধনের প্রস্তুতি চলছে। রবিবার উদ্বোধন। দেখভাল করছেন এই ক্লাবেরই কর্ণধার অরূপ বিশ্বাস। রয়েছেন স্বরূপ বিশ্বাস ও কাউন্সিলর জুঁই বিশ্বাস। শনিবার বিকেলের পর দক্ষিণ কলকাতার বহু জায়গায় বৃষ্টি হয়েছে। আবহাওয়ার পূর্বাভাস রবিবার বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সাধারণত কলকাতার দর্শনার্থীরা চতুর্থী থেকে ঠাকুর দেখতে বের হন।

বুথফেরত সমীক্ষায়

হরিয়ানা, কাশ্মীরে হারের পথে বিজেপি

আজকালের প্রতিবেদন

হরিয়ানা ও জম্মু-কাশ্মীর, একটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা ভোট মিটতেই বুথফেরত সমীক্ষায় দেখা গেল, দুটি রাজ্যেই বিজেপি হারছে। সব ক'টি সমীক্ষাতেই ফলাফলের যে প্রবণতা লক্ষ করা যাচ্ছে, তাতে স্পষ্ট ৯০ আসনের হরিয়ানা বিধানসভায় জাদু-সংখ্যা ৪৬-এর থেকে কংগ্রেস নিরঙ্কুশ ভাবেই অনেকটা এগিয়ে। জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভার ক্ষেত্রেও ন্যাশনাল কনফারেন্স ও কংগ্রেসের জোট বিজেপিকে পিছনে ফেলেছে।

হরিয়ানা বিধানসভার ইতিহাস বলছে, টানা দুটি দফায় একই দলের সরকার গড়ার নজির থাকলেও, টানা তিনবার এর আগে কোনও দলই এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারেনি। এবারের ভোটে হরিয়ানার বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া ছিল তীব্র। কৃষক-বিক্ষোভ, বেকারত্ব ও অগ্নিবীর প্রকল্প নিয়ে যুব অসন্তোষ, খাদ্যপণ্য এবং ওষুধের আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ চরমে পৌঁছোয়। বিজেপি নেতৃত্ব দেওয়াল লিখন আগাম বুঝতে পারেনি, এ কথা কেউই বিশ্বাস করবে না। তবে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ— এই আপ্তবাক্য মেনেই বিজেপি লড়েছে। কংগ্রেস ইস্তাহারকে কার্যত 'কপি-পেস্ট' করে তাদের ইস্তাহার প্রকাশ করে বিজেপি। একদা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নির্বাচনী ইস্তাহারে 'রেউড়ি' বিলি নিয়ে বিরোধীদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। এখন তাঁর দলকে হরিয়ানায় সেই পথেই হাঁটতে হয়েছে। তবু বোধহয় শেষ রক্ষা করতে পারলেন না মোদি-শাহ-নাড্ডা জুটি।

● এরপর ৯ পাতায়

হরিয়ানা (মোট আসন ৯০)

	কংগ্রেস	বিজেপি	আপ	জেজেপি	নির্দল
পিপলস পালস	৪৯	২৪	০০	০১	১৬
পি-মার্ক	৫৬	৩১	০০	০০	০৩
পোল অফ পোলস	৫৫	২৬	০০	০০	০৩
ম্যাট্রিক্স	৫৯	২১	০০	০২	০৮
ধ্রুব রিসার্চ	৫৭	২৭	০০	০০	০৬

জম্মু-কাশ্মীর (মোট আসন ৯০)

	এনসি-কং জোট	বিজেপি	পিডিপি	নির্দল
পিপলস পালস	৪৮	২৫	০৯	০৮
সি-ভোটার	৪৪	৩০	০৯	০৭
গুলিস্তান নিউজ	৩৪	২৯	০৬	২১
পোল অফ পোলস	৪১	২৭	০৮	১৪

নাবালিকা খুন, উত্তপ্ত জয়নগর

গৌতম চক্রবর্তী

টিউশন পড়ে ফেরার পথে নিখোঁজ ছাত্রীর মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে শনিবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে উঠল জয়নগর ও কুলতলি। উন্মত্ত জনতা পুলিশ ফাঁড়িতে দেদার ভাঙচুর চালায়। গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র নষ্ট করে আগুন ধরিয়ে দেয়। এক আধিকারিক-সহ আক্রান্ত হন বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী। পরে জেলার পুলিশ সুপার পলাশচন্দ্র ঢালির নেতৃত্বে বিশাল বাহিনী গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ সুপার জানিয়েছেন, এফআইআরের

৫ ঘণ্টায় গ্রেপ্তার অভিযুক্ত ■ 'ধর্ষণ' বলছে পরিবার

আগেই খবর পেয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছিল। ৫ ঘণ্টার মধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। জেরায় অভিযুক্ত খুনের কথা স্বীকার করেছে। দ্রুত তদন্ত করে চার্জশিট পেশ করা হবে, ফাঁসি চাওয়া হবে অভিযুক্তের।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ওই এলাকার বাসিন্দা চতুর্থ শ্রেণির এক ছাত্রী শুক্রবার বিকেলে টিউশন পড়তে গিয়েছিল বাড়ির কিছুটা দূরে। অন্য দিন টিউশন শেষে তার বাবার দোকানে এসে অপেক্ষা করত ওই নাবালিকা। কিন্তু এদিন তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাওয়ায় মেয়েকে একাই বাড়ি যেতে বলেন বাবা। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ার পরও মেয়ে বাড়ি না ফেরায় খোঁজ শুরু হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর মেয়েকে না পেয়ে মহিষমারি পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ করতে যান পরিবারের লোকজন।

● এরপর ৯ পাতায়

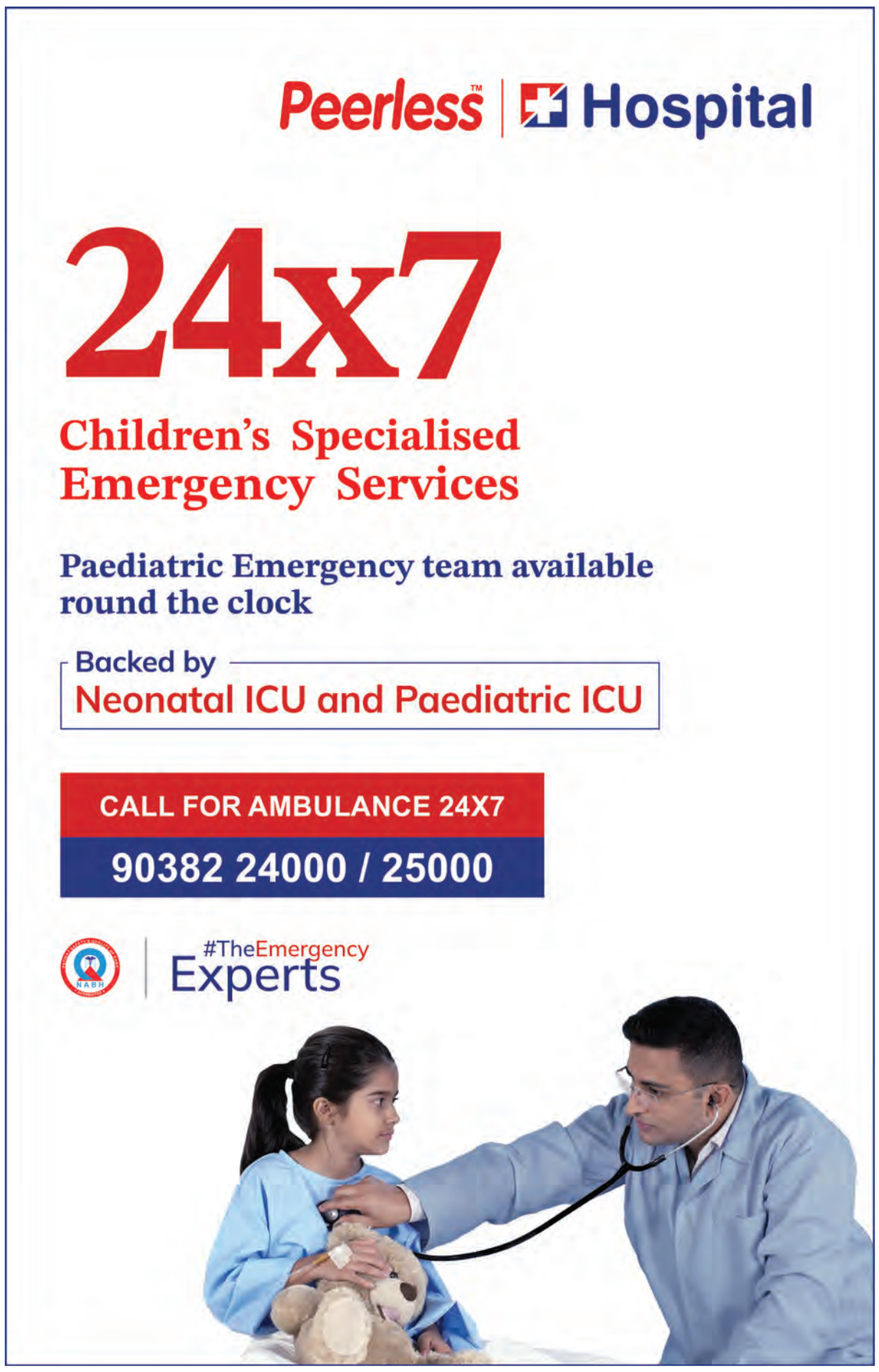

থিমের অভিনবত্বে একে অপরকে টেক্কা

মলয় সিনহা

পুজো আসতে আর হাতে মাত্র কয়েকটা দিন বাকি। শহরজুড়ে এখন জোরকদমে চলছে শেষ পর্যায়ের প্রস্তুতি। পুজো উদ্যোক্তারা একে অপরকে টেক্কা দিতে নতুন নতুন থিম ভাবনা উপস্থাপনা করতে চলছে। কেউ থিমের মাধ্যমে প্রকৃতিকে কংক্রিটের কাঠামোতে আবদ্ধ না রাখার বার্তা দিচ্ছে। কেউ আবার নারীশক্তির পুজো, কল্পনার রেল প্ল্যাটফর্ম, পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের দায়িত্ব তুলে ধরছেন উদ্যোক্তারা।

ইয়ং বয়েজ ক্লাব

কলকাতাজুড়ে বেড়ে চলেছে বহুতল। উঁচু উঁচু ভবনের জন্য শহরের আকাশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ক্রমশ হারিয়ে ফেলছে। যদিও জনসংখ্যার বৃদ্ধির জন্য আবাসন নির্মাণ স্বাভাবিক ভাবেই প্রয়োজন। তবু এর কারণে খোলা জায়গা এবং প্রাকৃতির আলো আবাসনের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে। গগনচুম্বী আবাসনের নীচে থেকে মনে হবে যেন শহরের আকাশ ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছে। শহরজুড়ে বহুতল নির্মাণের সৌন্দর্য ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে

বেলেঘাটার সন্ধানীর মণ্ডপ।

এই ভাবনাকে সামনে রেখে ইয়ং বয়েজ ক্লাবের ৫৫তম বর্ষে শিল্পী সৌভিক কালীর থিম 'এক টুকরো আকাশ'। সম্পাদক রাকেশ সিং জানালেন, 'মণ্ডপে নগরায়নের দিক তুলে ধরা হচ্ছে। প্রতিমা গড়ছেন শিল্পী পরিমল পাল। আলো বিশ্বজিৎ সাহা।'

বেলেঘাটার সন্ধানী

চারপাশে যা কিছু দৃশ্য বস্তু বা ঘটনা ঘটে চলেছে সেই সবকিছু অবচেতন মনে একটা কল্পনার সৃষ্টি করে। মনে প্রশ্ন জাগে, সেই সব ঘটনা বা চিত্র যদি শিল্পীর কল্পনার মতো হত। শৈল্পিক ভাষায় যাকে বলে অধিবাস্তব। এই অধিবাস্তবতার মোড়কে বেলেঘাটার সন্ধানীর ৫৫তম বর্ষে শিল্পী সোমনাথ দলুই-এর ভাবনায় তৈরি হচ্ছে থিম 'প্ল্যাটফর্ম নং ১/৩'। শিল্পীর কথায়, 'মণ্ডপে ঢুকলেই দর্শকেরা দেখবেন একটি কল্পনার প্ল্যাটফর্ম। যেখানে ট্রেনের কামরা উড়ে বেড়াচ্ছে। এখানে স্টেশনের টিকিট ঘর, গাড়ি, সিগন্যাল, ফোমের পদ্ম-পাতা, প্লাস্টিক পাইপ-সহ নানান উপকরণ দিয়ে তৈরি করা হচ্ছে। সমগ্র মণ্ডপটিতে ঝাড়বাতি লণ্ঠন-সহ মায়াবী আলোয় আলোকিত থাকবে।'

বেলেঘাটা গান্ধীমাঠ ফ্রেন্ডস সার্কেল

টাইম টেবিল বড় অদ্ভুত। দেবীদুর্গা এখানে কল্পনার জগতের অধিষ্ঠাত্রী।' পুজো কমিটির সম্পাদক সন্দীপ ঘোষ জানান, 'প্রতিমা গড়ছেন শিল্পী পল্লব জানা। আবহসঙ্গীতে দেবদীপ মুখার্জি। আলো প্রবাল বোস।'

সরকার বাগান অধিবাসীবৃন্দ দুর্গোৎসব সমিতি

বর্তমানে পৃথিবীরজুড়ে যুদ্ধ, পরিবেশ দূষণ, কর্ম সংস্থানের অভাব-সহ যে অস্থির অবস্থা চলছে তাতে মানুষের মনে প্রচন্ড ভাবে মানসিক শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে মানুষ যখন মানসিক ভাবে ভেঙে পড়ে তখন দেবী প্রাঙ্গণই একমাত্র শক্তি জোগায়। দেবী প্রাঙ্গণে দেবীর পুজো করে সমাজে সব প্রতিকূলতার অসুরকে বিনাশ করার জন্য দেবীদুর্গা নারীশক্তির প্রতীক। তাই দেবীদুর্গাকে স্মরণ গেলেই সব সমস্যার সমাধান। তিনিই নারীশক্তির প্রতীক। সরকার বাগান অধিবাসীবৃন্দ দুর্গোৎসব সমিতির ১৩তম বর্ষের থিম 'দেবী প্রাঙ্গণ' মাধ্যমে এই ভাবনা ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী দীপক সিংহ। পুজোর অন্যতম উদ্যোক্তা সজল ভৌমিক জানান, 'গোটা মণ্ডপটি শাড়ি, গামছা, সুতো, ইট, হাতপাখা,

সল্টলেক এফ ডি ব্লকের মণ্ডপ ও প্রতিমা। ছবি: দীপক গুপ্ত

গোমুখ থেকে সাগর, প্রকৃতিরক্ষা মানুষের জীবনযুদ্ধ দেখা যাবে সল্টলেক, নিউ টাউনে

সম্বৃতা মুখার্জি

এফ ডি ব্লক সর্বজনীন পুজো কমিটি: গোমুখ থেকে কপিল মুনির আশ্রম-দুর্গামণ্ডপে ঢুকলে ঘোরা হয়ে যাবে দেশের জনপ্রিয় বেশ কিছু তীর্থক্ষেত্র। মণ্ডপের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখানো হয়েছে গঙ্গার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবাহপথ। প্রথমে হরকিপৌরির ঘাটে দেখা যাবে গঙ্গা-আরতি। তারপর বেনারসের ঘাট। তারপর আসছে কাশীর অন্নপূর্ণা মন্দিরের আদলে মা দুর্গার মন্দির। এরপর ফিরে আসা কলকাতায়। হাওড়া ব্রিজ, হাইকোর্ট, দক্ষিণেশ্বর মন্দির, কালীঘাট মন্দির হয়ে সব শেষে কপিল মুনির আশ্রম- এই সব কিছু একসঙ্গে দেখা যাবে সল্টলেকের এফডি ব্লকের দুর্গাপুজোয়। গঙ্গাদূষণ রোধের বার্তা দিয়ে মণ্ডপ সাজিয়েছে ৪০ বছরের পুজো। মণ্ডপ ও প্রতিমাশিল্পী মিন্টু পাল। পুজোর সভাপতি বাণীব্রত ব্যানার্জি জানিয়েছেন, এবছর গঙ্গার উৎস গোমুখ থেকে নদীর শেষ কপিলমুনির আশ্রমের সাগর পর্যন্ত দেখানো হয়েছে। গঙ্গায়ও ক্রমাগত দূষণ হয়ে চলেছে, সেটা রুখতেই বার্তা দেওয়া হচ্ছে মণ্ডপ থেকে। আজ, রবিবার পুজোর উদ্বোধন।

এ জি ব্লক দুর্গাপুজো কমিটি: মানুষের জীবনের চাওয়া, পাওয়া এবং চাওয়া-পাওয়ার মাঝের লড়াই সল্টলেকের আরেক পুজো-মণ্ডপে। মানুষের জীবনযুদ্ধকে থিম করেই সল্টলেক এজি ব্লকের পুজোর থিম তৈরি 'প্রাপ্তি'। পুজোর বয়স ৩৮। পুজোর যুগ্ম সম্পাদক অর্ণব কুণ্ডু জানিয়েছেন, মানুষের জীবনে সফলতায় পৌঁছোনোর যে পথ বা সিঁড়ি, সেটাকেই এবছর মণ্ডপে তুলে ধরা হচ্ছে। মানুষের সফল হওয়ার জন্য লড়াই, সফল হওয়া, তার নানারকম প্রতিক্রিয়া দেখানো হচ্ছে মণ্ডপে। দেখানো হচ্ছে মানুষের একটা প্রাপ্তির পরেই নতুন প্রাপ্তির প্রত্যাশা। মণ্ডপশিল্পী গৌরাঙ্গ দাস। প্রতিমাশিল্পী দীপেন মণ্ডল। আবহসঙ্গীত চক্রপাণি দেব।

এ জে ব্লক পুজো কমিটি: থিম নয় এবছর। সাবেকিয়ানায় মুড়ে মাতৃ-আরাধনার আয়োজন করেছে সল্টলেক এজে ব্লক পুজো কমিটি। ৪০ বছরের পুজো। গম্বুজের আকারে মণ্ডপ হচ্ছে। প্রতিমা নির্মাণ করছেন সনাতন রুদ্রপাল। পুজোর মিডিয়া কনভেনর মৈনাক দত্ত জানালেন, গত বছর থিম করা হয়েছিল, তবে এবছর সাবেকিয়ানাই থিম। থিমের মাঝে যে সাবেকিয়ানা হারিয়ে যাচ্ছে, তাকেই তুলে আনার চেষ্টা করা হচ্ছে পুজোয়।

নিউ টাউন সি এ ব্লক সর্বজনীন দুর্গোৎসব: প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাবেন দুর্গাপ্রতিমা স্বয়ং। গাছ কাটা রুখতে ও বৃক্ষ-রোপণের বার্তা নিয়ে পুজোর আয়োজন করছে নিউ টাউনের সিএ ব্লক। সাত বছরের এই পুজোর এবারের থিম 'কল্পতরু'। মণ্ডপশিল্পী প্রবীর সাহা। প্রতিমায় থাকছে বিশেষত্ব। গাছের মধ্যেই দেখানো হচ্ছে প্রতিমাকে, জানালেন পুজোর সভাপতি সুভাষ ভট্টাচার্য। প্রতিমাশিল্পী সৌমেন পাল।

পুজোর ভিড় সামলাতে রাতভর ট্রেন চলবে শিয়ালদা শাখায়

আজকালের প্রতিবেদন

পুজোর ভিড় সামলাতে অতিরিক্ত সময়ে ট্রেন চালানো থেকে শুরু করে যাত্রী নিরাপত্তা নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা এবং যাত্রী নিরাপত্তা বজায় রাখতে স্টেশন ও ট্রেনে অতিরিক্ত নিরাপত্তা কর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে। সম্প্রতি, পুজোর প্রস্তুতি নিয়ে শিয়ালদা শাখার ডিআরএম দীপক নিগম আধিকারিকদের নিয়ে বিধাননগর এবং শিয়ালদা স্টেশন পরিদর্শন করেন। তিনি আসন্ন পুজোর দিনগুলিতে দর্শনার্থীদের সুষ্ঠু ভাবে পরিষেবা দেওয়ার জন্য সমস্ত বিভাগীয় প্রধানদের প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। পূর্ব রেল দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, শিয়ালদা এবং বিধাননগর স্টেশনে বিকেল ৫টা থেকে ভোর ৩টে পর্যন্ত আরও বেশি সংখ্যক সাফাই কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। এ ছাড়াও পর্যাপ্ত প্যারামেডিক্যাল স্টাফ এবং ডাক্তার রাখতে বলা হয়েছে। ৬ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত ছুটি বাতিল করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য আরও অপারেটিং কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। রাতে মহিলাদের নিরাপত্তায় আরপিএফকে সিসিটিভি কন্ট্রোল রুমের ওপর নজরদারি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকী দূরপাল্লার ট্রেনের ভিড় সামলাতে বাড়ানো হয়েছে রেলের কামরা। কিন্তু তাতেও উপচে পড়া ভিড়।

মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে শিশুবিভাগ এসএসকেএম-এ টেস্ট টিউব বেবি

আজকালের প্রতিবেদন

মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে অসাধ্য সাধন হল। পূর্ব ভারতে নজির গড়ল এসএসকেএম হাসপাতাল। টেস্ট টিউব বা আইভিএফ (ইন ভিট্রো ফার্টিলাইজেশন) পদ্ধতিতে জন্ম হল কন্যা সন্তানের। পুজোর আগে হাসি ফুটল গরিব নিঃসন্তান দম্পতির মুখে। তাও আবার সম্পূর্ণ নিখরচায়। যার নেতৃত্বে রয়েছেন বিশিষ্ট বন্ধ্যাত্ব রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার। পূর্বভারতে প্রথম কোনও সরকারি হাসপাতালে আইভিএফ পদ্ধতি ব্যবহার সাফল্যের মুখ দেখল। এসএসকেএম এবং জিডিআইআরএফ (ঘোষ দস্তিদার ইনস্টিটিউট ফর ফার্টিলিটি রিসার্চ) প্রতিষ্ঠানের যৌথ সহযোগিতায় এই প্রচেষ্টা সফল হল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে এসএসকেএমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আইভিএফ চিকিৎসা বিভাগ শুরু হয় আড়াই বছর আগে। শিশু বিভাগের পাশেই গড়ে ওঠে বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ চিকিৎসা বিভাগ। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে পরিকাঠামো তৈরি করা হয়। সেখানেই নিঃসন্তান দম্পতিরা চিকিৎসা পরিষেবা পেতে শুরু করেন। ওই বিভাগে পাঁচটি শয্যাও রাখা হয়েছে। অস্ত্রোপচার বা সিজার হওয়ার আগে যদি কোনও সমস্যা বা শারীরিক জটিলতা দেখা যায় তার জন্য হাসপাতালে ভর্তি রেখে চিকিৎসা করানোর প্রয়োজন পড়ে।

পূর্ব ভারতে প্রথম

নবজাতিকাকে নিয়ে চিকিৎসক।

১৯৭৮ সালে টেস্ট টিউব বেবির জনক ডাঃ সুভাষ মুখার্জির হাতে ভারতে প্রথম কন্যা সন্তান 'দুর্গা'-র (কানুপ্রিয়া আগরওয়াল) জন্ম হয়েছিল। সেটি অক্টোবর মাসের ৩ তারিখ ছিল। এবার তাঁর দেখানো পথেই রাজ্যের এসএসকেএমে টেস্ট টিউব পদ্ধতিতে কন্যা সন্তানের জন্ম হল ৪ অক্টোবর, শুক্রবার। মা ও সন্তান দু'জনেই সুস্থ বলে জানিয়েছেন চিকিৎসকরা। শনিবার হাসপাতালে সাংবাদিক বৈঠক করেন জিডিআইআরএফ-এর অধিকর্তা ডাঃ সুদর্শন ঘোষ দস্তিদার, এসএসকেএম হাসপাতালের আইভিএফ বিভাগের ডাঃ বিশ্বনাথ ঘোষ দস্তিদার এবং ডাঃ গৌরীশঙ্কর কামিল্যা। তাঁরা জানান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের চিকিৎসার খরচ আনুমানিক দেড় থেকে ৫ লক্ষ টাকার মতো। গরিব রোগীরা সম্পূর্ণ বিনামূল্যে এই পরিষেবা পাবেন। গোটা পৃথিবীতে বিনামূল্যে কোথাও গরিব মানুষদের জন্য টেস্ট টিউবের মাধ্যমে সন্তান জন্মানোর ব্যবস্থা নেই। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গেই তা সম্ভব হল। যা এ রাজ্যের কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়। যে প্রসূতি এই প্রথম কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন তাঁকে প্রসবের ১৮ দিন আগে থেকে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখে যাবতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি চালানো হয়। গত ফেব্রুয়ারিতে ওই মহিলার শরীরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় ডিম্বাণু প্রবেশ করানো হয়। এসএসকেএমের বন্ধ্যাত্ব রোগ বিভাগে চিকিৎসকরা রোগীর মূল প্রক্রিয়া ৮-৯ মাস আগে থেকে শুরু করেছিলেন।

এসএসকেএমের অধিকর্তা ডাঃ মণিময় ব্যানার্জি বলেন, 'বছর দুয়েক আগেই পিপিপি মডেলে বন্ধ্যাত্ব রোগ নিরাময়ের জন্য আইভিএফ পদ্ধতির পরিকাঠামো গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়। প্রথম সাফল্য পেয়ে ভালই লাগছে। আগামী দিনে আরও সাফল্য পাওয়ার চেষ্টা করতে হবে।' আইভিএফ পদ্ধতিতে সন্তান প্রসবের জন্য এখনও পর্যন্ত ৩ হাজার ২০০ জন নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। যাঁদের মধ্যে ৩৫ জন এখন গর্ভবতী।

রাজ্যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থায় উন্নতির খতিয়ান দিলেন কুণাল

আজকালের প্রতিবেদন

বাম আমলের তুলনায় এ রাজ্যে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার কত উন্নতি হয়েছে তার খতিয়ান দিলেন রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষ। নিজের এক্স হ্যান্ডলে শনিবার তিনি লিখেছেন, 'যাঁরা পরিকাঠামো নিয়ে 'ডেডলাইন পলিটিক্স' করছেন, তাঁরা সুদুর অতীত থেকে ৩৪ বছরের বাম জমানা পর্যন্ত; আর তারপর এখন ২০২৪-এর পরিকাঠামো সম্প্রসারণের তুলনা দেখুন।' এর পর তিনি খতিয়ান দিয়ে বলেছেন, ২০১১ সাল পর্যন্ত রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ছিল ১ হাজার ৩৬০টি। ২০২৪ সালে তা বেড়ে ১ হাজার ৮৮৯টি হয়েছে। ২০১১ সাল পর্যন্ত সরকারি হাসপাতালে মোট বেডের সংখ্যা ছিল ৫৮ হাজার ৬৪৭টি। ২০২৪ সালে তা বেড়ে ৯৭ হাজার হয়েছে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ২০১১ সাল পর্যন্ত এমবিবিএস-এর আসন সংখ্যা ছিল ১ হাজার ৩৫৫ এবং এমডি-র ক্ষেত্রে ৯০০। ২০২৪ সালে এ রাজ্যে এমবিবিএস-এর আসন সংখ্যা বেড়ে ৫ হাজার ৩২৫ এবং এমডি-র ক্ষেত্রে ১ হাজার ৮৭৭ হয়েছে।

উত্তরের মোহনবাগানের উদ্যোগে কলকাতা অনাথ আশ্রমের শিশুদের পোশাক, জুতো, ক্রীড়া সরঞ্জাম দেওয়া হয়। ছিলেন আইলিগ জয়ী কোচ সঞ্জয় সেন, প্রবীর মিত্র-সহ বিশিষ্টরা। শনিবার।

শব্দরঙ্গ ৯৮২২

	১		২			৩	৪
						৫	
৬			৭		৮		
		৯			১০		১১
১২	১৩			১৪			
	১৫					১৬	
১৭		ছক ১					
১৮							

পাশাপাশি

১ ধ্বন্যাত্মক শব্দ ৫ দানব শিল্পী ৬ আরবি নিজস্ব
৭ মেঘ ৯ ফারসি সোনা ১০ চুরির দ্রব্য ১২ উন্মাদ
১৪ কেশ ১৫ জলাধার ১৬ নাটকের ভূমিকায় অভিনয়
১৭ বিরাম চিহ্ন ১৮ দ্বিচক্রযান

উপরনিচ

১ তৎসম সমূলে বিনাশ
২ আদি কারণ
৩ ফারসি চমক পূর্ণ
৪ ইঙ্গ বালক
৬ পায়ে জুতে নেই এমন
৮ বিণে. শুভ্রবর্ণ
৯ আরবি নাচগানের আসর
১১ তৎসম কপাল
১৩ গরমকাল
১৪ বিণে. চূর্ণ বিচূর্ণ
১৬ শিরস্ত্রাণ
১৭ ফারসি লাউ

গত কালের সমাধান

১পি	২না	৩ক		৪ব	৫দ	৬লা	
	৭রা	ব		৮হু	ম	হা	৯ম
১০গো	চ	রী	ভূ	ত			শা
কু				১১র	বি	বা	র
১২ল	লা	টি	১৩কা				তে
পি	ছক ৮		১৪র	ং	১৫ম	১৬শা	ল
১৭ঠে	১৮কে	১৯শে	খা		২০র	বি	
	২১ঠে	ক	না		২২জি	রা	ত

জয়ন্ত সাহা

আজ টিভিতে কী দেখবেন

সিনেমা

● **জলসা মুভিজ**
দুপুর ৩-৩০ **সন্তান**, সন্ধে ৬-২০ **লাভ এক্সপ্রেস**, রাত ৯-২০ **যা চণ্ডী**

● **জলসা মুভিজ এইচডি**
সকাল ১০-৩০ **পিয়া রে**, দুপুর ১২-৫০ **রক্তকরবী**, দুপুর ২-৫০ **বগলামামা যুগ যুগ জিও**, বিকেল ৫-৩০ **বাদশাহী আংটি**, সন্ধে ৭-২৫ **চার**, রাত ১১-২০ **কণ্ঠ**

● **আকাশ আট**
দুপুর ৩-০৫ **ফুল অউর পাথর**

● **জি বাংলা সিনেমা**
বিকেল ৫-৩০ **মায়ের আশীর্বাদ**, রাত ৮-৫৫ **প্রধান**
সাঁঝবাতি

রাত ১২-১৫

● **ডিডি বাংলা**
দুপুর ২-৩০ **বন্দিনী কমলা**, সন্ধে ৭-৩০ **সন্তান যখন শত্রু**

● **অ্যান্ড পিকচার্স**
সকাল ৮-১৩ **ধড়ক**, সকাল ১১-০১ **ওয়ান্টেড**, দুপুর ১-৫২ **রামাইয়া বাস্তাভাইয়া**, বিকেল ৪-৫৩ **টয়লেট: এক প্রেমকথা**, রাত ৮-০০ **ধামাল**, রাত ১০-৪৫ **লিঙ্গা**

জলসা মুভিজ এইচডি
দ্বিতীয় পুরুষ
রাত ৯-০০

সোনি পিক্স
মাস্ক
সকাল ১১-২১

বিশেষ অনুষ্ঠান

● **বিষয়: পুজোর সাহিত্য**
একটা সময় দুর্গাপুজোর সঙ্গে পুজোর সাহিত্য ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িতে। বাঙালি অপেক্ষা করে থাকত পুজোতে পাওয়া নতুন লেখার স্বাদের। পুজোবার্ষিকীগুলি ছিল যার অন্যতম বাহন। সারা বছর ধরে পুজোর সময়টিতে নতুন নতুন লেখা পড়ার অপেক্ষায় থাকত সকলে। এখন দিন বদলেছে। প্রযুক্তি আমাদের ক্রমশ বই থেকে দূরে নিয়ে যাচ্ছে। নতুন প্রজন্ম বই পড়ার থেকে বেশি সাবলীল মোবাইল, কম্পিউটার, ইন্টারনেটে। তাহলে কি পুজোর সাহিত্যে বাজার ক্রমশ পড়তির দিকে? কী বলছেন লেখক, প্রকাশক, পাঠকরা? **ডিডি বাংলার** 'সাহিত্য সংস্কৃতি'-তে আলোচনা -এই বিষয়েই। শিরোনাম— 'পুজোর সাহিতের একাল সেকাল '। **দুপুর ১-৩০ মিনিট থেকে।**

● **জি সিনেমা**
দুপুর ২-২৯ **রক্ষাবন্ধন**, বিকেল ৪-৫০ **সূর্য: দ্য সোলজার**, রাত ৮-০০ **ধামাল**
মিলি

রাত ১০-৪২

জি বলিউড
সকাল ১১-১২ **কোয়েলা**, দুপুর ২-০০ **রাজা কি আয়েগি বারাত**, রাত ১১-১২ **ম্যায় খিলাড়ি তু আনাড়ি**

● **সোনি পিক্স**
সকাল ৯-১৪ **স্পাইডারম্যান: ফার ফ্রম হোম**, দুপুর ২-৫৫ **দ্য ডার্ক নাইট**, সন্ধে ৬-৫৭ **স্পাইডারম্যান ২**, রাত ১০-৪৮ **গোস্ট রাইডার**

ধারাবাহিক

● **কথা**

ধারাবাহিকে শুরু হয়েছে শারদীয়ার উৎসব। গুহবাড়িতে কথা এবং অভির এটাই প্রথম দুর্গাপুজো। স্বাভাবিকভাবেই তাদের দু'জনের জন্য এবারের পুজোটা খুবই স্পেশাল। বাড়িতে শুরু হয়ে গেছে উৎসব। গুহবাড়ির পুজোতে মেতে উঠেছে সকলে। ঢাকে কাঠি পড়ে গেছে ইতিমধ্যেই। সবার মধ্যেই আনন্দের আবহ। নাচ গান, খাওয়া দাওয়া, হুল্লোড়ে যাবতীয় প্রতিকূলতা যেন ভুলে গেছে সবাই। অভির সঙ্গে পুজোয় মেতে উঠেছে কথাও। আজ ধারাবাহিকে দেখা যাবে ১ ঘণ্টার মহাপর্ব।
স্টার জলসা: রাত ১০-০০

দিনপঞ্জি

বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত: রবিবার, ২০ আশ্বিন ১৪৩১, ইং ৬ অক্টোবর ২০২৪, মুং ২ রবিয়স সানি ১৪৪৬
সূর্যোদয় ঘ ৫।৩৩।২২
সূর্যাস্ত ঘ ৫।১৬।১৪
তিথি-(আশ্বিন শুক্লপক্ষ) তৃতীয়া দং ৫।৪৩ দিবা ঘ ৭।৫০
নক্ষত্র-বিশাখা দং ৪৬।৩৫ রাত্রি ঘ ১২।১১
অন্য পঞ্জিকা
রবিবার, ১৯ আশ্বিন ১৪৩১, ইং ৬ অক্টোবর ২০২৪, হিজরি ২ রবিয়স সানি ১৪৪৬
চতুর্থী অহোরাত্র
বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার জন্মদিন।

প্রয়োজন

লালবাজার কন্ট্রোল: 100, ট্রাফিক: 1073
পশ্চিমবঙ্গ পুলিস : 2214-5411-16
সিআইডি কন্ট্রোল : 2450-6100
ডিজি কন্ট্রোল : 2214-5087
বিধাননগর কন্ট্রোল : 4063-1111
হাওড়া কন্ট্রোল : 2641-5614
আসানসোল কন্ট্রোল : 0341-2250347
ব্যারাকপুর কন্ট্রোল :2593-2647
হাওড়া জিআরপি : 2641-3256
শিয়ালদা জিআরপি : 2350-3940
নিখোঁজ সংক্রান্ত : 2450-6100
প্রবীণ সুরক্ষা : 98300-88884
নারী সহায়তা: 1091
অ্যাম্বুল্যান্স 102
লাইফকেয়ার: 2475-4628
ইন্ডিয়ান রেডক্রস: 2248-3636
মেডিক্যাল ব্যাঙ্ক: 2554-0084
রাসমণি মিশন: 2867-6031
মীরা সেবাকেন্দ্র: 2411-8316
সেন্ট জন্স অ্যাম্বুল্যান্স: 98300-23653
দমকল 101
কন্ট্রোল: 2241-4545
হাওড়া: 2666-8111
শিলিগুড়ি: 0353-2502222
রাতের ওষুধ / অক্সিজেন
ধন্বন্তরী: 2454-7941
নন্দন মেডিক্যাল: 2358-1723
জীবনদীপ: 2455-0926
সাউথ ব্যুরো: 2484-4322
বেল ভিউ ক্লিনিক ফার্মেসি: 91630-58000
ব্লাড ব্যাঙ্ক
সেন্ট্রাল ব্লাড ব্যাঙ্ক: 2351-0619
লাইফকেয়ার: 2284-6940/2298
অশোক ব্যাঙ্ক : 2472-0333
বেলভিউ: 66888888 /7473
সেবা প্রতিষ্ঠান: 2475-3639/3636
চক্ষুদান
গণদর্পণ: 94330-31504
বন্ধু কর্নিয়া কেন্দ্র: 2663-4178
শববহন
সুরুচি সঙ্ঘ, নিউ আলিপুর: 2400-9950
হিন্দু সৎকার: 2241-3849/ 2050
শ্রীভূমি স্পোর্টিং: 2534-0002
উদয়ের পথে: 98301-73814
যাদবপুর মার্চেন্টস: 2412-8165

পুজোয় পরিষেবা দেবে আইএমএ

পুজোর সময় রোগীদের চিকিৎসা পেতে যাতে কোনও সমস্যা না হয় তার জন্য রাজ্য জুড়ে প্রস্তুত ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ)। পুজোর মধ্যে কলকাতার পাশাপাশি সব জেলা জুড়ে চিকিৎসকদের কাজ ভাগ করে দিয়েছে আইএমএ রাজ্য শাখা। ৯ অক্টোবর থেকে ১২ অক্টোবর পর্যন্ত কোন্ চিকিৎসক কোন্ জেলার দায়িত্বে রয়েছেন তার নাম, ফোন নম্বর দিয়ে বিস্তারিত তালিকা প্রকাশ করেছে আইএমএ। রাজ্য সম্পাদক ডাঃ শান্তনু সেন জানিয়েছেন, অন্যান্য বছরের মতো এবারেও সাধারণ মানুষের পাশে আছে আইএমএ। পুজোর মধ্যে অনেক সময়ই হাতের নাগালে চিকিৎসক পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ শোনা যায়। তাই হঠাৎ করে বাড়িতে বা রাস্তাঘাটে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়লে ফোনে চিকিৎসকরা পরামর্শ দেবেন।

আবহাওয়া

রবিবার
বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা।
সর্বোচ্চ ৩১
সর্বনিম্ন ২৫
ডিগ্রি সেলসিয়াস

শনিবার
সর্বোচ্চ ৩০.১ (-৩)
বৃষ্টি ১৩.৯ মিমি
সর্বনিম্ন ২৫.০ (-১)

আপেক্ষিক আর্দ্রতা
৯৬% ৮৪%

রাজ্যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা
পুরুলিয়া ৩৪.৬°

ভবানীপুর চক্রবেড়িয়া পুজোর উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি । এলাকার বাসিন্দাদের সঙ্গে ডান্ডিয়া নাচে পা মেলালেন। শনিবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত

ভবানীপুর ৭৬ পল্লী দুর্গাপ্রতিমা উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী। রয়েছেন কৃষিমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। শনিবার।

বন্যা-কবলিত মানিকচকের নারায়ণপুর চর এলাকায় বিষধর সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক ছাত্রীর। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে মালদার মানিকচক থানার নারায়ণপুর চর এলাকায়।

সাপের কামড়ে মৃত্যু

মৃতের নাম রতিকা চৌধুরি (৯)। স্থানীয় নারায়ণপুর চর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করত সে।

দ্বিতীয়াতে বৃষ্টি উপেক্ষা করে পথে দর্শনার্থীরা

কাকলি মুখোপাধ্যায়

দিনভর মেঘলা আকাশ। ছিল না চড়া রোদের চোখরাঙানি। শনিবার ছিল দ্বিতীয়া। সকাল থেকে উৎসবমুখী বাঙালি বেরিয়ে পড়েছে ঠাকুর দেখতে। বিকেলের পর থেকে আকাশের মুখ ক্রমশ আরও ভার হতে থাকে। তাতেও ঠাকুর দেখার ভিড়ে কোনও প্রভাব লক্ষ করা যায়নি। কিন্তু বাধ সাধল সন্ধেয় তুমুল বৃষ্টি। প্রায় ঘণ্টাখানেকের বৃষ্টি উৎসবমুখী দর্শনার্থীদের উৎসাহে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। বৃষ্টি থেকে বাঁচতে পুজো প্যান্ডেলে খানিকক্ষণ অপেক্ষা। বৃষ্টির গতি কমতেই ছাতা নিয়ে ফের রাস্তায়। বৃষ্টি, জল-কাদা থেকে নতুন পোশাক বাঁচিয়ে ছাতা মাথায় আর এক প্যান্ডেলের দিকে যাত্রা শুরু।

বৃষ্টিকে প্রায় তুড়িতে উড়িয়ে বিশাল ছাতা মাথায় দিয়ে বোসপুকুর থেকে বাগবাজার সর্বজনীনের ঠাকুর দেখতে এসেছে একটা দল। ওই দল থেকে কলেজপড়ুয়া অঙ্গিরা জানালেন, কলকাতার পুরনো পুজোর মধ্যে বাগবাজার সর্বজনীন অন্যতম। চেষ্টা করি প্রতিবছর উত্তরের ঐতিহ্যশালী পুরনো পুজোগুলো দেখার। পুজোর চারদিন সাঙ্ঘাতিক

দ্বিতীয়াতে শিকদার বাগানে দর্শনার্থীরা। শনিবার। ছবি: তপন মুখার্জি

ভিড় হয়। তাই এবার দ্বিতীয়াতেই উত্তরের ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়া।

বৃষ্টির জন্য এদিন সন্ধের পর সাময়িক যানজট তৈরি হয় শহরজুড়ে। তবে তাতে পিছপা নয় উৎসবমুখী মানুষ। শিকদারবাগানে তো উদ্বোধনের মধ্যেই উপচে পড়া ভিড়। উত্তরের টালা, নবীনপল্লী, চালতাবাগান, কলেজ স্কোয়্যার থেকে শুরু করে দক্ষিণের চেতলা অগ্রণী, সুরুচি সঙ্ঘ, একডালিয়া, ত্রিধারা, কেন্দুয়া শান্তি সঙ্ঘের বড় বড় মণ্ডপগুলোতে ছিল থিকথিকে ভিড়। তবে বড় বড় পুজোগুলো উদ্বোধন হয়ে গেলেও, শেষবেলার কিছু কাজ বাকি থেকেই যায়। কয়েকটি মণ্ডপে গিয়ে দেখা গেল শেষ মুহূর্তের 'টাচ আপ'-এর কাজ করতে। কলকাতার প্রায় সমস্ত বিখ্যাত মণ্ডপেই রাত পর্যন্ত ভিড় ছিল। পাশাপাশি সংলগ্ন জেলাগুলিতেও লোকাল ট্রেনে, বাসে দর্শনার্থীরা ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে পড়েছেন। থিমপুজোর জোয়ার এখন রাজ্যের প্রায় সমস্ত জেলাতেই। আয়োজনে কোনও কোনও জেলা শহরকে টেক্কা দিচ্ছে। এদিন দ্বিমুখী ভিড় দেখা গেল শিয়ালদা, বিধাননগর স্টেশনে। একদিকে কলকাতার পুজো দেখতে আসা মানুষের ঢল। অন্যদিকে জেলার বিখ্যাত পুজো দেখতে যাওয়ার ভিড় ছিল নজরকাড়া। মেট্রো স্টেশনেও ছিল থিকথিকে ভিড়। অফিস ফেরত নিত্যযাত্রীদের থেকে ঠাকুর দেখতে যাওয়া মানুষের ভিড়ই ছিল বেশি। হালিশহর থেকে কলকাতায় সপরিবার ঠাকুর দেখতে এসেছেন অরিন্দম জোয়ারদার। শিয়ালদা স্টেশন থেকে বাসে করেই কলকাতার ঠাকুর দেখবেন অরিন্দমবাবু। জানালেন, রাতভর ঠাকুর দেখার প্ল্যান। সকালে বাড়ি ফেরা।

জুনিয়র ডাক্তার: ৬ জনের অনশন

আজকালের প্রতিবেদন

আমরণ অনশনে বসলেন ৬ জন জুনিয়র ডাক্তার। শনিবার রাত থেকে অনশনে বসলেন তাঁরা। তবে প্রথমে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের কোনও জুনিয়র ডাক্তার থাকছেন না অনশনে। প্রথম ৬ জনের পর ধাপে ধাপে অন্যান্য মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র ডাক্তাররা শামিল হবেন। দাবি পূরণের জন্য শুক্রবারই তাঁরা নির্দিষ্ট সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন। সেইমতো শনিবার রাত সাড়ে আটটায় সময় শেষ হয়। তারপরই এদিন সাংবাদিক বৈঠক করে জুনিয়র ডাক্তাররা বলেন, 'আমরা কাজ শুরু করলেও খাবার খাব না। অনশন মঞ্চে সিসি টিভি ক্যামেরা বসানো হবে। আমরা কী করে অনশন করছি, গান গাইব তা সবই সাধারণ মানুষ দেখতে পাবেন। কর্মবিরতি তুললেও পুজোর মধ্যে আমরণ অনশন বজায় থাকবে।' শনিবার আর জি করে কলেজ কাউন্সিলের বৈঠক ছিল। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির কাছে জমা অভিযোগের ভিত্তিতে ১০ জনকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

আজও বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি, কাল কমবে

আজকালের প্রতিবেদন

নিম্নচাপের প্রভাবে যে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল আজ, রবিবারেও তা চলবে। তবে টানা নয়, বিক্ষিপ্ত ভাবে। কাল, সোমবার থেকে বৃষ্টি পরিমাণে কমবে। শনিবার পূর্বাভাসে এমনটাই জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। নিম্নচাপের মেঘে তিনদিন ধরে মাঝেমধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে। নিম্নচাপটি ক্রমে উত্তরবঙ্গের দিকে সরে গিয়েছিল। এদিন সেটির শক্তি কমেছে। যদিও মৌসুমি বায়ুর প্রবাহ গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গে সক্রিয় রয়েছে। গাঙ্গেয় দক্ষিণবঙ্গের উত্তরদিকে একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এর কারণে সপ্তাহের শুরুর দিকে দক্ষিণবঙ্গের কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্ত হালকা বৃষ্টি হতে পারে। গত কয়েকদিনের বৃষ্টির কারণে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমেছে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, বৃষ্টি কমলেও তাপমাত্রা বিশেষ বাড়বে না। রাজ্যের সর্বত্র এদিন সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩০ থেকে ৩৩ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করেছে। বৃষ্টির কারণে দার্জিলিঙে শীতের আমেজ। সেখানে এদিন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমে যায় ১৪.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে।

উৎসবের দিনগুলিতেও
আপনাদের পরিষেবায়
WBSEDCL

২৪ ঘন্টা কন্ট্রোল রুম খোলা

দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং ছট পুজোর ছুটিতে বিদ্যুৎ ভবনে ডিস্ট্রিবিউশন কন্ট্রোল রুম ২৪ ঘন্টা খোলা থাকবে। গ্রাহকদের সুবিধার্থে কিছু জরুরি ফোন নম্বর নিচে দেওয়া হল ঃ

বিদ্যুৎ ভবন কন্ট্রোল রুমে দিনরাতের যোগাযোগ নম্বর
8900793503/8900793504

- 24x7 হেল্পলাইন পরিষেবা ঃ 19121
- বিদ্যুৎ না থাকলে SMS করুন ঃ 8422990336
- বিদ্যুৎ না থাকলে এ জানান ঃ 8433719121
- বিদ্যুৎ না থাকলে মিসড কল দিন ঃ 8422990337
- বিদ্যুৎ বন্টন ব্যবস্থায় কোন ত্রুটি বা বিপদ দেখলে জায়গার নাম সহ ছবি করুন ঃ 8900793100

ক্যাশ অফিসও আপনার জন্য খোলা

দুর্গাপুজো, লক্ষ্মীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো এবং ছট পুজোর ছুটিতেও প্রিয় গ্রাহকদের সুবিধার্থে WBSEDCL-এর প্রত্যেক রিজিওনাল অফিস ও কাস্টমার কেয়ার সেন্টারের (সিসিসি'র) আওতায় সকল ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার এবং বিদ্যুৎ ভবনে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কমার্শিয়াল)-এর অধীনে ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার যথাক্রমে ০৭.১০.২০২৪, ০৮.১০.২০২৪, ০৯.১০.২০২৪, ১৪.১০.২০২৪, ১৫.১০.২০২৪, ১৮.১০.২০২৪ এবং ০৮.১১.২০২৪ তারিখে খোলা থাকবে। উৎসবের এই ছুটির দিনগুলিতে ক্যাশ কালেকশন কাউন্টার সকাল ৯:৩০ থেকে দুপুর ৩:৪৫ পর্যন্ত খোলা থাকবে। এছাড়া বিধাননগর-১ ডিভিশন ও নিউটাউন ডিভিশনের অধীনে প্রি-পেইড ক্যাশ কাউন্টার উল্লিখিত দিনগুলিতে খোলা থাকবে।

WBSEDCL আপনাকে জানায় শারদোৎসবের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি উদ্যোগ)
রেজিষ্টার্ড অফিস ঃ বিদ্যুৎ ভবন, ব্লক-ডি জে, সেক্টর-II, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৯১
CIN : U40109WB2007SGC113473, www.wbsedcl.in
ICA- N 475(9)/2024

আজকাল

৪৪ বর্ষ ১৯৩ সংখ্যা ১৯ আশ্বিন ১৪৩১ রবিবার ৬ অক্টোবর ২০২৪

চর্বি রহস্য

টৌটায় চর্বি। সত্যি না মিথ্যে সে আলোচনা অবান্তর। আজকের সোশ্যাল মিডিয়ার ভাষায় ‘ভাইরাল’ হয়ে গেল সেই বার্তা। রটনা যেখানে যেমন প্রয়োজন, তেমন। কোথাও রটল সে চর্বি গরুর, কোথাও রটনা চর্বি শুয়োরের। সালটা ১৮৫৭। ব্রিটিশ–ভারতের হিন্দু ও মুসলিম সেনাদের মধ্যে ধর্মীয় বিভ্রান্তি তৈরি করল। স্বধর্ম রক্ষায় ব্রিটিশ শাসকের বিরুদ্ধে হল সেনা বিদ্রোহ। ইতিহাসবিদ ও গবেষকরা এর পিছনে আরও অন্যান্য কারণ পরবর্তীকালে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু শুরু সেই চর্বি রহস্য থেকেই। ১৬৭ বছর পর ভারতীয় রাজনীতিতে ফিরে এসেছে সেই চর্বি। অন্ধ্রপ্রদেশের তিরুপতি শহরের অদূরে তিরুমালা শৈলশহরের বালাজি বেঙ্কটেশ্বরের মন্দিরকে ঘিরে এবারের বিতর্ক। বেঙ্কটেশ্বরের প্রধান প্রসাদ লাড্ডু। ঘিয়ে পাক করে তৈরি হয় এই লাড্ডু। অন্ধ্রপ্রদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পরেই সামনে এসেছে বা বলা ভাল, শাসক তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডু এবং তাঁর সহযোগী, হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্যে তাঁদের প্রধান রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ জগন রেড্ডিকে কোণঠাসা করতেই তুলে ধরেছেন তিরুপতির ঘিয়ে চর্বির উপস্থিতিকে। চর্বির জের টেনে তুলে ধরেছেন ‘খ্রিস্টান’ জগন রেড্ডির ধর্মীয় পরিচয়কেই। বোঝা যায় ঘিয়ে চর্বি নাইডুদের আসল লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জগন রেড্ডির ধর্মীয় পরিচয়ই। হিন্দুবাদীদের সহজ টার্গেট। দুধের স্নেহজ পদার্থ (ফ্যাট) থেকে তৈরি হয় ঘি, মাখন, ননী ইত্যাদি। আণবিক কাঠামোর কারণে এই চর্বি (ফ্যাটের বাংলা কিন্তু চর্বি) স্বাভাবিক তাপমাত্রায় তরল আকারে থাকে। আবার আণবিক কাঠামোর পরিবর্তনেই ওই স্নেহজ পদার্থ প্রাণীদেহে শক্ত অবস্থায় চর্বি হিসেবে থাকে। প্রশ্ন, গরুর তরল চর্বি ঘি ননী হলে দোষ নেই, কিন্তু শক্ত চর্বি হলে দোষ কেন? আসলে দোষ চর্বির বা গরু–শুয়োরের নয়, দোষ জগনের জন্মসূত্রে খ্রিস্টান হওয়াই। নাইডুদের নোংরা, সাম্প্রদায়িক রাজনীতি।

খবরে তিনি

সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিশেষত টি২০ ফরম্যাটে শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের নয়, বিশ্বের অন্যতম সফল ক্রিকেটার হিসেবে নিজেকে তুলে ধরেছেন অলরাউন্ডার ডোয়েন জন ব্র্যাভো। ক্রিকেটের সব ফরম্যাট থেকে অবসরের পর সদ্য কলকাতা নাইট রাইডার্স–এর মেন্টর নির্বাচিত হয়ে ব্র্যাভো এখন ঘরের লোক। তাঁর ক্রিকেটযাপনে আলো ফেললেন বিশ্বজিৎ দাস

‘গুরু’ গম্ভীরের ব্যাটন হাতে কেকেআরের মেন্টর ব্র্যাভো

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সঙ্গে ক্যালিপসোর এক অদ্ভুত মেলবন্ধন রয়েছে। একটা সময় ছিল যখন ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে ক্যালিপসোর ছন্দ আর ক্রিকেট মিলেমিশে একাকার হয়ে যেত। তখন টেস্ট ক্রিকেটের রমরমা। একদিনের ক্রিকেট জনপ্রিয়তায় ভাগ বসাতে পারেনি। কুড়ি–বিশের ক্রিকেট ভাবনারও অতীত!

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের সঙ্গে বলিউডেরও তো যোগ রয়েছে। সেই ভিভিয়ান রিচার্ডস, নীনা গুপ্তার বহুলচর্চিত প্রেমকাহিনি! আন্দ্রে রাসেলের বলিউড গানে কোমর দোলানো। কিংবদন্তি শিবনারায়ণ চন্দ্রপল–পুত্র তেগনারায়ণের ’৮৩ ছবিতে (কপিলদের বিশ্বকাপ জয় নিয়ে তৈরি) ল্যারি গোমসের চরিত্রে অভিনয়। তবে এত কিছুর মধ্যেও ভিভ–নীনার প্রেমপর্বের মতো যা সর্বজনচর্চিত, তা হল ডি জে ব্র্যাভোর ‘চ্যাম্পিয়ন’ গান। যে গান ১৪০ কোটি জনতার ক্রিকেট–ধর্মের দেশে হিল্লোল তুলে দিয়েছিল।

কপিলদেবের ভারত যেবার তারকাখচিত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে বিশ্বকাপ হাতে তুলেছিল, সেই ১৯৮৩ সালের ৭ অক্টোবর ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর সান্তাক্রুজে জন্ম ডোয়েন জন ব্র্যাভোর। তখন ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটে সোনার যুগ। অবশ্য ২০০৪ সালে তিনি যখন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মঞ্চে পা রাখছেন, ততদিনে ক্যারিবিয়ান ক্রিকেট অস্তাচলের পথে। তা সত্ত্বেও সীমিত ওভারের ক্রিকেটে বিশেষত টি২০ ফরম্যাটে নিজেকে শুধু দেশের নয়, বিশ্বের অন্যতম সফল ক্রিকেটার হিসেবে তুলে ধরেছেন ৫ ফুট ৯ ইঞ্চির এই অলরাউন্ডার।

ব্র্যাভোর আন্তর্জাতিক মঞ্চে পদার্পণ একদিনের ক্রিকেটের হাত ধরে। ২০০৪ সালের এপ্রিলে। ইংল্যান্ড সফরে। সেবারই লর্ডসে টেস্ট অভিষেক। দু’বছর পর কুড়ি–বিশের ফরম্যাটে। কেরিয়ারে ২০০৪ থেকে ২০২১ সময়কালে দেশের জার্সিতে ৪০ টেস্ট, ১৬৪ একদিনের ম্যাচ ও ৯১টি টি২০ ম্যাচ খেলেছেন। শুধু তাই নয়, ২০০৪ সালে ক্যারিবিয়ান–শিবিরের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়, ২০১২ ও ২০১৬ সালে টি২০ বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন হওয়ার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ২০১২–র ফাইনালে জয়ের ক্যাচটিও তাঁরই তালুবন্দি হয়েছিল। ২০১৫ সালের ৩১ জানুয়ারি টেস্ট ক্রিকেটকে বিদায় জানান। ২০১৮ সালের অক্টোবরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও পরের বছর ডিসেম্বরে অবসর ভেঙে ফিরে আসেন। ২০২০ সালের টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির জন্য। তবে করোনা অতিমারিপর্ব পেরিয়ে ২০২১ সালে টি২০ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া ম্যাচ শেষেই দেশের জার্সি খুলে ফেলেন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ইতি টানলেও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের টি২০ লিগে চুটিয়ে খেলছিলেন ব্র্যাভো। ক্রিকইনফোর পরিসংখ্যান বলছে, কেরিয়ারে ৪৩টি দলের হয়ে মাঠে নেমেছেন তিনি। এক্ষেত্রে তাঁর গানের লাইন ধার করেই বলতে হয়, কুড়ি–বিশের ক্রিকেটে তিনি আক্ষরিক অর্থেই ‘চ্যাম্পিয়ন’। দেশের হয়ে দু’দুবার টি২০ বিশ্বকাপ জয়। ১৫টি ফ্র্যাঞ্চাইজি লিগ খেতাব তাঁর নামের পাশে। প্রথম বোলার হিসেবে টি২০ ক্রিকেটে ৫০০ উইকেট পকেটে পুরে ফেলার নজিরও ব্র্যাভোর নামে। গত সেপ্টেম্বরে তিনি পাকাপাকিভাবে ক্রিকেটের জুতোজোড়া তুলে রাখার ঘোষণা করে ফেলেন।

ক্যারিবিয়ান ক্রিকেটের এক বর্ণময় চরিত্র ডি জে ব্র্যাভো। যিনি মাঠের মতো মাঠের বাইরেও সমানভাবে বিদ্যমান। ত্রিনিদাদের রাজপুত্র ব্রায়ার্ন চার্লস লারার মতো হতে চাওয়ার বাসনা নিয়ে ক্রিকেট মাঠে পা রেখেছিলেন। অথচ অর্থসঙ্কটে ভোগা ওয়েস্ট ইন্ডিজ ক্রিকেট বোর্ডের সঙ্গে মতানৈক্যে ছয় বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বেরিয়ে আসেন। ২০১০ সালে ঘরের মাঠে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সিরিজকে পিছনের তালিকায় ফেলে অগ্রাধিকার দেন আইপিএলকে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বরে নির্বাচকরা ব্র্যাভোর থেকে নেতৃত্বের ব্যাটন তুলে দেন জেসন হোল্ডারের হাতে। তার দু’মাস আগে দেশের ক্রিকেট বোর্ডের সংশোধিত চুক্তিতে অর্থপ্রদানের কাঠামোর সমস্যা নিয়ে ভারত সফরের মাঝপথ থেকে সরে আসা দলে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি টি২০ ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সফল অলরাউন্ডার। সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর ঘোষণার পরপরই সেই তারকা ব্র্যাভোকে মেন্টর হিসেবে নিয়োগ করলেন নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষ। শুধু গৌতম গম্ভীরের ছেড়ে যাওয়া কলকাতা নয়, নাইটদের অন্যান্য দেশের ফ্র্যাঞ্চাইজি টি২০ লিগের দলগুলোতেও মেন্টরের দায়িত্বও সামলাবেন তিনি। গত ২৭ সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে একথা জানিয়েছেন নাইট কর্তৃপক্ষ।

আইপিএলে তিনটি দলে (মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, গুজরাট লায়ন্স, চেন্নাই সুপার কিংস) খেললেও কখনও নাইটদের জার্সিতে মাঠে নামেননি ব্র্যাভো। তবে ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের নিয়মিত সদস্য ছিলেন এই তারকা অলরাউন্ডার। বিগত ১০ বছর নিজের দেশের টি২০ লিগে নাইটদের জার্সিতে খেলে এসেছেন। আইপিএলের শুরুটা করেছিলেন মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের হয়ে। তবে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন মহেন্দ্র সিং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংসের সঙ্গে। গতবার আইপিএলে সেই চেন্নাইয়ের বোলিং কোচের দায়িত্বও সামলান তিনি। কুড়ি–বিশের ফরম্যাটে ৫৮২ ম্যাচ খেলেছেন। ৬৩১ উইকেট ব্র্যাভোর নামের পাশে। সঙ্গে প্রায় ৭ হাজার রান। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার দিনে সেকথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন নিজে।

পাকাপাকিভাবে মেন্টরের দায়িত্ব তুলে দেওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবেই নাইট কর্ণধার শাহরুখ খান ও কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন ব্র্যাভো। একইসঙ্গে কৃতজ্ঞতা জানাতে ভোলেননি চেন্নাই সুপার কিংস ম্যানেজমেন্টকেও। বলছিলেন, ‘ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগে আমি গত ১০ বছর ধরে ত্রিনবাগো নাইট রাইডার্সের হয়ে খেলেছি। বিভিন্ন দেশের লিগে কখনও নাইট রাইডার্সের হয়ে, কখনও তাদের বিপক্ষেও খেলেছি। যেভাবে নাইট কর্তৃপক্ষ দল পরিচালনা করেন, সত্যিই তা শেখার মতো। এখানে দলের প্রতি মালিকদের আবেগ, দায়বদ্ধতা, পেশাদারিত্ব এবং পরিবারের মতো সকলের আন্তরিক ব্যবহার খুবই ভাল লাগে। খেলা ছাড়ার পর আগামী প্রজন্মের চ্যাম্পিয়নদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার জন্য এটাই সেরা জায়গা।’

সেই ভিডিওবার্তায় ব্র্যাভোকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘বিশ্বজোড়া নাইট সমর্থকদের পাশাপাশি নাইট ম্যানেজমেন্টকে ধন্যবাদ, আমার ওপর ভরসা রাখার জন্য। এই দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে ভাল লাগছে। তবে চেন্নাই সুপার কিংসকেও ধন্যবাদ। ওরা আমাকে নতুন এই দায়িত্বের জন্য শুভেচ্ছা জানিয়েছে। আমি সব সময় আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রেরণা দিতে চাই। সেই দায়িত্ব পেয়ে ভাল লাগছে। চেষ্টা করব সেরাটা দিতে। আমাদের বস এসআরকে (শাহরুখ) সবসময় বলেন, সেই কথা ধরেই বলছি, আমরা আনন্দ করব, মজা করব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জিতব।’ আর কেকেআর সমর্থকদের প্রতি তাঁর বার্তা, ‘কলকাতার নাইট সমর্থকরা তৈরি থেকো। আমি আসছি। করব, লড়ব, জিতব। আমি কেকেআর।’

এবারের ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়ার লিগের শুরুতেই ব্র্যাভো জানিয়েছিলেন, টুর্নামেন্ট শেষে পাকাপাকিভাবে ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন। কে জানত, কয়েক মাসের ব্যবধানে ফের নয়া অবতারে আবির্ভূত হবেন তিনি! ক্রিকেট, গানের পর মেন্টরের ভূমিকাতেও ডি জে ব্র্যাভো ‘চ্যাম্পিয়ন’ হয়ে ওঠার চিত্রনাট্য লিখতে পারবেন! সেই পানেই তাকিয়ে ভক্তকুল।

জ্বালানি তেলের দাম কমাতে আদৌ আগ্রহী নয় কেন্দ্র

সুজনকুমার দাস

পেট্রোল–ডিজেলে শুধু গাড়ি চলে না, আমাদের সমস্ত জীবনযাত্রাই নির্ভর করে পেট্রোপণ্যের দামের ওপর। পেট্রোপণ্যের দামের প্রভাবেই জিনিসপত্রের দামের একটা বড় অংশ নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই এর দাম সবসময়, সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিকদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। গত কয়েক মাসে বিশ্ব বাজারে অশোধিত তেলের দাম অনেকটা নেমেছিল। অপরিশোধিত জ্বালানি তেলের দাম ছিল ব্যারেল–পিছু প্রায় বাহাত্তর ডলারের কাছাকাছি। ফলে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি আমদানি খরচ কমা বাবাদ যে সুবিধা পেয়েছে, তা দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে কি না, তা নিয়ে চলছে জল্পনা। যদিও ইজরায়েলের ওপর ইরানের পাল্টা হামলার পর অপরিশোধিত তেলের দাম কিছুটা বেড়েছে।

এখন প্রশ্ন হল, পেট্রোলের দাম কি সরকার নির্ধারণ করে? ইউপিএ আমলেই পেট্রোপণ্যের দামের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ পর্যায়ক্রমে কমানো শুরু হয়। ২০১৭ সাল থেকে তেলের দাম প্রতিদিন নির্ধারিত হয়। দাম নির্ধারণ করে দাম অয়েল মার্কেটিং কোম্পানিগুলি। এই দাম আবার নির্ভর করে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম, সরকারি ট্যাক্স ও অন্যান্য ব্যয়ের ওপর। কাজেই সরকার ট্যাক্সের হার কমিয়ে দিয়ে তেলের দাম কমাতে পারে। সরকার তেলের দাম নির্ধারণ করে না বলে এখনকার শাসক দলের নেতারা যে যুক্তি দেখাচ্ছেন, তা অর্ধসত্য। বিশ্ববাজারে তেলের দামের ওপর নির্ভর করে ভারতের বাজারে দাম নির্ধারিত হলে, দীর্ঘ দু’বছর ধরে এদেশে পেট্রোল–ডিজেলের দাম কমবেশি একই জায়গায় থাকে কী করে? এই সময়ে তো বিশ্ববাজারে তেলের দামের বহু উত্থান–পতন হয়েছে। আসলে বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হলেও, এখনও নানা উপায়ে পুরোদস্তুর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বহাল আছে। তাই বিশ্ববাজারে তেলের দাম বাড়লে ভারতে তেলের দাম যত দ্রুত বাড়ে, বিশ্ববাজারে দাম কমলে সেই সুযোগ খুব একটা সাধারণ মানুষ পান না। পেট্রোপণ্য থেকে বিপুল আয় সরকারের নিশ্চিত আয়ের উৎস। তাই পেট্রোপণ্যকে এখনও জিএসটির আওতায় আনা হয়নি। এদিকে সরকারের পরিকল্পনাখাত ও পরিকল্পনা–বহির্ভূত খাতে খরচ ক্রমশ বেড়েই চলেছে, পাল্লা দিয়ে বাড়ছে বিভিন্ন ভর্তুকিযুক্ত সামাজিক প্রকল্প। তাই তেলের দাম কমাতে সরকারের এত অনাগ্রহ।

> পেট্রোল-ডিজেলের দাম বাজারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হলেও, এখনও নানা উপায়ে পুরোদস্তুর সরকারি নিয়ন্ত্রণ বহাল আছে। তাই বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়লে ভারতে পেট্রোল-ডিজেলের দাম যত দ্রুত বাড়ে, বিশ্ববাজারে দাম কমলে সেই সুযোগ খুব একটা সাধারণ মানুষ পান না।

বছর তিনেক আগে বিজেপির আইটি সেলের সভাপতি অমিত মালব্য টুইটারে তোপ দেগেছিলেন। সেখানে তিনি পেট্রোপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির দায় পূর্ববর্তী ইউপিএ সরকারের ঘাড়ে চাপিয়েছেন। ইউপিএ সরকার নাকি তাদের রাজত্বকালে যে অয়েল বন্ড ছেড়েছিল তার বিপুল পরিমাণ ম্যাচুরিটি মূল্য বর্তমান বিজেপি সরকারকে মেটাতে হচ্ছে। শুধু তা–ই নয়, তিনি একে খারাপ অর্থনীতি ও খারাপ রাজনীতি বলেও উল্লেখ করেন। এখন জানা দরকার, অয়েল বন্ড কী। অয়েল বন্ড হল অন্যান্য বন্ডের মতোই এক ধরনের সরকারি ঋণপত্র, যা তৎকালীন ইউপিএ সরকার তেল কোম্পানিগুলিকে নগদ ভর্তুকির পরিবর্তে দিয়েছিল। দিয়েছিল কারণ তেল সংস্থাগুলিকে তেলের দাম প্রকৃত বাজারদরের চেয়ে কম রাখতে বলেছিল সরকার। এবং এতে তেল কোম্পানিগুলির যে আর্থিক ক্ষতি হচ্ছিল, তা নগদ অর্থ না দিয়ে কোম্পানিগুলিকে দিয়েছিল সমমূল্যের অয়েল বন্ড। অর্থাৎ একটা সময়ের পর তেল কোম্পানিগুলির প্রাপ্য টাকা নির্দিষ্ট সুদ সমেত ফেরত দেওয়ার অঙ্গীকারপত্র। ধরা যাক, সরকারের নির্দেশে কম দামে তেল বিক্রি করে একটি কোম্পানির একশো টাকা ক্ষতি হয়েছে। এখন সরকার নগদ একশো টাকা ক্ষতিপূরণ না দিয়ে কোম্পানিটিকে একশো টাকার বন্ড দিল, যেটা বন্ডে উল্লেখিত নির্দিষ্ট বছর পর (ধরা যাক ১০ বছর পর) একটি নির্দিষ্ট সুদ সমেত (ধরা যাক ২০০ টাকা) ওই কোম্পানি টাকাটা ফেরত পাবে। অমিত মালব্যর ট্যুইট অনুযায়ী, ইউপিএ সরকার এই ভাবে বন্ডের মাধ্যমে ভর্তুকি দিয়ে তেলের দাম কম রেখেছিল। এখন সেই সব বন্ডের মূল্য বিজেপি সরকারকে পরিশোধ করতে হচ্ছে। তেলের ওপর কর কমিয়ে আরও বোঝা বাড়ানোর ক্ষমতা সরকারের নেই। অর্থাৎ ইউপিএ সরকারের সস্তা জনপ্রিয় রাজনীতির ফল এখন পেট্রোপণ্যের অতিরিক্তি মূল্যবৃদ্ধি।

এটা ঠিক যে, সরকারকে প্রায় ১,৬৫,৯২৩ কোটি টাকা অয়েল বন্ড বাবদ পরিশোধ করতে হবে ২০২৬ সাল পর্যন্ত। সুতরাং, সরকারের ওপরে অয়েল বন্ড বাবদ একটা বড় বোঝা আছে। তবে মনে রাখতে হবে, ইউপিএ নয়, প্রথম অয়েল বন্ড ছেড়েছিল অটলবিহারী বাজপেয়ীর এনডিএ সরকার ২০০২ সালে। এর পরিমাণ ছিল ৯০০০ কোটি টাকা। তবে বিশ্ববাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বেশি থাকা সত্ত্বেও, মনমোহন সিংয়ের আমলে তেলের দাম তুলনামূলক ভাবে কম ছিল বলে যাঁরা গলা ফাটান, তাঁদেরও জানা দরকার কোন্ জাদুবলে তেলের দাম কিছুটা হলেও কম রেখেছিল তৎকালীন সরকার। তখন যে ভর্তুকি ভোগ করেছি আমরা, সেটা আবার সুদ সমেত আমাদেরই শোধ করতে হবে। এর মধ্যে কোনও ম্যাজিক নেই। অর্থনীতি কখনও ম্যাজিকে চলে না। বর্তমান মোদি সরকারও যে খাদ্যে ভর্তুকি দিচ্ছে, সেটাও সবটা নগদে নয়। এফসিআইয়ের হাতে টাকা না দিয়ে সমমূল্যের বন্ড ধরিয়ে দিচ্ছে। বাস্তবে, খরচ ও রাজস্ব ঘাটতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সব সরকারই এটা করে থাকে।

এদিকে আবার পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের মেঘ। ইরানের মিসাইল হামলা রণ–দামামা বাজিয়ে দিয়েছে। তাল ঠুকছে ইজরায়েল। যে কোনও সময় শুরু হতে পারে পুরোদস্তুর যুদ্ধ। এর প্রভাব শুধু পশ্চিম এশিয়া নয়, ভারত–সহ গোটা বিশ্বেই পড়বে। পরমাণু কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ইরানের ওপর আমেরিকা অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা জারি করার পর ২০১৯ সাল থেকে ভারত ইরান থেকে তেল কেনে না ঠিকই, কিন্তু পুরোদস্তুর যুদ্ধ শুরু হলে সবার আগে বন্ধ হয়ে যাবে লোহিত সাগরের শিপিং রুট। মালবাহী জাহাজকে যেতে হবে ঘুরপথে। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়বে। এতে অপরিশোধিত তেলের দাম আকাশছোঁয়া হতে পারে। ইতিমধ্যে ইরানের হামলার পরেই অপরিশোধিত তেলের দাম ৩ শতাংশ বেড়েছে। তেল এবং গ্যাসের অধিকাংশটাই আমদানি করে ভারত। ফলে উচ্চমূল্য এবং মুদ্রাস্ফীতির প্রভাব পড়বে ভারতের অর্থনীতি এবং বাণিজ্যে। মরগ্যান স্ট্যানলির প্রতিবেদন অনুযায়ী, সঙ্ঘাত তীব্রতর হলে অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল–প্রতি ১০ ডলারও বাড়তে পারে। যার মাশুল গুনতে হবে আমজনতাকে। কাজেই তেলের দাম অল্পবিস্তর কমার যে সম্ভাবনা ভারতে তৈরি হয়েছিল, তা অঙ্কুরেই বিনাশ হতে পারে। সেই সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির হার বাড়লে সুদের হার কমানোর সম্ভাবনাও মাঠে মারা যেতে পারে।

লেখক অধ্যাপক, শ্রীপৎ সিং কলেজ, জিয়াগঞ্জ

লন্ডন ক্যানভাস

ডেকার্স লেন থেকে কুমারীপুজো

তমালিকা বসু

ডেকার্স লেন

লন্ডনের বুকে সরু কুমোরটুলির গলি, তুলির টানে আলপনা, চালচিত্র এবং কলকাতা স্ট্রিট ফুডের স্বর্গ ডেকার্স লেনকে তুলে আনার স্বপ্ন দেখেছে পুজো কমিটি প্রয়াস ইউ কে। এবারে তাদের পুজোর দ্বিতীয় বছর। সাবেকি প্রতিমা ও নারী ক্ষমতায়নের বার্তা– এ দুটি প্রয়াসের এ বছরের পুজোর থিম। মণ্ডপসজ্জা, ভোগ এবং অতিথি–অভ্যাগতদের খাবারের আয়োজন– সবই সামলাচ্ছেন প্রয়াসের মহিলা ব্রিগেড। নেতৃত্বে গীতাঞ্জলি ভট্টাচার্য। লন্ডনের শহরতলি স্টেনসে আয়োজিত এই পুজোর ফুড কোর্টে এবার ‘ডেকার্স লেন’–এর দায়িত্বে রয়েছেন তাজ বেঙ্গলের প্রাক্তন শেফ দেবজ্যোতি পাল রায়। জানিয়েছেন পুজোর উদ্যোক্তা ভাস্কর ভট্টাচার্য

বাড়ি থেকে বারোয়ারি

দ্বিতীয় বছরে পা দিল পূর্ব ইংল্যান্ডের কেন্টের মেডওয়ে ঐকতান কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। কেন্টের এই অঞ্চলে কাছাকাছি আর কোনও দুর্গোৎসব না থাকার কারণে, মেডওয়ে ঐকতান গঠিত হয়েছে বলে জানান সদস্য স্নেহাংশু ব্যানার্জি। তিনি বলেন, সবথেকে কাছের পুজো ছিল ৩৫ মাইল দূরে। এই অঞ্চলের বাঙালিকে তাই দুর্গাপুজো থেকে বঞ্চিত না রাখার দায়িত্বটা এখানকার চারটি পরিবার কাঁধে তুলে নেয়। গত বছর এক সদস্যের বসার ঘরে দুর্গাপুজো আয়োজিত হয়। এবার চ্যাটহ্যামের সুসজ্জিত হলে ১৫০ জনের উপস্থিতিতে আয়োজিত হচ্ছে পুজো। সেইসঙ্গে থাকছে জমাটি অনুষ্ঠান এবং নবরাত্রি উপলক্ষে ডান্ডিয়া নাচ।

বেলফাস্টে অকালবোধন

উত্তর আয়ারল্যান্ডের রাজধানী বেলফাস্টে গত ১৫ বছর ধরে দুর্গাপুজো আয়োজন করছে মুদ্রা অ্যাকাডেমি অফ পারফর্মিং আর্টস। এবছর তাদের পুজো শুরু ১১ অক্টোবর থেকে। উদ্যোক্তা শিউলি সাহা জানিয়েছেন, অষ্টমীর অঞ্জলি, সন্ধিপুজো, ভোগ, নবমীর কুমারীপুজো, দশমীপুজো, বিসর্জন ও সিঁদুরখেলার রেওয়াজ রয়েছে। দশমীর দিন রাবণ–দহন ও দসেরা–উৎসব হবে। এই পুজোর অন্যতম পার্টনার বেলফাস্ট পুরসভা বা সিটি কাউন্সিল।

সপ্তদশে সাউদাম্পটন

পোশাকি নাম হ্যাম্পশায়ার পুজো অ্যান্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। কিন্তু সবাই চেনে সাউদাম্পটন পুজো নামে। দক্ষিণ ইংল্যান্ডের এই পুজো ১৭ বছরে পা দিল। গোটা দক্ষিণ ইংল্যান্ডের বাঙালিদের কাছে এই পুজো পাঁচদিনের মিলনমেলা। সাবেকিয়ানায় মোড়া দেবী–বন্দনা, সাংস্কৃতিক সন্ধেয় ধ্রুপদী অনুষ্ঠান, আধুনিক গান, পাত পেড়ে বাঙালি–ভোজ— এসব কিছু এক ছাদের তলায় আয়োজন করেন এঁরা। উদ্যোক্তা সৌম্য সিংহরায় জানিয়েছেন, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিচর্চার পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে শিকড়ের সঙ্গে পরিচিত করার সুযোগ এই দুর্গাপুজো।

প্রথম কুমারীপুজো

বেলুড় মঠের ধাঁচে ব্রিটেনে কুমারীপুজো শুরু করল ইউকেএইচসিএ বা ইউকে হিন্দু কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন। পূর্ব ইংল্যান্ডের সোয়ানলিতে আয়োজিত এই পুজোর নবমী তিথিতে কুমারীপুজো। প্রধান পুরোহিত দেবাঞ্জন মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘প্রবাসে থেকেও শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যকে সযত্নে লালন করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য।’ পুজো চলবে ১০ থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত। থাকছে পুজো, হোম, পুষ্পাঞ্জলি, আরতি এবং দুবেলা ভোগ–বিতরণ। এবারের বিশেষ আকর্ষণ কুমারীপুজো, যেখানে চিন্ময়ী মাতাকে শুধু মৃন্ময়ী রূপে নয়, প্রাণময়ী রূপেও পুজো করা হবে।

পাঁচ হাজারের ভোজ

লন্ডনের শহরতলি বার্কশায়ার অঞ্চলের ছোট্ট শহর রেডিং এবছরও সেজে উঠছে দশভুজার আবাহনে। রেডিং–এর বেঙ্গলি কালচারাল সোসাইটি (BCS) তাদের ৪৩ বছর পূর্ণ করল। এই সোসাইটির নবীন সদস্য শুভায়ন সেনগুপ্ত, প্রিয়াঙ্কা দোলন, ফারহানাদের তারুণ্যের সঙ্গে তাল মিলিয়ে রয়েছেন প্রবীণ সদস্য সঞ্জয় পাল, চন্দন ভৌমিক, রত্না ঘোষ। এবছর পঞ্জিকা মেনে ষষ্ঠী থেকে দশমী প্রত্যেক দিনই নিষ্ঠার সঙ্গে দেবীর আরাধনায় প্রস্তুত হচ্ছেন এ শহরের বঙ্গসন্তানেরা। লন্ডনবাসী বাঙালিদের এই মহাযজ্ঞে শামিল অন্য সম্প্রদায়ের মানুষজনও। পুজোর ভূরিভোজে বিনামূল্যে পাঁচ হাজার মানুষের খাবারের ব্যবস্থা রয়েছে। ষষ্ঠী থেকে দশমী সেজে উঠছে নানা রঙের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, যা থেকে প্রাপ্ত অর্থ পৌঁছে যাবে বার্কশায়ারের এক দাতব্য চিকিৎসালয়ে।

অভয়াশক্তির উপাসনা

সমস্তরকম অসুর বিনাশের আশা নিয়ে অসুরদলনীর আরাধনায় ৪৪তম বছরে পা দিতে চলেছে গ্লাসগো বঙ্গীয় সংস্কৃতি পরিষদ। সম্ভবত ব্রিটেনের সবথেকে বর্ণাঢ্য মণ্ডপ এদের। গ্লাসগো শহরের আগেকার গির্জা কোটস পেসলির অন্দরে দেবীদুর্গার অকালবোধন, আন্তর্জাতিক বাঙালি সংগঠনের তরফ থেকে বঙ্গীয় পরিষদের হাতে সেরা ভেনুর শিরোপা তুলে দিয়েছে। পুজো শুরু হচ্ছে ৯ অক্টোবর। দশমী ও বিসর্জন ১৩ অক্টোবর। পুজো কমিটির সদস্যরা পাঁচদিন প্রায় তিন হাজার লোকের ভোগের আয়োজন করেছেন, নিজেরাই রান্না করছেন। পুজো মণ্ডপে মহিষাসুরমর্দিনী মঞ্চস্থ হল শনিবার।

গর্বের প্যারীচরণ

চরিত্রের পরীক্ষা

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ইডেন হিন্দু হোস্টেল ছিল প্যারীচরণ সরকারের তৈরি। সরাসরি ডেভিড হেয়ারের ছাত্র ছিলেন। সেই যুগে মদ ও নিষিদ্ধ নানা নেশায় বহু কৃতী ছাত্র বিপথে চলে যায়। সেজন্য ডেভিড হেয়ার ছাত্রদের যথাসাধ্য শাসন করার চেষ্টা করতেন। পড়াশোনা শেষের পরেও কৃতী প্যারীচরণকে হেয়ার সাহেব গোপনে নজরে রাখেন। লুকিয়ে তাঁকে অনুসরণ করেন নিজে। শেষে প্যারীচরণকে জানান, আমি গোপনে তোমার বিষয়ে অনেক অনুসন্ধান করেছি কিন্তু তোমার কোনও দোষ দেখতে পাইনি। চরিত্রের পরীক্ষায় তুমি উত্তীর্ণ।

মাদকনিবারণী

১৮৬৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘বঙ্গীয় মাদকনিবারণী সমাজ। এই সভার সদস্য হতে হলে একটি প্রতিজ্ঞাপত্রে সই করতে হত। মদ্যপান না করার প্রতিশ্রুতি দিতে হত। দীনবন্ধু মিত্র ‘সুরধুনী কাব্য’-এ লিখেছেন, ‘চোরবাগানের পুষ্প পিয়ারীচরণ,/যাহার ইংরাজী বই পড়ে শিশুগণ,/করিতেছে সুযতনে ভাল নিবারণ,/ হীনমতি সুরাপান বিষম শমন।’ নারায়ণ সান্যাল মজা করে লিখেছেন, ‘তিনি আরও একটি পাপ কাজ করেছিলেন। তিনি বঙ্গীয় মাদক নিবারণ সমাজ-এর প্রতিষ্ঠাতা!’

প্যারীবাবুর বই

‘জীবনস্মৃতি’তে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, অঘোরবাবুর কাছে প্রতি সন্ধ্যায় সেজের আলোয় পড়েছিলেন প্যারীচরণ সরকারের ‘ফার্স্ট বুক’। পুরো নাম ‘ফার্স্ট বুক অফ রিডিং ফর নেটিভ চিলড্রেন’। বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়’ লেখারও পাঁচ বছর আগে তা প্রকাশ পায়। নারায়ণ সান্যালের ‘অ-আ ক-খুনের কাঁটা’ রহস্য উপন্যাসের একটা অংশ:

– ‘রয়্যাল স্যালুটের সঙ্গে আপনি প্যারীচরণ সরকারকে পাঞ্চ করবেন না এই প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।...

– প্যারীচরণ ছিলেন দ্য আর্নল্ড অফ দ্য ইস্ট! তাঁর করুণাতেই প্রথম এ, বি, সি, ডি শিখেছিলাম।’

বন্ধুত্বের দাবি

১৮৬৮ সালে মুক্তারামবাবু স্ট্রিটের বাড়িতে গড়ে তোলেন ‘চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়’। ‘বঙ্গমহিলা’ নামে মহিলাদের একটি পত্রিকাও প্রকাশিত হত। খুব প্রয়োজন পড়লে বিদ্যাসাগরও তাঁর থেকে ধার নিতেন। একবার একজনের চাকরির জন্য বিদ্যাসাগর নিজে জামিন হয়েছিলেন। কিন্তু সেই লোক তিন হাজার টাকা আত্মসাৎ করে পালায়। সেই তিন হাজার টাকা বিদ্যাসাগর চান প্যারীচরণের কাছে। প্যারীচরণের কাছে তখন দু’হাজার টাকা পড়ে। বাকি টাকা মায়ের থেকে এনে দেন। বিদ্যাসাগরকে বলেন হিসাবের খাতায় তাঁর নামে ‘বাজে খরচ’– লিখে রাখতে।

বিভিন্ন সঙ্কলন থেকে সংগৃহীত।
সম্পাদকীয় দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগের ই-মেল
sampadokiyo@aajkaal.net

তথ্য

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কম্পিউটারের আকৃতি বদলে গেলে, ম্যাকিনটোস কোম্পানির কম্পিউটারগুলি অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। পরিত্যক্ত কম্পিউটারগুলি অ্যাকোরিয়াম হিসেবে ব্যবহার করা হতে থাকে। কোম্পানি এগুলোর নাম রাখে ম্যাকোয়ারিয়াম।

দে মু

আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে অরুণকুমার ঘোষ কর্তৃক বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও অফিস ব্লক, জি–২১২, সিটি সেন্টার, শিলিগুড়ি–৭৩৪০১০ থেকে প্রকাশিত এবং আজকাল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বি পি–৭, সেক্টর–৫, বিধাননগর, কলকাতা–৭০০০৯১ ও সিইআই প্রিন্ট সলিউশন প্রাঃ লিঃ, ৪ মাইল, সেবক রোড, পোঃঅঃ– শালুগাড়া (শালুগাড়া রিলায়েন্স মার্কেটের বিপরীতে), শিলিগুড়ি–৭৩৪০০৮ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: অশোক দাশগুপ্ত।** Published from BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; Office Block, G–212, City Centre, Siliguri–734010 and printed at Aajkaal Publishers Pvt. Ltd., BP–7, Sector–V, Bidhannagar, Kolkata–700091; CEI Print Solution Pvt. Ltd., 4 Mile, Sevoke Road, P.O. Salugara (Opposite to Salugara Reliance Market), Siliguri–734008 by Arun Kumar Ghosh On behalf of Aajkaal Publishers Pvt. Ltd. **Editor: Asoke Dasgupta**. ফোন: (০৩৩) ৪০৮২০৮০০, ৬৬১৫৮৮০০। Phone: (033) 40820800, 66158800, E-mail: mail@aajkaal.net **REGD. NO. KOL RMS/243/2019–2021 RNI NO: R.N. 37263/81**

কাশ্মীরে হত ২ জঙ্গি, উদ্ধার প্রচুর অস্ত্র

‘অপারেশন গুগলধার’-এ নিকেশ ২ জঙ্গি। জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা ব্যর্থ করে দিল ভারতীয় সেনা। নিয়ন্ত্রণরেখা টপকে কুপওয়ারা হয়ে ভারতে ঢোকার চেষ্টা করছিল জঙ্গিরা। খবর পেয়েই যৌথ অভিযান শুরু করে ভারতীয় সেনা এবং পুলিশ। তাতেই মারা যান দু’জন জঙ্গি। বাকিরা পালিয়ে যায়। উদ্ধার প্রচুর অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং বিস্ফোরক। যে পরিমাণ অস্ত্র এবং বিস্ফোরক উদ্ধার হয়েছে, তা দেখে ধারণা করা হচ্ছে, বহুদিন ধরে লড়াই করার রসদ নিয়ে ঢোকার পরিকল্পনা ছিল সন্ত্রাসবাদীদের। কিন্তু তার আগেই সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দেওয়া হল। সেনাবাহিনী গোটা এলাকাটি ঘিরে রেখেছে এবং তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর আশঙ্কা, এলাকায় আরও জঙ্গি গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। এদিকে শুক্রবার কুপওয়ারা জেলাতেই নিয়ন্ত্রণ রেখার কাছে ল্যান্ডমাইন বিস্ফোরণে দুই সেনা আহত হয়েছেন। তাঁদের সেনা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

নীতীশকে ভারতরত্ন?

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি জানিয়ে পোস্টার পড়ল পাটনা শহরে। এই ঘটনায় নাম উঠে এসেছে জেডিইউ নেতা ছোটু সিং-এর। দলীয় অফিসের বাইরে এবং অন্যান্য জায়গায় লাগানো ওই পোস্টারে নীতীশ কুমারের সঙ্গে দলের অন্য নেতা এবং ছোটু সিং-এরও ছবি রয়েছে। পোস্টারে লেখা রয়েছে, বিহারের প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক ব্যক্তিত্ব, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারকে ভারতরত্ন দেওয়া উচিত। সঙ্গে নীতীশের কৃতিত্ব এবং অবদান তুলে ধরে তাঁকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও উন্নয়নের অন্যতম অগ্রদূত ঘোষণা করা হয়েছে। তাঁকে ২০০৫ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে বিহারের উন্নয়নের স্থপতি হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। শনিবার জনতা দল ইউনাইটেডের কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের আগে এধরনের পোস্টার আসন্ন বিহার বিধানসভা নির্বাচনের আগে সমর্থন জোগাড় করার চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছে। জেডিইউ নেতারা দাবি করেন যে, পঞ্চায়েতি রাজ প্রতিষ্ঠা করে ৫০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণ মুখ্যমন্ত্রী নীতীশেরই কৃতিত্ব।

মাদক যোগে দুবাই, লন্ডন

দক্ষিণ দিল্লিতে ৫ হাজার কোটি টাকার মাদক উদ্ধারের তদন্তে নেমে সামনে এল লন্ডন এবং দুবাই-সহ আন্তর্জাতিক সীমানা জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিরাট চক্রের হদিশ। অভিযুক্ত তুষার গোয়াল ও অন্য অভিযুক্তদের প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদের পর এই তথ্য জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। অভিযুক্তদের জেরা করার সময় এই চক্রের অন্যতম প্রধান চাঁই হিসেবে নাম উঠে আসে দক্ষিণ দিল্লির সরোজিনী নগরের বাসিন্দা বীরেন্দ্র বসোয়ার। তিনিই দুবাই থেকে একটি বিশাল মাদক সিন্ডিকেট পরিচালনা করেন বলে অভিযোগ। গত বছরই পুনে পুলিশ ৩ হাজার কোটি টাকা মূল্যের ‘মিউ মিউ’ ড্রাগ বাজেয়াপ্ত করেছিল। সেই মামলার সঙ্গে নাম জড়িয়েছিল এই বসোয়ার। প্রাথমিক তদন্তে বসোয়ার সঙ্গে তুষার গোয়ালের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানতে পেরেছেন গোয়েন্দারা। দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল মুম্বই, পুনে এবং অন্যান্য রাজ্যের ড্রাগ মাফিয়াদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

পাহাড়ের টানে নিখোঁজ বিদেশিনী

পাহাড়ের টানে ছুটে এসেছিলেন দুই পর্বতারোহী আমেরিকার বাসিন্দা মিশেল টেরেসা ভোরাক এবং ব্রিটেনের ফে জেন ম্যানার্স। উঠেছিলেন উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলার চৌখাম্বা-৩ শৃঙ্গের প্রায় ৬ হাজার মিটার ওপরে। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকেই আর খোঁজ মিলছে না ওই দুই তরুণীর। তাঁদের খুঁজে বের করতে বায়ুসেনার হেলিকপ্টার নিয়ে তল্লাশি অভিযান শুরু হয়েছে। ইন্ডিয়া মাউন্টেনিয়ারিং ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বিদেশি নাগরিকদের জন্য বিশেষ পর্বতাভিযানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অভিযানেই চৌখাম্বা-৩ শৃঙ্গে আরোহণ করেছিলেন ওই দু’জন। কিন্তু ৬ হাজার ১৫ মিটার উচ্চতায় তাঁদের সরঞ্জাম পড়ে ছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু দু’জনের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। বায়ুসেনার হেলিকপ্টারের পাশাপাশি জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীও তল্লাশি চালাচ্ছে। পায়ে হেঁটে তল্লাশি চালাতে অতিরিক্ত বাহিনীও চাওয়া হয়েছে।

ভোটের পর অলিম্পিয়ান, জুলানার কংগ্রেস প্রার্থী বিনেশ ফোগাট। হরিয়ানার চরখি দাদরিতে। ডানদিকে, ভোট দিলেন অলিম্পিক্সে মেডেলজয়ী মানু ভাকের। হরিয়ানার ঝাজ্জরে। শনিবার। ছবি: পিটিআই

হরিয়ানার ভোট নির্বিঘ্নেই

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ অক্টোবর

নির্বিঘ্নেই মিটল হরিয়ানার ভোট-পর্ব। শনিবার রাজ্যের ৯০টি আসনে ভোট গ্রহণ হয়। শান্তিপূর্ণ ভোট করাতে তারা তৎপর ছিল বলে দাবি নির্বাচন কমিশনের। বিক্ষিপ্ত কয়েকটি ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছে ভোট। বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কেন্দ্রে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করেছিল কমিশন। নিরাপত্তার দায়িত্বে পুলিশের পাশাপাশি ছিল আধা সামরিক বাহিনীও। ৩০ হাজারের বেশি পুলিশকর্মী এবং ২২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয় রাজ্যে। সকাল থেকে ভোটের লাইনে ছিল ভিড়। নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে বুথমুখো হন হরিয়ানার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটাররা। নির্বাচন কমিশনের ভোটার টার্নআউট অ্যাপে মধ্যরাত পর্যন্ত পাওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী ভোটদানের গড় হার ৬৫.৬৫ শতাংশ। ভোট-পর্ব শেষ হওয়ার পর বিজেপি ও কংগ্রেস, উভয় দলই দাবি করছে, জনগণ তাদের পক্ষেই ভোট দিয়েছেন। আগামী ৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার ভোট গণনা হবে। হরিয়ানার পাশাপাশি ভোট গণনা হবে জম্মু-কাশ্মীর বিধানসভা নির্বাচনেরও।

দিল্লি লাগোয়া রাজ্য হরিয়ানায় মূল লড়াই হচ্ছে শাসকদল বিজেপি এবং বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে। ২০১৪ থেকে ২০২৪— টানা ১০ বছর সে রাজ্যে ক্ষমতায় আছে বিজেপি। এবার শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়া ছিল তীব্র। বিজেপির প্রতি জনগণের পুঞ্জিভূত ক্ষোভ ছিল। বিভিন্ন প্রাক্-নির্বাচনী সমীক্ষাতেও সেই বিষয়টি সামনে উঠে আসে। যদিও বিজেপি নেতারা দাবি করছেন, হরিয়ানায় তৃতীয় বার সরকার গড়বে বিজেপি। কংগ্রেস দাবি করছে, ৮ অক্টোবর বিজেপির ‘বিদায়ী’ হচ্ছে। যেভাবে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বেরিয়ে এসেছেন ভোট দিতে, তাতে এটা স্পষ্ট বিজেপি হারছে।

এদিন সকালে ঘোড়ায় চড়ে ভোট দিতে নিজের বুথে পৌঁছেছিলেন কুরুক্ষেত্রের বিজেপি সাংসদ তথা শিল্পপতি নবীন জিন্দল। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মনোহরলাল খট্টর থেকে শুরু করে রাজ্যের একাধিক তারকা প্রার্থী সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন। দুপুরে ভোট দেন ভূপিন্দর সিং হুডা ও দীপেন্দর হুডারা। তাঁরা আশাবাদী, রাজ্যে পালা বদল শুধু সময়ের অপেক্ষা। উল্লেখ্য, ২০১৯ বিধানসভা নির্বাচনে হরিয়ানায় বিজেপি পেয়েছিল ৪০টি আসন। কংগ্রেস ৩১টি। জেজেপি ১০, আইএনএলডি ১ এবং নির্দলরা ৮টি আসন। তবে চলতি বছরে হওয়া লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির খারাপ ফল হয়। ২০১৯ সালের তুলনায় আসন অর্ধেক কমে যায়। ১০ ছিল সেবারে, এবার ৫-এ নেমেছে। কংগ্রেস পায় বাকি পাঁচটি আসন।

এদিন, ভোট চলাকালীন কয়েকটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত গোলমালের খবর আসে। নুহ্-তে ৩ জায়গায় গোলমাল হয়েছে। কংগ্রেস, আইএমএলডি-বসপা এবং নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে পাথর ছোড়াছুড়ির ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় ২ জন জখম হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এলাকায় উত্তেজনার পরিপ্রেক্ষিতে চান্দেনী, খাজা কালান ও গুলালতা এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়। হিসারে কংগ্রেস ও বিজেপি সমর্থকদের মধ্যে বচসা বাধে জাল ভোটার নিয়ে। উভয় পক্ষের মধ্যে তুমুল বচসা থেকে হাতাহাতি হয়। একে অপরের বিরুদ্ধে জাল ভোটের অভিযোগ তোলে তারা। পরে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। জিন্দ জেলার জুলানা বিধানসভা কেন্দ্রে (এখানে কংগ্রেস প্রার্থী বিনেশ ফোগাট) বুথ দখলের অভিযোগ ওঠে। খবর পেয়েই বিজেপি প্রার্থী যোগেশ বৈরাগী সংশ্লিষ্ট বুথে পৌঁছোন। সেই সময় বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

নির্বাচনী বন্ড খারিজ রায় পুনর্বিবেচনার আবেদন

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ অক্টোবর

নির্বাচনী বন্ড স্কিম খারিজ করে সুপ্রিম কোর্টের সাংবিধানিক বেঞ্চ ঐতিহাসিক রায় দিয়েছিল। নির্বাচনী বন্ডকে অসাংবিধানিক বলেছিল আদালত। এসবিআইকে বন্ড তথ্য প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছিল। নির্বাচনী বন্ড মামলার সেই রায় পুনর্বিবেচনার আর্জি জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিলেন আইনজীবী ম্যাথু নেদুমপরা। প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জে বি পারদিওয়ালা ও বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ সেই আর্জি খারিজ করে দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি নির্বাচনী বন্ড প্রকল্পকে ‘অসাংবিধানিক’ আখ্যা দিয়ে খারিজ করেছিল শীর্ষ আদালত। সেই সঙ্গে বন্ড কেনাবেচা সংক্রান্ত সব তথ্য প্রকাশ করতে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া ও নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেয় প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ।

এমসিডি: সভা মুলতুবি

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ অক্টোবর

দলিত মেয়র নিয়োগে বিলম্ব নিয়ে বিজেপি কাউন্সিলরদের হট্টগোলের জেরে দিল্লি পুরনিগমের সভা স্থগিত হয়ে গেল। শনিবার সভা শুরু হতেই বিজেপি কাউন্সিলররা স্লোগান দিতে থাকেন এবং ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের হাতে ছিল পোস্টার, ব্যানার। দাবি তোলেন, অবিলম্বে দলিত মেয়র নির্বাচনের। হট্টগোল ও হইচইয়ের মধ্যেই এদিন বেশকিছু প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেন দিল্লি নগর নিগমের মেয়র শেলী ওবেরয়। এরপরেই পরবর্তী বৈঠক পর্যন্ত সভার কাজ মুলতুবি করে দেওয়া হয়।

ছত্তিশগড়ে খতম ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ কমলেশ, ঊর্মিলা

সংবাদ সংস্থা
দান্তেওয়াড়া, ৫ অক্টোবর

অবুঝমাড়ের ঘন অজানা বনের রহস্যে ঘেরা বস্তারে দীর্ঘদিন ধরে মাওবাদীদের ঘাঁটি ছিল। জায়গাটি নিরাপত্তা বাহিনীর কাছে অনেকটাই দুর্গম। শুক্রবার ছত্তিশগড়ের এই প্রত্যন্ত অঞ্চলে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালানো হয়, সাম্প্রতিক ইতিহাসে এত বড় এনকাউন্টারের ঘটনা আগে ঘটেনি।

এ পর্যন্ত ৩১ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। যার মধ্যে ছিল ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ মাওবাদী কমান্ডার কমলেশ ওরফে আরকে এবং দলের মুখপাত্র নীতি ওরফে ঊর্মিলা। এরা দু’জনেই দণ্ডকারণ্য স্পেশ্যাল জোনাল কমিটির মূল মাথা। কমলেশ পাঁচটি রাজ্যে ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ ছিল। আর ঊর্মিলা মাওবাদীদের প্রচার যন্ত্র হিসেবে কাজ করত।

কমলেশের আসল বাড়ি অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ায়। আইটিআই-এর ছাত্র ছিল। তেলেঙ্গানার নালগোন্দা, উত্তর বস্তার, বিহারের মানপুর এবং ওড়িশা সীমান্তে সক্রিয় ছিল সে। তার প্রভাব ছিল মহারাষ্ট্রেও। বিজাপুরের গঙ্গালুরের বাসিন্দা ঊর্মিলা স্পেশ্যাল জোনাল কমিটির সদস্য।

ইন্টেলিজেন্স সূত্রে খবর আসে, নারায়ণপুর ও দান্তেওয়াড়া জেলার সীমান্তের অবুঝমাড় এলাকায় অন্তত ৫০ জন মাওবাদী আত্মগোপন করে রয়েছে। ইন্দ্রাবতী এরিয়া কমিটি, পিপলস লিবারেশন গেরিলা আর্মি-র ৬ নম্বর কোম্পানি মিলিয়ে ওই ৫০ জনের মধ্যে কমলেশ, ঊর্মিলা ছাড়াও আরেক মোস্ট ওয়ান্টেড মাওবাদী কমান্ডার নন্দু-র থাকার খবরও ছিল। খবর পাওয়া যায় ওই মাওবাদীরা ওরছা ও বরসুর থানা এলাকার থুলথুলি ও নেন্দুর গ্রামে গা ঢাকা দিয়ে আছে। খবর পেয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড এবং স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স যৌথ অভিযান শুরু করে। ৪৮ ঘণ্টা ধরে চলে এই অভিযান। জঙ্গলের ভেতর ২৫ কিলোমিটার যাওয়ার পর মাওবাদীরা টের পায়। প্রায় ঘণ্টাখানেক চলে দু’পক্ষের গুলির লড়াই। পুলিশ জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৩১ জন মাওবাদীর দেহ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে মেশিনগান, একে ৪৭, এসএলআর, থ্রি নট থ্রি-সহ বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র। রামচন্দ্র যাদব নামে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ডের এক জওয়ান আহত হয়েছেন। গত ৬ মাসে তিনটি সফল অভিযানের মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। এর আগে কাঁকের জেলায় ১৬ এপ্রিল করা অভিযানে ২৯ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল। তার চার মাস পর ২৯ আগস্ট অভিযান চলে ছত্তিশগড়ের অবুঝমাড় অঞ্চলের নারায়ণপুর ও কাঁকের সীমান্তে। সেই অভিযানে তিন মহিলা মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, বস্তার অঞ্চলের ৭টি জেলায় চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত ১৮৮ জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। বস্তারে ২১২ মাওবাদীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে ২০১ জন মাওবাদী। উল্লেখ্য, ২০২৬ সালের মার্চ মাসের মধ্যে দেশকে ‘মাওবাদীমুক্ত’ করা হবে বলে কিছু দিন আগেই ঘোষণা করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

দেহ উদ্ধার ৩১ মাওবাদীর

এনকাউন্টারে হত কমলেশ ও ঊর্মিলা। ছবি: সংগৃহীত

অধিকার আদায়ে অনশনে বসতে চান ওয়াংচুক

আজকালের প্রতিবেদন
দিল্লি, ৫ অক্টোবর

লাদাখকে ষষ্ঠ তফসিলের আওতাভুক্ত করার দাবিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসতে চান পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুক এবং কার্গিল ডেমোক্র্যাটিক অ্যালায়েন্সের সদস্য সাজ্জাদ হুসেন। শনিবার তাঁরা জানিয়েছেন, দাবি আদায়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশনে বসতে চান তাঁরা। কিন্তু এখনও অনশনের স্থান খুঁজে পাননি। শুক্রবারই ওয়াংচুক জানিয়েছিলেন, তিনি ও লাদাখের অন্য আন্দোলনকারীরা ফের অনশনে বসবেন। কারণ, রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার বিষয়ে সরকারের কাছ থেকে কোনও জবাব পাননি তাঁরা। শুক্রবারই ওয়াংচুক জানিয়েছিলেন, তাঁরা দিল্লির যন্তরমন্তরে অনশনে বসার জন্য অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের তরফে এখনও তাঁদের অনুমতি দেওয়া হয়নি।

সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে লাদাখকে তফসিলভুক্ত এলাকার মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে ২০১৯ সালে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অর্জুন মুন্ডাকে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁরা। মুন্ডা প্রতিক্রিয়ায় জানান যে, তাঁর মন্ত্রক চিঠিটি পেয়েছে। সেটা স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের কাছে প্রস্তাব হিসেবে পাঠিয়ে দিয়েছে। কিন্তু লাদাখের এই দাবিকে কোনও গুরুত্বই দেয়নি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এবার সেই একই দাবি নিয়ে তিনি দলবল-সহ দিল্লিতে এসেছেন।

উত্তরপ্রদেশ দুই নাবালিকার শ্লীলতাহানি

আজকালের প্রতিবেদন

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের রাজ্য উত্তরপ্রদেশে এবার শ্লীলতাহানির শিকার দুই নাবালিকা। উত্তরপ্রদেশের দেওরিয়ার ঘটনা। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আক্রান্ত হয় দুই নাবালিকা। চারজন বাইক আরোহী তাদের রাস্তার পাশে ধানখেতে টেনে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। আতঙ্কিত দুই নাবালিকা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে আশপাশের লোকজন ছুটে আসে। তখনই গা ঢাকা দেয় দুর্বৃত্তরা। গোটা ঘটনা ধরা পড়েছে সিসিটিভি ফুটেজে। ঘটনায় উত্তরপ্রদেশে মেয়েদের নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। খবর একটি সর্বভারতীয় পোর্টাল সূত্রের। পুলিশ জানিয়েছে, দুই নাবালিকা স্কুল থেকে সাইকেলে ফিরছিল। স্কুলের কাছাকাছি চারজন যুবক বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। মেয়ে দুটিকে আসতে দেখে দুর্বৃত্তরা তাদের বিরক্ত করতে শুরু করে। একটি মেয়ে কোনওভাবে পালিয়ে গেলেও আরেকজন সাইকেল নিয়ে চাষের জমিতে পড়ে যায়। অভিযুক্তদের একজন মেয়েটির হাত ধরে টানাটানি শুরু করে। আতঙ্কিত নাবালিকা চিৎকার করতে আশপাশ থেকে লোকজনকে ছুটে আসতে দেখে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। কিন্তু সেখানকার একটি বাড়ির বাইরের সিসিটিভিতে ঘটনা ধরা পড়েছে। ঘটনার এফআইআর রুজু হলে ভাইরাল ভিডিওর সূত্র ধরে পুলিশ অভিযুক্তদের খোঁজ শুরু করে। অভিযুক্তরা শিগ্‌গির ধরা পড়বে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এবার আমেঠিতে খুনে অভিযুক্তকে পুলিশের গুলি

সংবাদ সংস্থা
আমেঠি, ৫ অক্টোবর

আমেঠির বাড়িতে ঢুকে একই পরিবারের চারজনকে খুনের ঘটনা, বিজেপি শাসিত উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। খুনের কারণ নিয়ে ছিল ধোঁয়াশা। তবে শনিবার পুলিশ দাবি করে, অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হতেই জানা গেছে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের জেরেই এই খুন। এদিকে শনিবার এই খুনের ঘটনায় ধৃত চন্দন বর্মা পায়ে পুলিশের গুলি লেগে আহত হয়েছেন। শুক্রবার রাতে দিল্লি পালানোর সময় নয়ডার একটি টোল প্লাজা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, শিবরাজগঞ্জ থানার এস আই মদন কুমার সিং একটি খালের ধারে পাওয়া পিস্তল ও সেটির ম্যাগাজিন পরীক্ষা করছিলেন। সেই সময় চন্দন বর্মা পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে ওই এস আইকে লক্ষ্যে করে গুলি চালান। এর পাল্টা ইনস্পেক্টর সচিদানন্দ রাই গুলি চালালে চন্দনের ডান পায়ে গুলি লাগে। এখন তিনি বিপদমুক্ত।

পিস্তল ছিনতাইয়ের অভিযোগ

আমেঠির পুলিশ সুপার অনুপ সিং জানিয়েছেন, মূল অভিযুক্ত চন্দন বর্মা দাবি করেছেন স্কুলশিক্ষক সুনীল কুমারের স্ত্রী পুনমের সঙ্গে তাঁর বিবাহবর্হির্ভূত সম্পর্ক ছিল। সম্প্রতি সেই সম্পর্কে তিক্ততা আসে। পুনমের সঙ্গে দূরত্ব বরদাস্ত করতে পারেননি অভিযুক্ত। মানসিক অবসাদে ভুগতে শুরু করেন। সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার কারণেই প্রেমিকার বাড়িতে ঢুকে পুনম, তাঁর স্বামী ও দুই মেয়েকে গুলি করে খুন করে থাকতে পারেন অভিযুক্ত।

ফৌজদারি মামলা থাকলেই ‘সুবিধা’ থেকে বঞ্চিত নয়

সংবাদ সংস্থা
দিল্লি, ৫ অক্টোবর

ফৌজদারি মামলা রয়েছে স্রেফ এই অভিযোগে কোনও ব্যক্তিকে দীর্ঘকালীন কোনও সুযোগ উপভোগের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। ১ অক্টোবর এমনই নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

দিল্লিতে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে। অথচ ব্যবসা শুরু করার জন্য কানাডায় গিয়ে তাঁকে কিছু নথি জমা দিতে হবে। ফৌজদারি মামলা থাকার কারণে তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখা হয়েছে। ওই ব্যক্তি পাসপোর্ট ফিরে পেতে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সঞ্জীব নারুলা পাসপোর্ট কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন, দু’সপ্তাহের মধ্যে যেন ওই ব্যক্তিকে পুলিশ ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। এবং ওই সার্টিফিকেটে উল্লেখ করে দিতে হবে যে, তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা রয়েছে এবং রিজিওনাল প্রভিডেন্ট ফান্ড কমিশনারের আদেশ মেনে প্রয়োজনীয় অর্থ তিনি জমাও দিয়েছেন। বিচারপতি জানিয়েছেন, এর ফলে ভিসার আবেদন বিবেচনা করার সময় কানাডার কর্তৃপক্ষের কাছে গোটা বিষয়টি স্পষ্ট থাকবে।

রায় দিল্লি হাইকোর্টের

এই প্রসঙ্গে বিচারপতি নারুলা বলেন, একথা মনে রাখা দরকার যে, শুধুমাত্র ফৌজদারি মামলা থাকলেই কোনও ব্যক্তিকে দীর্ঘকালীন সুবিধা ভোগ করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না। তাঁর কথায়, ভিসা বিবেচনার জন্য সঠিক তথ্য দিতে হবে ভিসা কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্য সঠিক। তবে সেজন্য দীর্ঘকালীন সুবিধা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যাবে না।

চিত্তরঞ্জন পার্কের পুজোয় বাংলার গ্রাম

আবু হায়াত বিশ্বাস
দিল্লি, ৫ অক্টোবর

রাজধানী দিল্লিতে ‘মিনি কলকাতা’ হিসেবে পরিচিত চিত্তরঞ্জন পার্ক, সংক্ষেপে সি আর পার্ক। বাঙালির সেরা উৎসবে মাততে প্রস্তুত। এবারও পরিবেশ বান্ধব মণ্ডপে জোর এখানকার পুজো মণ্ডপগুলিতে। সি আর পার্ক মেলা গ্রাউন্ডের পুজো মণ্ডপ হোক কিংবা ডি ব্লক, সব জায়গায় জোর দেওয়া হয়েছে পরিবেশ বান্ধব উপকরণ ব্যবহারের ওপর। পুজোর আগে হাতে সময় কম, তাই মণ্ডপে দিনভর কাজ চলছে। পুজোর ক’দিন কয়েক লক্ষ প্রবাসী বাঙালির ভিড় হয় এখানে। মেলা গ্রাউন্ডের পুজো এবার ৪৯ বছরে পড়ল। রাজস্থানের একটি মন্দিরের আদলে তৈরি হয়েছে গেট। মেলা গ্রাউন্ড পুজো কমিটির সম্পাদক নারায়ণ দে জানালেন, ‘দিল্লির বাঙালিদের কাছে মেলা গ্রাউন্ডের পুজোর আলাদা আকর্ষণ থাকে। প্রতি বছর কয়েক লক্ষ দর্শনার্থীর সমাগম হয় এখানে। পুজোর ক’দিন চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। আনন্দ উৎসবে মেতে ওঠেন সকলে। কলকাতা থেকে সঙ্গীত শিল্পীরা আসছেন। এছাড়াও দিল্লি এনসিআরের স্থানীয় শিল্পীরাও উপস্থিত থাকবেন।’ পুজো মণ্ডপ থেকে প্রতিমা নির্মাণ, সব কাজই করছেন বাঙালি শিল্পীরা। উদ্যোক্তাদের দাবি, প্রতিদিন গড়ে ৮ থেকে ১০ হাজার মানুষকে এখানে ভোগ খাওয়ানো হয়। সি আর পার্কের প্রবীণ বাসিন্দাদের বসিয়ে ভোগ খাওয়ানোর বন্দোবস্ত এবারও করা হচ্ছে। মেলা গ্রাউন্ডের পুজোর বাজেট ৭৫ লক্ষ টাকা।

সি আর পার্ক ডি ব্লকের পুজো এবার ২৮ বছরে পড়ল। এখানেও সম্পূর্ণ পরিবেশ বান্ধব মণ্ডপ। তুলে ধরা হয়েছে গ্রামীণ বাংলার পরিবেশ। বাঁশ আর কাপড়ের কাজ মণ্ডপ জুড়ে। মেদিনীপুর থেকে এসেছেন ৮০ জন শ্রমিক। মণ্ডপের কাজ করছেন তাঁরাই। ডি ব্লক পুজো কমিটির সম্পাদক সুজয় ঘোষ জানালেন, ‘আমরা বরাবরই পরিবেশ বান্ধব মণ্ডপে জোর দিয়ে এসেছি। এখানে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে গ্রাম বাংলাকে। পুজোয় একেবারে গ্রামীণ পরিবেশ তুলে ধরা হয়েছে। মণ্ডপে ঢুকে মনে হবে যেন কোনও এক গ্রামে এসে পড়েছেন।’ তিনি জানালেন, ‘বিভিন্ন রকমের সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকে এই পুজো কমিটি। পুজোর আগেই মেডিক্যাল ক্যাম্প, লিগাল ক্যাম্প করেছি। দুঃস্থ মানুষদের জন্য বিনামূল্যে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। মহিলা স্বশক্তিকরণে নানা রকম সচেতনতামূলক শিবিরও করেছি আমরা।’ সুজয়বাবু জানান, সি আর পার্ক ডি ব্লকের পুজোর বাজেট পঞ্চান্ন লক্ষ টাকা। প্রতিদিন পাঁচ থেকে সাত হাজার মানুষকে ভোগ দেওয়া হয়। সপ্তমী থেকে চলে নানা রকমের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। ধুনুচি নাচ, আবৃত্তি, অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়।

সি আর পার্ক বি ব্লকের পুজোয় এবার উঠে এসেছে এক টুকরো কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। প্রতিবছরই বি ব্লকের পুজোয় নতুনত্ব থাকে। আগের বছর এখানে পুজোয় থিম ছিল গণতন্ত্রের মন্দির, নতুন সংসদ ভবন। এ বছরে কাশী বিশ্বনাথ মন্দির। মণ্ডপের ভিতরে-বাইরে একেবারে হুবহু উঠে এসেছে কাশী বিশ্বনাথ মন্দিরের প্রতিচ্ছবি। গত দু’মাস ধরে মণ্ডপের কাজ করছেন ৭০ জন দক্ষ কারিগর। পুজো কমিটির সম্পাদক আশিস সোম জানালেন, ‘দিল্লির ‘মিনি কলকাতা’ চিত্তরঞ্জন পার্কের বি ব্লকের পুজোয় ব্যাপক ভিড় হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলে তিন দিন ধরে। দুই থেকে তিন লক্ষ মানুষের ভিড় হয় এই পুজোয়। প্রতিমা শিল্পী গোবিন্দ পাল। তাঁর তুলির টানে সেজে উঠছেন মা দুর্গা।’ অন্যদিকে, চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটির পুজো ৪৯ বছরে পড়ল। একটা সময় সি আর পার্কে একটিই পুজো হত। পরবর্তী কালে একাধিক পুজো শুরু হয়। পঞ্চমীর দিন থেকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হয়ে যায়। কালী মন্দির সোসাইটির পুজোয় লক্ষাধিক মানুষের সমাগম হয়। আইনজীবী তথা কালী মন্দির সোসাইটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান অভিজিৎ সেনগুপ্ত জানালেন, ‘রাজধানীর পুরনো পুজোগুলির অন্যতম চিত্তরঞ্জন পার্ক কালী মন্দির সোসাইটির পুজো। এখানে নিষ্ঠা সহকারে পুজো হয়। মেলা হয়। নানা ধরনের ৫০টিরও বেশি স্টল হয় সেই মেলায়।’

টেন্ডার

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No. EC / COM / BN9/ EV Charging / 2024-25 / 075, dated 03.10.2024
For "Supply, Installation, Testing and Commissioning of EV Charging Station at Webel Tower-II, BN 9".
Due date of Submission : 14 Days from Publication.
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact 033 - 2357 1706
ICA- T18677(3)/2024

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No. EC / COM / ARC/ Elect LT Maintenance / 2024-25 / 077, dated 03.10.2024
For "Annual Rate Contract for Maintenance of Electrical LT System Installation at Different Locations of West Bengal".
Due date of Submission : 14 Days from Publication.
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact 033 - 2357 1706
ICA- T18679(3)/2024

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Notice Inviting e-Tender No. EC / COM / BN4/ HVAC Works / 2024-25 / 074, dated 03.10.2024
For "Misc. HVAC Works at Webel Tower - I, BN4".
Due date of Submission : 14 Days from Publication.
Estimate: Rs. 20.60 Lakhs (Approx)
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact 033 - 2357 1706
ICA- T18681(3)/2024

WBEIDC
Webel Bhavan, Sector-V, Salt Lake, Kolkata 700 091.
Corrigendum - 1
Notice Inviting e-Tender No. EC / COM / BN4/ Civil Modification Works / 24-25 / 071, dated 27.09.2024
For "Misc. Civil & Allied Works at Webel Tower - I, Plot BN - 4".
Due date of Submission : 14 Days from Publication.
Estimate: Rs. 24.01 Lakhs (Approx)
Interested parties may go through website https://wbtenders.gov.in and https://www.webel.in
For details or contact 033 - 2357 1706
ICA- T18683(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
ABRIDGED TENDER NOTICE
Tender Ref. No. WBPHED/EE/ MAAD/NIeT_03 of 2024-2025
Tender ID- 2024_PHED_761890_1 to 2024_PHED_761890_28
Last date for submission of Technical and Financial Bid (online):- 12/11/2024 up to 06:00 P.M. Tender invited by the undersigned for six nos. works under Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E.Dte. All details available in website http://wbtenders.gov.in & www.wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Malda Arsenic Area W/S Division, P.H.E. Dte.
ICA- T18737(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
N.I.T. No. 452/CE(M)/WBSTC dated - 04.10.2024
(Abridged e-Tender)
Tender in prescribed from in two parts viz. Technical & Financial Bids are invited for the works below:- Block repair and painting of steel pontoon S.P.-III. Tender I.D.: 2024_WBSTC_746293_2. To be Published on 06.10.2024 at 09:00 A.M. Please visit website: www.wbtenders.gov.in Sd/- Chief Engineer (Marine) & OSD (Dy. Managing Director), For W.B.S.T.C Ltd.
ICA- T18672(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Tender Notice
Enit - 13/2024-2025/EE/DWSD/PHE DTE Tender Publication Date-03/10/2024 at 18:30 Hrs., Bid submission dated online on - 25/10/2024 up To 18:00 PM. (Non-JJM works). For any kind of details are avaliable in website:- wbtenders.gov.in and wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Durgapur W/S Division, P.H.E. Dte.
ICA- T18733(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. NIET No. WBPHE/39/ND of 2024-25 [Group-I TO IV] & Tender ID: 2024_PHED_761518_1 to 4 for different works. Details will be available in the website wbtenders.gov.in Last date for submission of tender is 25.10.24. Sd/- for Executive Engineer, Nadia Division, PHE Dte.
ICA- T18705(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT No. 32 of 2024-25 Circulated vide Memo No. 3088/SMD Dt- 30.09.2024
On behalf of the Governor of W.B. e-Tenders are invitee in W.B.F. No 2911/ W.B.F. No 2908 by the Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division P.H.E. Dte [2024_PHED-758569_1 to 4]. Bid proposal submission end date 28.10.2024 upto 2:00 P.M. Other details information/download/ upload will be available form the website: www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division, P.H.E. Dte.
ICA- T18719(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-TENDER
On behalf of the Governor of West Bengal, Tender is invited by the Executive Engineer, Bankura Division, P.H.E. Dte. for the works under NIET No:- 23 of the FY 2024-2025 of the EE/BQA, P.H.E. Dte). (Circulated Memo No 2582/ BQA dt.-01.10.2024) Document download Start date (online) 05.10.2024 at 11:30 A.M. Document download closing date (online) 29.11.2024 at 05:00 P.M. Details information will be available from Office Notice board & website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Executive Engineer, Bankura Division, P.H.E. Dte.
ICA- T18723(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Abridged Tender Notice
Enit-10/2024-2025/EE/DWSD/PHE DTE 2nd Call, Tender Publication Date- 03/10/2024 at 18.30 Hrs., Bid submission dated online on - 14/10/2024 upto 18.30 PM. (Non-JJM works). For any kind of details areavaliable in website:- wbtenders.gov.in and wbphed.gov.in Sd/- Executive Engineer, Durgapur W/S Division, PHE Dte.
ICA- T18702(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the undersigned on behalf of Governor of West Bengal vide Ref. NIET No. WBPHE/38/ND of 2024-25 & Tender ID: 2024_PHED_760041_1 for different works. Details will be available in the website: wbtenders.gov.in Last date for submission of tender is 21.10.24. Sd/- for Executive Engineer, Nadia Division. P.H.E. Dte.
ICA- T18717(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD. e-NIT
Executive Engineer (A-M) Midnapore (A-M) Division invites e-tender for Different works under Jhargram / Paschim Medinipur District under Non-Plan 2024-25. under Midnapore (A-M) Division vide Tender reference no- WBWRDD/EE(AM)MID/eNIT-62 (Sl 1 to 3) /24-25. Tender ID :- 2024_WRDD_762639_1 to 3. Last date of dropping: 25.10.2024 (2.00 pm) Intending bidders are requested to visit the website http//wbtenders.gov.in for details
Sd/-
Executive Engineer (Agri-Mech)
Midnapore (Agri-Mech) Division, Midnapore
ICA- T18688(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT No. 40 of 2024-25 Circulated vide Memo No. 3214/SMD Dt- 03.10.2024
On behalf of the Governor of W.B. e-Tenders are invited in W.B.F. No. 2911/W.B.F. No 2908 by the Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division PHE Dte. [2024_PHED_761322_1 to 10]. Bid proposal submission end date 02.11.2024 up to 2.00 PM. Other details information/download/upload will be available form the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division, PHE Dte.
ICA- T18698(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
E-Tender is invited by the Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E.Dte. on behalf of Governor of West Bengal vide Ref.No. WBPHED/EE/JD/eNIT-20/ 2024-25 and ID: 2024_PHED_760968_1 to 2024_PHED_760968_30 for Operation Maintenance of different PWSS. under Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte. The last date for submission of tender is 23.10.2024 upto 16:00 Hours. The details/addendum/corrigendum may be obtained from website:- wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Jalpaiguri Division, P.H.E. Dte.
ICA- T18735(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
On behalf of the Governor of West Bengal, Tender is invited by the Executive Engineer, Bankura Division, P.H.E. Dte. for the works under NIET No:- 20 of the FY 2024-2025 of the EE/BQA, P.H.E. Dte). (3rd Call) (Circulated Memo No. 2552/BQA dt.-30.09.2024). Document download Start date (online) 01.10.2024 at 11:30 A.M. Document download closing date (online) 25.11.2024 at 05:00 P.M. Details information will be available from Office Notice board & website: www.wbtenders.gov.in Sd/- for Executive Engineer, Bankura Division, P.H.E. Dte.
ICA- T18709(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT No. 34 of 2024-25 Circulated vide Memo No. 3208/SMD Dt- 03.10.2024
On behalf of the Governor of W.B. e-Tenders are invited in W.B.F. No 2911/W.B.F. No 2908 by the Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division PHE Dte. [2024_PHED_761314_1 to 2]. Bid proposal submission end date 02.11.2024 up to 2.00 PM. Other details information/download/upload will be available form the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division, PHE Dte.
ICA- T18692(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
EE/PWD/Purulia Division invites Online e-tender for 01 (One) No. work related to District Level Durga Puja Carnival' 2024 at Purulia under Purulia Division PWD". N.I.E.T. No. 19 of 2024-25. Bid submission start date (Online) 01.10.2024. Bid submission closing date (Online) 05.10.2024. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T and documents may be downloaded from : http://wbetenders.gov.in Tender Id No. 2024_WBPWD_761027_1.
ICA- T18742(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
TENDER ID- 2024_PHED_761455_1 to 4 (NON JJM Work). Electronic Notice Inviting Tender No. 15/WBPHED/EE/BD-I/2024-25. Last date of Documents download / sell closing date (Online) is on 28.10.2024 upto 04.00 PM. Date of opening of technical Proposals (Online) on 30.10.2024 at 04.30 P.M. Further details will be available in our website www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Berhampore Division-I, PHE Dte.
ICA- T18700(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/PWD/Purulia Division invites Online e-tender for 06(Six) Nos. work related to Mtc. Of building under Purulia Division PWD. N.I.E.T. NO. 20 of 2024-2025. TENDER ID: 2024_WBPWD_761834_1, 2024_WBPWD_761834_2, 2024_WBPWD_761834_3, 2024_WBPWD_761834_4 & 2024_WBPWD_761834_5. Bid submission start date (Online) 07.10.2024. Bid submission closing date (Online) 19.10.2024. Corrigendum if any will be published in website only. Details of N.I.T. and documents may be downloaded from: http://wbetenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Purulia Division, P.W.D.
ICA- T18783(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT No. 36 of 2024-25 Circulated vide Memo No. 3210/SMD Dt- 03.10.2024
On behalf of the Governor of W.B. e-Tenders are invited in W.B.F. No 2911/W.B.F. No 2908 by the Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division PHE Dte. [2024_PHED_761318_1 to 3]. Bid proposal submission end date 02.11.2024 up to 2.00 PM. Other details information/download/upload will be available form the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division, PHE Dte.
ICA- T18694(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD QUOTATION NOTICE
Executive Engineer/Alipurduar Highway Division, P.W. (Roads) Directorate invites online e-quotation for the work of :- Assessment of health & rehabilitation of Bebari Bridge over River Goborjyati at Ch. 11.630km. of Hasimara-Jaygaon Road in the District of Alipurduar during 2024-25. NIQ No. 01 of 2024-25/EE/APD HW DIVN. Last date & time for receipt of application : 24.10.2024 upto 16.00Hrs. Date & time for opening of quotation papers : 30.10.2024 at 14.30Hrs. Sd/- Executive Engineer, Alipurduar Highway Division P.W. (Roads) Dte.
ICA- T18749(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
NIeT No. 38 of 2024-25 Circulated vide Memo No. 3212/SMD Dt- 03.10.2024
On behalf of the Governor of W.B. e-Tenders are invited in W.B.F. No 2911/W.B.F. No 2908 by the Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division PHE Dte. [2024_PHED_761320_1 to 3]. Bid proposal submission end date 02.11.2024 up to 2.00 PM. Other details information/download/upload will be available form the website www.wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, South 24 Pgs Mechanical Division, PHE Dte.
ICA- T18696(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
On behalf of the Governor of West Bengal, Tender is invited by the Executive Engineer, Bankura Division, P.H.E. Dte. for the works under NIET No- 21 of the FY 2024-2025 of the EE/BQA, P.H.E. Dte. (2nd Call) (Circulated Memo No 2554/BQA, dt.-30.09.2024) Document download Start date (online): 01.10.2024 at 11:30 A.M. Document download closing date (online) 25.11.2024 at 05:00 P.M. Details information will be available from Office Notice board & website www.wbtenders.gov.in Sd/- for Executive Engineer, Bankura Division, P.H.E. Dte.
ICA- T18711(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/PWD/TD, invites e-Tender for Renovation and Repair work at Haldia Fire station Building under Haldia Construction Sub Division No-I in the Dist. of Purba Medinipur during the year 2024 -2025. NIeT No. 27 of 2024-2025 Tender ID : 2024_WBPWD_761617_1 Bid submission start date (online) : 04.10.2024 from 10.00 Hours Bid Submission closing date (online) : 22.10.2024 at 15.00 Hours Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIeT and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, P.W.Dte. Tamluk Division.
ICA- T18746(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
CORRIGENDUM OF ABRIDGED e-NOTICE INVITING TENDER
NIeT- 08/EE/PMD/PHED OF 2024-2025
Due to unavoidable circumstances in connection with the 08/EE/PMD/PHED OF 2024-2025 which are invited Vide memo No. 1306/PMD dt. 03.09.2024 the following change have been made:- Current Bid submission End date (online)- 04.10.2024 upto 11:00 Hrs., Technical Bid opening date (online)- 21.10.2024 NEW Bid submission End date (online)- 25.10.2024 upto 11:00 Hrs. Technical Bid opening date (online)- 28.10.2024. For details visit website: https://wbtenders.gov.in and office of the undersigned. Tender ID- 2024_PHED_744297_1. Sd/- Executive Engineer, Purulia Mechanical Division, P.H.E. Dte., Govt. of West Bengal.
ICA- T18727(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tender is invited by the Superintending Engineer, South 24- Pgs. W/S Circle, P.H.E. Dte. vide Ref. No. 19/2024-2025/SE/SWC/WBPHED and ID: 2024_P H ED_760452_1 for the work of Laying of additional pipeline, road restoration etc. for different PWSSs under Falta, Kulpi, Diamond Harbour-I & Canning-I Block under South 24-Parganas District under Alipore Division of P.H.E. Dte. Details will be available in the website http://wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 30/10/2024 upto 3:00 P.M. Sd/- for Superintending Engineer, South 24-Pgs. W/S Circle, P.H.E. Dte.
ICA- T18707(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
NOTICE INVITING e-QUOTATION
Online NIQ is invited by the EE, BNWD, P.W.Dte., Govt. of W.B., vide e-Quotation Tender No. WBPWD/EE/BNWD/NIeQ-06e/2024-25 for the work of "Annual Security Guarding and caretaking of Purta Bhavan, Salt Lake, Kolkata - 700091 during the year 2024-2025." (T/ID: 2024_WBPWD_761845_1). Bid proposal submission start date & time (Online)-09/10/2024 from 06.55 P.M. Bid proposal Submission end date & time (Online) 28/10/2024 upto 02.00 P.M. Intending bidders are requested to visit the website http://etender.wb.nic.in and this Office notice board. Sd/- EE, PWD, BNWD.
ICA- T18786(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
e-Tenders are invited by the Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E. Dte. vide Ref. No. 26/2024-2025/EE/SWD-I/WBPHED and ID: 2024_PHED_759635_1 to 11 for Supplying, Fabrication, Erection and Commissioning of Pressure Type IEP, road repairing, Land Development, laying pipeline, Construction of Boundary wall, etc. in different blocks under SWD-I, P.H.E. Dte., Details will be available in the website: http://wbtenders.gov.in The last date for submission of tender is 25/10/2024 upto 3:00 P.M. Sd/- for Executive Engineer, South 24-Pgs. W/S Division-I, P.H.E Dte.
ICA- T18721(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, P.W.D. Midnapur Division at Midnapore, district Paschim Medinipur invites e-Tender No. 13(1) of 2024-25 for 01 (one) no. work : Construction of 01 (one) no. single cell box culvert (1.50m X 1.50 m) on Helipad road and allied works including construction of drain under Midnapur Division, P.W.D. in the District of Paschim Medinipur. during the year 2024-2025. Tender ID: 2024_WBPWD_761690_1. Bid submission closing date 22/10/2024 upto 14:00 hrs. (online). Details will be available at https://wbtenders.gov.in, www.wbpwd.gov.in & this office Notice Board. Further detail information shall be available from the office of the undersigned from 11:00 A.M. to 4:00 P.M. on any working day. Sd/- Atanu Maiti, Executive Engineer, P.W.D., Midnapur Division.
ICA- T18778(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
e-TENDER No.: WBPWD/KWD/EE-II/ NIT-15/24-25
E-tender under jurisdiction of Kolkata West Division, PWD is invited from bonafide outsiders having sufficient work experience of similar nature in Government works. Bid Submission Start Date (Online): 22.10.2024 from 1:00 P.M. Bid Submission Closing Date (Online): 02.11.2024 at 1:00 P.M. Tender ID: 2024_PWD_761603_1. Corrigendum if any will be published in e-tender site and PWD website. Details of NIT and tender documents may be downloaded from: https://wbtenders.gov.in/nicgep/app Sd/- Executive Engineer-II, PWD, Kolkata West Division, N.S. Building
ICA- T18763(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Executive Engineer, Bishnupur Division, PWD invites online Tender for the work of -1 Restoration work of Side Shoulder fdue to damaged caused for the laying of pipe line by P.H.E Department of different streches in Joyrambati-Kamarpukur Road under Bishnupur Division, P.W.Dte in the district of Bankura during the year 2023-24 (2nd call).. Amount Put to Tender Rs. 84,73,168.00, Tender Id : 2024_WBPWD_750355_1. e-NIT No : 09 of 2024-2025 of EE/BD/PWD; Bid submission closing date 11.10.2024 upto 12.00pm corrigendum if any will be published in website only. Details of NIT and Tender documents may be downloaded from http://wbtenders.gov.in Sd/- Executive Engineer, Bishnupur Division, P.W.Dte.
ICA- T18773(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
TENDER NOTICE
e-NIQ No. 04 (2nd call) of 2024-2025
Name of the work : Engagement of 14 (Fourteen) Nos. Unskilled Security Guard / Watchman / Durwan at the different Stackyard, Offices, Inspection Bungalow etc. under the jurisdiction of Berhampore Division No-I, PWD in the District of Murshidabad during the year 2024-25 (2nd call). (Tender ID:- 2024_PWD_761663_1). Quotation from bonafide bidders as per GO are invited by the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division-I. Details may be obtained from office during working hours and also from http://www.pwdwb.in http://wbtenders.gov.in Bid submission starting date 10/10/2024 at 11.30 AM (IST) and Bid submission end date 25/10/2024 up to 11.30 AM (IST). Sd/- Executive Engineer, PWD, Berhampore Division-I
ICA- T18776(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
WRI&DD. e-NIT
Sealed 03 Nos e-tender vide Tender No. WRDD/EEAM/JPG/eNIT-05 & 06/2024-25 WRDD/EEAM/JPG/E-NIQ-01/24-25 vide Tender ID: 2024_WRDD_762020_1, 2024_WRDD_762067_1 & 2024_WRDD_762557_1 circulated vide Memo no. 797/1(15) dtd. 04.10.2024, 798/1(15) dtd. 04.10.2024 & 806/1(14) dtd. 04.10.2024 have been invited by the Executive Engineer (A-M) Jalpaiguri (A-M) Division, Jalpaiguri-735101 from bonafide agencies for "Installation of 01 no Solar Mini RLI & Renovation of 01 no. Major RLI in Alipurduar District & Maintenance of Inspection Bungalow under WRDD at Siliguri in Darjeeling District" under Executive Engineer (AM) Jalapiguri (AM) Division under "Core Sector Programme FY 2024-25 & Non Plan Head". Estimated value varies around Rs. 26 Lakhs & 56 Lakhs. Last date & time of bid submission is on 25.10.2024 (18.00 Hours) & for eNIQ is 18.10.2024(18.00 Hours). Please note: any further corrigendum & addendum will be published online & at office notice board only. Intending bidders are requested to visit the website: https://wbtenders.gov.in, Other details may also be seen from the office notice board.
Sd/- Executive Engineer (A-M)
Jalpaiguri (A-M) Division, Jalpaiguri, WRDD
ICA- T18690(4)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
Superintendent Governor's Estate, (W.B) Raj Bhavan, Kolkata-62 invites Tender (online) vide Notice Inviting e-Tender No. WBPWD/ SGE/RAJ/NIeT-10/2024-25 for the Works: - sl-01, "Special repairing, with replacement of wooden beam by steel joists, allied finishing works at Library and repairing, painting work at North-West Wing staircase within Kolkata Raj Bhavan Main Building" Tender I D:- 2024_PWD_761579_1; Est. Amount Rs. 15,15,054/- sl-02, "Setting up Fire Hydrant System and allied civil works in the premises of Raj Bhavan main building under SGE/WB during the year 2023 2024. – (Balance Work)" Tender ID:- 2024_PWD_761579_2; Est. Amount Rs. 23,13,931/- Bid Submission Start date (online): 08.10.2024 from 6.00 pm. Bid submission Last date (online): Sl. 01 & 02, 23.10.2024 upto 2.00pm, Details may be seen in website: https://wbtenders.gov.in PWD helpline No: (033)-2223 6236. Corrigendum, if issued will be published in Dept. web site only. If any discrepancy arises between different sources of advertisement, the advertisement in Dept. web site will prevail. Sd/- Superintendent Governor's Estate, W.B.
ICA- T18739(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
PWD TENDER NOTICE
EE/JGM.Divn/PWD, e_Notice invites tender No. 14/02 of 2024-25 for the work: 1) Construction of Boundary Wall along with 1 No Main Entrance Gate for Newly Constructed of 100 Bedded COVID ward/hospital at Nayagram Super Speciality Hospital campus under Jhargram Division PWD in District of Jhargram during the year 2024-25. Estt. Amt.: Rs.31,98,155/-, Tender ID: 2024_WBPWD_761710_1, 2) Repair of Bituminous Road inside of Jhargram District Hospital campus (Non-Residential) by repairing potholes, tack coat, WBM, PC & SC under Jhargram Division, PWD in the district of Jhargram, during the year 2024-25. Estt. Amt.: Rs.4,99,129/-, Tender ID: 2024_WBPWD_761710_2 Bid Submission End Date is 21.10.2024 at 16.00 Hours. Any Corrigendum /Addendum related to this e_NIT, if published, will be available in the e-portal only. For details, visit the website - http://wbtenders.gov.in Sd/- EE/PWD/JGM Divn.
ICA- T18767(3)/2024

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
e-TENDER NOTICE
Ref.:-NIEQ No. 03/e-Quotation of 2024-2025 of EE/BNHD. i) Structural evaluation and strengthening of flexible road pavements using Falling Weight Deflectometer (FWD), Technique for preparation of Derailed Project Report of Kumarpur-Chakta Road from 0.00 kmp to 8.00 kmp (2nd Call), T. Id.- 2024_WBPWD_761572_1. ii) Structural evaluation and strengthening of flexible road pavements using Falling Weight Deflectometer (FWD), Technique for preparation of Derailed Project Report of Monteswar-Dainhat Road (SH-15) from 0.00 kmp to 26.20 km (2nd Call), T. Id.- 2024_WBPWD_ 761572_2. Corrigendum if any will be published in website only. Detailed information/ download/ upload will be available from the Website http://etender.wb.nic.in Brief NIT will be available from the website www.pwdwb.in Sd/- Executive Engineer, Burdwan North Highway Division, P.W. (Roads) Directorate
ICA- T18760(3)/2024

বন্যা কাটিয়ে উঠে উৎসবে মেতেছে বানভাসি ঘাটাল

বুদ্ধদেব দাস

ঘাটাল, ৫ অক্টোবর

এক সপ্তাহ আগেও যেখানে ছিল এক কোমর জল, সেখানে এখন মাথা তুলেছে পুজোর প্যান্ডেল। যেখানে দেখা যেত বন্যার জল পেরিয়ে ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহের চেনা ছবি, সেখানে আজ পুজোর ব্যস্ততা। ঠিক এভাবেই চেনা ছন্দে ফিরে উৎসবে মেতেছেন বানভাসি ঘাটালের মানুষ।

ঘাটাল মহকুমাজুড়ে পুজো হচ্ছে ৪১০টি। এরমধ্যে রয়েছে ঘাটাল ব্লকের পুজো, দাসপুর ১ ও ২ এবং চন্দ্রকোনা-১ ও ২ ব্লকের পুজো। ঘাটাল পুরসভার চেয়ারম্যান তুহিনকান্তি বেরা জানান, পুরসভা এলাকায় ১৭টি পুজো হচ্ছে। মানুষ জলযন্ত্রণা কাটিয়ে উঠেছেন। কয়েক সপ্তাহ আগে ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়তে হয়েছিল। ১৩টি ওয়ার্ড ৪-৫ ফুট জলে ডুবেছিল। এখন সেই অবস্থা অনেকটা ভাল। তবে একেবারে নিচু কিছু এলাকায় গোড়ালি ডোবা জল আছে। বাস স্ট্যান্ড, হাসপাতাল মোড়, বিদ্যাসাগর মোড়, কলেজ মোড়-সহ ঘাটাল পুর-এলাকায় প্রায় সব ওয়ার্ডে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে। এছাড়াও বন্যা এলাকার পুজো হচ্ছে শুকচন্দ্রপুর, মনসুকা, চাউলি সিংপুর ইত্যাদিতে। চেয়ারম্যান জানান, জল সরতেই সমস্ত পুজো মণ্ডপে জীবাণুনাশক ছড়ানো হচ্ছে। থাকছেন পুরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা।

ঘাটালের পশ্চিমপাড়ে বন্যা এলাকায় বেশি পুজো। অর্থাৎ ১৭টা ওয়ার্ডের মধ্যে ১২টা ওয়ার্ড বন্যাকবলিত, সেই এলাকাগুলির পুজো কমিটির উদ্যোক্তারা চেষ্টা করছেন খুব দ্রুত যাতে মণ্ডপের কাজ করা যায়। শুকচন্দ্রপুর আগমনি স্টার সর্বজনীনের পুজো ২১ বছরে পড়ল। কমিটির সম্পাদক জগদীশ শাসমল জানান, গত ৩ সপ্তাহ তাঁরা ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়েছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি যেভাবে ত্রাণসামগ্রী বন্যাদুর্গত সকল মানুষকে পাঠিয়েছিলেন, এতে সকলেই সেই ধাক্কা অনেকটাই সামলে উঠেছেন। আবার মুখ্যমন্ত্রী যদি ৮৫ হাজার টাকা করে পুজো কমিটিকে আর্থিক সাহায্য না করতেন, তা হলে এবছর পুজো করাই সম্ভব হত না। মুখ্যমন্ত্রীর এই সহযোগিতা তাঁরা কোনওদিন ভুলতে পারবেন না। একই কথা জানালেন অন্যান্য পুজোর উদ্যোক্তারা।

জল সরতেই ঘাটালের আড়গোড়া সৎসঙ্গ পল্লীর পুজোর প্যাণ্ডেল গড়ার কাজ চলছে জোর কদমে। শনিবার। ছবি: প্রতিবেদক

জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরি জানান, বন্যা-পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে ঘাটাল, ডেবরা, কেশপুরের মানুষ উৎসবে মেতে উঠেছেন, এটা খুব ভাল। রাজ্য সরকার, জেলা প্রশাসন সমসময় তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছে। উৎসবের দিনগুলিতেও থাকবে।

কেতুগ্রামের বন্যা-দুর্গতদের পাশে জেলা প্রশাসন

চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

কেতুগ্রাম, ৫ অক্টোবর

কেতুগ্রামের বন্যার্তদের পাশে সংশ্লিষ্ট পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। শনিবার জেলাশাসক আয়েষা রানি, মহকুমাশাসক অনীশা জৈন, বিধায়ক শেখ শাহনেওয়াজদের নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বন্যা-পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কেতুগ্রাম ১ নং ব্লকের আনখোনা পঞ্চায়েতের মৌরী, মাজিনা এলাকা ও কেতুগ্রাম ২ নং ব্লকের বিল্বেশ্বর পঞ্চায়েতের অজয় লাগোয়া চরকি গ্রামে যান। ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িগুলি দেখেন। দুটি ব্লকের মাথা গোঁজার ঠাঁই হারানো ৯০ জনকে ত্রাণ বিলি করেন। প্রবল বৃষ্টির জেরে বীরভূম থেকে আসা জলে কেতুগ্রাম ১ নং ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকা ও অজয়ের জল উপচে কেতুগ্রাম ২ নং ব্লকের বিশাল এলাকা প্লাবিত। হাজার হাজার বিঘার ফসল বরবাদ। বিধায়ক বলেন, 'প্রশাসন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে আছে। ফসলের ক্ষতিপূরণ যাতে মেলে, তার ব্যবস্থা হচ্ছে।' এর আগে এখানকার বন্যা-পরিস্থিতি নিয়ে প্রশাসনিক বৈঠক করেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। দুর্গতদের জন্য ত্রিপল দিয়ে যান। দুটি ব্লকের তরফেই বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির বিস্তারিত রিপোর্ট তৈরি হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, কেতুগ্রাম ১ নং ব্লকের ৪ হাজার হেক্টর জমির ফসল কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত। ক্ষতিগ্রস্ত মৌজার সংখ্যা ২১ ও ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকের সংখ্যা ১২ হাজারের কাছাকাছি। এই ব্লকের আনখোনা অঞ্চলের সুবিপুর থেকে (ভায়া চাকটা) মাঝিনা পর্যন্ত ৪ কিমি রাস্তা, আনখোনা থেকে চেঁচুরি প্রায় ২ কিমি রাস্তা, পাণ্ডুগ্রাম হাসপাতাল থেকে ৩ কিমি রাস্তা বন্যায় বেহাল। ন'পাড়া থেকে চাকটা ও নারেঙ্গা এলাকায় অজয়ের বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত।

সালানপুরের এথোড়ায় ৪০০ বছরের পুজো

দেবব্রত ঘোষ

আসানসোল, ৫ অক্টোবর

বড় বাজেটের থিমের পুজো যতই চমক দিক, তবু গ্রামের বনেদি বাড়ির পুজো এখনও ম্লান হয়নি। আসানসোল শিল্পাঞ্চলে এখনও এরকম অনেক প্রাচীন ঐতিহ্যের পুজোর প্রচলন আছে। এর মধ্যে অন্যতম হল বারাবনি বিধানসভার সালানপুর ব্লকের এথোড়া গ্রামের পুজো। বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে এই গ্রামটি বর্ধিষ্ণু ও অত্যন্ত পুরনো। একসময় এটা পুরুলিয়ার কাশীপুর রাজার অধীন ছিল। গ্রামে একদিন বর্গীরা হানা দেয়। সেই ঘটনার নানান দৃষ্টান্ত আজও শোনা গ্রামবাসীদের মুখে মুখে। এই জনপদের লোকজনদের কথা ভেবে কাশীপুরের মহারাজা গ্রামটা তাঁদের দিয়ে দেন। এর আগে থেকেই এখানে দুর্গাপুজোর চল ছিল। প্রায় ৪০০ বছর আগে এই গ্রামে বড়মার পুজো মানে বড় দুর্গাপুজো শুরু হয়। বর্তমানে এথোড়া গ্রামে ছোট-বড় মিলিয়ে ১১টি দুর্গাপুজো হলেও, সবচেয়ে জনপ্রিয় হল বড়মা তথা বড়দুর্গা মন্দিরের পুজো। এই পুজোর রীতিনীতিও স্বতন্ত্র।

এথোড়া গ্রামের এই মন্দিরের পুজো হয় বড়মার। ছবি: প্রতিবেদক

যদিও শারদোৎসব মূলত দেবীর অকাল বোধন বলে পরিচিত। কিন্তু এথোড়া গ্রামে বড়মার দুর্গারপুজো হয় সুরথ রাজার প্রচলিত নিয়ম এবং রীতি মেনে। সেই কারণেই ষষ্ঠীর ১৫ দিন আগেই এই গ্রামে দেবীর বোধন হয়। পাশাপাশি এই গ্রামে আজও নবমীর দিন অসুর রূপে মহিষ বা কাঁড়াবলির প্রচলন আছে। এথোড়া গ্রামের বড়দুর্গা মন্দিরের পুজোতে প্রাচীন তালপাতার ওপর ভুসো কালিতে লেখা পুঁথির মন্ত্রোচারণের মাধ্যমে দেবীর আরাধনা করা হয়। এখানে দেবী এবং তার পুরো পরিবার নিয়ে একচালা মূর্তি। দেবীকে প্রতিদিনই দুবার ভোগ নিবেদন করা হয়। গ্রামের মহিলারা স্নান করে শুদ্ধাচারে দেবীর জন্য পাঁচ রকমের ভাজা এবং পায়েস দিয়ে ভোগ নিবেদন করেন। দেবীর বিসর্জনও এখানে আলাদা। দেবীকে বাঁশের মাচায় চাপিয়ে বাজনা, মন্ত্রোচ্চারণ এবং গানের মাধ্যমে মানুষজন দেবীকে কাঁধে করে গোটা গ্রাম পরিদর্শন করিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছে দেন। বহুকাল থেকেই এই গ্রামের প্রতিমা নিরঞ্জন হয় কুমারা পুকুর নামে একটা জলাশয়ে। যেখানেই গ্রামের সব দেবদেবীরও বিসর্জন হয়। এই পুজোকে কেন্দ্র করে গ্রামের বহু মানুষ যাঁরা জীবিকার কারণে বাইরে থাকেন, তাঁরা বাড়ি ফেরেন। মানুষের সঙ্গে পুজোর আনন্দে মেতে উঠেন।

পাতালে দেখা মিলবে অষ্টাদশভুজা দেবীর

মিল্টন সেন

হুগলি, ৫ অক্টোবর

মণ্ডপ দর্শনে গিয়ে নামতে হবে পাতালে। দেখা মিলবে দশভুজা নয়, অষ্টাদশভুজা দেবী দুর্গার। কেওটা নবীন সঙ্ঘের পুজোর থিম এবার প্রাচীন সভ্যতার ইতিকথা। দর্শনার্থীদের জন্য প্রতি বছরই নতুন নতুন চমক তুলে ধরে ব্যান্ডেল কেওটা নবীন সঙ্ঘ। এই বছর তাদের পুজো ৫২তম বর্ষে পদার্পণ করতে চলেছে। মণ্ডপ সজ্জার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তুলে ধরা হয়েছে প্রাচীন সভ্যতাকে। সিন্ধু সভ্যতা যেমন মাটির তলা থেকে খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল তেমনই এক প্রাচীন সভ্যতার খোঁজ মিলবে এই সঙ্ঘের পুজোয়। মণ্ডপে প্রবেশ করে বেশ কিছুটা মাটির তলায় নামতে হবে প্রতিমা দর্শনে। মণ্ডপের দেওয়ালে নানা পৌরাণিক দেবদেবীর মূর্তি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গোটা মণ্ডপটাই তৈরি করা হয়েছে কংক্রিটে। মণ্ডপ নির্মাণে ব্যবহার করা হচ্ছে ইট, বালি এবং সিমেন্ট এবং শতাধিক কাঠের সিংহাসন। গেট পেরিয়ে মণ্ডপে প্রবেশ করলেই দেখা যাবে বিশাল শিবের মূর্তি। তার দু'দিক থেকে পথ চলে গিয়েছে মণ্ডপের দিকে। মাঝে জলাশয়ে নানান মাছের দেখা মিলবে। মণ্ডপের ভিতরে লাগানো হয়েছে প্রচুর গাছ।

পুজো কমিটির সম্পাদক গৌতম দাস জানিয়েছেন, গোটা মণ্ডপ তৈরি করতে যে পরিমাণ ইট বালি সিমেন্ট লেগেছে তা দিয়ে একটি দোতলা বাড়ি হয়ে যাবে। প্রায় ছয় মাস ধরে চলছে এই মণ্ডপ তৈরির কাজ। যদিও বৃষ্টির জন্য বেশ কিছুটা সমস্যা হয়েছে, তবুও মহালয়ের মধ্যেই মণ্ডপ তৈরির কাজ শেষ করা হয়েছে। পুজোর থিম ভাবনায় নবদ্বীপ আর্ট কলেজের শিক্ষক রঙ্গজীব রায়। এদিন রঙ্গজীববাবু বলেছেন, এই মণ্ডপটি তৈরি করতে ১৫ জন শিল্পী দিনরাত কাজ করছেন। পাশাপাশি এই মণ্ডপে এই বছরে বিশেষত্ব হল দেবী দুর্গার এখানে আঠারোটি হাত। এই প্রসঙ্গে শিল্পী বলেন, মণ্ডপটি প্রাচীন সভ্যতা তুলে ধরছে এবং বিভিন্ন দেবদেবীর নানান রূপ তুলে ধরা হয়েছে। তাই প্রাচীন সভ্যতাকে কল্পনা করেই এই দেবীর মূর্তি তৈরি করা হয়েছে। অন্য বছরের মতো এই বছরেও অনেক দর্শনার্থীর সমাগম হবে বলে আশাবাদী পুজো উদ্যোক্তারা।

ব্যান্ডেল কেওটা নবীন সঙ্ঘের মণ্ডপ। ছবি: পার্থ রাহা

হাওড়ার দেউলটি অলস্টার ক্লাব। এবার পুজো ৫৫ বছরে পা দিচ্ছে। উদ্বোধন করবেন বাগনান থানার বিধায়ক অরুনাভ সেন। এবারে ক্লাবের ভাবনা নবরূপে দেবী ও সাবেকিয়ানার সঙ্গে আধুনিকতার মিলমিস সমাজকে নিধনের হাত থেকে বাঁচিয়ে সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখা। ক্লাবের কর্ণধার মুকুল ভৌমিকের মতে, প্রতিবারই আমাদের পুজো জেলার একটা আকর্ষণ। ছবি: আজকাল

বজ্রাঘাতে মা, শিশুপুত্রের মৃত্যু

শনিবার দুপুরে বজ্রাঘাতে মৃত্যু হয়েছে মা ও তাঁর শিশুপুত্রের। সিমলাপাল থানার পার্শ্বলা গ্রাম পঞ্চায়েতের আঁধারিয়া গ্রামে। মায়ের নাম মনীষা মুর্মু (২৫)। শিশুপুত্রের নাম অর্জুন মুর্মু (৪)। ওই সময় তাঁরা গ্রামের পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিলেন। পুলিশের এক আধিকারিক জানান, তখন আকাশে ছিল ঘন কালো মেঘ। মনীষা দেবী পুকুরে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ ঝেঁপে বৃষ্টি নামে। তিনি তাড়াতাড়ি স্নান সেরে বাড়ি ফেরার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তখন বাজ পড়ে।

শিক্ষকের বদলি, অবরোধ পড়ুয়াদের

প্রিয় শিক্ষকের বদলি আটকাতে পথ অবরোধ পড়ুয়াদের। পরে সেই শিক্ষকের হস্তক্ষেপেই আবার স্কুলে ফিরে যায় তারা। শনিবার পুরুলিয়ার মানবাজারের আঁকরো নিম্ন বুনিয়াদী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সামনে মানবাজার-বান্দোয়ান সড়ক প্রায় আধ ঘণ্টা অবরোধ করে রাখে ওই বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। মানবাজার ২ নং চক্রের আঁকরোর ওই বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দেবনাথ দত্ত ওই চক্রেরই হরিয়ালমারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক পদে বদলি হয়ে যাচ্ছেন।

অনুব্রতের দেহরক্ষী সায়গলেরও জামিন

আজকালের প্রতিবেদন

দিল্লি, ৫ অক্টোবর

গরু পাচার মামলায় এবার জামিন পেলেন সায়গল হোসেন। শর্তসাপেক্ষে তাঁর জামিন-আর্জি মঞ্জুর করেছে দিল্লি হাইকোর্ট। ৫ লক্ষ টাকার বন্ডে সায়গলের জামিন মঞ্জুর করেছেন বিচারপতি নিনা বনসল কৃষ্ণা। ইডির মামলায় জামিন পাওয়ায় এবার তিহার জেল থেকে মুক্তি পাচ্ছেন অনুব্রত মণ্ডলের দেহরক্ষী। সম্প্রতি জেল থেকে মুক্তি পেয়েছেন অনুব্রত ও তাঁর কন্যা সুকন্যা মণ্ডল। অনুব্রতর জামিনের যুক্তিতেই জেলমুক্তি হচ্ছে সায়গলের। গরু পাচার মামলায় অর্থ তছরুপের অভিযোগ ওঠে সায়গলের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ দিন জেলবন্দি থাকা সত্ত্বেও বিচার-প্রক্রিয়া শুরু হয়নি। দিল্লি হাইকোর্টের বিচারপতি জামিন মঞ্জুর করার সময় বলেছেন, অভিযুক্তের অতীত খতিয়ে দেখে মনে হয়েছে, তিনি জামিন পেলে বিদেশে পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তিনি সরকারি কর্মচারী। সাক্ষীদের প্রভাবিত করার সম্ভাবনা নেই। তদন্ত শেষ হয়েছে। কিন্তু গত দু'বছরে বিচার-প্রক্রিয়া শুরুই হয়নি। জামিনের শর্ত হিসেবে বলা হয়েছে, সায়গল হোসেনকে তদন্তে সব রকম সহযোগিতা করতে হবে। যখন এই মামলার শুনানি হবে, তখন কোর্টে হাজির থাকতে হবে। মোবাইল নম্বর তদন্তকারী অফিসারকে দিতে হবে। সাক্ষীদের সঙ্গে কোনও ভাবে যোগাযোগ করতে পারবেন না সায়গল। ট্রায়াল কোর্টের অনুমতি ছাড়া বিদেশেও যেতে পারবেন না।

দিশা সম্মান ২০২৪-এ সম্মান প্রাপকদের সঙ্গে জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর ড. ধৃতি ব্যানার্জি, নৃত্যশিল্পী তনুশ্রী শঙ্কর, অভিনেতা অভিজিৎ গুহ, ভাস্কর নারায়ণ সিনহা, দিশা আই হসপিটালের চেয়ারম্যান ও ডিরেক্টর ডাঃ দেবাশিস ভট্টাচার্য, দিশা আই হসপিটালের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর ডাঃ তুষারকান্তি হাজরা, দিশা আই হসপিটালের আরেক প্রতিষ্ঠাতা ও ডিরেক্টর ডাঃ সমর কুমার বসাক। ছিলেন অকুল বিশ্বাস, অনিল দাস এবং সারা বাংলা দাবা সংস্থার দল। শনিবার। ছবি: আজকাল

টালিগঞ্জের নাকতলা পল্লী উন্নয়ন সমিতির শারদোৎসবের উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। টালিগঞ্জ, যাদবপুর ও সোনারপুরের ১৬টি পুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। রয়েছেন কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী। শনিবার। ছবি: আজকাল

আরসালান নাম ব্যবহার করতে পারবে না অন্য সংস্থা

আজকালের প্রতিবেদন

আরসালান নাম ব্যবহার করে অন্য সংস্থা ব্যবসা করতে পারবে না। এমনই নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কলকাতার বিরিয়ানি প্রস্তুতকারী এই সংস্থার নিজস্ব ব্র্যান্ড নাম আরসালান ব্যবহার করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছোট-বড় একাধিক ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান বিরিয়ানি বিক্রি করছে। আরসালান ব্র্যান্ডের অপব্যবহার নিয়ে সংস্থাটি হাইকোর্টে মামলা করে। শনিবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও আরসালান বিরিয়ানির মালিকদের দায়ের করা এই মামলায় জানান, এই ব্র্যান্ডের নাম ব্যবহার করে অন্য কেউ ব্যবসা করতে পারবে না।

ইছাপুর হরিসভার পুজোয় পশুপতিনাথ

আজকালের প্রতিবেদন

নেপালের পশুপতিনাথ দর্শন এবার ইছাপুরে। ইছাপুরের হরিসভা সর্বজনীন দুর্গোৎসব-এর উদ্যোগে এবার পুজোর মণ্ডপ তৈরি হচ্ছে নেপালের পশুপতিনাথ মন্দিরের আদলে। ৭৬ বছরে পড়েছে এই পুজো। থিম 'নেপালের দরবারে কৈবল্য যাত্রা'। মণ্ডপের প্রবেশদ্বার, গায়ের নকশা থেকে প্রতিমা সবকিছুতেই থাকছে নেপালের সংস্কৃতির ছোঁয়া। কথিত আছে, হরিণের বেশে শিব পার্বতী

কাঠমান্ডুর বাগমতী নদীর তীরে একবার এসেছিলেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা সেখানকার বিস্তীর্ণ এলাকায় বিচরণ করেন। সেই বিচরণ ক্ষেত্রের কিছু অংশই এবার এই পুজোয় দেখা যাবে। পুজোর চেয়ারপার্সন সাংসদ পার্থ ভৌমিক। প্রধান পৃষ্ঠপোষক স্বপন নাথ এবং যুগ্ম সম্পাদক বাবন দে ও অর্ক সমাদ্দার। মণ্ডপসজ্জায় রয়েছেন বাবু দত্ত। প্রতিমা শিল্পী তপন পাল ও আলোকসজ্জায় নারায়ণ দাস।

কুসংস্কার মুক্ত হয়ে বলি প্রথা বন্ধের ডাক দিয়েছে হাওড়ার সাঁতরাগাছি স্পোর্টিং ক্লাব। ৪৫ বছরের দক্ষিণ রায়তলা দুর্গাপুজো সমিতি ধর্মের নামে, মোষ ছাগল উৎসর্গের প্রতিবাদ জানিয়েছে। শনিবার পুজোর উদ্বোধন করলেন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ছিলেন হাওড়া পুরসভার চেয়ারপার্সন সুজয় চক্রবর্তী। পুজোর মণ্ডপশিল্পী সুমিত দত্ত, প্রতিমা শিল্পী প্রদীপ রুদ্রপাল। ক্লাবের সম্পাদক সুজন লাহিড়ী জানিয়েছেন, এবছর তাঁদের থিম 'মুক্তি'। ছবি: আজকাল

বাসের ধাক্কায় পথচারীর মৃত্যু

আজকালের প্রতিবেদন

বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধা পথচারীর। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রিজেন্ট পার্ক থানা এলাকায়। মৃতার নাম পাপড়ি গোস্বামী (৬০)। তিনি পূর্ব পুঁটিয়ারির বাসিন্দা। ওইদিন বিকেলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র রোডের ওপর ৬ নম্বর বাস স্ট্যান্ডের কাছে গড়িয়া থেকে উল্টোডাঙাগামী একটি বেসরকারি বাস পাপড়ি দেবীকে ধাক্কা মারে। এই ঘটনায় তিনি গুরুতর জখম হন। রিজেন্ট পার্ক থানার পুলিশ তাঁকে বাঘাযতীন স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে বৃদ্ধাকে এমআর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় অভিযুক্ত বাসচালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বাজেয়াপ্ত হয়েছে বাসটিও। অন্যদিকে, ওইদিনই মাঝরাতে হেয়ার স্ট্রিট থানা এলাকার রানি রাসমণি অ্যাভিনিউয়ের কাছে অজানা গাড়ির ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত আনুমানিক ৩১ বছর বয়সি ওই ব্যক্তির নাম পরিচয় জানা যায়নি।

মেট্রোর সঙ্গে উদ্‌যাপন করুন এই পুজো

ব্লু লাইন

২৮৮ টি ট্রেন পরিষেবা চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ২৪৮টি ট্রেন পরিষেবা সপ্তমী (১০.১০.২৪) ও অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ১৭৪টি ট্রেন পরিষেবা দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ১৩০ টি ট্রেন পরিষেবা একাদশী (১৩.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ২৩৬ টি ট্রেন পরিষেবা দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; এবং ত্রয়োদশী (১৫.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

চতুর্থী (৭.১০.২৪) এবং পঞ্চমী (৮.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২৮৮টি ট্রেন পরিষেবা (১৪৪টি আপ ও ১৪৪টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৬.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১০.২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৬.৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	রাত ১০.৩০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
সকাল ৬.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১০.৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৭.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	রাত ১০.৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম

ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২৮৮টি ট্রেন পরিষেবা (১৪৪টি আপ ও ১৪৪টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৬.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১১.৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৬.৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	রাত ১১.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
সকাল ৬.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১২.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৭.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	রাত ১২.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম

সপ্তমী (১০.১০.২৪) এবং অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২৪৮টি ট্রেন পরিষেবা (১২৪টি আপ ও ১২৪টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ১২.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৩.৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
বেলা ১.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৩.৪৮ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
বেলা ১.০০ মিনিটে গীতাঞ্জলি থেকে দমদম (বিশেষ পরিষেবা)	ভোর ৪.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
বেলা ১.০০ মিনিটে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর (বিশেষ পরিষেবা)	ভোর ৪.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম
বেলা ১.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	
বেলা ১.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	
বেলা ১.০০ মিনিটে শ্যামবাজার থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)	
বেলা ১.০২ মিনিটে থেকে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)	

দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১৭৪টি ট্রেন পরিষেবা (৮৭টি আপ ও ৮৭টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ১২.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১১.৪৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
বেলা ১.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ১১.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
বেলা ১.০০ মিনিটে গীতাঞ্জলি থেকে দমদম (বিশেষ পরিষেবা)	রাত ১২.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
বেলা ১.০০ মিনিটে মহানায়ক উত্তমকুমার থেকে দক্ষিণেশ্বর (বিশেষ পরিষেবা)	রাত ১২.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম
বেলা ১.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	
বেলা ১.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	
বেলা ১.০০ মিনিটে শ্যামবাজার থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)	
বেলা ১.০২ মিনিটে থেকে নোয়াপাড়া থেকে কবি সুভাষ (বিশেষ পরিষেবা)	

একাদশী (১৩.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১৩০টি ট্রেন পরিষেবা (৬৫টি আপ ও ৬৫টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৯.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৯.২৭ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
সকাল ৯.০০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	রাত ৯.২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৯.০০ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৯.৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৯.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	রাত ৯.৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম

দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) এবং ত্রয়োদশী (১৫.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২৩৬টি ট্রেন পরিষেবা (১১৮টি আপ ও ১১৮টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৬.৫০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৯.২৮ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৬.৫০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ	রাত ৯.৩০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দক্ষিণেশ্বর
সকাল ৬.৫৫ মিনিটে দমদম থেকে দক্ষিণেশ্বর	রাত ৯.৪০ মিনিটে দমদম থেকে কবি সুভাষ
সকাল ৭.০০ মিনিটে দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ	রাত ৯.৪০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে দমদম

পার্পল লাইন

১৮টি ট্রেন পরিষেবা চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) এবং ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) এবং ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

৫০ মিনিটের ব্যবধানে ১৮টি ট্রেন পরিষেবা (৯টি আপ ও ৯টি ডাউন) সকাল ৮.৩০ মিনিটে থেকে বেলা ৩.৩৫ মিনিট পর্যন্ত

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৮.৩০ মিনিটে জোকা থেকে মাঝের হাট পর্যন্ত	বেলা ৩.১০ মিনিটে জোকা থেকে মাঝের হাট পর্যন্ত
সকাল ৮.৫৫ মিনিটে মাঝের হাট থেকে জোকা পর্যন্ত	বেলা ৩.৩৫ মিনিটে মাঝের হাট থেকে জোকা পর্যন্ত

সপ্তমী (১০.১০.২৪), অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪), দশমী (১২.১০.২৪) এবং একাদশী (১৩.১০.২৪) কোনও পরিষেবা থাকবে না

দ্বাদশী থেকে সাধারণ পরিষেবা (১৪.১০.২৪)

গ্রীন লাইন-১

১০৬ টি ট্রেন পরিষেবা চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ৬৪টি ট্রেন পরিষেবা সপ্তমী (১০.১০.২৪) ও অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ৪৮টি ট্রেন পরিষেবা দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে;

চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে সকাল ৬.৫৫ মিনিট থেকে রাত ৯.৪০ মিনিট পর্যন্ত ১০৬টি ট্রেন পরিষেবা (৫৩টি আপ ও ৫৩টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৬.৫৫ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V	রাত ৯.৩৫ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত
সকাল ৭.০৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ	রাত ৯.৪০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত

সপ্তমী (১০.১০.২৪) এবং অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ১.০০ মিনিট থেকে রাত ১১.৩০ মিনিট পর্যন্ত ৬৪টি ট্রেন পরিষেবা (৩২টি আপ ও ৩২টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ১.০০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত	রাত ১১.২০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত
বেলা ১.১০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত	রাত ১১.৩০ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত

দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ২.০০ মিনিট থেকে রাত ৯.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ৪৮টি ট্রেন পরিষেবা (২৪টি আপ ও ২৪টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ২.০০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত	রাত ৯.৪০ মিনিটে শিয়ালদহ থেকে সল্টলেক সেক্টর V পর্যন্ত
বেলা ২.০৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত	রাত ৯.৪৫ মিনিটে সল্টলেক সেক্টর V থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত

একাদশী (১৩.১০.২৪) কোনও পরিষেবা থাকবে না

দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) থেকে সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে

গ্রীন লাইন-২

১৩০ টি ট্রেন পরিষেবা চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ১১৮টি ট্রেন পরিষেবা সপ্তমী (১০.১০.২৪) ও অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ৮০টি ট্রেন পরিষেবা দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে; ৪৬টি ট্রেন পরিষেবা একাদশী (১৩.১০.২৪) উপলক্ষ্যে;

চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১২ ও ১৫ মিনিটের ব্যবধানে সকাল ৭.০০ মিনিট থেকে রাত ৯.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ১৩০টি ট্রেন পরিষেবা (৬৫টি আপ ও ৬৫টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৭.০০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত	রাত ৯.৪৫ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত
সকাল ৭.০০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত	রাত ৯.৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত

সপ্তমী (১০.১০.২৪) এবং অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১২ ও ১৫ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ১.৩০ মিনিট থেকে রাত ১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ১১৮টি ট্রেন পরিষেবা (৫৯টি আপ ও ৫৯টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ১.৩০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত	রাত ১.৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত
বেলা ১.৩০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত	রাত ১.৪৫ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত

দশমী (১২.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

১৫ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ২.০০ মিনিট থেকে রাত ১১.৪৫ মিনিট পর্যন্ত ৮০টি ট্রেন পরিষেবা (৪০টি আপ ও ৪০টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ২.০০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত	রাত ১১.৪৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত
বেলা ২.০০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত	রাত ১১.৪৫ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত

একাদশী (১৩.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে বেলা ২.১৫ মিনিট থেকে রাত ৯.৫০ মিনিট পর্যন্ত ৪৬টি ট্রেন পরিষেবা (২৩টি আপ ও ২৩টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
বেলা ২.১৫ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত	রাত ৯.৪০ মিনিটে হাওড়া ময়দান থেকে এসপ্লানেড পর্যন্ত
বেলা ২.৩০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত	রাত ৯.৫০ মিনিটে এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত

দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) থেকে সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে

অরেঞ্জ লাইন

চতুর্থী (৭.১০.২৪), পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে ৭৪টি ট্রেন পরিষেবা

চতুর্থী (৭.১০.২৪) এবং পঞ্চমী (৮.১০.২৪) ও ষষ্ঠী (৯.১০.২৪) উপলক্ষ্যে

২০ মিনিটের ব্যবধানে সকাল ৮.০০ মিনিট থেকে রাত ৮.০০ মিনিট পর্যন্ত ৭৪টি ট্রেন পরিষেবা (৩৭টি আপ ও ৩৭টি ডাউন)

প্রথম পরিষেবা	শেষ পরিষেবা
সকাল ৮.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত	রাত ৮.০০ মিনিটে কবি সুভাষ থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় পর্যন্ত
সকাল ৮.০০ মিনিটে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত	রাত ৮.০০ মিনিটে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত

সপ্তমী (১০.১০.২৪), অষ্টমী-নবমী (১১.১০.২৪), দশমী (১২.১০.২৪) এবং একাদশী (১৩.১০.২৪) কোনও পরিষেবা পাওয়া যাবে না

দ্বাদশী (১৪.১০.২৪) থেকে সাধারণ পরিষেবা পাওয়া যাবে

শুভ শারদোৎসব

মেট্রো রেলওয়ে কলকাতা

আমাদের অনুসরণ করুন : /metrorailwaykol /metrorailkolkata /metro_rly /MetroRailwayKolkata Visit Us at : www.mtp.indianrailways.gov.in

Available on the App Store GET IT ON Google Play Metro Ride Kolkata (App) অ্যান্ড্রয়েড ও আইওএস-এ উপলব্ধ

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মিস কেস (এ্যাক্ট এইট) নং–১৯১/২০২৪
দরখাস্তকারী: সুমিত চ্যাটার্জী, পিতা–সুপ্রিয় চ্যাটার্জী, সাং–অরবিন্দ পল্লী, ন'পাড়া কালীবাড়ী রোড, বারাসাত, পোঃ–ন'পাড়া, থানা–বারাসাত, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, পিন নং–৭০০১২৪।
এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী তাহার নাবালিকা কন্যা 'দেবাংশি চ্যাটার্জী'–এর প্রাপ্ত সম্পত্তি অভিভাবক সূত্রে বিক্রয় করিবার জন্য উক্ত কেস করিয়াছেন।
ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন আমলে আসিবে।
: তপশীল : জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, থানা–বারাসাত হাল দত্তপুকুর, এ ডি এস আর ও কদম্বগাছি, মৌজা–জিরাট, জে এল নং–১২১, এল আর দাগ নং–৩৪৩, এল আর খতিয়ান নং–৪০৭৫, ২.৪৮ শতকের অর্দ্ধেক অংশ অর্থাৎ ১.২৪ শতক জমি, গ্রাম পঞ্চায়েত কাশিমপুর।

অনুমত্যানুসারে– নীমা লামা, সেরেস্তাদার, জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মিস (এ্যাক্ট এইট) নং–২১৬/২০২৪
দরখাস্তকারী: পম্পা বাইন নি দাস, স্বামী–অজিত বাইন, সাং–সংহতি স্টেশান–এর নিকট, গ্রাম ও পোঃ–ফুলতলা, থানা–হাবড়া, পিন–৭৪৩২৬৩, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী তাহার নাবালক পুত্র 'অর্পন বাইন'–এর প্রাপ্ত সম্পত্তি অভিভাবক সূত্রে বিক্রয় করিবার জন্য উক্ত কেস করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন আমলে আসিবে।
: তপশীল (নাবালকের সম্পত্তি): ০১ কাঠা জমির মধ্যে ½ কাঠা জমি, দাগ নং ১৮১, এল আর খতিয়ান নং ৪০৭ ও ১১২৯, মৌজা–ফুলতলা, জে এল নং–১৪৭, থানা–হাবড়া, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা।

অনুমত্যানুসারে– নীমা লামা সেরেস্তাদার, জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মিস (এ্যাক্ট এইট) নং–১৮৮/২০২৪
দরখাস্তকারী: শ্রীমতী সুইটি সাঁতরা, স্বামী–মৃত বাবুলাল সাঁতরা, সাং–মুক্তারপুর ওল্ড ক্যালকাটা রোড, ব্যারাকপুর, পোঃ–তালপুকুর, থানা–টিটাগড়, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা–৭০০১২৩।
ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন আমলে আসিবে।

: তপশীল :
বাস্তু শ্রেণী ভুক্ত ৩ কাঠা ৬ ছটাক জি, আর এস দাগ নং ২১২৭ ও ২১২৭/৩০৯২, এল আর দাগ নং ২৯০৭ ও ২৯০৬, আর এস খতিয়ান নং ৭৪০, এল আর খতিয়ান নং ৭৮৯২, ৭৯০০, ৭৯৫১, ৭৯০১, ৭৮৯৮, ৭৯০২, ৭৮৯৬, ৭৮৯৭, ৭৮৯৩, ৭৮৯৪, ৭৮৯৫ ও ৭৮৯৯, মৌজা–টিটাগড়, জে এল নং ০৫৮, রেঃ সাঃ নং ২৬, তৌজি নং ১০৯১, ব্যারাকপুর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং–১৪, হোল্ডিং নং ১৯১ (২১), পুরাতন ক্যালকাটা রোড, ব্যারাকপুর, পোঃ–তালপুকুর, থানা–টিটাগড়, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা–৭০০১২৩।

অনুমত্যানুসারে নীমা লামা, সেরেস্তাদার জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত উত্তর ২৪ পরগনা

বিজ্ঞপ্তি
আমার মক্কেল (১) সেখ সওকাত আলি, (২) সেখ রওসন আলি, উভয়ের পিতা – সেখ ফকির আলি, সাং – নীলগঞ্জ, জেলা – উঃ ২৪ পরগনা, এ.ডি.এস. অফিস ব্যারাকপুর, শিউলী গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা – টিটাগড়, মৌজা – সূর্য্যপুর গ্রামে জে. এল. ১৪ নং অধীন আর. এস. ৬৩০ ও ৬৩২ নং অধীন এল. আর. ৩৫৯ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ১০৭ নং দাগের ৪৪ শতক ও আর. এস. ৩২ নং অধীন এল. আর. ৬৩৯ নং খতিয়ান ভুক্ত আর. এস. ১০৬ নং দাগে ০৪ শতক জমি। একুনে মোট ৪৮ শতক জমি বিগত ইং ০৬/০৪/২০১৬ তারিখে ব্যারাকপুর এ. ডি. এস. আর. অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ১৫০৫–২০১৬ নং ভল্যুমের ৩৭৭৮ হইতে ৩৭৯১ নং পাতায় নথীভুক্ত ১৫০৫০০২০৪ নং আমমোক্তার নামা দলিল মূলে রহিয়া নিবাসী সেখ ময়উদ্দিন, পিতা – সেখ রহিম কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমাদের উক্ত আমমোক্তার মহাশয় উক্ত আমমোক্তার নামা বলে উক্ত দাগে যত গুলি সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল করিয়াছেন সেই সকল দলিল গুলি ক্রেতাদের নামে B.L. & L.R.O. Barrackpur-II, at 95 B. T. Road, Sodepur, Kolkata - 700114 অফিসে রেকর্ড হইলে তাহাদের কোন আপত্তি রহিল না।
গৌতম কুণ্ডু, এ্যাডভোকেট
ডিস্ট্রিক্ট জজ কোর্ট, বারাসাত, ২৪ পরগনা (উঃ)
ই.এন. নং – এফ৬৩২/৬০৫/১৫
মোবাইল : ৯০৬৪৬৫৯৭৭৫

বিজ্ঞপ্তি

• মোকাম ব্যারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস–৩৫৪/২০২৩ (এল, এ)
দরখাস্তকারী: বিপুল দাস, পিতা–৺ব্রজেন্দ্র লাল দাস, সাং–৫/১৬৭, মহাজাতি নগর, পোষ্ট–আগরপাড়া, থানা–খড়দহ, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, কোলকাতা–৭০০১০৯
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী ৺সুধারানী দাস, স্বামী–৺মণীন্দ্রলাল দাস, সাং–উপরোক্ত এর ত্যক্ত নিম্ন তফশীলভুক্ত উইলের লেটার অফ এ্যাডমিনিস্ট্রেশন পাবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত কেসটি রুজু করেছেন, এতে যদি কারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে আপনার লিখিত আপত্তি উপরোক্ত আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ মামলাটি আইনামলে আসবে।
তফশীল: জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, থানা–খড়দহ, মৌজা–তাঁরাপুকুরিয়া, জমির পরিমান ২ কাঠা ৫ ছটাক ২৩ বর্গফুট, তদুপরিস্থিত তিনটি ঘর, বাথরুম সহ, যার সি.এস. দাগ নং ৫৬৭ (পি), এ্যালোটমেন্ট স্কিম নং–ই.পি. ১৬৭, হোল্ডিং নং–১৬৬, যা পানিহাটী পৌর সভার ৯ নং ওয়ার্ড ভুক্ত, পোষ্ট আগরপাড়া।
অনুমত্যানুসারে– দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার, ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা (উঃ)

• মোকাম ব্যারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস–১৬১/২০২৪ (প্রবেট)
দরখাস্তকারী–সুশীল কুমার বিশ্বাস, পিতা–৺রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস, সাং–রিজেন্ট পার্ক, পোষ্ট–মালদা, থানা–ইংলিশবাজার, জেলা–মালদা, পিন–৭৩২১০১
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে উপরোক্ত দরখাস্তকারী ৺ অঞ্জলী মণ্ডল, স্বামী ৺প্রদ্যুৎ কুমার মণ্ডল, সাং–১৪/৯, দমদম কাশীপুর রোড, থানা–দমদম বর্তমানে নাগের বাজার, কোলকাতা–৭০০০৭৪ এর ত্যক্ত নিম্ন তফশীল ভুক্ত উইলের প্রবেট নেবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত কেসটি রুজু করেছেন, এতে যদি কারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার লিখিত আপত্তি আপনি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে উপরোক্ত আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ মামলাটি আইনামলে আসবে।
তফশীল: জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, থানা–দমদম, বর্তমানে নাগের বাজার, সম্পূর্ণ দ্বিতল ৯১০ বর্গফুট এরিয়া তদ্‌সহ দ্বিতলের ৯১০ বর্গফুট ছাদসহ জমিতে কমন জায়গা সহ, যার প্রেমিসেস নং ১৪/৯, দমদম কাশীপুর রোডস্থিত, কোলকাতা–৭০০০৭৪, যা দক্ষিণ দমদম পৌরসভার অন্তর্গত।

অনুমত্যানুসারে– দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা (উঃ)

• জেলা বাঁকুড়া, সিভিল জজ (জুঃ ডিঃ) অতিরিক্ত আদালত, ১৫৬ নম্বর দেওয়ানী ২০২০
অমিত বরণ দে দিং বাদীগণ (বঃ) শ্রীমতি মন্দিরা দাশগুপ্ত দিং বিবাদীগণ
এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত বাদীগণ অত্র মোকর্দ্দমা বিবাদীগণের বিরুদ্ধে আনয়ন করিয়াছেন। ১ (গ) নং বিবাদীনি রুচিতা দাশগুপ্তা, স্বামী–৺সমীরণ দাশগুপ্ত C/o শ্রীমত্যা মন্দিরা দাশগুপ্তা, সাং–পোদ্দারপাড়া, জোড়া শিবমন্দিরের পার্শ্বে, পোঃ–থানা ও জেলা–বাঁকুড়া, পিন–৭২২১০১। আপনার নামিত নোটীশ আদালতের পদাতিকের সাহায্যে ও রেজিস্ট্রী ডাকযোগে বারংবার পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু আপনি বারংবার ইচ্ছাকৃতভাবে উক্ত নোটিশ লয়েন নাই ও এড়াইয়া যাইতেছেন। সেকারণ আদালতের আদেশ মোতাবেক আপনাকে জানানো যাইতেছে যে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারের ৩০ দিনের মধ্যে উপরোক্ত আদালতে আপনি স্বয়ং কিংবা Advocate দ্বারা হাজির হইবেন। নচেৎ আদালত আইন মোতাবেক Order করিবেন।
অদ্য ইংরাজী 25.9.24 তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত মতে দেওয়া হইল।
Arnab Pal, Sheristadar Civil Judge (Jr. Divn.) 1st Court, Bankura 25.9.24

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মিস (এ্যাক্ট এইট) নং–২১০/২০০৩
দরখাস্তকারী:– গায়ত্রী পোদ্দার, স্বামী–মৃত সমীর পোদ্দার, সাং–বি.ই./১, দেশবন্ধুনগর, থানা–বাগুইআটি, জেলা–উত্তর ২৪ পরগণা, পিন–৭০০০৫৯, পশ্চিমবঙ্গ।
এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী তাহার নাবালক পুত্র 'সৌরাঙ্কন পোদ্দার' এর প্রাপ্ত সম্পত্তি অভিভাবক সূত্রে বিক্রয় করিবার জন্য উক্ত কেস করিয়াছেন।
ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন আমলে আসিবে।

তপশীল
১) জমি ৩ কাঠা ২ ছটাক সহ পুরাতন ৪টি টালির ঘর, প্লট নং ৫২৮, (আর.এস. প্লট নং ৬৩৫, এল.আর. প্লট নং ৮৯৬,) হাল খতিয়ান নং পুরাতন ১৭৪, নতুন ১১২৩, পুরাতন প্লট নং ৬৩৫, মৌজা–অর্জুনপুর, জে.এল. নং ৭, দেশবন্ধু নগর, থানা–বাগুইআটি, জেলা–উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৫৯।
২) জমি ৩ কাঠা ৪ ছটাক সহ পুরাতন ৪টি টালির ঘর, প্লট নং ৫২৮ (আর.এস. প্লট নং ৬৩৫, এল.আর. প্লট নং ৮৯৬,) খতিয়ান নং পুরাতন ১৮৪/৮৫, নতুন এল.আর.খতিয়ান নং ২৬২, মৌজা–অর্জুনপুর, জে.এল. নং ৭, দেশবন্ধু নগর, থানা–বাগুইআটি, জেলা–উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৫৯।
৩) জমি ৫ কাঠা ৬ ছটাক ২০ বর্গফুট সহ পুরাতন ৪টি টালির ঘর, পুরাতন প্লট নং ৪৮০, (আর.এস. প্লট নং ৫৫৬, এল.আর. প্লট নং ৭৮৫,) খতিয়ান নং পুরাতন ৪৬০, নতুন এল. আর খতিয়ান নং ১৫৮৭, মৌজা–অর্জুনপুর, জে.এল. নং ৭, দেশবন্ধু নগর, থানা–বাগুইআটি, জেলা–উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০০৫৯।
অনুমত্যানুসারে- নীমা লামা, সেরেস্তাদার, জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।

• মোকাম ব্যারাকপুরের ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস নং–৩১৭/২০১৩ (প্রবেট)
দরখাস্তকারী–পার্থ প্রতীম সরকার, পিতা–৺বীরেন্দ্র কুমার সরকার, সাং–২ জি, মিত্রপাড়া ব্রাঞ্চ রোড, পোষ্ট ও থানা–নৈহাটী, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারী ৺বিশ্বনাথ সরকার, পিতা–৺জ্যোতিষ চন্দ্র সরকার সাং–উপরোক্ত এর ত্যক্ত নিম্ন তফশীল ভুক্ত উইলের প্রবেট নেবার জন্য উপরোক্ত আদালতে উপরোক্ত কেসটি রুজু করেছেন, এতে যদি কারো কোনরূপ আপত্তি থাকে তবে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে আপনার আপত্তি স্বয়ং অথবা আপনার নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে উপরোক্ত আদালতে জমা করিবেন, নচেৎ মামলাটি আইনামলে আসবে।
তফশীল: জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, থানা ও মৌজা–নৈহাটী, তৌজি নং–৬৩০, জে.এল. নং–৩, পুরানো খতিয়ান নং–৩৪৩৪ আর.এস. খতিয়ান নং–২৭৪২, আর.এস. দাগ নং–১৬৮৯, ১৬৯০, ১৬৯১ এবং ১৬৯২ বাস্তু জমি পরিমাণ ১ কাঠা ১২ ছটাক ২৮ বর্গফুট বা ১২৯২ বর্গফুট।

অনুমত্যানুসারে- দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা (উঃ)

• এত দ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল প্রমিলা হালদার, স্বামী আসিত হালদার ০৩৪১১/২০২৪ দলিল মূলে রীনা রায় নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছে এবং প্রমিলা হালদার এর স্বামী শ্রী আসিত হালদার, পিতা– মৃত পুলিন হালদার গত ইংরাজী ১৪.০৯.২০২০ তারিখে এ. ডি. এস. আর কদম্বগাছি ০০১৫২/২০২০ নং পাওয়ার নাম দাতা রীনা রায়, স্বামী দেবাশীষ রায় থেকে পাওয়ার নিয়েছে। থানা–বারাসাত, মৌজা– অনন্তপুর, জে. এল. নং– ৩৩, এল. আর. খতিয়ান নং– ৪৭৮, R.S AND L.R 55 নং দাগ শ্রেণী– শালি জমির পরিমাণ ১ কাঠা ১১ ছটাক ২৯ বর্গফুট জমির বিষয়ে আমমোক্তার নামা প্রবেট নামা ও ওয়ারিশ গণ সহ অন্যান্য কারোর আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১ মাসের মধ্যে B.L. & L.R.O বারাসাত– ১ এর নিকট আপত্তি জানাইতে পারিবেন অন্যথায় কোনরূপ দাবি পরবর্তীকালে গ্রাহ্য হইবে না।
তৃষা সরকার এ্যাডভোকেট। বারাসাত জাজেস কোর্ট

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা মিস (এ্যাক্ট এইট) নং–৫১/২০২৪
দরখাস্তকারী:– রাধা সাহা, স্বামী– মৃত দিলীপ কুমার সাহা, সাং– নোয়াপাড়া বিবেকানন্দ রোড, পোঃ ও থানা–বারাসাত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কোল–১২৫। এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী তাহার নাবালিকা কন্যা "রিম সাহা"–এর প্রাপ্ত সম্পত্তি অভিভাবক সূত্রে বিক্রয় করিবার জন্য উক্ত কেস করিয়াছেন।
ইহাতে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন আমলে আসিবে।

:তপশীল:
জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, থানা–বারাসাত হাল দত্তপুকুর, মৌজা–মন্ডলগাতি, জে এল নং ৯৮, এল আর খতিয়ান নং–২০৬১ (দিলীপ কুমার সাহা নামীয়)– (১) আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৭৩, ডাঙ্গা ৩৭ শতক জমির মধ্যে ০৪ শতক তন্মধ্যে ১.৩৩ শতক জমি। (২) আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৮০, পুকুর ০৭ শতক জমির মধ্যে ০.৫৮৩৮ শতক তন্মধ্যে ০.১৯৪৬ শতক জমি। (৩) আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৮১, ডাঙ্গা/পুকুর ৮১ শতক জমির মধ্যে ১.০৮৪২ শতক তন্মধ্যে ০.০৩৬১৪ শতক জমি। (৪) আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৮২, ডাঙ্গা/পুকুর ৩০ শতক জমির মধ্যে ০৩ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক জমি। (৫) আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৯৮, ডাঙ্গা/পুকুর ২৮ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (৬) আর এস ও এল আর দাগ নং ৬৯৯, ডাঙ্গা ৩১ শতক জমির মধ্যে ০২ শতক তন্মধ্যে ০.৬৭ শতক জমি। (৭) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০০, ডাঙ্গা ৩৮ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (৮) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০১, ডাঙ্গা/পুকুর ৩০ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (৯) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০২, ডাঙ্গা/পুকুর ২১ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.২৭৩৩ শতক জমি। (১০) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০৩, ডাঙ্গা ৪৬ শতক জমির মধ্যে ০৩ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক জমি। (১১) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০৪, ডাঙ্গা ২৯ শতক জমির মধ্যে ০২ শতক তন্মধ্যে ০.৬৭ শতক জমি। (১২) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০৫, ডাঙ্গা ১৭০ শতক জমির মধ্যে ০৬ শতক তন্মধ্যে ০২ শতক জমি। (১৩) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০৬, ডাঙ্গা ৭০ শতক জমির মধ্যে ০৩ শতক তন্মধ্যে ০১ শতক জমি। (১৪) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০৬/১০০১, ডাঙ্গা ২০ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (১৫) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০৭, ডাঙ্গা ১৯ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (১৬) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০৮, ডাঙ্গা ০৫ শতক জমির মধ্যে ০.২০৮ শতক তন্মধ্যে ০.০৬৯ শতক জমি। (১৭) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭০৯, ডাঙ্গা ০৫ শতক জমির মধ্যে ০.২০৮ শতক তন্মধ্যে ০.০৬৯ শতক জমি। (১৮) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭১০, ডাঙ্গা ১২ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (১৯) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭১১, ডাঙ্গা ৩২ শতক জমির মধ্যে ০২ শতক তন্মধ্যে ০.৬৭ শতক জমি। (২০) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭১২, ডাঙ্গা ১৭ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (২১) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭১৯, বাস্তু ২০ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (২২) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭২০, বাস্তু ২৪ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (২৩) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭২১, বাস্তু ০৯ শতক জমির মধ্যে ০.৩৭৪৪ শতক তন্মধ্যে ০.১২৪৮ শতক জমি। (২৪) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭২২, বাস্তু ০৯ শতক জমির মধ্যে ০.৭০৭২ শতক তন্মধ্যে ০.২৭৩৩ শতক জমি। (২৫) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭২৩, বাস্তু ১৭ শতক জমির মধ্যে ০.৭০৭২ শতক তন্মধ্যে ০.২৩৫৫ শতক জমি। (২৬) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭২৪, শালি ২১ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (২৭) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭২৫, শালি ২১ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (২৮) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭২৬, শালি ১১ শতক জমির মধ্যে ০.৪৫৭৬ শতক তন্মধ্যে ০.১৫২৫ শতক জমি। (২৯) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭২৭, শালি ০৮ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (৩০) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭৩৫, শালি ০১ একর জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (৩১) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭৩৬, শালি ০১ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.২১১৪ শতক জমি। (৩২) আর এস ও এল আর দাগ নং ৭৮৬, শালি ১০৭ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.৩৩ শতক জমি। (৩৩) আর এস ও এল আর দাগ নং ৮৩২, শালি ৪৭ শতক জমির মধ্যে ০১ শতক তন্মধ্যে ০.২১১৪ শতক জমি। **সর্বমোট ১৪.৮০ শতক জমি। অনুমত্যানুসারে— স্বাঃ নীমা লামা, সেরেস্তাদার, জেলা জজ কোর্ট বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।**

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা। মহামান্য অতিরিক্ত ব্যারাকপুর সিভিল জজ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস নং–১৮৯/২০১৭ (সাকসেশন)
১) দেবদাস বাসু, পিতা–৺বিজয় চন্দ্র বাসু, সাং–উত্তর মণ্ডলপাড়া, পোঃ–মণ্ডলপাড়া, থানা–জগদ্দল, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩১২৭।
২) রাখী দাস (কন্যা), ৩) ঝুলন মুখার্জ্জী (কন্যা), ৪) দোলন কর (কন্যা), ৫) শ্রীমতী রীনা দে, স্বামী–মৃত জয়ন্ত দে, সাং–পূর্ব কাঁঠালিয়া, আর বি সি কলেজ, পোঃ ও থানা–নৈহাটি, পিন–৭৪৩১৬৫।
... দরখাস্তকারী
মৃত ব্যক্তি: মৃত নির্মল ওরফে নিমার চন্দ্র বাসু, পিতা–মৃত বিজয় চন্দ্র বাসু এবং অঞ্জলী বাসু, স্বামী–মৃত নির্মল চন্দ্র বাসু, সাং–উত্তর মণ্ডলপাড়া, পোঃ–মণ্ডলপাড়া, থানা–জগদ্দল, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩১২৭।
ত্যক্ত টাকার বিবরণ: ১) স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (নৈহাটী শাখা) এস বি এ্যাকাউন্ট নং ০১১৯০০২৬২৭৬, সি বি এস এ্যাকাউন্ট নং–১১০৫১৪৫৭৩১৯–তে ৯,০০০০০ টাকা গচ্ছিত আছে। ২) ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ভাটপাড়া শাখা, ৩) ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, অবন্তীপুর শাখা, (অর্জিত সুদ অন্তর্ভুক্ত)।
এতদ্দ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারী উক্ত মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অত্রাদালতে উপরোক্ত নং মোকদ্দমা রুজু করিয়াছেন, ইহাতে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে তবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ত্রিশ দিনের মধ্যে জানাইবেন।
অত্রাদালতে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফৎ নচেৎ মামলাটি আইনামলে আসিবে।
অনুমত্যানুসারে– দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার, মহামান্য অতিরিক্ত ব্যারাকপুর সিভিল জজ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা।

• এতদ্দ্বারা অবগত করা যায় যে, আমার মক্কেল মেসার্স জয়েস ব্লক এ্যান্ড প্যানেলস প্রাঃ লিঃ, সাং–শুশুনিয়া, পোস্ট–হাট আশুড়িয়া, থানা–বড়জোড়া, জেলা–বাঁকুড়া, পিন নং–৭২২২০৪, (১) প্রীতি সেন স্বামী–৺অরুনাভ সেন, সাং ও পোঃ–বাঁশদ্রোণী, থানা–বিজন পার্ক, জেলা–দঃ ২৪ পরগণা, (২) পিঙ্কু গুপ্ত স্বামী–নির্মাল্য গুপ্ত, সাং ও পোঃ–ট্যাংরা, থানা–ট্যাংরা, জেলা–দঃ ২৪ পরগণা, (৩) রীতা গুপ্ত (বিশ্বাস) স্বামী–৺পবিত্র গুপ্ত (বিশ্বাস), সাং–এম পি ত্রিবেদী রোড, গোয়ালা নয়া বাজার, থানা–কোতোয়ালী, জেলা–ভাগলপুর (বিহার), হাল সাং–কোলকাতা পক্ষে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্যামল রায় পিতা৺ নারায়ণ রায়, সাং ও পোঃ–হাট আশুড়িয়া, থানা–বড়জোড়া, জেলা–বাঁকুড়া, পিন নং–৭২২২০৪ গঙ্গাজলঘাটী, এ.ডি.এস.আর অফিসে গত ইংরাজী ২০১৮ সালে ৫৮ নং আমমোক্তার দলিল ও ঐ অফিসে গত ইংরাজীর ২০২৩ সালে ১৬৭ নং আমমোক্তার দলিলে উল্লিখিত মৌজা–শুশুনিয়া, জে.এল. নং ৯৭, খতিয়ান নং ৭৯, সাবেক ২৪১ নং দাগ হাল ২৫৬ বাইদ শ্রেণী পরিমাণ ০৫.৩৩ শতক সম্পত্তি ও (১) শ্যামল রায় পিতা৺নারায়ণ রায়, (২) নিরঞ্জন রায়, পিতা–৺ধীরেন রায়, সর্ব্ব সাং– ও পোঃ–হাট আশুড়িয়া, থানা–বড়জোড়া, জেলা–বাঁকুড়া, পিন নং–৭২২২০৪–এর পক্ষে গত ইংরাজীর ২০২১ সালে গঙ্গাজলঘাটী এ.ডি.এস.আর অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত ৬৮০ নং দলিল মূলে নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী প্রণব কুমার মন্ডল, পিতা–৺বিজয় চন্দ্র মন্ডল, সাং, পোস্ট ও থানা–বড়জোড়া, জেলা–বাঁকুড়া, মৌজা–শুশুনিয়া, জে.এল. নং–৯৭, খতিয়ান নং–৭৯, সাবেক দাগ ২৪৩, হাল দাগ ২৫৮ বাইদ শ্রেণী পরিমাণ ০৪ শতক জমি সর্বমোট ০৯.৩৩ শতক জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উক্ত জমির মালিকগণ বা ওয়ারিশগণের কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ফোন নং ৯০০২৩১২৮৮১ অথবা আমাকে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।
সুধাংশু কুমার কুণ্ডু এ্যাডভোকেট, বাঁকুড়া কোর্ট মোঃ–৯৪৭৫৯৮১১৯৫

বিজ্ঞপ্তি

• এতদ্দ্বারা অবগত করা যায় যে, আমার মক্কেল রফিকা বিবি, স্বামী সেরাজুল শেখ, গ্রাম ও পোষ্ট–হাট আশুড়িয়া, থানা– বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পিন নং–৭২২২০৪, (১) কার্ত্তিক চন্দ্র গুপ্ত, (২) সিদ্ধেশ্বর গুপ্ত সর্ব্বপিতা– ৺অমরেন্দ্র গুপ্ত, গ্রাম ও পোষ্ট– হাট আশুড়িয়া, থানা– বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পিন নং– ৭২২২০৪ পক্ষে গত ইংরাজী ২০১৯ সালে গঙ্গাজল ঘাটি এ.ডি.এস.আর অফিসে ৩৬ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা নিযুক্তিয় আমোক্তার শ্যামল রায়, পিতা–৺নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোষ্ট– হাট আশুড়িয়া, থানা– বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পিন নং–৭২২২০৪ উক্ত আমমোক্তার দলিলে মদনহাটি মৌজা জে.এল. নং ৮৩, ১৯৯, ৩১০ খতিয়ানের সাবেক ৬৫২ হাল ৭০২ দাগ বাইদ ০৩.৭০ শতক সম্পত্তি ও (১) বনমালী গুপ্ত, পিতা– ৺পূর্ণচন্দ্র গুপ্ত, সাং–১৪এ/২৭ সেপকো টাউনশিপ, দুর্গাপুর, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পিনকোড–৭১৩২০৫, (২) সুমিতা গুপ্ত, স্বামী– শ্রী কালিপদ গুপ্ত, সাং– ডি/১৩ নাথপাড়া, ব্রহ্মপুত্র, বাঁশদ্রোণী, কোলকাতা–৭০০০৮৪, (৩) অনিতা ব্যানার্জ্জী, স্বামী– শ্রী নির্মল ব্যানার্জ্জী, সাং– ৭২/৬০ খড়ির বাজার লেন উত্তর, পোষ্ট ও থানা– শ্রীরামপুর, জেলা– হুগলি পক্ষে গত ইংরাজী ২০১৯ সালে ঐ অফিসে ৩৪ নং আমমোক্তার দলিল দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার সাদরুল আমিন মল্লিক, পিতা– মৃত আবুল কাশেম মল্লিক, সাং– মান্দারবুনি, পোষ্ট– হাট আশুড়িয়া, থানা–বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া ৩৪ নং আমমোক্তার দলিলে ঐ মৌজায় ২৪৮, ২১৮ খতিয়ানে সাবেক ৬৫২ হাল ৭০২ দাগ বাইদ ০৩ শতক সম্পত্তি সর্ব্বমোট ০৬.৭০ শতক সম্পত্তি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক উক্ত সম্পত্তির মালিকগণ বা তাহাদের ওয়ারিশগণের কোনওরূপ আপত্তি থাকে তাহলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ফোন নং ৯০০২৩১২৮৮১ অথবা আমাকে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারেন। **সুধাংশু কুমার কুণ্ডু, এ্যাডভোকেট, বাঁকুড়া কোর্ট, মো: ৯৪৭৫৯৮১১৯৫**

• এতদ্দ্বারা অবগত করা যায় যে, আমার মক্কেল (১) কানন বাউরী, (২) কার্ত্তিক বাউরী, (৩) গণেশ বাউরী, (৪) ভরত বাউরী সর্ব্বপিতা–৺রামকৃষ্ণ বাউরী, (৫) দাসী বাউরী, স্বামী– ৺রামকৃষ্ণ বাউরী, সর্ব্ব সাং ও পোষ্ট– হাট আশুড়িয়া, থানা–বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পিন নং ৭২২২০৪, (৬) আশা বাউরী, স্বামী– শ্রী নরেশ বাউরী, সাং–বনগ্রাম, পোষ্ট– রণডিয়া, থানা–কাঁকসা, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, (১) নিরঞ্জন রায়, পিতা– ৺ধীরেন রায়, (২) শ্যামল রায়, পিতা– ৺নারায়ণ রায়, গ্রাম ও পোষ্ট– হাট আশুড়িয়া, থানা– বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া, পিন নং–৭২২২০৪ পক্ষে গত ইংরাজী ২০২১ সালে গঙ্গাজলঘাটী এ.ডি.এস.আর অফিসে ৬৮০ নং দলিল দ্বারা নিযুক্তীয় আমমোক্তার শ্রী প্রণব কুমার মন্ডল, পিতা–৺বিজয় চন্দ্র মন্ডল, সাং, পোষ্ট ও থানা– বড়জোড়া, জেলা– বাঁকুড়া উক্ত আমমোক্তার দলিলে মৌজা শুশুনিয়া জে.এল নং ৯৭, খতিয়ান নং ৭৯, সাবেগ দাগ ২৪২ হাল দাগ ২৫৭ শ্রেণী বাইদ পরিমাণ ০৬.৬৭ শতক জমি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক। উক্ত জমির মালিকগণ বা তাঁহার ওয়ারিশগণের কোনওরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১০ (দশ) দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ফোন নং ৯০০২৩১২৮৮১ অথবা আমাকে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।
সুধাংশু কুমার কুণ্ডু এ্যাডভোকেট, বাঁকুড়া কোর্ট, মো: ৯৪৭৫৯৮১১৯৫

• এতদ্দ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, হাবড়া থানার অন্তর্গত খাটুঁরা মৌজাস্থিত ৬৭৭ নং খতিয়ান ভুক্ত ৪১৭ নং দাগের জমি যাহা ইংরাজী ৭/২/১৯৯২ তারিখে ১৯ নং আমমোক্তার নামা বলে রমাঘোষ দত্ত স্বামী সুখেন্দু শেখর ঘোষ হইতে হীরেশ্বর দত্ত প্রাপ্ত হইয়া ৮৩৮/২০০৭ নং দলিল মুলে প্রদীপ মুখার্জীকে বিক্রি করেন। তার নিকট হইতে ২৭১০/২০১০ নং দলিল মুলে অঞ্জু দাস, তার থেকে ৩৭৩৪/২০১১ নং দলিল মুলে রাজু ঘোষ, তার থেকে ৫৪৩৪/২০১৫ নং দলিল মুলে রাম প্রসাদ হালদার পিতা রমেশ চন্দ্র হালদার খরিদ করিয়া নিজ নাম পত্তন করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন, ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে হাবড়া বি.এল.আর.ও অফিসে জানাতে হবে। নচেৎ এক তরফা শুনানী হইবে।
সায়ন্তন মিত্র, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট।

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা– উত্তর ২৪ পরগণা
মোকাম ব্যারাকপুর জেলে ডেলিগেট আদালত অ্যাক্ট XXX ১৯২৫, স্যুট নং–৪২২/২৩ (L/A)
শ্রী অশোক বণিক, পিতা–মৃত মনোরঞ্জন বণিক, সাং– হাউস নং ৪৮A, নরেন্দ্রনগর, বরানগর স্টেশন রোড, থানা– বেলঘরিয়া, গ্রাম/শহর– কামারহাটি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা–৭০০০৫৬।
... দরখাস্তকারি
এতদ্দ্বারা জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত আবেদনকারী শ্রী অশোক বণিক, সাং–হাউস নং ৪৮A, নরেন্দ্রনগর, বরানগর স্টেশন রোড, থানা– বেলঘরিয়া, গ্রাম/শহর–কামারহাটি, জেলা– উত্তর ২৪ পরগণা, কলকাতা–৭০০০৫৬ তার স্ত্রী মৃত শিপ্রা বণিক এর দ্বারা ত্যক্ত ও গচ্ছিত একটি লকার যাহা মোহন লাল স্ট্রিট–এর পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক–এ আছে এবং উক্ত লকারটির নাম্বার–BBOO২৬৩ এবং চাবি নম্বর–২৫৯। উপরোক্ত আবেদনকারী উক্ত লকারটির জন্য আবেদন করেছেন। উক্ত আবেদনকারী জানাইতেছে যে, উক্ত আবেদনকারী শ্রী অশোক বণিক ও এক পুত্র শ্রী অমিত বণিক ব্যতীত মৃত ব্যক্তির (শিপ্রা বণিক) কোনও অংশীদার নেই। ইহাতে যদি কাহারো কোনো আপত্তি থাকে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে উক্ত আদালতে উপস্থিত হইয়া নিজ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় উক্ত মোকদ্দমাটির একতরফা শুনানি হইবে।
দীপক বড়ুয়া, Sheristadar, District Delegate Barrackpore, 24 Pgs (N)

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা, মিস কেস নং–৩০১/২০২৩ (ট্রাস্ট)
দরখাস্তকারী:– (১) রাজীব কৌল, জি.কে. খেমকা চ্যারিটি ট্রাস্ট এর চেয়ারম্যান ও ট্রাস্টি, সাং–১৪/১, বর্ধমান রোড, থানা– আলিপুর, কোলকাতা–৭০০০২৭। (২) মনমোহন ছাত্রাথ, জি.কে. খেমকা চ্যারিটি ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি, সাং–৪০, ত্রিভোলি কোর্ট, ১/১এ, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, থানা–বালিগঞ্জ, কোলকাতা–৭০০০১৯।
(৩) অশোক কুমার খেমকা, জি কে খেমকা চ্যারিটি ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি, সাং–১৪/২, বর্ধমান রোড, থানা–আলিপুর, কোলকাতা–৭০০০২৭।
(৪) তপন চাকি, জি.কে. খেমকা চ্যারিটি ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি, সাং– ১১৭ সি.আই.টি.রোড, থানা– এন্টালি, কোলকাতা–৭০০০১৪। (৫) মঞ্জরী মৃনালিনী কৌল, জি.কে. খেমকা চ্যারিটি ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি, সাং– ১৪/১, বর্ধমান রোড, থানা– আলিপুর, কোলকাতা–৭০০০২৭। (৬) ড. ক্ষিতীন্দ্র লাল দাস গুপ্তা, জি.কে. খেমকা চ্যারিটি ট্রাস্ট এর ট্রাস্টি, সাং–২৬ জানক রোড, থানা– টালিগঞ্জ, কোলকাতা–৭০০০২৯। (৭) হিরন্ময় মজুমদার, জি.কে. খেমকা চ্যারিটি ট্রাস্ট এর সেক্রেটারি ও ট্রাস্টি, সাং– ১৭ হরলাল মিত্র স্ট্রিট, থানা–শ্যামপুকুর, কোলকাতা–৭০০০০৩।
এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারীগণ জি.কে. খেমকা চ্যারিটি ট্রাস্ট–এর সম্পত্তি সমজাতীয় অন্য কোনও ট্রাস্টকে হস্তান্তর করিবার জন্য উক্ত কেস করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।

তপশীল
বাসুরী কমবেশি ১ একর ১১ শতক জমি, মৌজা– বাসুধি রোহিনি, থানা– জসিডি, সাব ডিভিশন–দেওঘর, জেলা– সানতাল পরগণাস, প্লট নং ১৭/২০২, খতিয়ান জমাবন্দী নং–২৯/৬, স্টেট– ঝাড়খন্ড।
অনুমত্যনুসারে— নীমা লামা, সেরেস্তাদার, জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা।

• আমার মক্কেল ভোলা পাইক পিতা–৺বিমল পাইক, সাং–মাদুরদাহ পোঃ+থানা–আনন্দপুর, কোল–৭০০১০৭ এর অনুকুলে কালীপদ দেওয়ান ও লক্ষ্মী কান্ত দেওয়ান, সাং+পোঃ–বন হুগলী, থানা–সোনারপুর, আমমোক্তার নামা দলিল গত ২৭.০২.১৫ তারিখে এ.ডি.এস.আর সোনারপুর সম্পাদন করেন যাহার দলিল নং–৩৭৫/১৫, জেলা দঃ ২৪ পরগনা থানা ও এ.ডি.এস.আর সোনারপুর মৌজা–জয়পুর এল.আর. দাগ ও খতিয়ান ৬৫৩, ১৬৮, ৭৫৩, জমি ৩৩ শতক। এতদ্দ্বারা আপনাদেরকে অবগত করা যাইতেছে যে, আপনাদের যদি কোন আইননানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য ১৫ দিনের মধ্যে আইনানুগ সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে। **স্বাঃ প্রবীর কুমার রায়, ডব্লিবি ৮২৮/৮১**

বিজ্ঞপ্তি

• এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সত্যজিৎ মন্ডল, পিতা– মানিক চন্দ্র মন্ডল, সাং, পোষ্ট– ফুলতলা, থানা–হাবড়া, জেলা– উঃ ২৪ পরগণা, পিন– ৭৪৩২৬৩, ইং ১৬/০২/২৪ তারিখে ডি.এস.আর– II, উঃ ২৪ পরগণা, বারাসাত অফিসের ১২৩৪ নং রেজিষ্ট্রীকৃত সাফ বিক্রয় কোবলা দলিলমূলে জেলা– উঃ ২৪ পরগণা, থানা ও পৌরসভা– বারাসাত, জে. এল. নং– ২৯, মৌজা– পশ্চিম ইছাপুর, খতিয়ান এল.আর. ১১৬৮ নং ভুক্ত, আর.এস. ও এল.আর. ৭৮৯ নং দাগে ০৪ কাঃ ০৮ ছঃ শালি জমি, বাবুর আলি ওরফে বাবুর আলি মন্ডল, পিতা– খালেক মন্ডল, সাং– চন্দনপুর, পোষ্ট–নবপল্লী, থানা– বারাসাত, জেলা–উঃ ২৪ পরগণা, কোলকাতা–১২৬ পক্ষে ইং ১৩/০১/২১ তারিখে ডি.এস.আর.– III, উঃ ২৪ পরগণা, বারাসাত অফিসের ৪১৭ ও ৪১৯ নং রেজিষ্ট্রীকৃত দুটি আমমোক্তানামা দলিল বলে নিযুক্তীয় আমমোক্তারদ্বয় (১) মোকসেদ গাজী, পিতা– জোহর গাজী, (২) আজিজুল গাজী, পিতা– মোকসেদ গাজী, উভয়ের সাং– হাটখোলা, ইন্দ্র কলোনী, পোষ্ট, থানা– বারাসাত, জেলা–উঃ ২৪ পরগণা, কোলকাতা–১২৪– নিকট হইতে খরিদ করিয়া মালিক ও ভোগদখলীকার বিদ্যমান আছেন। উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজ নামে মিউটেশান করিবার জন্য MN/2024/1502/22210- নং মিউটেশান কেস করা হইয়াছে। উক্ত সম্পত্তিতে যদি অন্য কাহারো কোনো দাবী–দাওয়া বা ওজরাপত্তি থাকে, তাহা হইলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O., Barasat-। অফিসে প্রমান সহ যোগাযোগ করিবেন।
ধন্যবাদান্তে অসীম হালদার, এ্যাডভোকেট, বারাসাত জাজেস কোর্ট

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মিস কেস নং–৩৪/২০২৪ (অ্যাডাপশন)
দরখাস্তকারি:–১) প্রভাকর বিশ্বাস, পিতা–ভূপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, ২) প্রতিমা বিশ্বাস, স্বামী–প্রভাকর বিশ্বাস, উভয়ের সাং–বাবুপাড়া, চিকনপাড়া, গাইঘাটা, পোঃ–ঠাকুরনগর, থানা–গাইঘাটা, জেলা–উত্তর ২৪ পরগণা, পিন–৭৪৩২৮৭।
এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারি, একই ঠিকানায় 'প্রতিম রায়'–কে দত্তক লইবার অনুমতি পাইবার জন্য উপরোক্ত আদালতে মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছে। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, অন্যথায় আইন আমলে আসিবে।
অনুমত্যানুসারে নীমা লামা, সেরেস্তাদার জেলা জজ কোর্ট বারাসাত উত্তর ২৪ পরগনা।

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মিস (এ্যাক্ট এইচ) নং–১৮০/২০২৪
দরখাস্তকারি:–শ্রীমতী রাজমতী সাউ, স্বামী–মৃত বিনোদ সাউ, সাং–নিমাই চ্যাটার্জ্জী রোড, দক্ষিণ পানিহাটি (এম), ঘোলা বাজার, কোলকাতা–৭০০১১১, জেলা–উত্তর ২৪ পরগনা।
এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারি তাহার নাবালিকা কন্যা 'নন্দিনী সাউ' ও 'অর্পিতা সাউ' এর প্রাপ্ত সম্পত্তি অভিভাবক সূত্রে বিক্রয় করিবার জন্য উক্ত কেস করিয়াছেন।
ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন আমলে আসিবে।
:তপশীল ক (সম্পূর্ণ সম্পত্তি):
শ্রেনী বাস্তু কমবেশী ০২ কাঠা ০২ ছটাক ১০ বর্গফুট জমি সহ একতল গৃহাদী, ব্যারাকপুর , মৌজা–ওসমানপুর গ্রাম, জে.এল. নং ১৩, রেঃসাঃ নং ৪২, তৌজি নং ১৭২, আর.এস. খতিয়ান নং ১৮৯, দাগ নং ১১৪ (পি), পৌরসভা–পানিহাটি, ওয়ার্ড নং ২৭, হোল্ডিং নং ২৩, প্রেমিসেস নং নীল, এস.আর. অফিস ব্যারাকপুর, থানা–খড়দা, জেলা–উত্তর ২৪ পরগণা।
অনুমত্যানুসারে লিমা লামা, সেরেস্তাদার জেলা জজ কোর্ট বারাসাত উত্তর ২৪ পরগনা।

আরও শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন ১০–এর পাতায়

ঘোড়াদের মুক্তি দিতে এক্কাগাড়ির বদলে এবার বৈদ্যুতিক যান

আজকালের প্রতিবেদন

ঘোড়াদের মুক্তি দিতে এক্কাগাড়ির বদলে বৈদ্যুতিক যান চালানোর আবেদন জানাচ্ছে পিপল ফর দ্য এথিকাল ট্রিটমেন্ট অফ অ্যানিম্যালস (পেটা) ইন্ডিয়া। সংস্থার অ্যাডভোকেসি অ্যাসোসিয়েট তুষার কল এক বিবৃতিতে জানান, 'হেস্টিংস উড়ালপুলের নীচের জায়গাটিতে পর্যটকদের এক্কাগাড়িতে ব্যবহার করা বহু ঘোড়াকে অবৈধভাবে রেখে দেওয়া হয়। ঘোড়াগুলিকে তাদের বর্জ্য ও ভারী ট্রাফিকের মধ্যেই সেখানে বেঁধে রাখা হয়। ঘোড়াগুলিকে কোনও আশ্রয় ছাড়াই নিজেদের মল-মূত্রের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। ফলে ঘোড়াগুলির আহত হওয়ার যথেষ্ট আশঙ্কা রয়েছে। ঘোড়াগুলিকে ব্যস্ত রাস্তায় বিপজ্জনকভাবে রেখে দেওয়ার বিষয়টি কিছুতেই মেনে নেওয়া যায় না। এছাড়া সাধারণ মানুষেরও পথ-দুর্ঘটনা ও প্রাণীবাহিত অসুখে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। অসুস্থ ঘোড়া গ্লেন্ডার্সের মতো রোগও বহন করতে পারে, যা ঘোড়া ও মানুষ, উভয়ের জন্যই প্রাণঘাতী।' প্রসঙ্গত, শহরে ঘোড়ার গাড়ি নিষিদ্ধ করতে কলকাতা হাইকোর্টে একটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছে পেটা ইন্ডিয়া। একইসঙ্গে এ বিষয়ে তারা রাজ্য সরকারকেও চিঠি দিয়েছে। তুষার কল আরও বলেন, 'মুম্বইয়ে ঘোড়ার গাড়ির বদলে হেরিটেজ স্টাইলের ই-ক্যারেজ ব্যবহার করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ, কলকাতাতেও সেই ব্যবস্থা করা হোক।'

আবেদন 'পেটা'র

সম্প্রতি ধর্মতলা থেকে হেস্টিংস অভিমুখী ব্যস্ত উড়ালপুলে একটি অবহেলিত ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত ঘোড়াকে দেখা যায়। ঘোড়াটি অস্বাভাবিকভাবে হাঁটাচলা করছিল ও তার সামনের পায়ে একটি টাটকা ক্ষত ছিল ও ফ্লেক্সর টেন্ডন ফুলেছিল। এরপর পেটা ইন্ডিয়ার এক সমর্থকের জানানো অভিযোগের ভিত্তিতে হেস্টিংস থানায় একটি এফআইআর দায়ের করা হয়। পুলিশকে জখম ঘোড়াটির ছবিও দেওয়া হয়। ঘোড়াটিকে উদ্ধার করা গেলে শিকারপুরে একটি স্যাংচুয়ারিতে তার পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে চিকিৎসা করা হবে।

পেটা ইন্ডিয়া ও কেপ ফাউন্ডেশনের সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক মাসে কলকাতায় অন্ততপক্ষে আটটি ঘোড়ার মৃত্যু হয়েছে। কয়েক ডজন ঘোড়া রক্তাল্পতা, অপুষ্টি ও দীর্ঘস্থায়ী খাদ্যহীনতায় ভুগছে। একইসঙ্গে অনেক ঘোড়া ভাঙা হাড়ের মতো গুরুতর স্বাস্থ্য-সমস্যাও সহ্য করে চলেছে।

দিল্লির বাসে মার্শালদের ফেরানোর দাবিতে লেফটেন্যান্ট গভর্নরের কাছে যৌথভাবে আর্জি জানাতে আপ মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বিজেপি বিধায়ক বিজেন্দ্র গুপ্তার পায়ে ধরে অনুরোধ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আতিশিও নিজের গাড়ি ছেড়ে গুপ্তার গাড়িতে গিয়ে বসেন। আপ নেতাদের অভিযোগ, একসঙ্গে গেলেও বিজেপি বিধায়কেরা বাসে মার্শালদের ফেরানোর ক্যাবিনেট নোটে এলজিকে সই করতে বলেননি। শনিবার।

ছবি: পিটিআই

মেঘালয়ে দুর্যোগ মৃত অন্তত ১০

আজকালের প্রতিবেদন

প্রবল বর্ষণ আর ভূমি ধসে মেঘালয়ে অন্তত ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। রাজ্যের দক্ষিণ গারো পাহাড়ের ডালু পাহাড় ও গাসুয়াপাড়া এলাকা গোটা রাজ্য থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। টেলি যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নামানো হয়েছে জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড সাংমা এদিন ত্রাণ ও উদ্ধার নিয়ে জরুরি বৈঠক করেন। তিনি জানান, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে উদ্ধারকাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। নিহতদের নিকট আত্মীয়দের জন্য আর্থিক সহায়তার কথাও ঘোষণা করেন তিনি। এদিকে, আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী ৪৮ ঘণ্টাতেও বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি হতে পারে।

শুক্রবার রাতের মেঘভাঙা বৃষ্টিতে মেঘালয়ের দক্ষিণ গারো পাহাড় জেলার পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠেছে। জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, প্রবল বর্ষণে ভেসে গেছে একাধিক সেতু। পাহাড় ও সমতলে ধস নামে। সেই ধসে ১০ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। জেলা পুলিশ সুপার শৈলেন্দ্র বামনিয়া জানান, পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ চেহারা নিয়েছে। পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল দিনরাত চেষ্টা চালাচ্ছেন দুর্গতদের উদ্ধারে। কিন্তু খারাপ আবহাওয়ার কারণে উদ্ধারকাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি নিজে রয়েছেন গাসুয়াপাড়ায়। বহু বাড়ি ঘরের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাস্তাঘাট ভেসে গিয়েছে। রাজ্য সরকারের আশঙ্কা, মৃতের সংখ্যা বড়াতে পারে। কারণ দুর্যোগ এখনও কমেনি। অবিরাম বৃষ্টির কারণে বিপর্যয় আরও বাড়তে পারে। টেলি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় সঠিক পরিস্থিতিও জানা যাচ্ছে না। দক্ষিণ গারো পাহাড় ছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পাহাড়ি রাজ্যটিতে আরও বড় ধরনের বিপর্যয়েরও আশঙ্কা রয়েছে।

বিচ্ছিন্নতাবাদী ইয়াসিন মালিক এখন গান্ধীবাদী!

সংবাদ সংস্থা
শ্রীনগর, ৫ অক্টোবর

জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (ইয়াসিন)-এর প্রধান ইয়াসিন নাকি এখন নাকি এখন গান্ধীবাদী। অন্তত তেমনই দাবি করেছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা। বলেছেন, 'আমি এখন গান্ধীবাদী। হিংসায় বিশ্বাস করি না।'একইসঙ্গে তাঁর দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে দিল্লির তিহার জেলে বন্দি তিনি। প্রথমে শ্রীনগরে বায়ুসেনার চার আধিকারিককে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইয়াসিনের জেল হয়। পরে ২০২২ সালের মে মাসে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ তাঁর বিরুদ্ধে জঙ্গি কার্যকলাপের অভিযোগে মামলা করে। সেই মামলায় এনআইএ তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আবেদন জানালেও আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়।

চলতি বছরের ১৫ মার্চ জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। শুক্রবার ফের এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, কেন জেকেএলএফ (ওয়াই)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

হলফনামায় ইয়াসিন জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর সংগঠন হিংসায় বিশ্বাস করে না। তাঁর দল গান্ধীর অহিংসার নীতিকে আদর্শ মানে।

শনিবার ইয়াসিনের আইনজীবী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে তাঁর একটি হলফনামা জমা দিয়েছেন। সেই হলফনামায় ইয়াসিন জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর সংগঠন হিংসায় বিশ্বাস করে না। তাঁর দল গান্ধীর অহিংসার নীতিকে আদর্শ মানে। দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন ইয়াসিন।

জম্মু-কাশ্মীরে গত শতকের নয়ের দশক পর্যন্ত শক্তিশালী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ছিল জেকেএলএফ। ইয়াসিনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে হিংসায় যুক্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ বারে বারে সামনে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠতে থাকে। পরে জেকেএলএফ ছেড়ে নিজের নামে দল গড়েন তিনি।

গুরুতর অসুস্থ ইয়াসিন জেল থেকে মুক্তি পেতে এখন নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবার তাঁর দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হলফনামা দিয়ে ঘোষণা করলেন তিনি গান্ধীবাদী।

পাথর ছুড়েই আনন্দ

বন্দে ভারতে পাথর ছোড়ার ঘটনায় ধৃতকে জেরা করতে গিয়ে তাজ্জব তদন্তকারীরা। গত ২ অক্টোবর বারাণসী থেকে দিল্লিগামী বন্দে ভারতে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছিল কানপুরের কাছে পনকি স্টেশনে। যার ফলে ক্ষতি হয় ট্রেনের জানলার। ঘটনায় ধরা পড়ে এক যুবক। ঘটনাটির তদন্তভার নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এটিএস। তদন্তকারীরা অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রশ্ন করে, 'কেন পাথর ছুড়লে ট্রেন লক্ষ্য করে?' পুলিশের দাবি, উত্তরে যুবকটি জানায় যে, দ্রুত গতিতে ছুটে চলা ট্রেনকে থামিয়ে দিতেও তার মজা লাগে। পছন্দ করে পাথর মেরে ট্রেনের জানলার কাচ ভেঙে দিতে। অভিযুক্তের এই সপাট জবাবে কার্যত কিংকর্তব্যবিমূঢ় তদন্তকারীরা। বন্দে ভারত লক্ষ্য করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই হামেশা পাথর ছোড়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

দুর্গাপুর নগর নিগম
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ১৬, জেলা: পশ্চিম বর্ধমান

বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত নাগরিকদের জানানো হচ্ছে যে দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, ভারতের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম, 2016 অনুযায়ী সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত উপ-আইন তৈরি করেছে। উপ-আইন ULB-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.durgapurmunicipalcorporation.org) পাওয়া যাবে। সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সকল নাগরিককে 01/10/2024 থেকে কার্যকর উপ-আইনের নির্দেশনা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আদেশানুসারে
কমিশনার, দুর্গাপুর নগর নিগম

বাজিমেলার সংখ্যা বাড়ল রাজ্যে
এক মাসের লাইসেন্স পেলেন বাজি বিক্রেতারা

আজকালের প্রতিবেদন

দীর্ঘকালীন নয়, রাজ্যের সব বাজি বিক্রেতাকে আপাতত উৎসবের এক মাস বাজি বিক্রি করার লাইসেন্স দিল প্রশাসন। অন্যদিকে, এ বছর বাড়ছে বাজিমেলার সংখ্যা। এবার ৭২টি বাজিমেলা হবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য। এই বাজিমেলার সংখ্যা গত বছরের তুলনায় ২০টি বেশি। শনিবার নবান্নে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ বাজি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে এই সংক্রান্ত বিষয়ে বৈঠক করেন। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সচিবরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সব জেলাশাসক। ওই বৈঠকে বাজি ব্যবসায়ীরা দীর্ঘমেয়াদি লাইসেন্স দেওয়ার দাবি করেন। কিন্তু তা দিতে রাজি হননি মুখ্যসচিব। আপাতত এক মাসেরই লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। বাজি ব্যবসায়ীরা চেয়েছিলেন, তাঁরা যাতে সারা বছর সরকারের নিয়ম মেনে সবুজ বাজি বিক্রি করার আইনত অনুমতি পান। তাঁদের বক্তব্য, এখন আর শুধু উৎসব নয়, নানা কারণে বাজি কেনেন মানুষ। রাজ্য সরকার তাঁদের এই দাবি, উৎসবের পর বিবেচনা করে দেখবে বলে জানিয়েছে। সেই সঙ্গে এই বৈঠকে বাজিমেলা বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্তও হয়েছে।

মূলত মেলার সংখ্যা বাড়ছে উত্তরবঙ্গে। তাছাড়া দক্ষিণবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরে ৪টে, উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ায় দুটো মেলা বাড়ছে। বৈঠক শেষে বাজি ব্যবসায়ীরা জানান, প্রত্যেকটা বাজিমেলায় ৫০ জন করে ব্যবসায়ী দোকান দিতে পারবেন। তা ছাড়া নিরাপত্তাজনিত যাবতীয় নির্দেশিকা ব্যবসায়ীরা মেনে চলবেন। জানানো হয়েছে, মেলা শেষে থেকে যাওয়া বাজি রাখার জন্য গোডাউন তৈরিতে সরকার জমি দিয়ে সহায়তা করবে। এক মাস ধরে জেলায় জেলায় এই বাজিমেলা চলবে। ইতিমধ্যেই পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, জলপাইগুড়িতে বাজিমেলা শুরু হয়ে গিয়েছে। কলকাতায় বাজিমেলার দিনক্ষণ অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি। সারা বাংলা আতসবাজি উন্নয়ন সমিতির চেয়ারম্যান বাবলা রায় বলেন, 'রাজ্যে এবার ৭২ জায়গায় বাজিমেলা হবে। এক মাসের জন্য বাজি ব্যবসায়ীরা আপাতত লাইসেন্স পাবেন।'

বন্যাত্রাণে লক্ষাধিক টাকা ১০৭ পুজো কমিটির

প্রিয়দর্শী বন্দ্যোপাধ্যায়

মানবিকতার নজির গড়লেন উত্তর হাওড়ার ১০৭টি পুজো কমিটি। শুক্রবার তাঁরা একসঙ্গে রাজ্যের বন্যা-কবলিত এলাকার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা দান করলেন। সংশ্লিষ্ট পুজো কমিটির উদ্যোক্তাদের উপস্থিতিতে ওই টাকা হাওড়ার জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়ার হাতে তুলে দেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরি। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসির সভাপতি অরবিন্দ দাস, হাওড়া পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য বাপি মান্না-সহ আরও অনেকে। উত্তর হাওড়ার পুজো উদ্যোক্তারা বললেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে রাজ্য সরকারের তরফে আমাদের ভাল ভাবে পুজো করার জন্য ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সম্প্রতি ডিভিসির ছাড়া জলে হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়ে। আমরা প্রত্যেক পুজো কমিটির তরফে ১০ হাজার টাকা করে দিয়ে মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার টাকা তুলে বন্যা-কবলিত ওই সমস্ত এলাকায় সাহায্যের জন্য আমাদের বিধায়ক গৌতম চৌধুরিকে দিয়েছিলাম। তিনি এদিন ওই টাকা আমাদের সবার উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়ার জন্য জেলাশাসকের হাতে তুলে দেন।' বিধায়ক গৌতম চৌধুরি জানান, 'উৎসবের মাঝেও পুজো উদ্যোক্তারা বন্যা-বিধ্বস্ত এলাকার মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে মানবিকতার নজির গড়লেন। বন্যায় বহু মানুষের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তাঁদের পাশে দাঁড়াতেই উত্তর হাওড়ার ১০৭টি পুজো কমিটি তাঁদের সামর্থ্য মতো সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। আমরা তাঁদের সবার কাছে কৃতজ্ঞ।' জেলাশাসক পি দিপাপ প্রিয়া জানান, 'উত্তর হাওড়ার পুজো কমিটিগুলির সম্মিলিত এই উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসনীয়। তাঁদের তরফ থেকে এদিন মোট ১ লক্ষ ৭ হাজার ৩০৪ টাকার চেক মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয়।'

হাওড়ার জেলাশাসকের হাতে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলের জন্য চেক তুলে দিলেন বিধায়ক গৌতম চৌধুরি। রয়েছেন হাওড়া সদর আইএনটিটিইউসি-র সভাপতি অরবিন্দ দাস-সহ অন্যরা।

পুজোয় সংশোধনাগারে বিশেষ খাওয়াদাওয়া আবাসিকদের

আজকালের প্রতিবেদন

শারদ উৎসবে শামিল হবেন সংশোধনাগারের আবাসিকরাও। দুর্গা পুজো উপলক্ষে নিয়মিত খাবারের বদলে পাঁচদিন তাঁদের জন্য বিশেষ খাওয়া দাওয়ার আয়োজন করছে রাজ্য সরকার। উৎসবের সময়ে পদে থাকছে মটন বিরিয়ানি, বাসন্তী পোলাও। থাকবে আরও নানা স্বাদের বাহারি খাবার। সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন সব বন্দির জন্য এই খাবারের ব্যবস্থা থাকবে। কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ জানিয়েছেন, প্রতিবছরই পুজোর সময় সংশোধনাগারের আবাসিকদের বিশেষ খাবার দেওয়া হয়। এবারও সেই ব্যবস্থা করা হচ্ছে। যাতে তাঁরা বন্দি অবস্থাতেও উৎসবের স্বাদ কিছুটা পেতে পারেন। ষষ্ঠী থেকে দশমী, এক একদিন এক একরকম খাবার তাঁদের দেওয়া হবে। বিরিয়ানি, পোলাও ছাড়াও খাবারের তালিকায় রয়েছে মাছের মাথা দিয়ে পুঁইশাক, মাছের মাথা দিয়ে ডাল, লুচি-ছোলার ডাল, পায়েস, চিকেন কারি, আলু-পটল চিংড়ি, রায়তা। তবে ধর্মীয় ভাবাবেগ ও বিশ্বাসের নিরিখে সকলকে আমিষ খাবার দেওয়া হবে না। যারা নিরামিষাশী তাঁদের পৃথক ব্যবস্থা থাকবে। দুর্গাপুজোর দিনগুলিতে এই রান্না করবেন জেল বন্দিদেরই একাংশ, যাঁরা রাঁধুনি হিসেবে কাজ করেন। এখন রাজ্যের ৫৯টি সংশোধনাগারে ২৬ হাজার ৯৯৪ জন পুরুষ এবং ১ হাজার ৭৭৮ জন মহিলা আবাসিক রয়েছেন।

হরিয়ানা, কাশ্মীরে হারের পথে বিজেপি

● ১ পাতার পর

হরিয়ানার পাশাপাশি জম্মু-কাশ্মীরেও মোদির বিজেপি পিছিয়ে রয়েছে। কোনও সমীক্ষা বলছে, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের এই বিধানসভায় এনসি-কং জোট জাদু-সংখ্যা পার হয়ে যাবে। আবার কোনও সমীক্ষার ফল বলছে, এই প্রাক্-নির্বাচনী জোট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে পিছিয়ে থাকলেও বিজেপির চেয়ে অনেকটাই এগিয়ে। সেই ক্ষেত্রে নির্দলদের সমর্থন আদায় করে সরকার গড়তে পারে ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক, এমনটাই মনে করছেন রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা। এর আগে বিজেপির সঙ্গে জোট করে কাশ্মীরে সরকার গড়ার নজির গড়েছিলেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। কিন্তু বুথফেরত সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, মেহবুবাও বিজেপি জোটকে সরকারে আনতে পারবেন না। সমীক্ষা রিপোর্ট বলছে, ত্রিশঙ্কু হলে পিডিপি নয়, 'কিং মেকার'-এর ভূমিকায় দেখা যাবে নির্দল বিধায়কদের। এই দুই নির্বাচনের সমীক্ষা রিপোর্ট যে প্রশ্নটি তুলে দিয়েছে তা হল, লোকসভার পর থেকেই বিজেপির অবক্ষয় এই দুই বিধানসভা ভোটের ফলেও প্রতিফলিত হচ্ছে কেন? তবে কি নরেন্দ্র মোদির ক্যারিশমায় বড়সড় চিড় ধরেছে?

নাবালিকা খুন, উত্তপ্ত জয়নগর

● ১ পাতার পর

পরে তাঁরা জয়নগর থানায় গিয়ে প্রথমে নিখোঁজ এবং পরে অপহরণের অভিযোগ করেন। এর পর রাতেই নাবালিকার বাড়ি থেকে মাত্র ৫০০ মিটার দূরে দেহ উদ্ধার হয়। পরিবারের অভিযোগ, তাকে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ভোররাতেই মোস্তাকিন সর্দার নামে এক যুবককে পুলিশ প্রথমে আটক করে। জেরায় অভিযুক্ত খুনের কথা স্বীকার করলেও, ধর্ষণের কথা স্বীকার করেনি। পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে।

শুক্রবার রাতেই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়ে গেলেও, শনিবার সকাল থেকে এলাকা উত্তপ্ত হতে থাকে। রাস্তায় নেমে পড়েন এলাকার লোকজন। জয়নগর থানার অধীন মহিষমারি পুলিশ ক্যাম্পে গিয়ে তাঁরা ভাঙচুর চালাতে থাকেন। পুলিশকর্মীরা বাধা দিলে তাঁদের মারধর করেন। পরে জয়নগর থানার পুলিশ আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেন। ততক্ষণে স্থানীয় মানুষ দোষীদের ফাঁসির দাবিতে পথ-অবরোধ শুরু করে দেন। পুলিশ তাঁদের দাবি মেনেই উপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিলে এলাকার মানুষ শান্ত হন। কিন্তু আচমকাই সেখানে আরও একদল মানুষ লাঠি হাতে এসে পুলিশকে আক্রমণ করে। তাতেই আইসি-সহ বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী জখম হন। ঘটনাস্থলে যান জয়নগরের সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল ও কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল। আক্রান্ত হন বিধায়ক। তিনি বলেন, 'পুলিশ এবং জনপ্রতিনিধিরা মিলে গ্রামবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু বিরোধীরা এটা নিয়ে রাজনীতি করছে।' পরিস্থিতি সামাল দিতে জয়নগরে পৌঁছোন এডিজি দক্ষিণবঙ্গ সুপ্রতিম সরকার, প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডিআইজি আকাশ মাঘারিয়া-সহ একাধিক পুলিশকর্তা। বারুইপুর জেলা পুলিশ সুপার পলাশ ঢালি বলেন, 'পুলিশ রাত ৯টা নাগাদ খবর পেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তদন্ত শুরু করে। রাতে অভিযুক্তকে চিহ্নিতও করা হয়। ৫ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তার করা হয় অভিযুক্তকে। খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে অভিযুক্ত। ধর্ষণ বা যৌন নির্যাতন হয়েছে কি না, সেটা ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে। ফাঁড়িতে ভাঙচুর ও পুলিশকর্মীদের ওপর হামলার ঘটনারও তদন্ত হবে।'

সত্যমেব জয়তে
সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন মন্ত্রক
ভারত সরকার

সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন দপ্তর
ঘোষণা করছে
পড়ুয়াদের জন্য বৃত্তি
যারা তপশিলী জাতি ও অন্য অনগ্রসর গোষ্ঠীভুক্ত বিদ্যালয়ে শিক্ষাধীন
প্রাক ম্যাট্রিক বৃত্তি প্রকল্প তজা ও অন্যের জন্য ২০২৪-২৫ বর্ষে

যোগ্যতা	সুবিধা	প্রাপ্তি
উপাদান-১ ● তজা পর্যায়ভুক্ত পড়ুয়াগণ ● পিতামাতা/ অভিভাবকদের বার্ষিক আয় অনধিক ₹২.৫০ লক্ষ	● যে পড়ুয়াগণ স্বীকৃত স্কুলে ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে পড়ছে ● রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত এলাকায় আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষিত হয় ● দরিদ্রতম পরিবার আওতায়	● শিক্ষাভাতা বার্ষিক ₹৩৫০০ থেকে ₹৭০০০ ● ১০% বাড়তি ভাতা দিব্যাঙ্গ (বিশেষ সক্ষম) পড়ুয়াদের জন্য
উপাদান-২ ● যাদের পিতামাতা/ অভিভাবক স্বাস্থ্যঝুঁকির স্বচ্ছতা পেশায় যুক্ত ● আয়ের সীমা নেই	● যে পড়ুয়াগণ স্বীকৃত স্কুলে ১ম ও ১০ম শ্রেণীতে পড়ছে ● রাজ্য সরকার/কেন্দ্রশাসিত এলাকায় আবেদন গ্রহণ ও পরীক্ষিত হয় ● দরিদ্রতম পরিবার আওতায়	● শিক্ষাভাতা বার্ষিক ₹৩৫০০ থেকে ₹৮০০০ ● ১০% বাড়তি ভাতা দিব্যাঙ্গ (বিশেষ সক্ষম) পড়ুয়াদের জন্য

● পড়ুয়াদের নিজের রাজ্য বৃত্তি পোর্টালে আবেদন করতে হবে
● পড়ুয়াদের নিজের একটি বৈধ মোবাইল নম্বর, আধার নম্বর (ইউআইডি), আধারযুক্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, আয়ের শংসাপত্র ও জাতির শংসাপত্র

এখন আবেদন করুন

● প্রকল্প নির্দেশিকা ও বিশদ শর্তাবলী নিম্নোক্ত সংযোগে মিলবে

http://socialjustice.gov.in/schemes/23

cbc38101/11/0022/2425

Aajkaal: 06.10.2024: Kolkata, Siliguri

হারানো/প্রাপ্তি

TO WHOM IT MAY CONCERN

• This is to inform to all for necessary action that my client viz. Surya Mohan Mukherjee, son of Late Anil Kumar Mukherjee, residing at 62/11/5, Ichapur Road, P.O.- Kadamtala, P.S.- Bantra, District-Howrah, Pincode-711101 has lost/ misplaced his original Purchase Deed, being no. 3103 for the year 2005 at Kadamtala Bazar area on 25.09.2024. (M: 9434992299)

Snehanghsu China
Advocate, 03.10.2024

বিজ্ঞপ্তি

• District Consumer Disputes Commission, Kolkata Unit-IV, 1 Beliaghata main road, Sealdah Court, Room No 302 & 309, Kol-14

LEGAL NOTICE

Whereas one MR. GOUTAM HALDER son of Late Gunasindhu Halder, residing at 15F, Kalu Para LAne, under Police Station-kasba, Kolkata-700031 has filed Consumer Complaint being no.CC/83/2022 under section 35 of C.P. Act, 2019 before the DRDC, Kolkata Unit-IV against the O.P. No.1 Mr. Avik Ranjan Ghosh (Managing Director) of Ranjan Nirman Pvt. Ltd. having its office and also residing at 12, Bechu Doctor Lane, Dhakuria, under Police Station Kasba, Kolkata-700031, O.P. No.2 Malati Mukherjee wife of Sasanka Mukherjee, O.P. No.3 Tinku Mukherjee, wife of Late Subrata Mukherjee and son of Late Subrata Mukherjee name not known, all of 13, Bechu Doctor Lane, Dhakuria, Police Station-Kasba, Kolkata-700031.

The said Opposite Party no.3 is hereby directed to appear in person or by any duly authorized agent on 13.11.2024 at 10.30 a.m. and to show cause against the charge leveled, failing which the matter will be heard exparte and appropriate order be passed.

By Order of
S.D. (registrar) D.C.D.R.C
Kolkata, Unit-IV, 10/09/24

• জেলা- উঃ ২৪ পরগনা ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
মিস কেস নং ৩৪০/২৩ (প্রবেট)
দরখাস্তকারী: ১) অতনু গাঙ্গুঁলী, পিতা- ৺অনাদি গাঙ্গুঁলী, ২) সূর্যনীল গাঙ্গুঁলী, পিতা- শ্রী স্বপন গাঙ্গুঁলী, উভয়ের সাং- ১৯২, এস.এইচ.কে.বি. সরণী, জপুর রোড, থানা- দমদম, মতিঝিল, জেলা- উঃ ২৪ পঃ, কলিকাতা- ৭৪, প.ব.
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত দরখাস্তকারীগণ মৃত সমীর গাঙ্গুঁলী, পিতা- ৺প্রফুল্ল গাঙ্গঁলী, সাং- উপরোক্ত দ্বারা ত্যক্ত, নিম্নলিখিত তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির প্রবেট পাইবার জন্য উপরোক্ত মামলাটি রুজু করিয়াছেন। ইহাতে যদি কাহারও কোন আপত্তি থাকে, তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশনার ৩০ দিনের মধ্যে হুজুরাদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি প্রকাশ করিবেন, নচেৎ আইনামলে আসিবে।
তপশীল: একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি রান্নাঘর, ১টি বাথরুম, ১টি ব্যালকনি-সহ, যাহা দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে, ২য় তলায়, ৭৫০ বঃফুঃ পরিমিত। জেলা- উঃ ২৪ পরগনা, থানা- দমদম, মৌজা- কালিদহ, জে.এল.নং ২৩, রে.সা.নং ১৬, জি.ডি. নং ১, সাবডিভিশন- ১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আর.এস.দাগ নং ১৬৮১, খতিয়ান- ২৭০, হোল্ডিং নং ৮৩৬, এস.এইচ.কে.বি. সরণি, ওয়ার্ড নং ১৮, দক্ষিণ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, প্রেমিসেস নং ১৯২, কলি- ৭৪।

দীপক বড়ুয়া, Sheristadar,
District Delegate,
Barrackpore, 24 Pgs (N)

বিজ্ঞপ্তি

মেসার্স রশ্মি মেটালিক্স লিঃ শ্যামরাইপুর, গোকুলপুর, খড়্গপুর পশ্চিম মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ স্থানে স্টিল প্ল্যান্ট (৫,০০,০০০ টি পিএ এমবিএফ এবং এসএমএস)এর জন্য ই সি নং J11011/227/2007- IA.11 (I) তারিখ ১২.০৬.২০০৮ গ্রহণ করেছে। বিজ্ঞাপন দুইটি স্থানীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনের কপিগুলি বহু পুরানো কারণে নথি থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ই সি কপি এম ও ই এফ এবং সি সি অফিস। পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড অফিস ও স্থানীয় সরকারি অফিস থেকে পাওয়া যাবে।

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত, উত্তর ২৪ পরগনা
মিস (এ্যাক্ট এইট) নং-২৬২/২০২৪
দরখাস্তকারি: ১) শ্রী দীপক ব্যানার্জ্জী, পিতা-মৃত শংকর দাস ব্যানার্জ্জী, ২) শ্রীমতী সন্ধ্যা ব্যানার্জ্জী, স্বামী-মৃত অলোক ব্যানার্জ্জী, ৩) শ্রী জিৎ ব্যানার্জ্জী, পিতা-মৃত অলোক ব্যানার্জ্জী, ৪) শ্রীমতী অতসী পরামানিক, স্বামী-বাসুদেব পরামানিক, ৫) শ্রী অমিত ব্যানার্জ্জী, পিতা-মৃত অলোক ব্যানার্জ্জী, ৬) শ্রী সমিত ব্যানার্জ্জী, পিতা-মৃত অলোক ব্যানার্জ্জী, ৭) শ্রীমতী কেয়া দে, স্বামী-প্রদীপ দে, ৮) শ্রীমতী সীমা ব্যানার্জ্জী, স্বামী মৃত রূপক কুমার ব্যানার্জ্জী, ৯) শ্রীমতী সৌমিতা চক্রবর্ত্তী, স্বামী-কৃষানু চক্রবর্ত্তী, ১০) শ্রীমতী রুমা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী মৃত অসীম কুমার চ্যাটার্জ্জী, ১১) শ্রীমতী কুমকুম ভট্টাচার্য্য, স্বামী-শ্রী শংকর ভট্টাচার্য্য, ১২) শ্রীমতী বুলবুল মুখার্জ্জী, স্বামী-শ্রী অসিত মুখার্জ্জী, ১৩) শ্রীমতী মালা গাঙ্গুলী, স্বামী-কাজল গাঙ্গুলী, ১৪) শ্রীমতী রত্না ভট্টাচার্য্য, স্বামী-শ্রী গোবিন্দ নারায়ণ ভট্টাচার্য্য, ১৫) শ্রী সন্দীপন ব্যানার্জ্জী, পিতা-মৃত কাশীনাথ ব্যানার্জ্জী, সকলের সাং-৪ ঠাকুরপাড়া, নৈহাটি, পোঃ-নৈহাটি, থানা-নৈহাটি, পিন-৭৪৩১৬৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগণা।
এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, দরখাস্তকারিগণ নাবালক শ্রী শ্রী যাদবেশ্বর শিব ঠাকুর বিগ্রহ বা আইডল-এর প্রাপ্ত সম্পত্তি অভিভাবক সূত্রে বিক্রয় করিবার জন্য উক্ত কেস করিয়াছেন।
ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে তাহা আদালতে দাখিল করিবেন, নচেৎ আইন আমলে আসিবে।

: তপশীল ক :

বাস্তু, কমবেশী ০.২৮১২ একর সমান ১৭ কাঠা জমি, এল.আর. দাগ নং ২২০৮, এল.আর. খতিয়ান নং-২৭২১, জে.এল. নং ৪, মৌজা-কাঁঠালপাড়া, ৪, ঠাকুরপাড়া, নৈহাটি, পোঃ-নৈহাটি, থানা-নৈহাটি, পিন-৭৪৩১৬৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। উত্তর: ড. আর ঘোষ-এর বাড়ি, পূর্ব: মনি ভট্টাচার্য্য-এর বাড়ি, পশ্চিম- ঠাকুরপাড়া রোড, দক্ষিণ: মহাদেব মুখার্জী-এর বাড়ি।

: তপশীল খ :

বাস্তু, কমবেশী ০.২৮১২ একর সমান ১৭ কাঠা জমির উপরিস্থিত কনস্ট্রাকশানের মধ্যে প্রতি ফ্লোরের ৭৫% কনস্ট্রাকটেড এরিয়া, এল.আর. দাগ নং ২২০৮, এল.আর. খতিয়ান নং-২৭২১, জে. এল. নং ৪, মৌজা-কাঁঠালপাড়া, ৪, ঠাকুরপাড়া, নৈহাটি, পোঃ-নৈহাটি, থানা-নৈহাটি, পিন-৭৪৩১৬৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা।

অনুমত্যানুসারে
নীমা লামা, সেরেস্তাদার
জেলা জজ কোর্ট, বারাসাত
উত্তর ২৪ পরগনা

• জেলা- দঃ ২৪ পরগণা মোকাম আলিপুর ১২ নং অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত
মিস কেস নং ৩০৮/২০২২
এ্যারাইজিং আউট অফ ও এস ৩।২০০৭।
ঊষারানী চৌধুরী দিগর
... দরখাস্তকারিণী
বনাম
শ্রী বাবলু চৌধুরী দিগর... প্রতিপক্ষ
এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারিণী শ্রীমতী ঊষারানী চৌধুরী দিগর উপরোক্ত মোকর্দ্দমায় শ্রী বাবলু চৌধুরী দিগরের বিরুদ্ধে দাখিল করিয়াছেন এবং তাহাতে অন্যান্য বিবাদীগণ যথা ২।এ। শান্তিরঞ্জন সাহা, ২।বি। বাপী সাহা ২।সি। সোনা চক্রবর্তী, ২বি ও ২সি উভয়ের পিতা- শান্তি রঞ্জন সাহা, সর্ব সাং ১৩৯ সত্যেন রায় রোড, থানা- বেহালা, কোলকাতা-৭০০০৩৪, ৩। শ্রীমতী জ্যোৎস্না সাঁতরা, স্বামী বিশ্বনাথ
সাঁতরা, সাং ৩৩।৫ ব্যানার্জীপাড়া রোড, থানা- পর্ণশ্রী, কোলকাতা- ৬০, ৪। ঝর্ণা মল্লিক, স্বামী- সমর মল্লিক, সাং ১০৩ বনমালি নস্কর রোড, থানা- পর্ণশ্রী, কোলকাতা-৭০০০৬০ বিরুদ্ধে দাখিল করিয়াছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা নিযুক্ত উকিলবাবুর মাধ্যমে আপত্তি জানাইতে পারেন অন্যথায় আপনাদের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানি হইয়া যাইবে।

আদেশানুসারে-
(স্বাঃ)
সেরেস্তাদার, ১২ নং অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত, আলিপুর, কোলকাতা-৭০০০২৭।

বিজ্ঞপ্তি

• জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা। মোকাম আলিপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, এ্যাক্ট ৩৯, কেস নং ১৭৯/২০২৪ (সাকসেশন) অলকানন্দা চ্যাটার্জ্জী, স্বামী- ৺দেবাশীষ চ্যাটার্জ্জী, পিতা- স্বর্গীয় সুশীল কুমার বটব্যাল, সাং ২৪বি, অনাথ নাথ দেব লেন, থানা- টালা, কোলকাতা- ৭০০০৩৭।
... দরখাস্তকারিণী
এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, মৃত সুশীল কুমার বটব্যাল, পিতা- মৃত ভূপতি বটব্যাল, সাং ৩২, রসা রোড (দক্ষিণ), ফার্স্ট লেন লোকালিটি, থানা- চারু মার্কেট, কোলকাতা- ৭০০০৩৩ মহাশয়ের ত্যক্ত কমবেশি ২০,৮৮,৬৫৪.৬৪ টাকা পাইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারিণী উক্ত কেস দাখিল করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তকারিণী ছাড়া মৃত ব্যক্তির আর কোনও ওয়ারিশান নাই। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফত আদালতে উপস্থিত হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় আইন অনুসারে আদেশ হইয়া যাইবে।

আদেশানুসারে- স্বাঃ সুশান্ত সাহা
সেরেস্তাদার, জেলা জজ আদালত, আলিপুর দঃ ২৪ পরগণা, কলকাতা-২৭

• জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা মহামহিম আলিপুরের দ্বিতীয় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত
টাইটেল এক্সিকিউশন কেস নং ১৮৩৮/২০১৪
(১) কৃষ্ণকলি চক্রবর্ত্তী, স্বামী- সমীর চক্রবর্ত্তী, পিতা- ৺অনিল কুমার ঘোষ, সাং- বি বি কে সি সরণী, পোষ্ট- রাজপুর, কোলকাতা-৭০০১৪৯।
(২) সুমন ঘোষ, পিতা- ৺অনিল কুমার ঘোষ, রূপনারায়ণপুর, জয়নগর ঘোষপাড়া, পোষ্ট- জয়নগর মজিলপুর, থানা- জয়নগর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
(৩) কাকলী চক্রবর্ত্তী, স্বামী- মানস চক্রবর্ত্তী, পিতা- ৺অনিল কুমার ঘোষ, সাং- রবীন্দ্রনগর, পোষ্ট ও থানা- বারুইপুর, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগণা।
... ডিক্রি হোল্ডার/ দরখাস্তকারীগণ
বনাম
ইষ্টার্ণ কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড, অফিস-৪, লয়ার রাইডন স্ট্রিট, থানা- বালিগঞ্জ, কোলকাতা-৭০০০২০।
... জাজমেন্ট ডেটর
বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা জানানো যাইতেছে যে, ডিক্রি হোল্ডার কৃষ্ণকলি চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্যরা, জাজমেন্ট ডেটর ইষ্টার্ণ কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি লিমিটেড-এর বিরুদ্ধে উপরিউক্ত কোর্টে উপরিউক্ত মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে জাজমেন্ট ডেটর স্বয়ং অথবা উকিলবাবুর মারফত অত্র আদালতে হাজির হইবেন নতুবা একতরফা বিচার হইবে।

অনুমত্যনুসারে— স্বাঃ
সেরেস্তাদার, 3.10.24,
মহামহিম আলিপুরের দ্বিতীয় সিভিল জজ (সিনিয়র ডিভিশন) আদালত, দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

NOTICE
BEFORE THE LEARNED DISTRICT DELEGATE AT HOWRAH
Succession Certificate Case No. 19 of 2024.
SMT. RIA SINHA (Nee Roy) (Age - 32 years) Daughter of Late Sukumar Chandra Roy, and Wife of Dr. Kaustav Sinha, residing at 46/1/2 Kamini School Lane, Salkia, P.S.- Malipanchghara, District -Howrah, HOWRAH-7111 06.
....PETITIONER/APPLICANT
This is to notify that the abovenamed Petitioner for the Purpose of obtaining the Succession Certificate in respect of the Schedule noted Assets and money of Smt. Archana Roy Wife of Late Sukumar Chandra Roy, who died on 25/05/2021 and Sukumar Chandra Roy Son of Late Murari Mohan Roy, who died on 27/11/2021 have filed the abovenoted case before the Ld. Court. If anybody has any objection or claim in connection with granting of Succession Certificate in favour of the Petitioner, he/she may appear before the Ld. Court himself or through his/her authorized agent within 30 days from the date of publishing of this notice, failing which Succession Certificate will be granted in favour of the Petitioner ex-parte.
SCHEDULE
Debtor, 1. Post Office Salkia H.O, Nature of Assets
Savings Bank Account No. 3098723189(S.C.Roy) Amount (Rs.) 32,993/-
2. Post Office Salkia H.O
Savings Scheme No. 3514013467(S.C.Roy) 7,00,000/-, 3. Post Office Salkia H.O, Savings Scheme No. 3512477087(S.C.Roy)
8,00,000/-, 4. United Bank of India Salkia Branch, Savings Bank Account No.0170010305961 (Archana Roy) Jointly with S.C. Roy, 22,453/-, 5. Bank of India Salkia Biranch, Savings Bank Account No.401610100017974, in the name Of (S.C.Roy & Archana Roy) 9,875/-, 6. Dena Bank,Salkia Branch, Savings Bank Account No.022310001974(S.C. Roy jointly with Archana Roy, 12,909/-, 7. Central Bank of India Salkia Branch, Savings Bank Account No. 1142428437(Archana Roy) Jointly with Sukumar Chandra Roy, 3990/-, 8.Pradhanmantri Vava Vandana Yojna (LIC)
L.I.C Policy No. 402662894(S.C. Roy), 7,00,000/-, 9.Pradhanmantri Vaya Vandana Yojna (LIC), L.I.C Policy No. 402662892(Archana Roy), 4,00,000/-, 10. HDFC Large & Mid Cap Fund Regular Plan growth, INF 179KA1RT1 (Archana Roy) Jointly with S.C.Roy, 86,924/-, 11. State Bank of India Salkia Branch, Savings Bank Account No. 31575598800 (S.C. Roy jointly with Archana Roy, 36,848/-, 12. Tata Consumer Products Limited, 91 Shares (Sukumar Roy) Certificate No. 55237, Folio No. TFS0051917 (Rs. 1160 X 91) = 1,05,560/-, Total amount Rs. 28,61,552/- along with interest lying in the Banks or post office, etc at Howrah.
Order by
Bibekesh Chakraborty
Seresthadar
District Delegate, Howrah

বিজ্ঞপ্তি

ঘোষণাপত্র

•এতদ্বারা সকলকে অবগত করানো যায় যে, আমার মক্কেল নৃপেন্দ্র নাথ সরকার (পিতা- ৺অবনী কুমার সরকার), সাং+পোস্ট- রাজারহাট গোপালপুর, থানা- নারায়ণপুর, কোল-১৩৬ বাসিন্দা।
তিনি তাহার ভ্রাতা- সুখেন সরকার ও ভ্রাতৃবধূ বীণা সরকার (উভয়ে নিঃসন্তান) মারা যাওয়ার পর একমাত্র লিগ্যাল ওয়ারিশন হলেন। বিগত ইংরেজি 16.02.2024 তারিখে ADSR Sonarpur হইতে 1213 No. সাফবিক্রয় কোবালামূলে ৩ কাঠা ৪ ছটাক শালিজমি অসিত সরদার ও ভূষণ দাস মহাশয়দ্বয়কে বিক্রয় করেন।
এ বিষয়ে কাহারো কোনও আপত্তি থাকিলে ৩০ দিনের মধ্যে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় কোনও আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

PRADIP KUMAR HALDER (ADVOCATE)
BARUIPUR COURT,
E/N-F/737/1401/2013
04.10.2024

• জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা উত্তর ২৪ পরগনা জেলা জর্জ আদালত, বারাসাত
মিস কেস নং-২২৬/২০২৪ (ট্রাষ্ট)
দক্ষিনেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ পক্ষে সাধারন সম্পাদক তথা তত্ত্বাবধায়ক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই,
...দরখাস্তকারী
আমি, দক্ষিনেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ, আদ্যাপীঠ পক্ষে সাধারন সম্পাদক তথা তত্ত্বাবধায়ক ব্রহ্মচারী মুরাল ভাই, সাকিন-৫০, ডি.ডি. মন্ডলঘাট রোড, দক্ষিনেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৭৬, এর সাধারন সম্পাদক নিম্নে বর্ণিত দেবত্তর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য উপরিউক্ত আদালতে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছি যাহা উপরিউক্ত মোকর্দ্দোমা হইতেছে।
এতদ্বারা সর্ব্বসাধারনদের জানানো যাইতেছে যে, কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশের দিন হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজে বা উকিল বাবু মারফৎ আপত্তি জানাইবেন নতুবা উক্ত দরখাস্ত একতরফা শুনানী হইবে। উক্ত সময়ের পর কোনরূপ আপত্তি গ্রাহ্য হইবে না।

'ক' তপশীল

জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, থানা-বেলঘরিয়া, কামারহাটী পৌরসভার, ১৫নং ওয়ার্ডের, মৌজা দক্ষিনেশ্বর, জে.এল. নং-৪, রে.সা.নং-০১, তৌজি নং-৬৩, ১৬৩, ১৬৬,১৬৮ ও ২২২, আর.এস. দাগ নং-১২৫৭, আর.এস. খতিয়ান নং-৫৯৫, হোল্ডিং নং-৭৪৯, প্রেমিসেস নং-৬৪, আর.এন. টেগোর রোড, দক্ষিনেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৭৬, অধীন ৪-৮-০ (চার কাঠা আট ছটাক) তদুপরিস্থিত দ্বিতল গৃহাদীর মধ্যে ১/২ অংশ।

'খ' তপশীল

জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- বেলঘরিয়া, কামারহাটী পৌরসভার, ১৩নং ওয়ার্ডের, মৌজা দক্ষিনেশ্বর, জে.এল. নং-৪, রে.সা.নং-০১, তৌজী নং-৬৩, ১৬৩, ১৬৬, ১৬৮ ও ২২২, আর.এস. দাগ নং- ৮৯৭, আর.এস খতিয়ান নং-২৬৫, হোল্ডিং নং-৭৭১, প্রেমিসেস নং-৩৫, ডি.ডি. মন্ডলঘাট রোড, দক্ষিনেশ্বর, কলিকাতা-৭০০০৭৬, অধীন ১-৫-৩৫ (এক কাঠা পাঁচ ছটাক পয়ত্রিশ বর্গফুট) জমি মায় তদুপরিস্থিত সর্ব্বমোট ২১০০ বর্গফুট পরিমিত ত্রিতল গৃহাদীর মধ্যে মায় ১০০ বর্গফুট পরিমিত উচ্চতলস্থ টালির ছাউনিযুক্ত গৃহাদী সহ সম্পত্তি হইতেছে।

সেরেস্তাদার
নীমা লামা, উত্তর ২৪ পরগনা
জেলা জর্জ আদালত বারাসাত

• আমার মক্কেলগণ, সনকা দাস, সত্যজিৎ দাস, সুশান্ত দাস, নিমাই মণ্ডল, শান্তনু মণ্ডল, অতনু মণ্ডল, শ্রাবন্তী মণ্ডল, প্রভাবতী মণ্ডল, বুলা মণ্ডল সব সাং এ.পি. নগর, পোঃ+থানা-সোনারপুর জেলা-দঃ ২৪ পরগনা এর অনুকূলে শুভেন্দু দাস ঠিকানা একই। জেলা দঃ ২৪ পরগনা আমমোক্তার নামা দলিল গত ৮.৪.২২ তারিখে এ.ডি.এস.আর সোনারপুর সম্পাদন করেন যাহার দলিল নং-২৯৭৬/২২, জেলা দঃ ২৪ পরগনা থানা-জয়নগর, অফিস ডি.এস.আর. আলিপুর মৌজা-শ্রীপুর, জমি-২৬.৩৭ শতক, আপনাদেরকে অবগত করা যাইতেছে যে আপনাদের যদি কোন আইনানুগ আপত্তি বা অধিকার থাকে তার জন্য ১ মাসের মধ্যে আইনানুগ সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে বলা হইতেছে।

স্বাঃ প্রবীর কুমার রায়
ডব্লিবি ৮২৮/৮১

বিজ্ঞপ্তি

• মোকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, মিস কেস নং ৩১৬/২০২২ (সাক্সেশন)
দরখাস্তকারীগণ: ১) শ্রী সুমন্ত শাহু ওরফে সুমন্ত সাউ, পিতা- স্বর্গীয় শঙ্কর সাউ। ২) মিস সঞ্জনা সাউ, পিতা-স্বর্গীয় শঙ্কর সাউ। উভয়ের সাং-ওল্ড ক্যালকাটা রোড পাতুলিয়া বাজারের কাছে ব্রাহ্মণপাড়া পাতুলিয়া, থানা- খড়দহ, পিন-৭০০১১৯, উত্তর ২৪ পরগনা।
মৃত ব্যক্তি: শঙ্কর সাউ, পিতা স্বর্গীয় পরেশনাথ সাউ, সাং-ওল্ড ক্যালকাটা রোড পাতুলিয়া বাজারের কাছে ব্রাহ্মণপাড়া পাতুলিয়া, থানা-খড়দহ, পিন- ৭০০১১৯, উত্তর ২৪ পরগনা।
সম্পত্তির তপশিল বিবরণ একটি এল.আই.সি. (জীবন জ্যোতি পলিসি), পলিসি নং- ৪২৫৩৭৭৪২৭, ইস্যুর তারিখ ২৫/০৩/২০০৬ এল.আই.সি. ব্যারাকপুর শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত ১,১৫,০০০০ (এক লক্ষ পনেরো হাজার) টাকা মাত্র মূল্যের নিশ্চিত রাশি উক্ত পলিসির হোল্ডার স্বর্গীয় শ্রী শঙ্কর সাউ-এর নামাঙ্কিত।
অপর আরেকটি এল.আই.সি. পলিসি নং-৯৯৬০১৭১১৭, ইস্যুর তারিখ ২৮/০৫/২০১৫ এল.আই.সি. ব্যারাকপুর শাখা কর্তৃক ইস্যুকৃত ১,৬০,০০০ (এক লক্ষ ষাট হাজার) টাকা মাত্র মূল্যের নিশ্চিত রাশি উক্ত পলিসির হোল্ডার স্বর্গীয় শ্রী শঙ্কর সাউ-এর নামাঙ্কিত।
এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারীগণ উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত ও গচ্ছিত সম্পত্তির সাকসেশান পাইবার জন্য অত্র আদালতে মামলা করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে অত্র আদালতে স্বয়ং বা আইনজীবীর মারফৎ জানাইবেন, নচেৎ মামলাটি আইনামলে আসিবে।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার
মোকাম ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা

• জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা
বিজ্ঞপ্তি
মোকাম শিয়ালদহ ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, অ্যাক্ট ৩৯ সাকসেশন কেস নং ৫১/২০২৪
বর্ণালী সরকার, স্বামী-পূর্ণেন্দু বিকাশ সরকার, ৪, আর.বি., ৫/৩ পূর্বাচল, সেক্টর-III, সল্টলেক, বিধাননগর, থানা-বিধাননগর, কোলকাতা-৭০০০৯৭
.....দরখাস্তকারী
এতদ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, উপরোক্ত ঠিকানায় বসবাসকারী দরখাস্তকারী পিতা এবং মাতা-ঈশ্বর কমলেন্দু দাস এবং যুথিকা দাস। তাঁরা তাঁদের আনুমানিক ১১,৩৩,৮১৪.৫০ (এগারো লক্ষ তেত্রিশ হাজার আটশত চৌদ্দ দশমিক পঞ্চাশ) টাকা মাত্র পোষ্ট অফিস এবং পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কে গচ্ছিত রাখিয়া গত ইংরাজী ২৫.১০.২০২৩ এবং ০৩.০৯.২০২০ তারিখে পরলোকগমন করায় দরখাস্তকারী উক্ত মৃতের ত্যক্ত টাকা পাইবার নিমিত্তে আদালতে উক্ত সাকসেশন মোকদ্দমা দায়ের করিয়াছেন। এমতাবস্থায় কাহারও কোন আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপনি স্বয়ং অথবা উকিল মারফত আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন, নচেৎ দরখাস্তকারীর প্রার্থনা মত মোকদ্দমাটি একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
প্রমোজিৎ দে, সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত

• এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সম্পা চিত্রকর, স্বামী- প্রহ্লাদ চিত্রকর, সাং-দিঘীরপাড়, থানা-রায়দিঘী, বিগত ইংরাজী ১০/০২/২০২১ তারিখে পাঁচঘরা মৌজায়, জে এল-৮, দাগ- ১৩২৩, খতিয়ান ৬৪২, পরিমাণ ১ কাঠা ৮ ছটাক জমি বারুইপুরের রেজিষ্ট্রিকৃত দলিল নং ১২৫০ মূলে রেজিষ্ট্রি হয়। রেকর্ড মালিকের তিন কন্যা দুটি আমমোক্তারনামা প্রদান করেন তাঁর ভ্রাতা ও ভাইপোকে। আমমোক্তার নং ৬৫ ও ২৯, সাল ২০১৭। এক্ষণে আমি উক্ত জমিটি আমার নামে বারুইপুর BL & LRO-তে নাম পত্তনের জন্য আবেদন করিতেছি।
এখানে কারোর আপত্তি থাকিলে যোগাযোগ করিতে পারেন।

Sanjay Sarkar
Advocate
Baruipur Criminal Court

বিজ্ঞপ্তি

• ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা
মিস কেস নং-৪৪১/২০২২ (সাকসেশন)
দরখাস্তকারীগণ
(১) শ্রী দীপক চক্রবর্ত্তী, পিতা- স্বর্গীয় উদিতেন্দু শেখর চক্রবর্ত্তী, সাং-উদয়রাজপুর, মধ্যমগ্রাম, পোঃ উদয়রাজপুর, থানা-মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা-৭০০১২৯, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা, (২) শ্রী বাপু চক্রবর্ত্তী, পিতা-স্বর্গীয় ভূপতি মোহন চক্রবর্ত্তী, সাং-২০৩/বি, ব্লক-এ, পোষ্ট ও থানা-লেক টাউন, কোলকাতা-৭০০০৭৯, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা। (৩) শ্রী টিটো চক্রবর্ত্তী, পিতা-স্বর্গীয় ভূপতি মোহন চক্রবর্ত্তী, সাং-২০৩/বি, ব্লক-এ, পোষ্ট ও থানা-লেক টাউন, কোলকাতা-৭০০০৭৯, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা। (৪) শ্রী জহর ভট্টাচার্য ওরফে জহর লাল ভট্টাচার্জ্য, পিতা-স্বর্গীয় অমর নাথ ভট্টাচার্জ্য, সাং-পোষ্ট-সমবায় পল্লী, বালি, জগাছা, থানা-নিশ্চিন্দা, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১২০৫, জেলা: হাওড়া।

ত্যক্ত টাকার বিবরণ

স্বর্গীয় সন্তোষ কুমার ভট্টাচার্জ এবং স্বর্গীয় রমা ভট্টাচার্জ এনাদের ত্যক্ত সম্পত্তি স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বনহুগলি শাখায় দুটি সেভিংস ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নং-১০৪৭১৮০২০৯৪ তে ৩,৮৩,৮৪৬/- (তিন লক্ষ তিরাশি হাজার আটশত ছেচল্লিশ) টাকা ও অ্যাকাউন্ট নং ৩০০৪০৬৯০৪১৩ তে ৫,৩৪,৬৪৮/- (পাঁচ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার ছয়শত আটচল্লিশ) টাকা সর্বমোট ৯,১৮,৪৯৪/-(নয় লক্ষ আঠারো হাজার চারশত চুরানব্বই) টাকা আপ-টু-ডেট সুদসহ।
এতদ্বারা সর্বসাধারনকে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত দরখাস্তকারীগণ উক্ত মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের ত্যক্ত টাকার সাকসেশন সার্টিফিকেট পাইবার জন্য অত্র আদালতে উক্ত কেস করিয়াছেন। ইহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে জানাইবেন। অন্যথায় মামলা একতরফা শুনানী হইবে।

অনুমত্যানুসারে
দীপক বড়ুয়া, সেরেস্তাদার
(ব্যারাকপুর ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত, জেলা: উত্তর ২৪ পরগনা)

• জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা।
মোকাম আলিপুরের ২য় অতিরিক্ত সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত।
দেওয়ানী মোকর্দ্দমা নং-৭৩/২৪
শ্রীমতী জয়া দত্ত পাল, স্বামী- শ্রী চন্দন পাল, হাল সাং-৩/৬১, রেজেন্ট কলোনী, পোষ্ট ও থানা- রেজেন্ট পার্ক, কোলকাতা-৪০।
... বাদীপক্ষ
বনাম
শ্রী গিরিধারী চৌধুরী, পিতা- অশোক কুমার চৌধুরী, সাং ৬৫/২, গ্রাহাম রোড, পোষ্ট ও থানা- রেজেন্ট পার্ক, কোলকাতা-৪০।
... প্রতিবাদীপক্ষ
এতদ্বারা প্রতিবাদীকে জানানো যাইতেছে যে, বাদীপক্ষ প্রতিবাদী পক্ষের অত্র আদালতে উক্ত নম্বরের ডিক্লারেশন ও রিকভারি অফ পজেশনের দেওয়ানী মামলা করেন। উক্ত মামলার সমন প্রতিবাদীর ঠিকানায় দুইরকমভাবে পাঠানো হয়, কিন্তু উহা প্রতিবাদী নালিশী সম্পত্তিতে থাকেন না বলিয়া ফেরত আসে। সেই কারণে মহামান্য আদালতের ইং ২১।০৬।২০২৪ তারিখের নির্দেশ মোতাবেক অবগত করানো যাইতেছে যে, অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দিন হইতে ৩০ দিনের মধ্যে যদি উক্ত প্রতিবাদী উক্ত মোকদ্দমায় হাজির না হন অন্যথায় অত্র মামলাটি অত্র প্রতিবাদীপক্ষের বিরুদ্ধে একতরফা শুনানীর দ্বারা নিষ্পত্তি করা হইবে।
নালিশী সম্পত্তির বিবরণ: গ্রাউন্ড ফ্লোরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত দুইখানি বেডরুম, একখানা ডাইনিং কাম লিভিং রুম, একখানি কিচেন, সামনের দিকে একটি বারান্দা এবং একখানি পায়খানা-বাথরুম, যাহা ৬৫/২, গ্রাহাম রোড, থানা- রেজেন্ট পার্ক, কোলকাতা-৪০ প্রেমিসেসভুক্ত সম্পত্তি হইতেছে। উহার চৌহদ্দি:- উত্তর: মৃত নেপাল চন্দ্র দে-এর বাড়ি। দক্ষিণ: ১৬ ফুট চওড়া গ্রাহাম রোড। পূর্ব: রেনু এবং তাপস গাঙ্গুলীর বাড়ি। পশ্চিম: ৮ ফুট চওড়া কলোনী রোড।

আদেশ অনুসারে—
By Order
Sd/- Soma Saha Barua
Munsif 2nd Addl. Court
২য় অতিরিক্ত সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালত, আলিপুর।

পুজোর আগে থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ১৫ জন শিশুর হাতে বিনামূল্যে জীবনদায়ী ওষুধ তুলে দিল হালদারপাড়া ফ্রেন্ডস অ্যাসোসিয়েশন। সেরাম থ্যালাসেমিয়া প্রিভেনশন ফেডারেশনের সহযোগিতায়। ছবি: আজকাল

নাম/পদবি পরিবর্তন

• আমার ড্রাইভিং লাইসেন্সে ভুলবশতঃ Md. Firoz Alom S/o Md-Mustak নাম আছে। (WB-2319950008662), 27.09.2024 তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J.M কোর্টের এফিডেভিটে আমি MD FIROZ পিতা Md Mustaque নামে পরিচিত হইলাম।

• I, Shirsha Basu Ghatak, D/O Subhas Kumar Ghatak, W/o Anirban Basu R/o- P/5, Manicktala Housing Estate, CIT Scheme VII (M), VIP Road, Kolkata-700054 shall henceforth be known as SHIRSHA GHATAK BASU, vide affidavit no.2430, dated 03.10.2024, before the Ld. Judicial Magistrate, Bidhannagar Court, North 24 Parganas. Shirsha Ghatak, Shirsha Basu Ghatak and Shirsha Ghatak Basu are the same and one identical person.

• আমি Kadhija Khatun পিতা Jahangir Biswas, নিবাস- House No.-0042, Gachhatala, Bharadanga, পিন-743273. আমি গত 01/10/2024 তারিখে ব্যারাকপুর কোর্টে নোটারী পাবলিকের নিকট এভিডেভিট বলে আমার নাম পরিবর্তন করে Akhi Biswas হইলাম। আজ থেকে আমি সর্বত্র Akhi Biswas নামে পরিচিত হইব।

• আমি Nisha Kumari Singh, পিতা Kameswar Singh, নিবাস: H/O Indu Ghosh, B. T. Road, Viveknagar, P. S.-Titagarh, Pin-700119. গত 5/10/2024 তারিখে ব্যারাকপুর কোর্টে নোটারী পাবলিকের নিকট এফিডেভিট বলে জানাইতেছি যে, আমি আমার ধর্ম পরিবর্তন করে আজ হইতে সর্বত্র Ayesa Khatun হইলাম।

• আমি Sujoy Mondal, পিতা- Paran Mondal, Vill-Namabad, PO-Dhaban, PS-Chhatna, Dist-Bankura, আমার পিতার সঠিক নাম Paran Mondal, আমার Driving Licence-এ নাম আছে Pran Mondal, গত ইংরাজী 04/10/2024 তারিখে 3rd J. M. court (1st Class) No.-19 Date-04/10/2024 বাঁকুড়া কোর্টে এফিডেভিট বলে Sujoy Mondal, পিতা-Paran Mondal, Sujoy Mondal, পিতা-Pran Mondal উভয়ে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি Bani Amin, পিতা- Md Momin Ali, সাং- Vill- Odhanpur, P.O. Sohai Kumarpur, P.S.- Deganga, 24 PGS (N), Pin-743423 ঘোষণা করছি যে আমার কিছু নথিপত্রে আমার নাম ভুলবশত Boni Amin S/o Momin Ali রেকর্ড হয়েছে। 1st Class J.M. বারাসাত দ্বারা কৃত এফিডেভিটের মাধ্যমে আমি Bani Amin S/o Md Momin Ali ও Boni Amin S/o Momin Ali আইনের চোখে এক অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

• আমি, Tapash Kanti Sarkar, S/o late Ramesh Chandra Sarkar, ঠিকানা- সি/১৭, সুন্দিয়া হাউজিং এস্টেট, পোঃ এবং থানা- জগদ্দল, পিন-৭৪৩১২৫, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, ব্যারাকপুর কোর্ট, জেলা- ২৪ পরগনা (উঃ)-এর Affidavit দ্বারা Tapash Sarkar নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No.-104 dated 07.08.2024. Tapash Kanti Sarkar ও Tapash Sarkar একই ব্যক্তি।

• আমি, Md Habibar Rahaman, ঠিকানা- গ্রাম- শিবদাসপুর, পোঃ- শালিদহ, থানা- শিবদাসপুর, ২৪ পরগনা (উঃ), পিন-৭৪৩১৪৫। আমার পুত্র Md. Ashik Rahaman-এর বার্থ সার্টিফিকেটে (রেজিষ্ট্রি নং-২০৬২, তারিখ: ২৪.০৮.২০০৯) আমার নাম Habibar Rahaman রেকর্ড আছে। ০৩।১০।২০২৪ তারিখে ব্যারাকপুর 1st class J.M. কোর্টের এফিডেভিটে আমি Habibar Rahaman এবং Md Habibar Rahaman উভয় একই বলে পরিচিত হইলাম।

নাম/পদবি পরিবর্তন

• I, BISWAJIT MUKHERJEE, S/o-Asutosh Mukherjee, R/o AD-364, Rabindra Pally, P.O.-Prafulla Kanan, P.S.- Baguiati, Kolkata-101 and BISWAJIT JAISWAL, S/o Sandip Jaiswal, is same person sworn under 1st Class Magistrate at Metropolitan at Calcutta, vide Affidavit No. 3711, dated 24/09/2024

• আমি PRATHANA DEY 4.10.2024 আলিপুর কোর্টের প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 13481 নম্বর এফিডেভিট বলে PRATHANA KHATUN নামে মুসলিম ধর্মে পরিচিত হইলাম।

• আমি SATISH SHAW S/O SAMLAL SHAW গ্রাম- দোগাছিয়া, পোঃ-বেলিয়াঘাটা ব্রিজ, থানা-দেগঙ্গা, জেলা-উঃ ২৪ পঃ, পঃ বঃ গত 4.10.2024 তারিখে বারাসাত কোর্টের নোটারির এফিডেভিট বলে (নং-3/2024) আমি স্বইচ্ছায় হিন্দুধর্ম হইতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছি ও MD. HASIBUR RAHAMAN নামে পরিচিত হইয়াছি।
MD. HASIBUR RAHAMAN ও SATISH SHAW এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে ভুলবশত আমার নাম হয়েছে TAJMIRA KHATUN. গত 23/09/2024 বসিরহাট কোর্টের জুডিশিয়াল ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেট এফিডেভিট বলে আমার সঠিক নাম TAJMIRA KHATUN SARDAR হয়েছি। TAJMIRA KHATUN ও TAJMIRA KHATUN SARDAR এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

• আমি MD. MOZAMMEL HAQUE পিতা LT. AYUB ALI ঠিকানা গ্রাম-বইদগাছিয়া, পোঃ-কুশডাঙ্গা, থানা-আমডাঙ্গা, জেলা-উঃ ২৪ পঃ, পিন-৭৪৩১২৬, ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, বারাসাত কোর্ট, পঃ বঃ, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা-এর AFFIDAVIT দ্বারা MOJAMMEL HAQUE (NEW NAME) নামে পরিচিত হলাম। AFFIDAVIT NO. 6484, তাং-3.10.2024
MD. MOZAMMEL HAQUE (OLD NAME)
ও MOJAMMEL HAQUE (NEW NAME) একই ব্যক্তি।

• আমি Soham Dutta, পিতা Soumya Kanti Datta, ঠিকানা- 23, Sukanta Sarani Talbagan East, P.O-Nona Chandan Pukur, District North 24 Parganas Kolkata-700122, আমার পাসপোর্টে ভুলবশতঃ আমার আসল ও সঠিক নাম Soham Dutta-এর জায়গায় Soham Datta নথিভুক্ত আছে। গত ইং 04/10/2024 তারিখে উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুর এল ডি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস কোর্টের এফিডেভিট দ্বারা আমি Soham Dutta এবং Soham Datta এক ও অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম।

• আমি সৈয়দ মেহবাউদ্দিন, পিতা-সৈয়দ ইয়াসিন আলি, ঠিকানা-গ্রাম-Ramchandrapur, পোঃ-Alipur, থানা-Shyampur, জেলা-Howrah, পিন-711315, পঃ বঃ, আমার স্কুল ডকুমেন্টস W. B. B. S. E (রোল-715411 নং-0001) এবং আমার জন্ম শংসাপত্রে (রেজি. নং-297) রেজিঃ তারিখ-31/12/2002 আমার বাবার নাম ভুলবশত সৈয়দ ইয়াসিন লেখা আছে। 04/09/2024 তারিখে Ld. Judicial Magistrate 1st class Howrah Court এফিডেভিট বলে আমার বাবা সৈয়দ ইয়াসিন আলি ও সৈয়দ ইয়াসিন এক এবং একই ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল।

আজকাল
শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র
T. N. ADVERTISING & SONS
24/8, BANAMALIPUR ROAD (EAST)
BARASAT, NORTH 24 PGS.
Prop. ANTARA SARKAR- 98364 60700

সন্দেহের বশে স্ত্রীকে খুনের চেষ্টা, যাবজ্জীবন স্বামীর

মিল্টন সেন

হুগলি, ৫ অক্টোবর

স্ত্রীকে কাটারি দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টা। ঘাড়ের পেছনে কোপ। ধারালো কাটারির কোপে বাদ পড়েছিল দু'হাতের চারটি আঙুল। মুখের ওপর অংশে কাটারির কোপে ওপরের পাটির দাঁত হারিয়েছিলেন স্ত্রী। ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন স্বামীর সেই আক্রমণে। তার থেকেও বেশি পীড়া দিয়েছিল স্বামীর এই আচরণ। শনিবার চুঁচুড়া জেলা আদালতে অভিযুক্ত স্বামী প্রদীপ মেটের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা ঘোষণায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছে। ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের ৩ জুন, হুগলির পোলবা থানার সুগন্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধূমা গ্রামে। নির্যাতিতা স্ত্রী ওই গ্রামেরই বাসিন্দা পূর্নিমা মেটে। সুগন্ধার একটি বি ফার্ম কলেজের হস্টেল ওয়ার্ডেনের কাজ করেন। ঘটনার দিন বাড়ি থেকে কলেজে যাওয়ার পথে কামদেবপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রের কাছে তাঁর পথ আটকায় তাঁর স্বামী প্রদীপ মেটে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই আচমকা কাটারি দিয়ে কোপাতে শুরু করে তাঁকে। মহিলা দু'হাত দিয়ে নিজেকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। ধারালো কাটারির কোপে দু'হাতের চারটে আঙুল কেটে মাটিতে পড়ে যায়। মুখে কাটারির কোপ লাগে, ওপরের পাটির সব দাঁত কেটে পড়ে যায়। ঘাড়ে, হাতে এলোপাথারি কোপে ক্ষতবিক্ষত হন তিনি। তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অভিযোগ দায়ের হয় থানায়। এই প্রসঙ্গে সরকারি আইনজীবী শঙ্কর গাঙ্গুলি বলেছেন, অভিযুক্ত প্রদীপ মেটের বিরুদ্ধে তদন্তকারী অফিসার সুবীর গোস্বামী ২২ নভেম্বর ২০২২ সালে চার্জশিট জমা দেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১, ৩০৭, ৩২৬ ধারায় দোষী সাব্যস্ত করে আদালত। টানা ১৫ জনের স্বাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। শুক্রবার অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করেন চুঁচুড়া জেলা আদালতের তৃতীয় দায়রা বিচারক অরুন্ধতী ভট্টাচার্য। এদিন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের সাজা শোনান। পুলিশি তদন্তে খুশি আক্রান্ত মহিলা। পূর্নিমার মা পারুল পাল বলেন, 'পুরুষদের কাজই হল সন্দেহ করা। মেয়ে বাইরে কাজে যায় সেটা পছন্দ ছিল না। সব সময় বাড়িতে অশান্তি করত। অনেকবার বোঝানোর চেষ্টা করেছি। মেয়েকে মেরেই ফেলেছিল। কোনও ভাবে বেঁচেছে।' একমাত্র মেয়েকে তিনি একাই বড় করছেন। সরকারি আইনজীবী জানান, মহিলার অবস্থা এতটাই খারাপ হয়েছিল যে চুঁচুড়া হাসপাতালে তাঁর মৃত্যুকালীন জবানবন্দি নিয়ে রাখা হয়েছিল। প্রায় সাতাশ দিন যমে–মানুষে টানাটানি চলেছে, কোনও রকমে লড়াই করে বেঁচে ফিরেছে। খুব দ্রুত এই মামলার তদন্ত শেষ হয় এবং সাজা ঘোষণা হল। এদিন চুঁচুড়া আদালতের বারান্দায় দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা দেবী বলেছেন, অভিযুক্ত স্বামীর যাবজ্জীবন সাজা শুনে তিনি কিছুটা হলেও শান্তি পেয়েছেন।

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আরওএসএআরবি জিকেওএল, ডিএন–১৪, বিষ্ণু টাওয়ার, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা–৭০০০৯১

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

অ্যাকাউন্ট নং: ০০৩০০৪০০০০০২৭৩ (ওডি) এবং ০০৩০০৬০০০০২৮৫১ (বিজিইসিএল)

যেহেতু, ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা অ্যাকাউন্ট **মেসার্স বিনায়ক ইমপেক্স, প্রোপ্রাইটর: শ্রী মৃন্ময় দে,** ১৮, মিউনিসিপ্যাল অফিস লেন, নাগের বাজার, থানা– দমদম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৭৪; জামিনদারগণ: (১) শ্রী মিন্টু রঞ্জন দে, পিতা– প্রয়াত সুরেন্দ্র মোহন দে; (২) শ্রীমতী কল্যাণী দে, স্বামী– শ্রী মিন্টু রঞ্জন দে, ৬০/৫, নরসিংহ অ্যাভিনিউ, 'উদীচী অ্যাপার্টমেন্ট', ফ্ল্যাট নং ২বি, নাগের বাজার, থানা– দমদম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৭৪–এর প্রতি ০৩.০৮.২০২৪ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক বাবদ ০৩.০৮.২০২৪ **তারিখের ভিত্তিতে ₹২৬,১১,৯০৯.০৮ (ছাব্বিশ লক্ষ এগারো হাজার নশো নয় টাকা এবং আট পয়সা মাত্র),** তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসের রুল নং ৮–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **৫ অক্টোবর, ২০২৪** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

জনসাধারণ এবং বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারগণ–কে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন **০৩.০৮.২০২৪ তারিখের ভিত্তিতে ₹২৬,১১,৯০৯.০৮ (ছাব্বিশ লক্ষ এগারো হাজার নশো নয় টাকা এবং আট পয়সা মাত্র),** তৎসহ আদায়ের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল, চার্জ ও খরচাপাতি সমেত ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, পাতিপুকুর ব্রাঞ্চ–এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য সময়সীমার মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদ ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

'আকাঙ্ক্ষা' নামক গুচ্ছ আবাসন প্রকল্পের অংশরূপে 'রাধাচূড়া' নামক বিল্ডিংয়ের ২ নং টাওয়ারের নবম তলে (৮ নং ফ্লোর) সামান্য কমবেশি ৭৩০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৮ই, তৎসহ 'রাধাচূড়া'র অংশ বিশেষে স্থিত ৬৯ নম্বরযুক্ত একটি ওপেন কার পার্কিং স্পেস এবং উক্ত বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– রেকজুয়ানি, জে এল নং ১৩, নিউ টাউন, অ্যাকশন এরিয়া II–C, থানা– রাজারহাট, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০১৫৭। এডিএসআর অফিস– রাজারহাটে বই নং I, সিডি ভলিউম নং ১৩, পৃষ্ঠা নং ৩৮০৮ থেকে ৩৮৩৯–তে নথিভুক্ত ২০১৪ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ০৮১৬৯ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ স্বত্বাধিকারী: (১) শ্রী মিন্টু রঞ্জন দে, পিতা– প্রয়াত সুরেন্দ্র মোহন দে এবং (২) শ্রীমতী কল্যাণী দে, স্বামী– শ্রী মিন্টু রঞ্জন দে। বিল্ডিংটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– বেঙ্গল পার্ক চেম্বারস হাউজিং ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের প্রতি বণ্টিত জমি; পূর্ব– ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউজিং বোর্ডের জমি; দক্ষিণ– বেঙ্গল ইউনিফায়েড ক্রেডিট বেলানি লিমিটেডের প্রতি বণ্টিত জমি; পশ্চিম– ৪০ ফুট চওড়া আর্টেরিয়াল রোড।

তারিখ: ০৫.১০.২০২৪, স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

রিষড়া ব্রাঞ্চ
পোঃ রিষড়া, জেলা হুগলি, হুগলি– ৭১২৬০১
ই মেল–rishra@bankofbaroda.com

রুল ৮(১) দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২) এর ১৩(১২) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ঋণগ্রহীতা **মিঃ রবীন মালিক, মেঃ মালিক গার্মেন্টস–এর মালিক, ২৯৬ সুভাষনগর, রিষড়া মোড়পুকুর, জেলা হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ– ৭১২২৫০**–এর প্রতি ২২.০৭.২০২৪ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, ১৩.০৭.২০২৪ তারিখের ভিত্তিতে **₹৬,৫৮,৯৬৪.৫৮ (ছয় লক্ষ আটান্ন হাজার নশো চৌষট্টি টাকা আটান্ন পয়সা মাত্র) ও ১৪.০৭.২০২৪** থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর রুল ৮ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে ০৩.১০.২০২৪ তারিখে এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন **১৩.০৭.২০২৪ তারিখের ভিত্তিতে ₹৬,৫৮,৯৬৪.৫৮ (ছয় লক্ষ আটান্ন হাজার নশো চৌষট্টি টাকা আটান্ন পয়সা মাত্র)** ও ১৪.০৭.২০২৪ থেকে উদ্ভূত সুদ ও চার্জ সমেত **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, রিষড়া ব্রাঞ্চ,** জেলা হুগলি এর দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ (সিইআরএসএআই আইডি: ৪০০০৫৭৭২৯২৬০)

০২ কাঠা ০৬ ছটাক জমি ও বিল্ডিং ও ৪ ফুট কমন প্যাসেজ–এর সমগ্র অংশ, মৌজা রিষড়া, জে এল নং ২৭, তৌজি নং ৩৮৭৬, যার ০১ কাঠা ০৮ ছটাক জমির এল আর দাগ নং ১১৯৬/১৮২৪, এল আর খতিয়ান নং ৩৬৭৯, ০৮ ছটাক ২৫.৭১ বর্গফুট জমির দাগ নং ১১৯৭, খতিয়ান নং ৬৩৬, এল আর দাগ নং ৩০৭৬, ৩০৭৯, ৩০৮৯, এল আর খতিয়ান নং ২০৩৬৯, ওয়ার্ড নং ২১, হোল্ডিং নং ২৯৬/বি, এস এন গভঃ কলোনি রোড, রিষড়া পুরসভা, জেলা হুগলি। সম্পত্তির মালিক মিঃ রবীন মালিক, দান দলিল নং ০৬০৫০৪২৪০/২০১৬, তারিখ: ০৫.১০.২০১৬, এডিএসআর শ্রীরামপুর। **দাগ নং ১১৯৬/১৮২৪–এ সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর**– ৪ ফুট চওড়া প্যাসেজ; **দক্ষিণ**– প্রতিমা মালিকের সম্পত্তি ; **পূর্ব**– সুশীল মালিকের সম্পত্তি; **পশ্চিম**– পি দাসের সম্পত্তি।

দাগ নং ১১৯৭–এ সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– সুশীল মালিকের সম্পত্তি; **দক্ষিণ**– ৬ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ; **পূর্ব**– কার্তিক মাঝির সম্পত্তি; **পশ্চিম**– ৬ ফুট চওড়া প্যাসেজ।

তারিখ: ০৩.১০.২০২৪
স্থান: রিষড়া

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ pnb punjab national bank (Govt. Of India Undertaking)

সার্কল অফিস: পশ্চিম মেদিনীপুর
শহিদ ক্ষুদিরাম বোস রোড, বার্জ টাউন, মেদিনীপুর–৭২১১০১, পশ্চিমবঙ্গ
ফোন: ৯৭৩৩১০৩৫৫১/ ৯৯৩৮০০৯৯৬০/ ০৩২২২–২৬৩৮০৮
ই–মেল: cs8294@pnb.co.in

২৩.১০.২০২৪ ও ১৩.১১.২০২৪ তারিখের ই–নিলাম

অ্যানেক্সার–'বি'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–সহ রুল ৮(৬)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ এবং বিশেষত সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত বিবরণযুক্ত এবং সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা গঠনমূলক/ বাস্তবিক/ প্রতীকী দখল নেওয়া নিম্নলিখিত স্থাবর সম্পত্তিগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে ব্যাঙ্ক/সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য নীচে লেখা তারিখে **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। নীচের টেবিলে প্রতিটি সম্পত্তির নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য ও বায়না জমা (ইএমডি) উল্লেখ করা হয়েছে।

সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিবরণ

ক্রম নং	ব্রাঞ্চের নাম (সল আইডি) / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	বন্ধকি স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ এবং স্বত্বাধিকারীর নাম [সম্পত্তি(গুলি)র বন্ধকদাতাগণ]	ক) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) বকেয়া অর্থাঙ্ক গ) সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৪) ধারাধীনে দখলের তারিখ ঘ) দখলের ধরন (প্রতীকী/ বাস্তবিক/ গঠনমূলক)	ক) সংরক্ষণ মূল্য (₹) খ) ইএমডি (₹) গ) বিড বাড়ানোর মূল্য (₹)	ই–নিলামের তারিখ ও সময় সম্পত্তির ওপর সুরক্ষিত ঋণদাতার জানা দায়ের বিবরণ
১	**মেদিনীপুর (সল আইডি: ০৩৫০০০)** **মেসার্স জি এস ট্রেডিং প্রোপ্রাইটর: মিঃ অরিজিৎ দত্ত,** পিতা– অসীম কুমার দত্ত **১) মেসার্স জি এস ট্রেডিং** ৫২০/৩৪৯, কর্ণেলগোলা, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১ **২) শ্রী অরিজিৎ দত্ত,** পিতা– অসীম কুমার দত্ত কর্ণেলগোলা, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১ **অ্যাকাউন্ট নং: ০৩৫০০০৮৭০০০০৩০৩১ (সিসিওটিএইচ)** **জামিনদার: মিসেস শম্পা দত্ত** স্বামী– শ্রী অরিজিৎ দত্ত কর্ণেলগোলা, পোঃঅঃ– মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১ **সম্পত্তির আইডি: PUNBMIDGSTRA**	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত নিম্নবর্ণিত জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা– কোতোয়ালি, মৌজা– কর্ণেলগোলা, জে এল নং ১৮৬, ওয়ার্ড নং ৬, হোল্ডিং নং ৫২০/৩৪৯, কর্ণেলগোলা, মেদিনীপুর পুরসভার এলাকাধীন। ২৮.০৮.২০০৩ তারিখের দলিল নং ২৬১১ অনুযায়ী **শ্রী অরিজিৎ দত্তের অনুকূলে।** খতিয়ান নং – প্লট নং – প্রকৃতি: ৬৬৩/২ (সাবেক) – ১২৮ (সাবেক) ১৯০ (হাল) – বাস্তু ০.০০২৭ একর জমি ৩১৯/১ (হাল) – ১২৯ (সাবেক) ১৮৯ (হাল) – বাস্তু ০.০৫৩৩ একর জমি মোট – ০.০৫৬০ একর জমি ২৮.০৮.২০০৩ তারিখের দলিল নং ২৬১২ অনুযায়ী শ্রী অরিজিৎ দত্তের অনুকূলে। খতিয়ান নং – প্লট নং – প্রকৃতি: ৬৬৩/২ (সাবেক) – ১২৮ (সাবেক) ১৯০ (হাল) – বাস্তু ০.০০১৩ একর জমি ২২ (হাল) – ১২৯ (সাবেক) ১৮৯ (হাল) – বাস্তু ০.০২৬৭ একর জমি মোট – ০.০২৮০ একর জমি **সর্বমোট জমি: ০.০৮৪ একর** **চৌহদ্দি:** উত্তর– পুরসভার পাকা রাস্তা; দক্ষিণ– ভগবতী শিশু শিক্ষায়তন; পূর্ব– ভীমচরণ বসু; পশ্চিম– রাজাবাজার যাওয়ার প্রধান পুর–রাস্তা। **[সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০২.০৪.২০২৪ খ) ₹৭৬,৮৪,২৮৫.৮৫ (ছিয়াত্তর লক্ষ চুরাশি হাজার দুশো পঁচাশি টাকা এবং পঁচাশি পয়সা মাত্র) + আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ০১.০৭.২০১৯ থেকে সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ০৬.০৬.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখলাধীন	ক) ₹৮১.৭০ লক্ষ খ) ₹৮.১৭ লক্ষ গ) ₹০.৫০ লক্ষ	২৩.১০.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ডিআরটি–II, কলকাতা সমীপে এসএ নং ২৯০/২০১৯ মীমাংসাধীন
২	**জামদা (সল আইডি: ২০৭৪২০)** **১) শ্রী পলাশ দে** **২) শ্রীমতী তনুশ্রী দে** **১) শ্রী পলাশ দে,** পিতা– শ্রী সুবোধ দে নিবাস: গ্রাম ও পোঃঅঃ– আঁধারিয়া, থানা– বীনপুর–১, জেলা– ঝাড়গ্রাম, পিন–৭২১৫০৫ **২) শ্রীমতী তনুশ্রী দে,** স্বামী– শ্রী পলাশ দে গ্রাম ও পোঃঅঃ– আঁধারিয়া, থানা– বীনপুর–১, জেলা– ঝাড়গ্রাম, পিন–৭২১৫০৫ **অ্যাকাউন্ট নং: ২০৭৪২৫০০০০৪২৬ (সিসি), ২০৭৪২০এনসি০০০০০১৪৫ (টিএল), ২০৭৪৩০০০০২৪২৪ (টিএল) এবং ২০৭৪২০ইজি০০০০০১১১ (টিএল)** **জামিনদার: মিঃ পীযূষ দে,** পিতা– শ্রী সুবোধ দে গ্রাম ও পোঃঅঃ– আঁধারিয়া, থানা– বীনপুর–১, জেলা– ঝাড়গ্রাম, পিন–৭২১৫০৫ **সম্পত্তির আইডি: PUNBJAMDPALASH**	উপরিস্থিত বাড়ি সমেত নিম্নোক্ত জমির সমবন্ধক যার স্থিতি ও বিবরণ: জেলা– ঝাড়গ্রাম, থানা– বীনপুর, মৌজা– পূর্ব হারদা, জে এল নং ৯৪৫, হাল খতিয়ান নং ৪২৩, ৮১ (এল আর খতিয়ান নং ৭১৫, ৭১৬), প্লট নং ৩৫৯, জমির পরিমাপ ১৭ ডেসিমেল, ১৭.০৯.২০১৯ তারিখের রেজিস্টার্ড দানদলিল নং ১১০০/১৯ অনুযায়ী **সম্পত্তির মালিকানা পলাশ দে ও পীযূষ দে–এর নামে। চৌহদ্দি:** উত্তর– প্লট নং ৩৬০; দক্ষিণ– রাস্তা; পূর্ব– অশ্বিনী প্রতিহার; পশ্চিম– নন্দ ভট্টাচার্য। **[সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ০৪.০৫.২০২৪ খ) ₹২০,৪৬,২৫৩.৯১ (কুড়ি লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার দুশো তিপান্ন টাকা এবং একানব্বই পয়সা মাত্র) + আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ৩১.০১.২০২৪ থেকে সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ১০.০৭.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখলাধীন	ক) ₹৩৫.৫৮ লক্ষ খ) ₹৩.৫৬ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	১৩.১১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ব্যাঙ্কের জানা নেই
৩	**সিপাই বাজার (সল আইডি: ০৭৮৮২০)** **মিসেস শ্রাবণী দণ্ডপাট** **মিসেস শ্রাবণী দণ্ডপাট,** স্বামী– শ্রী শ্যামল দণ্ডপাট **নিবাস:** সি/৬, হেমনগর (কেরাণিটোলা), পোঃঅঃ ও থানা– মেদিনীপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১ **অ্যাকাউন্ট নং: ০৭৮৮৩০০১৩৮৮৪০ (টিএল)** **জামিনদার: মিঃ শ্যামল দণ্ডপাট,** পিতা– মিঃ পাঁচুগোপাল দণ্ডপাট, **নিবাস:** সি/৬, হেমনগর (কেরাণিটোলা), পোঃঅঃ ও থানা– মেদিনীপুর, জেলা– পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন–৭২১১০১ **সম্পত্তির আইডি: PUNBSEPOYSRABANI**	নিম্নোক্ত ফ্ল্যাটের সমবন্ধক যার অবস্থান: ইন্দিরা পল্লী, ইন্দিরা অ্যাপার্টমেন্ট, ফ্ল্যাট নং এ১, দ্বিতীয় তল (ফার্স্ট ফ্লোর), জেলা– বীরভূম, থানা এবং পোঃঅঃ– বোলপুর, জে এল নং ১০০, মৌজা– বাঁধগড়া, এল আর খতিয়ান নং ৮৮৬৬, আর এস প্লট নং ২৮৬, এল আর প্লট নং ৪২৪, বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমিটি বাস্তু শ্রেণিভুক্ত এবং এর পরিমাপ ১১১০৮ বর্গফুট, মিউনিসিপ্যাল হোল্ডিং নং ৯১, ইন্দিরা পল্লী, ওয়ার্ড নং ১৭, বোলপুর পুরসভা, ফ্ল্যাটের সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১০৬২ বর্গফুট। **চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা:** উত্তর– প্লট নং ৩৬০; দক্ষিণ– রাস্তা; পূর্ব– অশ্বিনী প্রতিহার; পশ্চিম– নন্দ ভট্টাচার্য। **[সম্পত্তিটি প্রতীকী দখলে রয়েছে]**	ক) ২৭.০৫.২০২৪ খ) ₹৫,২৭,৮১১.৩১ (পাঁচ লক্ষ সাতাশ হাজার আটশো এগারো টাকা এবং একত্রিশ পয়সা মাত্র) + আদায়ীকৃত অর্থাঙ্ক বাদে ০১.০৫.২০২২ থেকে সুদ ও অন্যান্য চার্জ গ) ০২.০৮.২০২৪ ঘ) প্রতীকী দখলাধীন	ক) ₹২০.২৭ লক্ষ খ) ₹২.০২ লক্ষ গ) ₹০.১০ লক্ষ	১৩.১১.২০২৪ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা ব্যাঙ্কের জানা নেই

–: ই–নিলাম বিক্রির শর্ত ও নিয়মাবলি :–

এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–তে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলির পাশাপাশি নিম্নলিখিত অতিরিক্ত শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে:

১. এই নিলাম 'অনলাইন ই–নিলাম' পদ্ধতিতে **http://ebkray.in** পোর্টালের মাধ্যমে আয়োজিত হবে।
২. আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে তাঁরা নিজেদের মোবাইল নম্বর এবং ই–মেল আইডি ব্যবহার করে **http://ebkray.in** পোর্টালে রেজিস্টার করেন। ই–কেওয়াইসির কাজটি ডিজিলকারের মাধ্যমে করতে হবে। ই–কেওয়াইসি হয়ে গেলে আগ্রহী বিডার/ক্রেতারা প্রয়োজনীয় ইএমডি অর্থাঙ্ক চালান মোডের জন্য অনলাইন পেমেন্ট কাজে লাগিয়ে তাঁদের ই–ওয়ালেটে স্থানান্তর করে দেবেন। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগেই ওই পোর্টালে সম্পত্তির সঙ্গে ইএমডি অর্থাঙ্ক যুক্ত হতে হবে। ইএমডি জমা শেষের তারিখ ও সময়/ নিলামের আগে যথেষ্ট সময় হাতে থাকতেই রেজিস্ট্রেশন, ই–কেওয়াইসি যাচাই, ওয়ালেটে ইএমডি স্থানান্তর ইত্যাদি কার্যাবলি সম্পন্ন করে রাখতে হবে।
৩. ওপরে উল্লিখিত বায়না জমা (ইএমডি) অর্থাঙ্ক ই–ওয়ালেটে জমা দেওয়ার পরে তা সম্পত্তির সঙ্গে অবশ্যই যুক্ত করতে হবে। ইএমডি জমার শেষ তারিখ ও সময়ের আগে যে বিডার অনলাইনে প্রয়োজনীয় ইএমডি যুক্ত করবেন না, তাঁকে ই–নিলামে অংশ নিতে দেওয়া হবে না। বায়না জমার ওপর কোনও সুদ দেওয়া হবে না।
৪. ই–নিলামের প্ল্যাটফর্ম **(http://ebkray.in)** দেবে ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স**, রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ইউনিট ১, চতুর্থ তল, ভিআইওএস কমার্শিয়াল টাওয়ার, ওয়াডালা ট্রাক টার্মিনালের কাছে, ওয়াডালা ইস্ট, মুম্বই–৪০০০৩৭ **(যোগাযোগের ফোন নম্বর ও টোল ফ্রি নম্বর: +৯১–৮২৯১২২০২২০, ই–মেল আইডি: support.ebkray@psballiance.com)**। ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডারের http://ebkray.in ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আগ্রহী বিডারগণ/ক্রেতাগণ ই–নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন। ই–নিলামের প্রশিক্ষণ/প্রদর্শন এই পোর্টালেই এই সার্ভিস প্রোভাইডার দেবে।
৫. বিক্রির সাধারণ শর্ত ও নিয়মাবলি সংবলিত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি নিম্নলিখিত ওয়েবসাইট/ওয়েব পেজ পোর্টালে দেওয়া আছে: **(১) http://ebkray.in; (২) www.pnbindia.in**।
৬. ই–নিলামে অংশ নিতে আগ্রহীরা বিক্রয় বিজ্ঞপ্তির কপি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, এই ই–নিলামের অপারেশনাল পার্টের হেল্প ম্যানুয়াল ইত্যাদি নথিগুলি ই–বিক্রয়– আইবিএপিআই পোর্টাল **(http://ebkray.in)** থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করে নিতে পারেন।
৭. বিডিংয়ের সময় বিডারের গ্লোবাল ওয়ালেটে যথেষ্ট ব্যালান্স (ইএমডি অর্থাঙ্কের সমান বা বেশি) থাকতেই হবে।
৮. ই–নিলামের সময় বিডাররা আপসমূলক বিডিংয়ে ওপরে সংশ্লিষ্ট ক্রমের পাশে উল্লিখিত সর্বশেষ বিড অর্থাঙ্ক অপেক্ষা বেশি মূল্যের বিড দিতে অনুমতি পাবেন এবং সর্বশেষ সর্বাধিক বিডারের পেশ করা দরের ওপর উপরিলিখিত বিড বিবর্ধন অর্থাঙ্কের গুণিতকে পরবর্তী উচ্চতর বিড পেশ করতে হবে। পরবর্তী উচ্চতর বিড দাখিলের জন্য দশ মিনিট সময় বরাদ্দ হবে এবং সর্বাধিক বিড জমা পড়ার পরবর্তী দশ মিনিটের মধ্যে আর কোনও উচ্চতর বিড জমা না পড়লে ই–নিলাম বন্ধ হয়ে যাবে।
৯. এই বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, ই–নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলি, ই–নিলামের অপারেশনাল পার্ট ভাল করে পড়ে নেওয়ার দায়িত্ব আগ্রহী বিডার(গণ)–এর এবং তাঁদের এগুলি কঠোরভাবে মেনে চলতে বলা হচ্ছে।
১০. ই–নিলাম চলাকালীন কোনও সহায়তার দরকার হলে কিংবা কোনও সমস্যায় পড়লে আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার **মেসার্স পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর অনুমোদিত প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে, যার বিশদ তথ্যাবলি ই–অকশন পোর্টালে **(http://ebkray.in)** দেওয়া আছে।
১১. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা ই–নিলাম চূড়ান্ত হওয়ার পর কেবলমাত্র সফল বিডারকে উপরিলিখিত আমাদের ই–অকশন সার্ভিস প্রোভাইডার দ্বারা এসএমএস/ই–মেলের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে (সার্ভিস প্রোভাইডারের কাছে সংশ্লিষ্ট বিডারের তরফে দেওয়া রেজিস্টার্ড মোবাইল নম্বর/ই–মেল ঠিকানায়)।
১২. নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্যের কমে সুরক্ষিত পরিসম্পদ বিক্রি করা হবে না।
১৩. সফল বিডারকে ইতিমধ্যে জমাকৃত ইএমডি অর্থাঙ্ক সমন্বয় করে বিড অর্থাঙ্কের ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) একই দিনে অথবা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে এবং বাকি অর্থাঙ্ক নিলামের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে 'The Authorised Officer, Punjab National Bank, A/c (অ্যাকাউন্টের নাম)'–এর অনুকূলে কোনও তফসিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক থেকে কাটা ব্যাঙ্কারস চেক/ ডিমান্ড ড্রাফটরূপে জমা দিতে হবে। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে ব্যর্থ হলে, সফল বিডার দ্বারা জমাকৃত যাবতীয় অর্থাঙ্ক এই ব্যাঙ্ক বাজেয়াপ্ত করবে এবং এই সম্পত্তি পুনরায় নিলাম/বিক্রি করার অধিকার অনুমোদিত আধিকারিকের থাকবে এবং এমন ক্ষেত্রে খেলাপকারী ক্রেতা ওই সম্পত্তি কিংবা সম্পত্তির বিক্রয়মূল্যের ওপর কোনও দাবি জানাতে পারবেন না।
১৪. সফল বিডার দ্বারা এই ব্যাঙ্ককে প্রদেয় বিক্রয়মূল্য ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬১–এর ১৯৪–১এ ধারাধীনে টিডিএস সাপেক্ষ হবে এবং বিড অর্থাঙ্কের বাকি ৭৫% বা পুরো জমারাশি আদায় দেওয়ার সময় সফল ক্রেতাকে টিডিএস বাবদ অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
১৫. অনুমোদিত আধিকারিক সর্বাধিক বিড এবং/বা যে কোনও বিড গ্রহণে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও বা সমস্ত বিড বাতিল করা, এমনকি এই বিক্রির শর্তাবলি বদলানো, সংশোধন, বাতিল করার অধিকার সম্পূর্ণত বহাল রাখেন।
১৬. পুরো অর্থাঙ্ক বুঝে পাওয়ার পর উক্ত অ্যাক্টের সংস্থান অনুযায়ী সফল বিডারের অনুকূলে বিক্রয় সার্টিফিকেট ইস্যু করা হবে।
১৭. **'যেমন আছে', 'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে'** ভিত্তিতে সম্পত্তিগুলি বিক্রি হবে।
১৮. ওপরের তফসিলে বর্ণিত সম্পত্তির বিবরণ অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্কের সর্বশেষ জ্ঞান ও তথ্যানুসারের ভিত্তিতে উল্লিখিত। ঘোষণাপত্রে কোনও ভুল, অনুল্লেখ বা ত্রুটির জন্য অনুমোদিত আধিকারিক/ এই ব্যাঙ্ক জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকবে না।
১৯. নিজেদের বিড জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা পরিসম্পদ ও তার স্পেসিফিকেশন খতিয়ে দেখে নিঃসন্দেহ হয়ে নেওয়ার দায়িত্ব বিডারদের ওপরই বর্তাবে। প্রদত্ত তথ্যাবলি অনুযায়ী সম্পত্তি পরিদর্শনের জন্য বিডাররা ডিলিং অফিশিয়ালের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।
২০. রেজিস্ট্রেশন চার্জ, স্ট্যাম্প ডিউটি, কর ইত্যাদি সমেত যাবতীয় বিধিবদ্ধ বকেয়া/ অ্যাটেন্ড্যান্ট চার্জ/ অন্যান্য বকেয়া ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।
২১. সরকার বা অন্য কোনও পক্ষের কাছে নিলাম হতে চলা সম্পত্তির ওপর ব্যাঙ্ক অবগত নয় এমন যে কোনও প্রকারের চার্জ, লিয়েন, দায় বা অন্য কোনও বকেয়ার জন্য অনুমোদিত আধিকারিক বা এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিধিবদ্ধ দায়, বকেয়া সম্পত্তি কর, বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ইত্যাদি সম্পর্কে স্বাধীনভাবে নিজস্ব অনুসন্ধান করে জেনে নেওয়ার জন্য আগ্রহী দরদাতাদের প্রতি পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
২২. যথাযথ ইন্টারনেট সংযোগ, পাওয়ার ব্যাক আপ ইত্যাদির মতো ব্যাপারগুলি বিডারদের নিজেদেরই নিশ্চিত করে নিতে হবে। ইন্টারনেট ফেলিওর, পাওয়ার ফেলিওর বা টেকনিক্যাল কোনও কারণ বা ই–নিলামকে প্রভাবিত করতে পারে এমন কোনও কারণ/পরিস্থিতির জন্য এই ব্যাঙ্ক দায়ী থাকবে না।
২৩. প্রতিনিধি নিয়োগ করা এবং নিজেদের তরফে নিলামে অংশ নেওয়ার অধিকার এই ব্যাঙ্কের থাকবে। বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য এই ওয়েবসাইট দেখুন: http://ebkray.in।
২৪. বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহ করে http://ebkray.in এবং www.pnbindia.in ওয়েবসাইট দেখুন।

তারিখ: ০৬.১০.২০২৪
স্থান: পশ্চিম মেদিনীপুর

মিঃ পঞ্চানন সাহু, অনুমোদিত আধিকারিক
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

সর্বসাধারণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা সোদপুর ব্রাঞ্চ** মেসার্স আদি রেডিমেড সেন্টার প্রাঃ লিঃ–এর অনুরোধ করা বিবিধ ঋণ সুবিধার জন্য নিম্নের সূচিতে বিবৃত নারায়ণ চন্দ্র সাহা এবং শঙ্কর সাহার নামাঙ্কিত সম্পত্তি বন্ধক রেখে জামিন সুরক্ষা সৃষ্টি করতে চাইছেন। সকল ব্যক্তি/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কোনও অধিকার, স্বত্ব, আগ্রহ ওই সম্পত্তিতে বা তার আগে, বিক্রয়, বিনিময়, বন্ধক, দাখিল, গ্যারান্টি, দান, ট্রাস্ট, উত্তরাধিকার, দখল, ইজারা, ভাড়া বা যে কোনও ধরনের অধিকার ডিক্রি, কোর্ট বা ট্রাইবুনালের আদেশানুযায়ী, মাধ্যমে থেকে থাকে সেক্ষেত্রে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ১০ (দশ) দিনের মধ্যে লিখিত ভাবে সাহায্যকারী প্রামাণ্য নথি–সহ নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাবেন অন্যথায় কোনও দাবি/আপত্তি/আগ্রহ বা দাখিল যে কোনও ভাবে স্বীকৃত হবে না।

উপরে বিবৃত সূচি (সম্পত্তিগুলির বিবরণ)

০৪ কাঠা ০৭ ছটাক জমির সকল অপরিহার্য অংশ ইট নির্মিত দ্বিতল বিল্ডিং যার কভার্ড পরিমাপ ১৯৭.৮২ বর্গমিটার সমতুল্য ২১২৯.৩৩ বর্গফুট–সহ উক্ত কক্ষ নং ১৯ এবং ২০এ, গ্রাউন্ড ফ্লোরে কভার্ড পরিমাপ ২০৮.৭৩ বর্গমিটার সমতুল্য কমবেশি ২২৪৬.৭৭ বর্গফুট অবস্থিত ফার্স্ট ফ্লোরে সহ ছাদের অধিকার এবং অবস্থিত বিদ্যাসাগর কটন মিলস লিমিটেডের দক্ষিণ অংশ যা ''লট–এ'' হিসেবে বিবৃত সম্পর্কিত আর.এস. দাগ নং ১০৮৯ (পি) অধীনস্থ খতিয়ান নং ২৬৬৯, মৌজা– পানিহাটি, জে.এল. নং ১০, থানা– খড়দহ, হোল্ডিং নং ১০৯০/১৪৭৫ সোদপুর স্টেশন রোড, পানিহাটি পৌরসভার ওয়ার্ড নং ১৪, অধীনস্থ এ.ডি.এস.আর– ব্যারাকপুর, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা যার চৌহদ্দি এইরূপে:–

উত্তরে: বিদ্যাসাগর কটন মিলস লিঃ–এর প্রেমিসেস, দক্ষিণে: সোদপুর স্টেশন রোড, পূর্বে: ওই বিল্ডিং–এর ''লট বি'', পশ্চিমে: দোকানঘর নং ১৮

তারিখ: ০৪ অক্টোবর, ২০২৪

ব্রাঞ্চের বিশদ: ব্রাঞ্চ ম্যানেজার, ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সোদপুর ব্রাঞ্চ

বৈঁক ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

আরওএসএআরবি জিকেওএল
ডিএন–১৪, বিষ্ণু টাওয়ার, সেক্টর ৫, সল্ট লেক, কলকাতা–৭০০০৯১

ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অ্যানেক্সার 'এ'

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি; পরিশিষ্ট IV–A [রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা বিশেষত নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) ও জামিনদার(গণ) এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্টের পরিপ্রেক্ষিতে এই ব্যাঙ্কের পাওনা পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ এবং ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, সুরক্ষিত ঋণদাতার অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা দখল নেওয়া নিম্নবর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি **'যেখানে আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেমন আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে। ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা/ জামিনদার/ সুরক্ষিত পরিসম্পদ/ বকেয়া অর্থাঙ্ক/ সংরক্ষণ মূল্য/ ই–নিলামের তারিখ ও সময়, বায়না জমা (ইএমডি) এবং বিড বাড়ানোর মূল্য (বিড গুণক) ইত্যাদি তথ্যাবলি এখানে নীচে উল্লেখ করা হয়েছে:

ক্রম / লট নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর নাম ও ঠিকানা	জানা দায় (যদি থাকে) সমেত স্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	মোট বকেয়া	ই–নিলামের তারিখ ও সময়	সংরক্ষণ মূল্য / ইএমডি অর্থাঙ্ক / বিড বাড়ানোর মূল্য	দখলের প্রকৃতি (গঠনমূলক/ বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১	**ঋণগ্রহীতা:** **১. মেসার্স ড্রিম কনস্ট্রাকশন** ঠিকানা: ১৪৭, ডাঃ শচীন সেন রোড, ভৌমিক মার্কেটের পিছনে, পোঃঅঃ– ঘূর্ণি, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১০১ **২. অংশীদার: মিঃ শুভজিৎ বিশ্বাস,** পিতা– প্রয়াত রঞ্জন কুমার বিশ্বাস ঠিকানা: ১৪৭, ডাঃ শচীন সেন রোড, ভৌমিক মার্কেটের পিছনে, পোঃঅঃ– ঘূর্ণি, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১০১ **৩. অংশীদার: মিসেস শিপ্রা বিশ্বাস,** স্বামী– প্রয়াত রঞ্জন কুমার বিশ্বাস ঠিকানা: ১৪৭, ডাঃ শচীন সেন রোড, ভৌমিক মার্কেটের পিছনে, পোঃঅঃ– ঘূর্ণি, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১০১ **৪. জামিনদার: মিঃ অভিজিৎ বিশ্বাস,** পিতা– প্রয়াত রঞ্জন কুমার বিশ্বাস ঠিকানা: ১৪৭, ডাঃ শচীন সেন রোড, ভৌমিক মার্কেটের পিছনে, পোঃঅঃ– ঘূর্ণি, জেলা– নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭৪১১০১	নিম্নবর্ণিত জমি এবং তিনতলা আবাসবাড়ি সমন্বিত স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থাবর সম্পত্তির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার অবস্থান: মৌজা– রাধানগর, জে এল নং ৯৬, খতিয়ান নং (আর এস ১৭), দাগ/ প্লট নং (আর এস ৭২), পরচা/ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেটেলমেন্ট রেকর্ড অনুযায়ী এল আর খতিয়ান নং ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, এল আর দাগ নং ১৭৮, জমির প্রকৃতি– ভিটা, মোট জমি ৪.১২৫ ডেসিমেল বা ২.৪৯ কাঠা বা সামান্য কমবেশি ১৭৯২.৮০ বর্গফুট, এস এন সেন রোড (গোয়ালা পাড়া), হোল্ডিং নং ২৫৫, ওয়ার্ড নং ৪, কৃষ্ণনগর পুরসভা, পোঃঅঃ– কৃষ্ণনগর, থানা– কোতোয়ালি, জেলা– নদিয়া, পিন–৭৪১১০১। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– নমিতা দত্তের সম্পত্তি; দক্ষিণ– পুরসভার রাস্তা/ কালীচরণ লাহিড়ী রোড; পূর্ব– ৫ ফুট চওড়া প্যাসেজ/ রাস্তা; পশ্চিম– অপর্ণা কর্মকারের সম্পত্তি। **দায়: জানা নেই**	₹১,৩৩,২৮,৩০৭.২২ (এক কোটি তেত্রিশ লক্ষ আঠাশ হাজার তিনশো সাত টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র), ২২.০২.২০২৪ অনুযায়ী + এর ওপর সর্বশেষ তারিখ পর্যন্ত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল, চার্জ ইত্যাদি	২৪.১০.২০২৪ **দুপুর ২টো থেকে সন্ধে ৬টা** (১০ মিনিটের সীমাহীন সম্প্রসারণে)	₹৫৭,০০,০০০.০০ ₹৫,৭০,০০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন) সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে
২	**মিঃ অলক পাল** পিতা– শ্রী লক্ষ্মণ পাল এবং **মিঃ পুলক পাল** পিতা– লক্ষ্মণ পাল	সার্ভে নম্বরযুক্ত ফ্ল্যাটের সমবন্ধক যার অবস্থান: ফ্ল্যাট নং টি–১, চতুর্থ তল (থার্ড ফ্লোর, পশ্চিম পার্শ্বে), সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১১০ বর্গফুট, মৌজা– কালীদহ, জে এল নং ২৩, আর এস নং ১৬, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, আর এস দাগ নং ৪৭১৫, আর এস খতিয়ান নং ৫৭৪, খতিয়ান নং ১৬২৭ ও ৪৭১৪, হোল্ডিং নং ১৪০৯/৫, এসএইচকেবি সরণি, ওয়ার্ড নং ১৮, থানা– দমদম (বর্তমানে নাগেরবাজার), কলকাতা–৭০০০৭৪, এডিএসআরও– কাশীপুর দমদমে বই নং I, ভলিউম নং ১৯০৪–২০১৭, পৃষ্ঠা নং ৩৫০১৩৫ থেকে ৩৫০১৬৪–তে রেজিস্টার্ড ২০১৭ সালের দলিল নং ১৯০৪০৯১০১ অনুযায়ী সম্পত্তির যৌথ মালিকানা মিঃ অলক পাল এবং মিঃ পুলক পাল–এর নামে। **দায়: জানা নেই**	₹২৩,৪৩,৫০৭.৭০ + ৩১.১২.২০১৯ থেকে চূড়ান্ত পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল ও চার্জ		₹২৬,১২,৫০০.০০ ₹২,৬১,২৫০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)
৩	**১. মেসার্স এন এন ট্রেডারস** ৮, এম বি রোড, বেলঘরিয়া, থানা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৮৩ **অংশীদারগণ:** **১. প্রয়াত নিত্যানন্দ কুণ্ডু** ৮, এম বি রোড, বেলঘরিয়া, থানা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৮৩ **২. মিঃ প্রদীপ্ত কুণ্ডু** ৮, এম বি রোড, বেলঘরিয়া, থানা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৮৩ **জামিনদার: ৩. মিসেস রাসমণি কুণ্ডু** ৮, এম বি রোড, বেলঘরিয়া, থানা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা–৭০০০৮৩	**সম্পত্তি নং ১:** সামান্য কমবেশি ৯ কাঠা ১২ ছটাক বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ বা স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত এই জমিতে নির্মিত 'গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) পূর্ব–পশ্চিম অভিমুখী গোডাউন নং জি–১২ সংবলিত একটি আধা–বাণিজ্যিক স্বত্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ মজুতঘরের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার অবস্থান: মৌজা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, প্লট নং ১, ২ (অংশ), ৩ (অংশ), ৪ (অংশ), জে এল নং ৩, আর এস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ১৬৪২–এর অংশ, খতিয়ান নং ৩৭৭, ওয়ার্ড নং ৩৫, হোল্ডিং নং এফ২০০, প্রেমিসেস নং ৩, রাইফেল রেঞ্জ রোড, কলকাতা–৭০০০৫৬, কামারহাটি পুরসভার এলাকাধীন। এডিএসআর অফিস– কাশীপুর দমদম সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ২৪২, পৃষ্ঠা নং ৩৩৫ থেকে ৩৪০–তে নথিভুক্ত ২০০৮ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ৯৮১২ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা যৌথরূপে শ্রী প্রদীপ্ত কুণ্ডু, পিতা– প্রয়াত নিত্যানন্দ কুণ্ডু এবং শ্রীমতী রাসমণি কুণ্ডু, স্বামী– শ্রী প্রদীপ্ত কুণ্ডু–এর নামে। **সম্পত্তি নং ২:** সামান্য কমবেশি ৯ কাঠা ১২ ছটাক বাস্তু জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ বা স্বার্থ ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত এই জমিতে নির্মিত 'গঙ্গোত্রী অ্যাপার্টমেন্ট' নামক বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) পূর্ব–পশ্চিম অভিমুখী গোডাউন নং জি–০৭ ও জি–০৮ সংবলিত দুটি আধা–বাণিজ্যিক স্বত্বাধীন স্বয়ংসম্পূর্ণ মজুতঘরের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণের সমবন্ধক যার অবস্থান: মৌজা– বেলঘরিয়া, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, প্লট নং ১, ২ (অংশ), ৩ (অংশ), ৪ (অংশ), জে এল নং ৩, আর এস নং ১৭, তৌজি নং ১৭২, দাগ নং ১৬৪২–এর অংশ, খতিয়ান নং ৩৭৭, ওয়ার্ড নং ৩৫, হোল্ডিং নং এফ২০০, প্রেমিসেস নং ৩, রাইফেল রেঞ্জ রোড, কলকাতা–৭০০০৫৬, কামারহাটি পুরসভার এলাকাধীন। এডিএসআর অফিস– কাশীপুর দমদম সমীপে বই নং I, ভলিউম নং ২৪৯, পৃষ্ঠা নং ৩২৯ থেকে ৩৩৪–তে নথিভুক্ত ২০০৮ সালের রেজিস্টার্ড দলিল নং ৯৮১১ অনুযায়ী সম্পত্তির মালিকানা যৌথরূপে শ্রী প্রদীপ্ত কুণ্ডু, পিতা– প্রয়াত নিত্যানন্দ কুণ্ডু এবং শ্রীমতী রাসমণি কুণ্ডু, স্বামী– শ্রী প্রদীপ্ত কুণ্ডু–এর নামে। **দায়: জানা নেই**	₹৪৭,২৮,১৫১.৪১ ১৯.০৬.২০২৩ অনুযায়ী + অপ্রযুক্ত সুদ		**সম্পত্তি নং ১** ₹৭,৮৯,০০০.০০ ₹৭৮,৯০০.০০ ₹১০,০০০.০০ **সম্পত্তি নং ২** ₹২৫,২৩,০০০.০০ ₹২,৫২,৩০০.০০ ₹১০,০০০.০০	বাস্তবিক	যে কোনও কাজের দিনে সকাল ১০টা থেকে দুপুর ৩টের মধ্যে (আগাম যোগাযোগ করে আসবেন)

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৯(১) অধীনে প্রয়োজন অনুসারে। এতদ্দ্বারা নিম্নস্বাক্ষরকারী এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে এখানে উল্লিখিত বকেয়া অর্থাঙ্ক, তৎসহ সুদ, মাশুল, চার্জ ও ব্যাঙ্কের তরফে কৃত খরচাপাতি আদায় দেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ/ জামিনদারগণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছেন, যা সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(৭) নং ধারার সংস্থানসমূহ অনুসারে সমন্বয় করা হবে, অন্যথায় ওপরের প্রস্তাবমতো নিম্নস্বাক্ষরকারী উপরিলিখিত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করে দেবেন।

বিক্রির বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm এবং https://ebkray.in** ওয়েবসাইটে দেওয়া লিঙ্ক দেখুন। সম্ভাব্য বিডাররা দরকারে অনুমোদিত আধিকারিকের সঙ্গেও এই নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন: **মোবাইল: ৮৩৩৫০৭৩৮৬৬।**

তারিখ: ০৬.১০.২০২৪
স্থান: কলকাতা

বিশদ শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য

নাজিশ রাইহান
অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, আরওএসএআরবি, সল্ট লেক, কলকাতা

নবীন-প্রবীণ সম্পর্ক দৃঢ় করতে উদ্যোগ

আজকালের প্রতিবেদন

হেল্পএজ ইন্ডিয়া চেতলা সেন্ট্রাল পার্কে প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে নবীনদের নিয়ে অনুষ্ঠান।

আন্তর্জাতিক প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষে হেল্পএজ ইন্ডিয়া চেতলা সেন্ট্রাল পার্কে প্রবীণ নাগরিকদের অবদানের উদ্‌যাপন এবং আন্তঃপ্রজন্মের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার বিষয়ে অনুষ্ঠান করল। বিশিষ্ট অভিনেত্রী পদ্মভূষণে সম্মানিত শর্মিলা ঠাকুরকে সংস্থার পক্ষ থেকে হেল্পএজ ইন্ডিয়ার সাম্মানিক ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। গোটা রাজ্যেই এই কর্মসূচি পালিত হয়েছে। উদ্দেশ্য, যাতে প্রবীণরা নিজেদের বিচ্ছিন্ন না ভাবেন এবং বিভিন্ন বয়সির সঙ্গে একটা সম্পর্কের সেতুবন্ধন গড়ে একটা নতুন সমাজ গড়ে তোলা। লক্ষ্মীপতি সিংহানিয়া একাডেমি, আর্য স্কুল, ডিপিএস হাওড়া, সাইনি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ছাড়াও বিভিন্ন বৃদ্ধাশ্রমের বাসিন্দারা এই অনুষ্ঠানে অংশ নেন। এই অনুষ্ঠানে সংস্থার পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর–পূর্ব ভারতের টেরিটোরি হেড শর্মিলা মজুমদার বলেন, বয়স্কদের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের বন্ধন গড়তেই হবে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এই কাজ আমরা আগামী তিন মাস যাবৎ করব।

ছাত্রীদের নিয়ে হাতেকলমে বিজ্ঞান শিবির

আজকালের প্রতিবেদন

দেশলাই ছাড়াই মালসায় গ্লিসারিন ও পটাশিয়াম পারমাঙ্গানেট ব্যবহার করে আগুন জ্বালিয়ে দেখাল ছাত্রীরা। আবার কেউ দেখাল আর্কিমিডিসের প্লবতা, নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রের পরীক্ষা।

কাঁচরাপাড়ার আচার্য দুর্গাপ্রসন্ন গার্লস হাই স্কুলে ‘প্রকৃতিবিজ্ঞানী গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার’ কর্মসূচি শিবির। বিজ্ঞান দরবার, পিপলস অ্যাসোসিয়েশন ফর সায়েন্স অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট (পেস), গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য বিজ্ঞান প্রসার সমিতি এবং গোবরডাঙা গবেষণা পরিষৎতম শিবিরের মিলিত উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ২৯তম এই শিবির। এলাকার পাঁচটি স্কুলের ২০০ ছাত্রী অংশ নেয় এই কর্মসূচিতে। সেখানেই তারা হাতে–কলমে বিজ্ঞানের নানা কৌশল দেখায়। বিজ্ঞান শিক্ষার সঙ্গে ছিল প্রবন্ধ পাঠ, আঁকা, কুইজ ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। ছিলেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি সুমিত্রা চৌধুরি, পরিবেশ বিজ্ঞানী তপন সাহা, পেসের সচিব অধ্যাপক প্রদীপ দাস, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ জোয়ারদার, ড. গোপালকৃষ্ণ গাঙ্গুলি, জয়দেব দে, হিমাদ্রি দাস, প্রধান শিক্ষিকা মাধবী ভট্টাচার্য–সহ বিশিষ্টরা।

সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Central Bank of India

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ, কলকাতা
তৃতীয় তল, ৩৩, এন এস রোড,
কলকাতা– ৭০০০০১
মোবাইল নং : ৯১– ৮৩২৭৭১৯৩০৯
ই-মেল: dgmsambkolkata@centralbank.co.in

সংশোধনী

০৫.১০.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত মেসার্স এস এ প্লাইউড ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ এর অ্যাকাউন্টের ০৪.১০.২০২৪ তারিখের ই নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি দেখুন, যেখানে নিম্নলিখিত সংশোধনী করা হয়েছে **‘বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাবলীর বিশদের জন্য অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইট https://ebkray.in রেফার/ভিজিট করুন**। ই–নিলাম এজেন্সির যোগাযোগের বিশদ: পিএসবি অ্যালায়েন্স ই বিক্রয়, **হেল্পডেস্ক নং +৯১৮২৯১২২০২২০, ই মেল: psba@psballiance.com** অথবা **support.ebkray@psballiance.com**

তারিখ: ০৫.১০.২০২৪ অনুমোদিত আধিকারিক

কেনরা বৈঁক Canara Bank

রিজিওনাল অফিস: কলকাতা–৩
রিকভারি অ্যান্ড লিগ্যাল সেকশন
৬৫১, আনন্দপুর, মনোবিকাশ কেন্দ্রের কাছে,
চতুর্থ তল, কলকাতা–৭০০১০৭

বিক্রয় প্রত্যাহার

এই পত্রিকায় ২২.০৯.২০২৪ তারিখে প্রকাশিত ই–নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তিতে **সাহিল ট্রেডিং কোং (ক্রম নং ১), পোর্টব্লেয়ার–২ শাখার** সম্পত্তি যা ৩০.১০.২০২৪ এ বিক্রয়ের কথা ছিল তা **বাড়তি আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত প্রত্যাহার করা হল।**
বাকি বিষয় একই থাকবে, অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

তারিখ: ০৬.১০.২০২৪ অনুমোদিত আধিকারিক
স্থান: কলকাতা কানাড়া ব্যাঙ্ক

চুরি, দুই মহিলা ধৃত

শেক্সপিয়র সরণি থানা এলাকা থেকে টাকাচুরির অভিযোগে লালবাজারের গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়েছে দুই মহিলা ইন্দ্রা দাস ও সঞ্জনা দাস। ১১ হাজার টাকা চুরির ঘটনা ঘটেছিল। পুলিশ তদন্তে নেমে ওই দুই মহিলাকে গ্রেপ্তার করে। শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে হাজির করা হয়। আদালত ধৃতদের ৯ অক্টোবর অবধি পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

অস্ত্র–সহ ধৃত

অস্ত্র–সহ ধরা পড়েছে শেখ সালাম নামে একজন। তার কাছ থেকে গোয়েন্দারা একটি পিস্তল ও কার্তুজ আটক করেছেন। শনিবার ব্যাঙ্কশাল আদালত ধৃতকে ১২ অক্টোবর অবধি পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad
Nezarat Section
Notice Inviting Re-NIET
Communicated vide memo no. 3314/1(8)/NT dt. 04-10-2024

Re-Tender is hereby invited from the eligible, reliable, resourceful and experience firms/companies/agency for "SITC of Textile Machinery." The closing date of submission e-Tender is on 25.10.2024 at 13:00 hrs. Tender ID 2024_DMMU_752517_2) Interested parties may visit www.wbtenders.gov.in. For any query contact Nezarat Section, Murshidabad Collectorate (Room No. 109. Contact No. 7719377375) in any working day.

Sd/-
For District Magistrate Murshidabad

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad
Nezarat Section
Notice Inviting Re-NIET
Communicated vide memo no. 3315/1(8)/NT dt. 04.10.2024

Re-Tender is hereby invited from the eligible, reliable, resourceful and experience firms/companies/agency for "SITC of Textile Machinery." The closing date of submission e-Tender is on 25.10.2024 at 12:00 hrs. (Tender ID 2024_ DMMU_741899_2) Interested parties may visit www.wbtenders.gov.in. For any query contact Nezarat Section, Murshidabad Collectorate (Room No. 109. Contact No. 7719377375) in any working day.

Sd/-
For District Magistrate Murshidabad

Government of West Bengal
Office of the District Magistrate, Murshidabad
Nezarat Section
Notice Inviting Re-NIET
Communicated vide memo no. 3313/1(8)/NT dt. 04-10-2024

Re-Tender is hereby invited from the eligible, reliable, resourceful and experience firms/companies/agency for "SITC of Textile Machinery." The closing date of submission e-Tender is on 25.10.2024 at 13:00 hrs. (Tender ID 2024_ DMMU_752448_2) Interested parties may visit www.wbtenders.gov.in. For any query contact Nezarat Section, Murshidabad Collectorate (Room No. 109. Contact No. 7719377375) in any working day.

Sd/-
For District Magistrate Murshidabad

Memo NO: 06/BR/GSM 25, DATE: 04-10-2024

Name of Work: Branding, decorations, installation, signages and related works for GANGASAGAR MELA 2025 from Kolkata to Namkhana enroute with buffer zones with 10 days maintenance.
DATE OF PUBLICATION OF & STARTING OF BID SUBMISSION (ONLINE): 04/10/2024 FROM 6:00 P.M.
LAST DATE FOR ONLINE SUBMISSION OF BID: 18/10/2024 UP TO 6:00 P.M.
For details please refer to the following website: s24pgs.gov.in

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev.), South 24 Parganas
Memo No. 3247(3)/DICO/s24Pgs. Dt. 05.10.2024

আজকাল
কর্মখালি/
ব্যবসা/বাণিজ্য/
হারানো/প্রাপ্তি
ইত্যাদি বিজ্ঞাপন
১২টি শব্দ ২৫০ টাকা
অতিরিক্ত শব্দ ১৮ টাকা

TENDER NOTICE

The undersigned is inviting Sealed tender from experienced & resourceful Bonafied bidders for NIT memo no:- **803/GM/2024 Dated:-05/10/2024.** For further details information check website www.gourmaha.ac.in.

Sd/
Principal
Gour Mahavidyalaya
Mangalbari,Malda

E-tender is invited for Purchase of Braille Paper of Regional Braille Press vide Tender ID: 2024_MEE_762920_1. For details https://wbtenders.gov.in.

Sd/-
Secretary
Ramakrishna Mission Ashrama
B. B. A., Narendrapur

Applications, in form of tender documents in Sealed Cover, with detailed itemwise specifications and rate quotes, are invited from eminent Builders and Construction Firms, empanelled with NKDA, for construction, including Pile Foundation, of G+4 HIG Building at plot No. DC-259, AA-I, New Town. Apply to, The Chairman, Stuti Co-operative Housing Society Ltd. within 10 days of publication of advertisement. Applications to be submitted in the Box No. A20000(H), Aajkaal, BP-7, Sec-V, Saltlake, Kolkata- 700091.

NIT e-N.I.T No -WBIW/EE-I/LDCD/e-sNIT-7/2024-25

SNIT e-N.I.T No -WBIW/EE-I/LDCD/e-sNIT-7/2024-25 invited by the Executive Engineer-I, Lower Damodar Construction Division, Fuleswar, Uluberia, Howrah-711316, for different type of Emergent Flood protection & mitigation works …. under the jurisdiction of EE – I/ LDCD, I & W Dte. The details are available in notice board and Departmental web site, wbiwd.gov.in in Tender tab. The Last Date of Bid Submission is 09/10/2024 at 10:00 Hrs.

All other information will be available from the office of the undersigned during working hours.

Sd/- S.K. Gupta
Executive Engineer-I
Lower Damodar Construction Division
Fuleswar, Uluberia, Howrah

Government of West Bengal
OFFICE OF THE PASCHIM MEDINIPUR ZILLA PARISHAD
ABRIDGED NOTICE INVITING TENDER

Notice Inviting Tender is hereby called from resourceful and eligible Contractors for above NIT(s). Intending bidders may download tender documents of NIT- PMD/N-185/2024-25 from e-procurement portal from 07.10.2024 at 10-00 Hours to 19.10.2024 upto 18.00 Hours For details visit e-procurement portal of Govt. website www.wbtenders.gov.in

Sd/- District Engineer
Paschim Medinipur Zilla Parishad
Memo No.- 1128(3)/Advt./ICA/Paschim Medinipur
Dated – 05.10.2024

Memo NO: 05/BR/GSM 25, DATE: 04-10-2024

Name of Work: Branding, decorations, installation, signages and related works for GANGASAGAR MELA 2025 at LOT 8 (from Kashinagar, Natun Rasta), Sagar Island (from Kachuberia to Island, Benuban, Chemaguri) including river & vessel/barge branding with all installations, fitting & fixing with 10 days maintenance.
DATE OF PUBLICATION OF & STARTING OF BID SUBMISSION (ONLINE): 04/10/2024 FROM 6:00 P.M.
LAST DATE FOR ONLINE SUBMISSION OF BID: 25/10/2024 UP TO 6:00 P.M.
For details please refer to the following website: s24pgs.gov.in

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev.), South 24 Parganas
Memo No. 3246(3)/DICO/s24Pgs. Dt. 05.10.2024

TENDER NOTICE

Notice inviting e-Tender by the E.O, Indpur P.S for e-Tender No. 13 of 2024-25 Dated: 04/10/2024 for 21 (twenty one) nos. scheme under 5th SFC & 15th F.C fund. Other details will be available at the Office of the undersigned on any working days or visit the Web-Site www.wbtenders.gov.in

Sd/-
E.O,
Indpur P.S.

Abridged Tender Notice

Sl No.	Name of the work	Last date of Bid Submission
01	Comprehensive Ground Water Based within Khirpai Municipality for Water Supply Scheme under AMRUT 2.0 NIQ No. : **WBMAD/NIQ-24/SE(S)/2024-25** Tender Id : **2024_MAD_762582_1**	30.10.2024 up to 06:00 PM

Details can be had in the official website of e-tender of Govt of West Bengal **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/-
Superintending Engineer(South Circle)
Municipal Engineering Directorate

Memo NO: 07/CR/GSM 25, DATE: 04-10-2024

Name of Work: Gangasagar Mela, 2025 Collaterals through Concept, Art work & Design for various signages, branding materials etc at entire Sagar Island, Kashinagar points to Lot 8 & Namkhana Points.
DATE OF PUBLICATION OF & STARTING OF BID SUBMISSION (ONLINE): 04/10/2024 FROM 6:00 P.M.
LAST DATE FOR ONLINE SUBMISSION OF BID: 18/10/2024 UP TO 6:00 P.M.
For details please refer to the following website: s24pgs.gov.in

Sd/-
Additional District Magistrate (Dev.), South 24 Parganas
Memo No. 3248 (3)/DICO/s24Pgs. Dt. 05.10.2024

PURULIA ZILLA PARISHAD
Purulia
Notice Inviting Tender

E Tender Notice No. e-NIT No.- 29 of 2024-2025 Memo No. 236/DE/PZP dated 04.10.2024. Please visit to the website www.wbtenders.gov.in for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.
Memo- 1864/ICA/PURU
Dt- 05/10/24

Sd/-
District Engineer
Purulia Zilla Parishad

N.I.T. No. 17 of 2024-25, E.E (A-I) Chinsurah (A-I) Division

Sealed tenders in west bengal Form No. 2911/(i)/(ii) is invited by the Executive Engineer (A-I), Chinsurah (A-I) Division, Chinsurah, Hooghly on behalf of the Governor of West Bengal for "Repairing, Maintenance and Renovation of General Toilet, Ladies Toilet at the office of the Executive Engineer (A-I), Chinsurah (A-I) Division at Jalasampad Bhaban, Nababbagan, Chinsurah, Hooghly". Last date of submission of Tender is 21.10.2024 up to 11:00 a.m. For details visit the website www.wbtenders.gov.in. Tender ID 2024_WRDD_762940_1

Sd/-
Executive Engineer (A-I)
Chinsurah (A-I) Division
Chinsurah, Hooghly

PURULIA ZILLA PARISHAD
Purulia
Notice Inviting Tender

E Tender Notice No. e-NIT No.- 32 of 2024-2025 Memo No. 239/DE/PZP dated 04.10.2024 please visit to the website www.wbtenders.gov.in for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.
Memo- 1867/ICA/PURU
Dt- 05/10/2024

Sd/-
District Engineer
Purulia Zilla Parishad

WB HIDCO
e-Tender notice No. 53 of 2024-2025

e-tender is invited for the work of in the manner as described in the detailed e-tender notice available on website:-wbtenders.gov.in and whbidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 26.10.2024 upto 2.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

General Manager (Engg)-IV
WBHIDCO

WB HIDCO
e-Tender notice No. 54 of 2024-2025

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:-wbtenders.gov.in and wbhidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 22.10.2024 upto 02.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

Additional General Manager (Engg)-IV

WB HIDCO
NOTICE INVITING TENDER
e-N.I.T No 124 of G.M. (Elect) of 2024-25

Sealed Two Part tenders on Percentage Basis are invited from the agencies for the work of " Providing street lighting arrangement on newly constructed canal bank road from MAR IIII towards Gouranga Nagar at Newtown Kolkata under WBHIDCO. (Approximate Length 600 mtr.)" are invited from the agencies having ability in execution for similar nature of work. Last date of Bid Submission (On line) 25.08.2024 upto 06-00 P.M. Detailed may be seen in our website at www. wbhidcoltd.com.

WB HIDCO
e-Tender Notice No. 55 of 2024-2025

e-tender is invited for the work in the manner as described in the detailed e-tender notice available on websites:-wbtenders.gov.in and whbidcoltd.com & in e-tender portal. Last date of Bid submission on 26.10.2024 upto 02.00 P.M. Details may also be available in the website www.wbhidcoltd.com.

Additional General Manager (Engg)-IV

PURULIA ZILLA PARISHAD
Purulia
Notice Inviting Tender

E Tender Notice No. e-NIT No.- 30 of 2024-2025 Memo No. 237/DE/PZP dated 04.10.2024. Please visit to the website www.wbtenders.gov.in for details. Intending contractors may also contact Engineering dept. of this office and office notice board.
Memo- 1865/ICA/PURU
Dt- 05/10/24

Sd/-
District Engineer
Purulia Zilla Parishad

PURULIA ZILLA PARISHAD
Purulia
Notice Inviting Tender

E Tender Notice No. e-NIT No.- 28 of 2024-2025 Memo No. 235/DE/PZP dated 04.10.2024. Please visit to the website www.wbtenders.gov.in for details. Intending contractors may also contact Engineering Dept. of this office and office notice board.
Memo- 1863/ICA/PURU
Dt- 05/10/24

Sd/-
District Engineer
Purulia Zilla Parishad

WB HIDCO
N.I.T. No.-22 of A.E.-I under A.G.M. (E)-II of 2024-2025

WBHIDCO invites online percentage rate open tender in two bid system for "Supply and Installation of water purifier at Misti Hub within Eco Park, New Town, Kolkata" for resourceful bonafide Govt. Contactors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on http:// wbtenders.gov.in on and from 04.10.2024 at 11.00 A.M. Corrigendum/Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Assistant Engineer-I
Under AGM (E)-II, WBHIDCO.

WB HIDCO
N.I.T. No.-11 (2nd Call) of A.E.-I under A.G.M. (E)-II of 2024-2025

WBHIDCO invites online percentage rate open tender in two bid system for "Preservation of existing Pakhi Bitan for revival and rejuvenation inside Eco Park near Gate No.-6, New Town, Kolkata. For 12 (twelve) months." for resourceful bonafide Govt. Contractors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on http://wbtenders.gov.in on and from 04.10.2024 at 11.00 AM.
Corrigendum/Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Assistant Engineer-I
Under AGM (E)-II, WBHIDCO.

WB HIDCO
N.I.T. No.-38 of AGM (E)-II of 2024-2025

WB HIDCO invites online item rate open tender in two bid system for "Supply Fitting & fixing different type Signage for Smart Connect Building in AA-II New Town, Kolkata" for resourceful bonafide Govt. Contractors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on http:// wbtenders.gov.in on and from 05.10.2024 at 11.00 AM. Corrigendum/Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Addl. General Manager (Engg)-II
WB HIDCO

WB HIDCO
N.I.T. No.-31 (2nd Call) of A.G.M. (E)-II of 2024-2025

WBHIDCO invites online item rate open tender in two bid system for "Preservation of butterfly garden and the interpretation center within Eco Park in New Town, Kolkata. For 12 (twelve) months." for resourceful bonafide Govt. Contactors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on http://wbtenders.gov.in on and from 04.10.2024 at 11.00 A.M. Corrigendum/Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Addl. General Manager (Engg.)-II
WBHIDCO

WB HIDCO
N.I.T. No.-37 of AGM (E)-II of 2024-2025

WB HIDCO invites online item rate open tender in two bid system for "02 Nos. Item Rate Tender" for resourceful bonafide Govt. Contractors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on http:// wbtenders.gov.in on and from 04.10.2024 at 11.00 AM. Corrigendum/Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Addl. General Manager (Engg)-II
WB HIDCO

NOTICE INVITING TENDER/ QUOTATION

1. Name of the work:- "Repair and renovation works of electrical installation along with SITC of distribution LT Panel, Air conditioning, Compound Lighting, Glow Sign Board, LPS System etc at New Integrated Govt. School, Simlapal, Bankura."
e-NIQ NO:-127/Q of 2024-25
Bid Submission closing:- 21/10/2024 at 04.50 PM
Details information may be obtained from Bankura Electrical Division, PWD Kenduadihi near Bhairavsthan, P.O. & Dist.: Bankura, Pin: 722102, Phone: 03242-241917, Web. mail:- eebelectpwd@wb.gov.in

Sd/-
Executive Engineer, PWDte.
Bankura Electrical Division
Govt of West Bengal

WB HIDCO
N.I.T. No.-10 (2nd Call) of A.E.-I under A.G.M. (E)-II of 2024-2025

WBHIDCO invites online item rate open tender in two bid system for "Annual comperehensive maintenance of 4 nos. water ATM along with monitoring in Eco Park, New Town, Kolkata. For 12 (twelve) months" for resourceful bonafide Govt. Contractors and eligible outsiders in the manner as described in the detailed tender notice available on http:// wbtenders.gov.in on and from 05.10.2024 at 11.00 AM. Corrigendum/Addendum, if any to this e-tender would appear only on above Website and not be published.

Assistant Engineer-I
Under AGM (E)-II, WBHIDCO.

WB HIDCO
NOTICE INVITING TENDER
e-N.I.T No 125 of G.M. (Elect) of 2024-25

Sealed Two Part tenders on Percentage Basis are invited from the agencies for the work of " Providing street lighting arrangement on service road of MAR- 4444 (both side) from 6th Rotary towards Rajarhat Main Road (920 mts.) at New Town Kolkata under WBHIDCO." are invited from the agencies having ability in execution for similar nature of work. Last date of Bid Submission (On line) 30.10.2024 upto 06-00 P.M. Detailed may be seen in our website at www.wbhidcoltd.com.

RISHRA MUNICIPALITY
49/56/57, Rabindra Sarani,
P.O:- Rishra, Dist: Hooghly.
Pin: 712248.

Notice Inviting e-Tender No.- WBMAD / RISHRA / NIeT-11/2024-25 & Tender Notice No: RM/P.W.D./23-24/ SI-03 (1)/ Lease of Hawker Stall 2nd Call Dated:- 21.09.2024

e- Tender is invited for different type of development works and Sealed Tender in prescribed Forms are invited from the resourceful persons having desire to take lease of hawker Stalls under Rishra Municipality. For details please follow https://wbtenders.gov.in & www.rishramunicipality.org and also in the Office Notice Board of the undersigned.

Sd/-
Vijay Sagar Mishra
Chairman
Rishra Municipality

টেন্ডার নং.ঃ এনবি২৪৫৬৫৬
এবং এনবি২৪৫৬৯২
তারিখঃ ০৩-১০-২০২৪

নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার নং ১ঃ** এনবি২৪৫৬৫৬; **আইটেমের বর্ণনা ঃ** সংযুক্ত পরিশিষ্ট অনুযায়ী ৪টি আইটেম নিয়ে গঠিত পলিমার বাফার স্প্রিং এবং রিকোয়েল স্প্রিং -এর সেট। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৩০ মাস); **পরিমান ঃ** ১০০০ সেট। **পিএল কোড (গ্রুপ) ঃ** ৩০২২০০২৬০০২০; **বায়না মূল্য ঃ** ২,৯৫,৯৫০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৪-১১-২০২৪ তারিখে ১৪:৩০ ঘণ্টায়। **টেন্ডার নং ২ ঃ** এনবি২৪৫৬৯২; **আইটেমের বর্ণনা ঃ** ফেব্রুয়ারি'২০২৩ -এ জারি করা আরডিএসও স্পেসিফিকেশন - আইএস/আরডিএসও/সিজি/এস/২২০০১ অনুযায়ী পাওয়ার কার কোচের জন্য "অটোমেটিক ফায়ার ডিটেকশন কাম অটোমেটিক ফায়ার সাপ্রেশন সিস্টেম" -এর সরবরাহ, স্থাপন, সম্পাদন এবং রক্ষণাবেক্ষণ। (ওয়ারেন্টির সময়কাল: ডেলিভারির তারিখ থেকে ৪৮ মাস); **পরিমান ঃ** ১০ সেট। **পিএল কোড (গ্রুপ) ঃ** ৩৩৬৯০০০৫০০৩০; **বায়না মূল্য ঃ** ১,০১,৪৮০/- টাকা; **টেন্ডার বন্ধের** তারিখ ও সময় ৩১-১০-২০২৪ তারিখে ১৪:৩০ ঘণ্টায়।
দ্রষ্টব্যঃ- বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।

ডেপুটি সিএমএম/ডি, নিউ বঙাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

ABRIDGED SHORT NOTICE INVITING TENDER
S.N.I.T No. WBIW/SE/WC-II/SNIT- 01/2024-2025, Sl.No.- 01
CORRIGENDUM-I

Name of work "Emergent flood protection and mitigation work for reducing vulnerability of people by initial closing at breach point on new Cossye Left Embankment at Birsinghpur, GP- Bharatpur for a length of 60 m. in Block- Debra, P.S.- Debra, Dist.- Paschim Medinipur under West Midnapore Division, I&W Dte."
printed in the SNIT vide Memo No. 731 Dated 04.10.2024 is to be replaced as "Emergent flood protection and mitigation work for reducing vulnerability of people by initial closure at breach point of New Cossye Left Embankment at Birsinghpur, G.P.- Bharatpur for a length of 60 m. in Block- Debra, P.S.- Debra, Dist.- Paschim Medinipur under West Midnapore Division, I&W Dte."
All other terms and condition remain unchanged.

Sd/-
Superintending Engineer,
Western Circle-II (I&W Dte.)
Midnapore, Paschim Medinipur.

ভবিষ্যতে অতিমারি মোকাবিলায় নীতি আয়োগের একগুচ্ছ সুপারিশ

বীরেন ভট্টাচার্য
দিল্লি, ৫ অক্টোবর

চার বছর আগে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছিল করোনা অতিমারি। করোনার পরেই দেশে জরুরি স্বাস্থ্য–পরিস্থিতি তৈরি হলে তার মোকাবিলায় আগাম রোডম্যাপ তৈরির দাবি ওঠে। সম্প্রতি সেই ব্যাপারে একটি গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট দিয়েছে নীতি আয়োগ। অতিমারির প্রস্তুতি এবং জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলার নির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরির সুপারিশ করা হয়েছে। প্রথম ১০০ দিনের মধ্যে যাতে সঠিক উপায়ে তার মোকাবিলা শুরু করা যায়, সেই ফ্রেমওয়ার্ক তৈরির সুপারিশ করেছে নীতি আয়োগ। এবং তার জন্য নতুন আইন তৈরির সুপারিশও করা হয়েছে।

করোনার মতো ভবিষ্যতে কোনও ‘হেল্‌থ ইমারজেন্সি’ তৈরি হলে তার মোকাবিলার জন্য নতুন করে পাবলিক হেল্‌থ ইমারজেন্সি ম্যানেজমেন্ট নামে নতুন আইন তৈরির কথা বলেছে নীতি আয়োগ। সেখানে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র অতিমারি নয়, যে–কোনও ধরনের সংক্রমণ বা অন্য মহামারির মোকাবিলায় এই আইন প্রয়োগ করা যাবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দ্রুত যাতে মহামারি বা অতিমারির মোকাবিলার কাজ শুরু করা যায়, তার জন্য ক্যাবিনেট সচিবের নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট সচিবদের নিয়ে একটি এমপাওয়ার্ড কমিটি গঠনের সুপারিশ করা হয়েছে। সরকারি পরিষেবা, গবেষণা, নজরদারি থেকে শুরু করে সমস্ত বিষয় দেখাশোনার দায়িত্বে থাকবে এই কমিটি। তারাই পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা যাবে তার স্ট্যান্ডার্ড অপারেশনাল প্রসিডিওর (এসওপি) তৈরি করবে। একই সঙ্গে জরুরি পরিস্থিতির মোকাবিলায় একটি টিকা ব্যাঙ্ক প্রস্তুত রাখতে বলা হয়েছে। দেশের মধ্যে অথবা দেশের বাইরে থেকে আসা যে–কোনও মারাত্মক রোগের ছড়িয়ে পড়া আটকাতে টিকার জোগান দেবে এই ব্যাঙ্ক। এ ছাড়া এই ধরনের পরিস্থিতিতে ওষুধের পরীক্ষা এবং যাতে তা সারা বিশ্বে গ্রহণীয় হয় তার জন্য নির্দিষ্ট নেটওয়ার্ক তৈরির সুপারিশ করেছে কমিটি।

করোনা–পরবর্তী পরিস্থিতিতে, ২০২৩ সালের জুন মাসে একটি বিশেষজ্ঞ গোষ্ঠী তৈরি করা হয়। করোনা অতিমারির অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাকে কাজে লাগিয়ে এই সব সুপারিশ করেছে সেই গোষ্ঠী। কেন্দ্রীয় সরকারের নথিতে বলা হয়েছে, সারা দেশে করোনা সর্বশেষ অতিমারি বা মহামারি নয়। বিশ্বের নানা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া, মানুষ–জীবজন্তু–গাছপালার পারস্পরিক সম্পর্কে ভবিষ্যতেও প্রভাব পড়বে বলে উল্লেখ করা হয়েছে কেন্দ্রের নথিতে। আরও বড় মাপের যে–কোনও ধরনের সংক্রমণ যে–কোনও সময়ে আছড়ে পড়তে তার প্রতিরোধ করতে হবে। দেশ জুড়ে জরুরি স্বাস্থ্য–সঙ্কট তৈরি হলে তার মোকাবিলার জন্য সরকারের নির্দিষ্ট কিছু আইন কার্যকর করে। সমস্ত মানুষের স্ক্রিনিং করা, অবাধ চলাফেরার ওপর বিধিনিষেধ জারি করার মতো পদক্ষেপ করে সরকার। বিগত করোনার সময় দেশ জুড়ে এপিডেমিক ডিজিজ অ্যাক্ট বা এডা এবং ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট বা এনডিএমএ, ২০০৫ কার্যকর করা হয়। সম্প্রতিকালে নীতি আয়োগের দেওয়া রিপোর্টে বলা হয়েছে, শুধুমাত্র এই দুই আইন কার্যকর করাই মহামারি বা অতিমারি মোকাবিলায় যথেষ্ট নয়। কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, এডা ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগের উল্লেখ করেনি। পাশাপাশি, এই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হলে কোয়ারান্টিনের মেয়াদ, চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার কোনও উল্লেখ নেই এডা–য়। সাধারণত কোন্‌ পরিস্থিতিকে জরুরি স্বাস্থ্য পরিস্থিতি বা মেডিক্যাল ইমারজেন্সি বলা হবে তারও কোনও উল্লেখ নেই এই আইনে। সেজন্যই প্রয়োজন নির্দিষ্ট আইন।

লেবাননে হামলা জারি
ইজরায়েলি হামলায় নিহত হামাস নেতা

সংবাদ সংস্থা
তেল আভিভ, ৫ অক্টোবর

হিজবুল্লাকে শায়েস্তা করতে লেবাননে রাতভর জোরালো হামলা চালাল ইজরায়েল। বেইরুট, বেকা–সহ দেশের নানা শহরে নির্বিচারে হামলা চলছে। বেইরুটে অন্তত ১২টি বিমান হামলা করেছে। ক্ষেপণাস্ত্র গোলা–গুলি বৃষ্টি চলছে। বারুদের গন্ধে লেবাননের বাতাস ভারী। সতর্ক করতে থেকে থেকে বেজে উঠছে সাইরেন। হামাস জঙ্গিদের অনেকে লেবাননে গিয়ে লুকিয়েছে। শনিবার উত্তর লেবাননের ত্রিপোলিতে ইজরায়েলি হামলায় নিহত হন হামাস নেতা সৈয়দ আতাল্লাহ আলি ও তাঁর স্ত্রী, দুই মেয়ে। হামাসের আল–কোয়াসিম ব্রিগেডের নেতা আতাল্লাহ। ওদিকে এক বছর পরও গাজায় যুদ্ধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। হামাস–ইজরায়েল যুদ্ধে ৪১ হাজারের বেশি নিহত। ঘরছাড়া লক্ষ লক্ষ প্যালেস্তিনি। ভ্রূক্ষেপও করছে না ইজরায়েল। হামাসকে নির্মূল করার সিদ্ধান্তে তারা অনড়।

ত্রিপোলির শরণার্থী শিবিরের কাছে আতাল্লাহর বাড়ি নিশানা করে বোমা হামলা করে ইজরায়েল। উত্তরের পাশাপাশি দক্ষিণ লেবাননেও চলছে হামলা। হাসান নাসরাল্লা নিহত হওয়ার পর হাশেম সাফিউদ্দিন এখন হিজবুল্লা প্রধান। তাঁরও নাসরাল্লার মতো পরিণতি হবে হুমকি দিয়েছে ইজরায়েল। হিজবুল্লার মাজা ভেঙে দিতে দক্ষিণ লেবাননে স্থল অভিযান শুরু করেছে ইজরায়েল। হিজবুল্লার অস্ত্রভাণ্ডার, ওয়াচ টাওয়ার, ক্ষেপণাস্ত্রকে টার্গেট করেছে। ইজরায়েলের হামলায় লেবাননে এখনও পর্যন্ত ১,৪০০ জনের মৃত্যু হয়েছে। ঘরছাড়া প্রায় ১২ লক্ষ।

হামাস, হিজবুল্লার ওপর হামলায় কড়া নজর রয়েছে ইরানের। ইরান পিছু হটবে না। ইজরায়েলও আর বেশি দিন থাকবে না। হুমকি দিয়েছেন ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেইনি। ইরানের হামলার পাল্টা জবাব এখনও দেয়নি ইজরায়েল। প্রত্যাঘাত করতে ইজরায়েলকে ইরানের পরমাণু কেন্দ্রে হামলার পরামর্শ দিয়েছেন আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যদিও পরমাণু কেন্দ্রে হামলা না চালানোর পক্ষপাতী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

শুধু অসমিয়াতেই পুজোর প্রচারের ফতোয়া, প্রতিবাদ সাংসদ সুস্মিতার

তরুণ চক্রবর্তী

শুধুমাত্র অসমিয়া ভাষাতেই দুর্গাপুজোর প্রচার করা যাবে। অন্য ভাষায় ব্যানার, পোস্টার থেকে শুরু করে মাইকে প্রচারও চলবে না। এমনই ফতোয়া জারি করেছেন অসমের কামরূপ জেলার জেলাশাসক। তাঁর এই ফতোয়ার বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তৃণমূল সাংসদ সুস্মিতা দেব। তাঁর অভিযোগ, ডাবল ইঞ্জিন সরকার মানুষের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার ছিনিয়ে নিচ্ছে। সেই সঙ্গে অসমিয়াদের সঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভাঁওতাবাজি করছেন বলেও অভিযোগ করেন তিনি। কারণ, ভোট এলেই বিজেপি বিভাজনের রাজনীতি করে উগ্র জাতীয়তাবাদের জিগির তোলে। ১,৬০০ কোটি টাকা খরচ করে এনআরসি কার্যকর করতে না পারার জন্যও বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন।

১৯৫১ সালেরও আগে থেকে বাঙালিরা অসমে বসবাস করছেন। বাঙালিরা ছাড়াও বড়ো ও অন্য ভাষিক সংখ্যালঘুরাও রয়েছেন অসমে। কিন্তু কামরূপের জেলাশাসক পুজো কমিটিগুলিকে শুধুমাত্র অসমিয়াতে প্রচার চালাতে বলছেন। সুস্মিতার মতে, দুর্গাপুজো কোনও সরকারি অনুষ্ঠান নয়। সকলেই ব্যক্তিগত ভাবে বারোয়ারি অনুষ্ঠানে অংশ নেন। তাই নিজেদের মাতৃভাষায় প্রচারের অধিকার রয়েছে। হিন্দিভাষীদের ছটপুজোয় হিন্দির ব্যবহারের মৌলিক অধিকার রয়েছে বলেও তিনি স্মরণ করিয়ে দেন। সুস্মিতার অভিযোগ, ভাষা ও ধর্মের নামে মানুষকে বিভাজিত করছে বিজেপি। এর প্রতিবাদ জানান তিনি। তাঁর সাফ কথা, প্রতিটি মানুষেরই মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার রয়েছে। সরকার ইচ্ছা করলেই অন্যের মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। তবে অসম সরকারের ভাষিক আইনকে তিনি সম্মান জানান। সুস্মিতার মতে, বিধানসভায় বা সরকরি কাজে অসমিয়ার ব্যবহার নিয়ে তাঁর কোনও আপত্তি নেই। কিন্তু ভাষার নামে বা ধর্মের নামে বিভাজনের তিনি তীব্র বিরোধিতা করেন। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, খুব শিগগিরই তৃণমূলের অসম প্রদেশ সভাপতির নাম ঘোষিত হবে। আসন্ন পঞ্চায়েত, পুরসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে দল লড়াই করবে বলেও জানান তৃণমূল সাংসদ।

রূপকথার মতো, তবে সত্যি
ভিক্ষুক থেকে ডাক্তার হলেন পিঙ্কি

সংবাদ সংস্থা
শিমলা, ৫ অক্টোবর

আঁস্তাকুড় থেকে খুঁজে খেতেন খাবার। এর ওর কাছে চেয়ে–চিনতে মেটাতেন খিদে। হিমাচল প্রদেশের ম্যাকলয়েডগঞ্জের রাস্তায় রাস্তায় বাবা–মায়ের হাত ধরে ভিক্ষা করে করতে হত দিনগুজরান। থাকতেন চরণ খুদ এলাকায় ঘিঞ্জি বস্তির এককোণে। সেই একরত্তির নামের পাশে যে একদিন ‘এমবিবিএস’ লেখা হবে, তা কেই বা ভাবতে পেরেছিল! পিঙ্কি হারিয়ান— এক বিস্ময়ের নাম। সালটা ২০০৪। পিঙ্কিকে পথে পথে ভিক্ষে করতে দেখেছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু তথা ধর্মশালার টোং লেন চ্যারিটেবল ট্রাস্টের ডিরেক্টর লোবসাং জ্যামইয়াং। তখনই তাঁর জহুরি চোখ চিনে নিয়েছিল পিঙ্কির মধ্যে লুকিয়ে থাকা রত্নভাণ্ডার। চেয়েছিলেন স্কুলে যাক পিঙ্কি। কিন্তু মেয়েকে স্কুলে পাঠাবেন না বলে একরকম পণ করেছিলেন পিঙ্কির বাবা কাশ্মীরি লাল। তাঁকে বোঝাতেই কেটে যায় অনেকটা সময়। অবশেষে বরফ গলে। রাজি হন কাশ্মীরি লাল। দয়ানন্দ পাবলিক স্কুলে শুরু হয় পিঙ্কির প্রাথমিক পাঠ। চরণ খুদ বস্তির ঠিকানা বদলে পিঙ্কির আস্তানা হয় স্কুলে পথশিশুদের জন্য নির্দিষ্ট হস্টেল। নিজের পরিবার,

পিঙ্কি হারিয়ান

জন্ম–ইস্তক পাওয়া পরিবেশ ছেড়ে একেবারে অন্য আবহাওয়ায় পড়াশোনাই হয়ে ওঠে পিঙ্কির ধ্যানজ্ঞান। একের পর এক পরীক্ষায় সফল হয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাহায্যে উচ্চশিক্ষাও শেষ করেন তিনি। পিঙ্কির ইচ্ছে ডাক্তার হওয়ার। যে চরম দারিদ্র, চিকিৎসা না পেয়ে মৃত্যু, খিদে, ক্ষয়ে যাওয়া তিনি নিজের চোখে দেখেছেন, সেখান থেকে অন্য অনেককে মুক্তির ঠিকানা দেখাতে চান। তাই বসলেন নিট বা ন্যাশনাল এলিজিবিলিটি কাম এন্ট্রান্স টেস্টে। সফল হলেন। কিন্তু বিধি বাম। বেসরকারি কলেজে ডাক্তারি পড়ার খরচ জোগাড় করা গেল না। এরপরই ইংল্যান্ডের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ২০১৮–তে পিঙ্কিকে চীনে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ করে দেয়। কিছুদিন আগেই ধরমশালায় ফিরেছেন ডাঃ পিঙ্কি হারিয়ান। তবে লড়াই এখনও থামেনি। প্রস্তুতি নিচ্ছেন ফরেন মেডিক্যাল গ্র্যাজুয়েট এগ্‌জামিনেশন বা এফএমজিই–র। কারণ, এই পরীক্ষায় পাশ করলে তবেই বিদেশ থেকে ডাক্তারি পড়ে আসা ছাত্র–ছাত্রীরা ভারতে চিকিৎসা করার ছাড়পত্র পাবে। বস্তির দিনগুলোই ‘এমবিবিএস’ পিঙ্কির প্রেরণা। যা তিনি ছড়িয়ে দিতে পেরেছেন তাঁর ভাই–বোনের মধ্যেও। তারাও এখন দিদির মতোই লেখাপড়া করে বড় হতে চায়। আর পিঙ্কি চান দারিদ্রসীমার নীচে, রোগে ভুগে ক্ষয়ে যাওয়া অসংখ্য ভারতীয়ের সামনে রোগমুক্তির দিশা হয়ে দেখা দিতে।

কাঁথি কো–অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড
CONTAI CO-OPERATIVE BANK LTD.
হেড অফিস: কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭২১৪০১
ফোন নম্বর: (০৩২২০) ২৫৫১৮০/ ২৫৫০২৩/ ২৫৫৫৩৬
ই–মেল: ho@ccbl.in; ওয়েবসাইট: www.ccbl.in

সংশোধনী

‘আজকাল’ পত্রিকায় ০৫.১০.২০২৪–এ প্রকাশিত দখল বিজ্ঞপ্তি সাপেক্ষে এটি প্রকাশিত হচ্ছে। মুদ্রণ ভুল রয়েছে ঋণগ্রহীতার নাম স্তম্ভ, ক্রম নং ৫ নাম ও এসি নং ও নিচেও। এটি ঋণগ্রহীতার নাম ও এলএএন নং–এর বদলে পড়তে হবে ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতার নাম, ও এলএএন নং। ও মেঃ রাজঘরানা, মিঃ বিকাশ পায়রা–এর বদলে এটি পড়তে হবে মেঃ রাজঘরানা, স্বত্বা– মিঃ বিকাশ পায়রা, এসি নং – ০০১১০০৩৬০০০০৭৫৭। নিচে কাঁথি–এর বদলে পড়তে হবে কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর। বাকি বিষয় একই থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ফর্ম নং ৩
[রেগুলেশন ১৫(১)(এ)/১৬(৩) দ্রষ্টব্য]

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি–২)
৮ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০০৭১

কেস নং ওএ/২৯৯/২০২৩

দ্য ডেট রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫–এর সাব–রুল (২এ) সহ পঠনীয় রিকভারি অফ ডেটস ডিউ টু ব্যাঙ্কস অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ইনস্টিটিউশনস অ্যাক্ট, ১৯৯৩–এর ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারাধীনে সমন

এক্সহ নং ১৩৬৬

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
শ্রীমতী বাসন্তী সরকার সরকার

প্রতি,
১) শ্রীমতী বাসন্তী সরকার সরকার, স্বামী শ্রী বিমল সরকার
রাজবারিয়া, বালিয়া, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ– ৭৪১২২৩।

সমন

যেহেতু, ওএ/২৯৯/২০২৩ মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/রেজিস্ট্রার সমীপে ১৪.০৬.২০২৪ তারিখে তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু এই মহামান্য ট্রাইবুনাল আনন্দের সঙ্গে ₹১৬৬৬২৫৬৬.৬৬ বকেয়া অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য আপনার বিরুদ্ধে উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে দায়ের করা আবেদন (ও এ)–এর পরিপ্রেক্ষিতে সমন/ নোটিস জারি করছে (নথিপত্রের কপি সহ আবেদনটি এই নোটিস সংলগ্ন)।
উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা অনুযায়ী বিবাদী পক্ষগণের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশ জারি করা হচ্ছে:
১) এই সমনের পরিষেবা জারির তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে;
২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে;
৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদন নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে ঘোষিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করে দেওয়া থেকে আপনাকে বিরত থাকতে বলা হচ্ছে;
৪) এই ট্রাইবুনালের আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীন ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা নির্ধারিত/ঘোষিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনি বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না;
৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনি দায়বদ্ধ থাকবেন।
এর পাশাপাশি আপনাকে আরও নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে যাতে আপনি আপনার লিখিত বিবৃতি সমেত (যার একটি কপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে) রেজিস্ট্রারের সামনে ০৮.১০.২০২৪ তারিখ বেলা ১০.৩০টার সময় হাজির থাকবেন যার অন্যথা হলে আপনার অনুপস্থিতিতেই এই আবেদনের শুনানি এবং রায়দান করা হবে।
আজ ১৪.০৬.২০২৪ তারিখে নীচে ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

স্বাঃ– রেজিস্ট্রার
কলকাতা ডিআরটি–২

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল কলকাতা (ডিআরটি–৩)
৯ম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং,
৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা–৭০০ ০৭১

কেস নং ওএ/৫৯৩/২০১৯

ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল (প্রোসিডিওর) রুলস, ১৯৯৩–এর রুল ৫ সাব–রুল (২এ)–সহ পঠনীয় অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার উপধারা (৪) নং উপধারাধীনে সমন

এক্সহ: ৪৮৬৮

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
(এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)
বনাম
বিজয় কুমার ভুয়ানিয়া

প্রতি:
(১) বিজয় কুমার ভুয়ানিয়া, পিতা– শ্রী বজরং লাল ভুয়ানিয়া, রামকৃষ্ণ ভিলা, ২য় ফ্লোর, ৩ এইচ/১ই, গগন সরকার রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০ ০১০
(২) শ্রীমতী সুধা ভুয়ানিয়া, রামকৃষ্ণ ভিলা, ২য় ফ্লোর, ৩ এইচ/১ই, গগন সরকার রোড, বেলেঘাটা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ–৭০০ ০১০

সমন

যেহেতু মহামান্য প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার সমীপে ১২.০১.২০২৪ তারিখে ওএ/৫৯৩/২০১৯ তালিকাভুক্ত হয়েছে।
যেহেতু, ₹৪৭,৭৮,১৪৩.০০/– বকেয়া পুনরুদ্ধারের জন্য আপনাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা উক্ত আবেদনের (ওএ) প্রেক্ষিতে মহামান্য ট্রাইবুনাল উক্ত অ্যাক্টের ১৯(৪) ধারাধীনে সানন্দে সমন/নোটিস জারি করছে (দরকারি নথিগুলি–সহ আবেদনের কপি ইত্যাদি এখানে সংলগ্ন করা হয়েছে)। উক্ত অ্যাক্টের ১৯ নং ধারার (৪) নং উপধারা মোতাবেক আপনাদের প্রতি, অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট প্রতিবাদী পক্ষগণের প্রতি নিম্নলিখিত নির্দেশগুলি জারি করা হচ্ছে:
১) এই সমনের পরিষেবা জারির তিরিশ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তির আর্জি কেন মঞ্জুর করা হবে না, তার কারণ দর্শাতে হবে।
২) প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে আবেদনকারী দ্বারা নির্ধারিত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহ বাদে অন্য সমস্ত সম্পত্তিসমূহ ও পরিসম্পদসমূহের বিবরণ ঘোষণা করতে হবে।
৩) শুনানি হতে চলা এবং সম্পত্তিসমূহ ক্রোকের আবেদনে নিষ্পত্তির জন্য প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে ঘোষিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা এই ধরনের পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন বা এগুলি বিক্রি করা থেকে আপনাদের বিরত থাকতে বলা হচ্ছে।
৪) এই ট্রাইবুনাল আগাম অনুমোদন ছাড়া প্রকৃত আবেদনের ক্রম নং ৩এ–এর অধীনে ঘোষণা অনুযায়ী যে পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ তৈরি করা হয়েছিল এবং/বা/নির্ধারিত/ঘোষিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা সম্পত্তিসমূহ আপনারা বিক্রি, লিজ বা অন্য কোনও উপায়ে (স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতি বাদে) হস্তান্তর করতে পারবেন না।
৫) স্বাভাবিক ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে এই জামিনযুক্ত পরিসম্পদসমূহ বা অন্যান্য পরিসম্পদসমূহ ও সম্পত্তিসমূহ বিক্রি করে প্রাপ্ত বিক্রয়মূল্যের হিসাব দিতে এবং এই সকল পরিসম্পদগুলির ওপর জামিনস্বার্থ ধারক এই ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিতে রক্ষণাবেক্ষণকৃত নির্ধারিত অ্যাকাউন্টে এই বিক্রয়মূল্য জমা দিতে আপনারা দায়বদ্ধ থাকবেন।
পাশাপাশি আপনাদের প্রতি আপনাদের বক্তব্যের সমর্থনে লিখিত বিবৃতি জমা দেওয়ার নির্দেশ জারি করা হচ্ছে, যার একটি কপি আবেদনকারীর কাছেও জমা দিতে হবে এবং ২১.০৪.২০২৫ তারিখে সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের সামনে হাজির থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, যার অন্যথা হলে আপনাদের অনুপস্থিতিতেই উক্ত আবেদনের শুনানি ও নিষ্পত্তি হবে।
আজ ৩০.০৯.২০২৪ তারিখে এই ট্রাইবুনালের সিলমোহর দিয়ে আমি স্বাক্ষর করলাম।

স্বাঃ/– রেজিস্ট্রার–ইন–চার্জ
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল–৩, কলকাতা

কেনরা বৈঁক Canara Bank সিন্ডিকেট Syndicate

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য]
দখল বিজ্ঞপ্তি
[১৩(৪) নং ধারা)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

ছোট দৌলতপুর ব্রাঞ্চ
গ্রাম–বেনুদিয়া, পোঃ এবং থানা–ভগবানপুর, জেলা–পূর্ব মেদিনীপুর পশ্চিমবঙ্গ, পিন–৭২১ ৬০১

যেহেতু:
কানাড়া ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩ সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (অ্যাক্ট ৫৪/২০০২) [এখানে এর পরে ‘অ্যাক্ট’ হিসেবে উল্লিখিত]–এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **ঋণগ্রহীতা শ্রী তাপস কুমার জানা**–এর প্রতি ০৬.০৭.২০২৪ তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক বাবদ **₹৮,১৯,৮৯৪.৮৭** (আট লক্ষ উনিশ হাজার আটশো চুরানব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র) আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত উক্ত ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৮ ও ৯ সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৪ অক্টোবর, ২০২৪** এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **₹৮,১৯,৮৯৪.৮৭** (আট লক্ষ উনিশ হাজার আটশো চুরানব্বই টাকা এবং সাতাশি পয়সা মাত্র) এবং তার উপর সুদ সমেত **কানাড়া ব্যাঙ্ক, ছোট দৌলতপুর ব্রাঞ্চ**–এর দায় সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারার সংস্থানাধীনে প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ: সম্পত্তির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, জেলা পূর্ব মেদিনীপুর, থানা এবং এডিএসআর–ভগবানপুর, মৌজা–পশ্চিম মাসুরিয়া, জে এল নং ১১১, আর এস খতিয়ান নং ২৪২ (আরএস) ৭২৫ (এলআর) আর এস দাগ নং ২৭৮ (আরএস), বাস্তু জমির মাপ ৩৮ ডেসিমেলের মধ্যে ৬.৫০ ডেসিমেল, বিল্ডিং সহ, দান দলিল নং ১২৭৮ তারিখ ০৫.০৩.২০১৪, **শ্রী তাপস কুমার জানার নামে।**
চৌহদ্দি: উত্তর– প্লট নং ২৮৯; দক্ষিণ– প্লট নং ৩৭৮; পূর্ব– প্লট নং ২৭৯, রাস্তা; পশ্চিম– প্লট নং ২৭৭।

তারিখ: ০৪.১০.২০২৪
স্থান: ছোট দৌলতপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
কানাড়া ব্যাঙ্ক

যূকো বৈঁক UCO BANK **ইউকো ব্যাঙ্ক**
শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ

পরিশিষ্ট- IV (রুল ৮(১)
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
ইউকো ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষকারী **সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (৫৪ অফ ২০০২)**–এর ১৩(১২) ধারার সঙ্গে পঠনীয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল নং–৩ অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **আবেদক ও সহ আবেদক মিঃ সৌগত মজুমদার,** পিতা প্রয়াত শ্রীমন্ত মজুমদার, ‘তরুছায়া আবাসন’, ফ্ল্যাট নং ৩বি, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা– ৭০০০১০ ও **মিসেস মৌসুমী মজুমদার,** স্বামী সৌগত মজুমদার, ‘তরুছায়া আবাসন’, ফ্ল্যাট নং ৩বি, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা– ৭০০০১০–এর প্রতি **১২.০৭.২০২৪** তারিখ সংবলিত একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি ইস্যু করেন, যাতে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে **৬০** দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক অর্থাৎ, **৩১.০১.২০২৪** মাফিক **₹৪০,৪৮,৪৬৭.২২ (চল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশো সাতষট্টি টাকা বাইশ পয়সা মাত্র),** তৎসহ পরবর্তী সুদ সমেত পরিশোধ করার জন্য তাঁদেরকে আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত দেনদার ওই বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই দেনদার/জামিনদার এবং জনসাধারণের উদ্দেশে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৯–এর সঙ্গে পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **০৫.১০.২০২৪** তারিখে নিচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই দেনদার/জামিনদার এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে যে কোনও প্রকার লেনদেন **₹৪০,৪৮,৪৬৭.২২ (চল্লিশ লাখ আটচল্লিশ হাজার চারশো সাতষট্টি টাকা বাইশ পয়সা মাত্র)** তৎসহ পরবর্তী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাশুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত **ইউকো ব্যাঙ্ক, শ্যামবাজার ব্রাঞ্চ**–এর চার্জ সাপেক্ষ হবে।
উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৮) ধারা অনুযায়ী প্রাপ্ত সময়ে ঋণ শোধ করে জামিন সম্পত্তি খালাস করে নিতে দেনদারের মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ফ্ল্যাট নং ৩বি, ৪র্থ তল, সুপারবিল্ট মাপ ৮৮০ বর্গফুট ও ৫ তলা বিল্ডিংয়ের জমি ও কমন অংশের আনুপাতিক শেয়ার, প্রেমিসেস নং ৩, হেমচন্দ্র নস্কর রোড, বেলেঘাটা মেন রোড, পোঃ ও থানা বেলেঘাটা, কলকাতা–৭০০০১০, ওয়ার্ড নং ৩৪, কলকাতা পুরসভা, জেলা– দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মোট জমি ০৩ কাঠা ৪ ছটাক ও ৫ তলা (জি+৪) পাকা বিল্ডিং।
সম্পত্তির মালিক– **মিঃ সৌগত মজুমদার ও মিসেস মৌসুমী মজুমদার।**
জমির চৌহদ্দি: উত্তর– সি আই টি রোড; **দক্ষিণ**– বেলেঘাটা ডাকঘর; **পূর্ব**– সিআইটি রোড; **পশ্চিম**– রোটারি ক্লাব।

তারিখ : ০৫.১০.২০২৪
স্থান : কলকাতা

স্বা/–
ইউকো ব্যাঙ্ক, জোনাল অফিস, কলকাতা

ইंडियन बैंक **Indian Bank**
इलाहाबाद ALLAHABAD

স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ (এসএএমএল)
কলকাতা ব্রাঞ্চ, ১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, দ্বিতীয় তল, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক বিল্ডিং, কলকাতা–৭০০০০১
ই–মেল: samlkolkata@indianbank.co.in
ফোন নম্বর: (০৩৩) ২২৩১ ১৪৭১

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য]

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৮(৬) ও ৯(১)–এর সংস্থানসমূহ–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই–নিলাম বিক্রির বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ–সহ বিশেষত সুরক্ষিত ঋণদাতার কাছে বন্ধক রাখা/দায়বদ্ধ ও নীচে বর্ণিত স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)–এর থেকে **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, এসএএমএল কলকাতা ব্রাঞ্চ (সুরক্ষিত ঋণদাতা)**–এর পাওনা অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তিগুলির **প্রতীকী/ বাস্তবিক দখল** নিয়েছেন যেগুলি ২৯.১০.২০২৪ তারিখে **‘যেখানে আছে’, ‘যা কিছু আছে’** এবং **‘যেমন আছে’** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।
ই–নিলাম উপায়ে বিক্রির জন্য নির্ধারিত সম্পত্তিগুলির নির্দিষ্ট তথ্যাবলি এখানে নীচে বর্ণিত হল:

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম খ) ব্রাঞ্চের নাম	স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তির বিশদ বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার অনাদায়ী বকেয়া	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) সম্পত্তির আইডি নং ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
১	ক) ১. মেসার্স আউশা রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড গ্রাম– আউশা, পোঃঅঃ– নবস্থা, থানা– মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩৪০৭ ২. মিঃ সুয়েফ ইসলাম কাজি, পিতা– কাজি জয়উদ্দিন গ্রাম– আউশা, পোঃঅঃ– নবস্থা, থানা– মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩৪০৭ ৩. মিঃ অরবিন্দ মাকর পিতা– বামাপদ মাকর ৬০৫ (১৪৮/সি/এ), আর এম সরণি, হুগলি, পিন–৭১২২২২ ৪. মিঃ উজ্জ্বল গুপ্ত, পিতা– সুদেব গুপ্ত ৫. মিঃ সজল গুপ্ত, প্রযত্নে– উজ্জ্বল গুপ্ত উভয়ের ঠিকানা: গ্রাম– শালিগ্রাম, পোঃঅঃ– নবস্থা, থানা– মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩৪০৭ ৬. মিসেস নীতু দত্ত, স্বামী– বরুণ দত্ত গ্রাম ও পোঃঅঃ– বেগুট, থানা– মেমারি, পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩৪০৭ খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ	**মোট ২০০ শতক জমির** অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, প্রকৃতি– রাইস মিল, এবং এর উপরিস্থিত কারখানা যার অবস্থান: মৌজা– আউশা, জে এল নং ২৮, সি এস খতিয়ান নং ৬৩৮, আর এস খতিয়ান নং ৭৬৭, ৭৬৮ ও ৭৬৯, এল আর খতিয়ান নং ২০৭৭, এর মধ্যে ১৭৭ শতক জমির আর এস প্লট নং ১৮৫৫, এল আর প্লট নং ১৯৯৫ এবং ২৩ শতক জমির আর এস প্লট নং ১৮৬৫, এল আর প্লট নং ২০০৫, নবস্থা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– মেমারি, জেলা– বর্ধমান, ডিএসআর–I, বর্ধমানে রেজিস্টার্ড ২০১৫ সালের দলিল নং I–০১১৪৫ অনুযায়ী **সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স আউশা রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড**–এর নামে। **মোট ১১৩ শতক জমির** অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ, প্রকৃতি– রাইস মিল, এবং এর উপরিস্থিত কারখানা যার অবস্থান: মৌজা– আউশা, জে এল নং ২৮, সি এস খতিয়ান নং ৬৩৮, আর এস খতিয়ান নং ৭৬৭, ৭৬৮ ও ৭৬৯, এল আর খতিয়ান নং ২০৭৭, আর এস দাগ নং ১৮৫৫, এল আর প্লট নং ১৯৯৫, নবস্থা ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– মেমারি, জেলা– বর্ধমান, ডিএসআর–I, বর্ধমানে রেজিস্টার্ড ২০১৫ সালের দলিল নং I–০১১৪৬ অনুযায়ী **সম্পত্তির মালিকানা মেসার্স আউশা রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড**–এর নামে। **মেসার্স আউশা রাইস মিল প্রাইভেট লিমিটেড–এর মালিকানাধীনে** উক্ত ইউনিটে স্থাপিত **যাবতীয় প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি** যার অবস্থান: মৌজা– আউশা, নবস্থা গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন, থানা– মেমারি, জেলা– পূর্ব বর্ধমান, পিন–৭১৩৪০৭। উক্ত প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি ধানবীজ, ধানের চাল ও সেদ্ধ চাল উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।	₹৪,২৯,৩৮,১৪৮.০০ (চার কোটি উনত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার একশো আটচল্লিশ টাকা মাত্র), ০৭.০৪.২০২১ অনুযায়ী, তৎসহ বকেয়া সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি	ক) ₹২,৯৮,০০,০০০.০০ (*) (দুই কোটি আটানব্বই লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ₹২৯,৮০,০০০.০০ (উনত্রিশ লক্ষ আশি হাজার টাকা মাত্র) গ) ₹১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50275504161 ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী এই সম্পত্তির ওপর কোনও দায় বিদ্যমান নেই চ) বাস্তবিক দখল
প্রপার্টি আইডি: IDIB50275504161 সংবলিত সম্পত্তির কিউআর কোড — ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট, ই-নিলামের ওয়েবসাইট, নথিপত্র, সম্পত্তির অবস্থান, সম্পত্তির ছবি নং ১, সম্পত্তির ছবি নং ২, সম্পত্তির ভিডিও				
২	ক) ১. মেসার্স কুলবন্ত এন্টারপ্রাইজেস ধ্রুপদঙ্গল, পাঞ্জাবিপাড়া, পোঃঅঃ– রাধানগর রোড, আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পিন–৭১৩৩২৫, জুবিলি রিসর্টের কাছে ২. শ্রী হরপাল সিং জোহল (মেসার্স কুলবন্ত এন্টারপ্রাইজেস–এর প্রোপ্রাইটর তথা বন্ধকদাতা) পিতা– গুরদীপ সিং জোহল ধ্রুপদঙ্গল, পাঞ্জাবিপাড়া, পোঃঅঃ– রাধানগর রোড, আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পিন–৭১৩৩২৫ ৩. শ্রী করমবীর সিং জোহল (জামিনদার) পিতা– হরপাল সিং জোহল ধ্রুপদঙ্গল, পাঞ্জাবিপাড়া, পোঃঅঃ– রাধানগর রোড, আসানসোল, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পিন–৭১৩৩২৫ খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ	দোতলা বাড়ি (প্রথম তল বা গ্রাউন্ড ফ্লোরের পরিমাপ ১২২২.৫০ বর্গফুট এবং দ্বিতীয় তল বা ফার্স্ট ফ্লোরের পরিমাপ ১৫২৮ বর্গফুট) সমেত এর নিম্নস্থিত ও সম্পর্কিত জমির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ধ্রুপদঙ্গল, পাঞ্জাবিপাড়া, রাধানগর রোড, আর এস প্লট নং ৩৭, এল আর প্লট নং ১১৫, আর এস খতিয়ান নং ২৬৪, মৌজা– নরসিংহবাঁধ, হোল্ডিং নং ৩৯১ (নতুন), এল আর খতিয়ান নং ৯৬৭, জে এল নং ২১ (১৯), থানা– হিরাপুর, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের ৪ নং (পুরনো) ও ৭৬ নং (নতুন) ওয়ার্ডের এলাকাধীন, পিন–৭১৩৩২৫, জেলা– পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ, **সম্পত্তির মালিকানা মিঃ হরপাল সিং জোহল–এর নামে।** **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর– গুরুচরণ সিং–এর বাড়ি; দক্ষিণ– ১০ ফুট চওড়া প্যাসেজ; পূর্ব– ১০ ফুট চওড়া প্যাসেজ, তারপরে গুরুচরণ সিং–এর বাড়ি; পশ্চিম– ১০ ফুট চওড়া প্যাসেজ, তারপরে ডি শর্মার বাড়ি।	₹১,২৯,১১,৫৬৭.০০ (এক কোটি উনত্রিশ লক্ষ এগারো হাজার পাঁচশো সাতষট্টি টাকা মাত্র), ০৪.০৪.২০২২ অনুযায়ী, তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি	ক) ₹৪৯,০০,০০০.০০ (*) (উনপঞ্চাশ লক্ষ টাকা মাত্র) খ) ₹৪,৯০,০০০.০০ (চার লক্ষ নব্বই হাজার টাকা মাত্র) গ) ₹৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) ঘ) IDIB50442985016 ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী এই সম্পত্তির ওপর কোনও দায় বিদ্যমান নেই চ) বাস্তবিক দখল
প্রপার্টি আইডি: IDIB50442985016 সংবলিত সম্পত্তির কিউআর কোড — ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট, ই-নিলামের ওয়েবসাইট, নথিপত্র, সম্পত্তির অবস্থান, সম্পত্তির ছবি নং ১, সম্পত্তির ছবি নং ২, সম্পত্তির ভিডিও				
৩	ক) ১. মেসার্স চক্রবর্তী ওয়ালপেপার কোম্পানি প্রোপ্রাইটর: শ্রী সুমন চক্রবর্তী ১১/ডি, সূর্য সেন পল্লী, ঘোলা রোড, কাজিপাড়া, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১২৪ ২. শ্রীমতী শিউলি চক্রবর্তী (জামিনদার/ বন্ধকদাতা) স্বামী– শ্রী সুমন চক্রবর্তী ১১/ডি, সূর্য সেন পল্লী, ঘোলা রোড, কাজিপাড়া, বারাসত, উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭০০১২৪ বিকল্প ঠিকানা: ‘চেতক টাওয়ার’, প্রথম তল, ৬৫/৩/১, কেএনসি রোড, পোঃঅঃ– কাজিপাড়া, থানা– বারাসত, কলকাতা, পিন–৭০০১২৪ খ) স্ট্রেসড অ্যাসেট ম্যানেজমেন্ট লার্জ কলকাতা ব্রাঞ্চ	সামান্য কমবেশি ৭ কাঠা ৩ ছটাক ৬ বর্গফুট জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ এবং এই জমিতে নির্মিত প্রেমিসেসের যৌথ এলাকা ও যৌথ সুযোগ–সুবিধা, পরিসর ইত্যাদি ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত এই জমিতে নির্মিত ‘চেতক টাওয়ার’ নামক বিল্ডিংয়ের প্রথম তলে (গ্রাউন্ড ফ্লোর) সামান্য কমবেশি ২২৫৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট একটি বাণিজ্যিক স্পেস/ দোকানের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: মৌজা– প্রসাদপুর, জে এল নং ৩৯, আর এস নং ২২৯, তৌজি নং ১৪৬, সি এস দাগ নং ১৪৮, ১৪৯, ১৫০; এল আর দাগ নং ১২২৯, ১২৩১, ১২৩২; আর এস খতিয়ান নং ২৫, ১৫৭, ১৫৮; পুরনো এল আর খতিয়ান নং ৯১৭, বর্তমান এল আর খতিয়ান নং ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ১৪৬০, ১৪৬১; হোল্ডিং নং ৬৫/৩/১, বারাসত পুরসভার ওয়ার্ড নং ২৬, কেএনসি রোড, থানা– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, এডিএসআর অফিস– বারাসত, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনায় বই নং I, ভলিউম নং ১৫০৩–২০১৮, পৃষ্ঠা নং ৯০৬০৪ থেকে ৯০৬৬৬–তে নথিভুক্ত ০৪.০৫.২০১৮ তারিখের কনভেয়ান্স দলিল নং ১৫০৩০২৯৪৯/২০১৮ অনুযায়ী। সম্পত্তিটি এরূপে চৌহদ্দি পরিবেষ্টিত: উত্তর– ৫ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ এবং বিমল মান্নার সম্পত্তি; দক্ষিণ– বলাই সাধুখাঁ ও অন্যদের সম্পত্তি; পূর্ব– যশোর রোড; পশ্চিম– ৫ ফুট চওড়া কমন প্যাসেজ এবং রমেশ মণ্ডলের সম্পত্তি।	₹৪,৪৫,০৩,১৯৬.০০ (চার কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ তিন হাজার একশো ছিয়ানব্বই টাকা মাত্র), ০৮.০৬.২০২২ অনুযায়ী, তৎসহ অপ্রযুক্ত সুদ, মাশুল, অন্যান্য চার্জ ও খরচাপাতি	ক) ₹১,৬২,৫০,০০০.০০ (*) (এক কোটি বাষট্টি লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা মাত্র) খ) ₹১৬,২৫,০০০.০০ (যোল লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র) গ) ₹১,০০,০০০.০০ (এক লক্ষ টাকা মাত্র) ঘ) IDIB504524255132A ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সর্বসেরা জ্ঞান ও তথ্য অনুযায়ী এই সম্পত্তির ওপর কোনও দায় বিদ্যমান নেই চ) প্রতীকী দখল
প্রপার্টি আইডি: IDIB504524255132A সংবলিত সম্পত্তির কিউআর কোড — ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট, ই-নিলামের ওয়েবসাইট, নথিপত্র, সম্পত্তির অবস্থান, সম্পত্তির ছবি নং ১, সম্পত্তির ছবি নং ২				

যোগাযোগের ব্যক্তি: (১) কুঁয়ার জিতেন্দ্র সিং (অনুমোদিত আধিকারিক), মোবাইল: ৯৩২৪১৬৮৪৬৬
(২) শ্রী অজিত কুমার ঝা (ব্রাঞ্চ ম্যানেজার), মোবাইল: ৯৪৩০৪৬৫৪০৪

(*) বিক্রয়মূল্য অবশ্যই নির্ধারিত সংরক্ষণ মূল্য অপেক্ষা বেশি হতে হবে।

সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ: ০৭.১০.২০২৪ থেকে ২৮.১০.২০২৪, সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
ই–নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৯.১০.২০২৪; সময়: সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা
ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://ebkray.in

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই–নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ**–এর ওয়েবসাইট **(https://ebkray.in)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক ৮২৯১২২০২২০ নম্বরে কিংবা **support@psballiance.com** ই–মেল আইডি–তে এবং পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থার হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে যোগাযোগ করবেন। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস ও ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **support@psballiance.com** মেল আইডি–তে যোগাযোগ করবেন।
সম্পত্তির বিশদ তথ্য এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://ebkray.in** ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক এই হেল্পডেস্ক **নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।**
https://ebkray.in ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য: এটি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)–এর প্রতিও একটি নোটিস

তারিখ: ০৩.১০.২০২৪ / স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত আধিকারিক/ ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

পুজোর উপহার

চলছে চুল ছাঁটার কাজ। রামঝোরা বাগানে। ছবি: প্রতিবেদক

নিখরচায় চুলদাড়ি কাটছেন চা-বাগানের বিউটিশিয়ানরা

অম্লানজ্যোতি ঘোষ
আলিপুরদুয়ার, ৫ অক্টোবর

পুজোর মরশুম মানেই বিভিন্ন রকম সমাজসেবার কথা শোনা যায়। তবে সচরাচর দেখা যায় না এমন সমাজসেবার দৃশ্যও, উঠে এসেছে আলিপুরদুয়ার জেলার চা-বলয়ের প্রত্যন্ত লঙ্কাপাড়া বাগানে। বাগানেরই কয়েক জন ছেলেমেয়ে নিজেদের তাগিদে এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের উদ্দেশ্য একটাই। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ঘুরে ঘুরে স্থানীয় গরিব, দুঃস্থদের চুল-দাড়ি কেটে পুজোর মুখে তাঁদের চকচকে, ঝকঝকে করে তোলা। অভিনব এই সমাজসেবা শুরু হয়েছিল গত বছর। এবারও দুর্গাপুজোর আগে একই কাজ করছেন বলে জানিয়েছেন লঙ্কাপাড়ার দিক্ষা লামা, দীপান্তি তামাং। শুধু আলিপুরদুয়ার নয়, গোটা রাজ্যে এমন সমাজসেবার ভাবনা বিরল। দিক্ষাদের দেখে হয়ত আগামী দিনে আরও অনেকেই এমন কাজে এগিয়ে আসবেন।

২০১৬ সাল থেকে বন্ধ আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়ার লঙ্কাপাড়া চা-বাগান। গত বছর থেকে বন্ধ রামঝোড়া চা-বাগান। দিক্ষা, দীপান্তিরা ওইসব বাগানেরই বাসিন্দা। আপাতত সংখ্যায় তাঁরা ৬ জন। দীপান্তি নিজেই বাগানে মেয়েদের বিউটিশিয়ানের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। তাঁর প্রশিক্ষণ পেয়ে বিভিন্ন ব্যাচের বেশ কয়েক জন তরুণী বর্তমানে নিজেদের বিউটি পার্লার খুলে উপার্জনও শুরু করে দিয়েছেন। ইতিমধ্যে বক্সা পাহাড়ের দুর্গম গ্রাম লেপচাখা, মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের কালাপানি, হল্লাপাড়া, বান্দাপানি এলাকায় পৌঁছে গেছে ওঁদের টিম। বক্সা পাহাড়ের লেপচাখাতে কোনও সেলুন নেই। ২৮০০ ফুট ট্রেক করে সেখানে গিয়ে চুল ছেঁটে আসার কাজ করেছেন ওঁরা। বিনি পয়সার 'গণ-সেলুন' বসিয়ে এখনও পর্যন্ত প্রায় ২০০ গরিব মানুষের চুলদাড়ি কেটে কয়েকটা দিনের জন্য হলেও সাফসুতরো করেছেন তাঁরা।

লেপচাখা-সহ জেলার যেসব দুর্গম এলাকায় সেলুন নেই, প্রাথমিকভাবে সেই এলাকাগুলোকেই টার্গেট করা হয়। ইতিমধ্যে চা-বলয়ের একটি অংশে যথেষ্ট জনপ্রিয় হয়েছেন দীক্ষারা। আলিপুরদুয়ার জেলায় এমন এলাকাও রয়েছে, যেখান থেকে নিকটবর্তী সেলুনের দূরত্ব প্রায় ৩০ কিমি। অনেক গরিব মানুষের পক্ষে সবসময় এতটা দূরে গিয়ে, নিয়ম করে চুলদাড়ি কাটা হয়ে ওঠে না। আবার চা-বাগানের কাজে একদিন কামাই দিলে কাটা যায় দৈনিক হাজিরার টাকা। অনেক চা-বাগান শ্রমিক দূরে গিয়ে চুলদাড়ি কেটে আসার উৎসাহ পান না। আর এইসব ঘটনা জেনে বুঝে নিতেই তাঁদের মধ্যে অভিনব সমাজসেবার ভাবনা তৈরি হয়। নিজেরা স্বনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে শুরু করেছেন বিউটিশিয়ান কোর্স। দীক্ষা বলেন, 'পুজোর সময় সবাই একটু সুন্দর করে নিজেকে সাজাতে চায়। তবে দুঃস্থরা চাইলেই সবকিছু পায় না। পাশাপাশি, পৃথিবীতে মানুষ আজ বড়ই স্বার্থপর। অন্যের পাশে দাঁড়াতে চায় না সাধারণত কেউ। আমরা নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে মানুষের জন্য সামান্য একটু কাজ করছি।'

লঙ্কাপাড়া চা-বাগানের অবসরপ্রাপ্ত চা-শ্রমিক গোপাল লামা বলেন, 'টাকার অভাবে বীরপাড়া অথবা মাদারিহাটে গিয়ে চুলদাড়ি কাটাতে পারে না অনেকেই। কিন্তু ওই মেয়েগুলো যে আমাদের নিয়ে ভেবেছে, এটাই পুজোর বিশাল উপহার।'

৫১৫ বছরের রীতি মেনে আজও পুজো হয় বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে

পার্থসারথি রায়
জলপাইগুড়ি, ৫ অক্টোবর

দশমীর সকালে আজও বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হয় জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে। ৫১৫ বছরের প্রাচীন রীতি মেনে আজও দুর্গাপুজো হয় এখানে। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোয় দেবী মায়ের সাজসজ্জা আসে কলকাতা ও অসম থেকে। বর্তমানে রাজা ও রাজ্যপাট বলতে কিছুই নেই। নেই আগের মতো সেই আড়ম্বর। বিজলিবাতির জৌলুসও খুব একটা দেখা যায় না। তা সত্ত্বেও নিজের স্বকীয়তা বজায় রেখে উত্তরবঙ্গের যে কোনও বড় মাপের পুজোগুলোকে আজও সমানতালে টেক্কা দিয়ে চলেছে এই পুজো। রাজ আমলের রহস্য ও রোমাঞ্চে ভরা এই পুজোর সূচনা হয়েছিল ৯১৭ বঙ্গাব্দে (ইংরেজি ১৫১০ সালে)। তারপর থেকে বংশানুক্রমে আজও একইভাবে এই পুজো হয়ে আসছে। মায়ের প্রতি এখানকার মানুষের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে অত্যন্ত নিয়ম-নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সহকারেই প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয় রাজবাড়িতে। পুজো হয় সম্পূর্ণ কালিকাপুরাণ মতে। ৫১৫ বছরের প্রাচীন এই দুর্গাপুজোর প্রতিমা গড়ার কাজ শুরু হয় নন্দ উৎসব ও দধিকাদা খেলার মধ্য দিয়ে। প্রতি বছরই রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে অবস্থিত দুর্গা মন্দিরে তৈরি করা হয় বিশাল প্রতিমা। কাঞ্চনবর্ণা দেবীর জন্য কলকাতা ও অসম থেকে নিয়ে আসা হয় তাঁত-বেনারসী শাড়ি-সহ অন্যান্য বস্ত্র। সেই শাড়ি ও নানা অলঙ্কারে সাজিয়ে তোলা হয় দেবীকে।

বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির প্রতিমা। ছবি: প্রতিবেদক

রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্য প্রণতকুমার বসু বলেন, 'বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোয় দেবীর রূপ, সাজসজ্জা-সহ সমস্ত কিছুতেই রয়েছে স্বকীয়তা। তপ্ত কাঞ্চনবর্ণা দেবী দুর্গা এখানে বাঘ ও সিংহ পরিবেষ্টিত হয়ে থাকেন। সিংহের রং থাকে তুষারশুভ্র। দেবীর দু'পাশে কার্তিক ও গণেশ থাকলেও লক্ষ্মী ও সরস্বতীর অবস্থান একেবারেই পৃথক থাকে। দেবীর সঙ্গে এখানে পুজিত হন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও দেবী মহামায়া। এছাড়া দেবীর পাশে থাকেন জয়া ও বিজয়া নামে তাঁর দুই সহচরী।' গত তিন বছর ধরে বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোয় অংশ নিচ্ছেন রাজ পরিবারের বধূ লিন্ডা বসু। এছাড়া অংশ নেন রাজ পরিবারের বর্তমান সদস্য প্রণতকুমার বসু ও সৌম্য বসু। জানা যায়, একসময় ব্রাহ্মণ বালককে বলি দেওয়া হত এই পুজোয়। রাজপুরোহিত শিবু ঘোষাল বলেন, 'কোচ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বিশ্ব সিংহের ভাই শিষ্য সিংহ। বৈকুণ্ঠপুর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। তাঁর আমল থেকেই হয়ে আসছে এই দুর্গাপুজো। ওই সময় অষ্টমীর রাতে এক ব্রাহ্মণ বালককে বলি দেওয়ার প্রথা ছিল। যদিও এখন নরবলির প্রতীক হিসেবে চালের গুঁড়ো দিয়ে নরমূর্তি গড়ে অষ্টমীর রাতে সেই মূর্তিকে কুশ দিয়ে বলি দেওয়ার প্রচলন রয়েছে। পাশাপাশি, বলি দেওয়া হয় পাঁঠা, হাঁস, পায়রা, বাতাবি লেবু ও চালকুমড়ো। পুজোর ভোগ হিসেবে দেবীকে নিবেদন করা হয় খিচুরি, ভাত, পোলাও, মাছ ও পাঁঠার মাংস। পুজোর প্রতিদিনই পাঁচ রকমের মাছ দিয়ে দেবীর ভোগ দেওয়া হয়।'

সেই প্রাচীনকাল থেকেই দেবী চণ্ডীর ছবি রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর রাজপরিবারে। সেই ছবি সাজিয়ে পুজো করা হয় এখানে। সপ্তমীতে মাকে পড়ানো হয় নবরত্ন ও সোনার হার। দেবীর দশ হাতে পরিয়ে দেওয়া হয় সোনার বালা। পাশাপাশি পরানো হয় সোনার টিকলি। দেবীর দশ হাতেই দেওয়া হয় রুপোর অস্ত্র। একসময় দুর্গাপুজো উপলক্ষে রাজবাড়ি প্রাঙ্গণে বিরাট মেলার আয়োজন হত। তবে এখন আর হয় না। তা সত্ত্বেও রাজবাড়ির পুজোর আকর্ষণ এতটুকুও কমেনি। অষ্টমীর পুজোতে রাজ পরিবারের সদস্য ও পুরোহিত ছাড়া পুজো মণ্ডপের ভেতরে কারও প্রবেশের অনুমতি থাকে না। কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় গোটা মন্দির প্রাঙ্গণ। তবে বিসর্জনের সময় রাজ পরিবারের কোনও সদস্যের উপস্থিত থাকার নিয়ম নেই।

পুজোর উদ্বোধনে মালদায় এবার দেখা যাবে 'ডুপ্লিকেট' শচীনকে

অভিজিৎ চৌধুরি
মালদা, ৫ অক্টোবর

পুজোর মুখে মালদায় দেখা যাবে শচীন তেন্ডুলকারকে। তা নিয়ে মুখে মুখে চলছে জোর আলোচনা। ইংরেজবাজার পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিবেশী ক্লাবে পুজোর উদ্বোধনে আসছেন 'ডুপ্লিকেট' শচীন তেন্ডুলকার। পাশাপাশি, ৭ অক্টোবর চতুর্থীর দিন সন্ধ্যায় প্রতিবেশী ক্লাবের দুর্গা পুজোর উদ্বোধনে থাকবেন সেই শচীন। এরপর তিনি ওয়ার্ডের মহিলা পরিচালিত দুর্গা পুজোর মণ্ডপ পরিদর্শন করবেন। এই ডুপ্লিকেট শচীন তেন্ডুলকারের প্রকৃত নাম বলবীর চান্দ। কিন্তু গোটা দেশের মানুষের কাছে ডুপ্লিকেট শচীন তেন্ডুলকার বলেই পরিচিত।

মুম্বইয়ের বাসিন্দা বলবীর চান্দ হুবহু শচীন তেন্ডুলকারের মতোই দেখতে। মালদার ওই পুজো উদ্বোধনের পাশাপাশি ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্র ফোয়ারা মোড়ে ৭ অক্টোবর রাতেই একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। আসল না হোক, ক্রিকেটের বাদশা শচীন তেন্ডুলকারের ডুপ্লিকেটকে দেখতে এখন থেকেই আগ্রহী এবং উৎসুক অনেকেই।

এবারে পুড়াটুলি মহিলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির থিম 'হরিণ বনে মা দুর্গা'। বিভিন্ন মডেল দিয়ে সাজানো হয়েছে পুজো মণ্ডপটি। অবিকল খাঁচা তৈরি করে বসানো হয়েছে মডেলের হরিণ। চতুর্দিকে রয়েছে ডিজিটাল লাইট। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত এই পুজোয়, বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়েছে।

অন্যদিকে, কেদারনাথ মন্দিরের আদলে মণ্ডপ তৈরি করে দর্শনার্থীদের চমক দিতে চলেছে গোলাপট্টি কিশোর সঙ্ঘ। ইংরেজবাজার শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই ক্লাবের পুজোয় এবার দেখা যাবে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। এবার এই পুজোর ১২৫তম বর্ষ। সেই উপলক্ষেই বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শুরু হতে চলেছে কিশোর সঙ্ঘের পুজো। চতুর্থীতে পুজোর উদ্বোধন। সেদিন থেকেই দর্শনার্থীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে পুজো মণ্ডপ।

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ দিব্যেন্দু সাহা বলেন, '১২৫তম বর্ষ উপলক্ষে এবারে কেদারনাথ মন্দিরের আদলে পুজো মণ্ডপ তৈরি করা হচ্ছে। পুজোর বাজেট প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। চন্দননগরের আলোকসজ্জা থেকে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রতিবছরই কিশোর সঙ্ঘের প্রতিমা এবং মণ্ডপ দেখতে দর্শনার্থীদের ভিড় উপচে পড়ে। এবারও রেকর্ড সংখ্যক ভিড় হবে বলে আশাবাদী আমরা।'

মালদা শহরের ২ নম্বর গভর্নমেন্ট কলোনি এলাকায় ইউনাইটেড ক্লাব অ্যান্ড লাইব্রেরির পুজোর ৭০তম বর্ষ। এবারে এই পুজোর থিম 'শুদ্ধ সূচি'র ওপর করা হয়েছে। বিভিন্ন ঘটনাচক্র মডেলের দ্বারা পুজো মণ্ডপে দর্শনার্থীদের দেখানো হবে। পাশাপাশি, থাকছে চন্দননগরের আলোকসজ্জা। পুজোর বাজেট প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা।

পুজো এল

শিলিগুড়ির কুমোরপাড়ায়। ছবি: শৌভিক দাস

মালদা ইউনাইটেড ইয়ংসের পুজোমণ্ডপ। ছবি: পঙ্কজ সরকার

আলোয় আলো। কোচবিহারে। ছবি: প্রসেনজিৎ শীল

পশ্চিম শালবাড়িতে। ছবি: প্রতিবেদক

টানা ১০ ঘণ্টা গ্রামেই কাটাল হাতির দল

আজকালের প্রতিবেদন
আলিপুরদুয়ার, ৫ অক্টোবর

একদল হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ায় দিনভর উদ্বেগ-আতঙ্ক আলিপুরদুয়ারে। সকাল ৮টায় গ্রামের ভেতর ঢুকে পড়লেও বিকেল ৫টা পর্যন্ত গ্রামের ভেতরই থাকে দলটি। সকাল থেকে টানা ১০ ঘণ্টা হাতির দলটিকে কার্যত ঘিরে থাকতে হয়েছে বন দপ্তরের কর্মীদের। শনিবার ঘটনাটি ঘটেছে আলিপুরদুয়ার জেলা সদরের কাছেই তপসিখাতা এলাকার পশ্চিম শালবাড়ি গ্রামে। গ্রামের কাছেই রয়েছে আয়ুষ হাসপাতাল। হাতির আক্রমণে গ্রামের এক বাসিন্দা জখমও হয়েছেন। একাধিক বাড়ির সামান্য ক্ষতি হয়।

চিলাপাতা অথবা বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্পের দিক থেকে শুক্রবার মাঝরাতের পর হাতির দলটি বেরিয়ে আসে। পাটকাপাড়া চা-বাগান পার করে কালজানি নদী পেরিয়ে, তপসীখাতার দিকে চলে আসে দলটি। ভোরবেলা দলের একটি দাঁতাল জঙ্গলে ফিরে গেলেও বাকি তিনটি পশ্চিম শালবাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। শেষে সকাল ৮টা নাগাদ গ্রামের ভেতর ছোট্ট একটি ঘন শাল, সেগুন, বাঁশের বনে ঢুকে পড়ে। সেখানেই বিকেল ৫টা পর্যন্ত থেকে যায়। খবর পেয়ে বন দপ্তরের চিলাপাতা রেঞ্জ, বক্সা ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে চলে আসেন বনকর্মীরা। আসে আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। সাধারণ মানুষ, উৎসাহী জনতাকে সতর্ক করতে ঘন ঘন মাইকিং করা হয়। বেলা বাড়তে আশপাশের গ্রাম থেকেও মানুষ ছুটে আসেন। সূর্য ডোবার পর হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরানো হয়।

এনজেপি থেকে সরকারি বাস চালাতে না দিলে রেলের বিরুদ্ধে টানা আন্দোলন চলবে: গৌতম

গিরিশ মজুমদার
শিলিগুড়ি, ৫ অক্টোবর

সরকারি বাস চালাতে না দেওয়ায় রেলকে কড়া বার্তা দিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। এবার যদি রেল তাদের দাবি মেনে সরকারি বাস চালানোর অনুমতি না দেয়, তাহলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, পর্যটন ব্যবসায়ী, শহরের সাধারণ মানুষ ও পুরসভার জনপ্রতিনিধিরা এনজেপি স্টেশনের সামনে ধর্নায় বসবে। শনিবার এভাবেই রেলের বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিলেন মেয়র গৌতম দেব।

পুজোর মরশুম, বাংলা জুড়ে পর্যটকের ঢল। বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের পাহাড়, ডুয়ার্স বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় কেন্দ্র। তাই এই দীর্ঘ ছুটির সময়ে অধিকাংশ পর্যটক পছন্দ করেন উত্তরবঙ্গের পাহাড় ও ডুয়ার্স বেড়াতে। রেল ও বাসকে ভরসা করে শহর শিলিগুড়িতে পা রেখে চলে যান দূরদূরান্তে। আর এখানেই অভিযোগ রেলের অসহযোগিতার। পর্যটকদের এনজেপি স্টেশনে নেমে বেগ পেতে হয় সরকারি যানবাহন পেতে। ইচ্ছে না থাকলেও অগত্যা বেশি ভাড়া দিয়ে বেসরকারি গাড়ি করে ছুটতে হয় গন্তব্যস্থলে। পর্যটকদের সুবিধার্থে কিছু বছর আগে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল।

এনজেপি স্টেশন থেকে বেশ কয়েকটি সরকারি বাস চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে রেলের অসহযোগিতায় সেই বাসগুলি বন্ধ করতে বাধ্য হয় রাজ্য সরকার। পরবর্তীতে শিলিগুড়ি পুরসভার মেয়র গৌতম দেব ও পরিবহণ সংস্থা এনজেপি স্টেশন থেকে বাস চালানোর আবেদন নিয়ে রেলের কাছে দরবার করলেও খালি হাতেই ফিরতে হয় তাদের। এখন উত্তরবঙ্গে পর্যটকের ঢল। সরকারি বাস না থাকায় পর্যটকেরা বেশি ভাড়া দিয়ে বেসরকারি যানবাহনে নিজেদের গন্তব্যস্থলে পৌঁছাচ্ছেন। রেলের এমন কর্মকাণ্ডে বেজায় ক্ষুব্ধ শহরের মেয়র গৌতম দেব। এবার যদি রেল তাদের দাবি মেনে সরকারি বাস চালানোর অনুমতি না দেয়, তাহলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ, পর্যটন ব্যবসায়ী, শহরে সাধারণ মানুষ ও পুরসভার জনপ্রতিনিধিরা এনজেপি রেল স্টেশনের সামনে ধর্নায় বসবে। মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'আরও একবার রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বাস চালানোর বিষয় নিয়ে রেলের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। রাজ্য সরকারের আবেদনে যদি রেল সাড়া না দেয়, তাহলে পুজোর পরপরই লাগাতার আন্দোলনে নামা হবে।'

অবশেষে মালদায় কাজে যোগ চিকিৎসকের

আজকালের প্রতিবেদন
মালদা, ৫ অক্টোবর

মালদা মেডিক্যালে কাজে যোগ দিলেন আর জি কর থেকে বদলি হয়ে আসা চেস্ট মেডিসিন বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডাঃ অরুণাভ দত্তচৌধুরি। শনিবার তিনি মালদা মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডাঃ পার্থপ্রতিম মুখার্জির ঘরে গিয়ে কাজের দায়িত্বভার বুঝে নেন। জুনিয়র ডাক্তাররা অরুণাভর যোগদানে আপত্তি করেছিলেন। প্রিন্সিপ্যালের আবেদনে সাড়া দিয়ে এদিন জুনিয়র ডাক্তাররা অরুণাভর কাজে যোগদানে কোনও বাধা দেননি।

আর জি কর ঘটনার পর সেখানকার চেস্ট মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধানকে মালদা মেডিক্যালে বদলির নির্দেশ দিয়েছিল স্বাস্থ্য দপ্তর। কিন্তু মালদায় এসে বিক্ষোভের মুখে পড়েছিলেন তিনি। এ বিষয়ে প্রিন্সিপ্যাল পার্থপ্রতিম মুখার্জি বলেন, 'যোগদানের আবেদন নিয়ে এসেছিলেন তিনি। আজ তাঁকে আমরা যোগদান করালাম। মালদা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের চেস্ট বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে তিনি কাজে যোগদান করছেন। এর আগেও অবশ্য তিনি দু'বার যোগদান করতে এসেছিলেন। কিন্তু জুনিয়র ডাক্তারদের বিক্ষোভের জেরে তিনি যোগদান করতে পারেননি। আমরা জুনিয়র ডাক্তারদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলাম এবং তাঁদের বুঝিয়েছি। সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী তিনি এখানে এসেছেন। তাঁকে যোগদান করাতেই হবে। এখানে কিছু করার নেই। সেই মতো তিনি যোগদান করেছেন।'

প্রিন্সিপ্যালের কাছে দায়িত্বভার বুঝে নিচ্ছেন ডাঃ অরুণাভ দত্তচৌধুরি। মালদা মেডিক্যালে, শনিবার। ছবি: অভিজিৎ চৌধুরি

পুজোর মুখে তিস্তায় হলুদ সতর্কতা জারি

আজকালের প্রতিবেদন
জলপাইগুড়ি, ৫ অক্টোবর

পুজোর মুখেও তিস্তায় জারি হয়েছে হলুদ সর্তকতা। শনিবার সকাল থেকেই মুখ ভার ছিল আকাশের। পুজোর মুখে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। কোচবিহার, আলিপুরদুয়ার ও জলপাইগুড়ি-সহ বেশ কয়েকটি জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার সকালে জলপাইগুড়ির কিছু এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হয়েছে। শহরের বিভিন্ন স্থানে হালকা হওয়া বইছে। তবে গত কয়েকদিন তীব্র অস্বস্তির পর স্বস্তির আবহাওয়া জলপাইগুড়িতে। ভোরের দিকে ঠান্ডা অনুভব করছেন জলপাইগুড়ির মানুষ।

এদিকে, জলপাইগুড়ি গাজলডোবা তিস্তা ব্যারেজ থেকে প্রতি ঘণ্টায় জল ছাড়া হচ্ছে। শনিবার সকালে জল ছাড়ার পরিমাণ ছিল ২২৯৫.৫৮ কিউমেক। জলপাইগুড়ি সেচ দপ্তর ফ্লাড কন্ট্রোল রুম থেকে জানানো হয়, তিস্তার দোমোহনি থেকে মেখলিগঞ্জ ও বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত অসংরক্ষিত এলাকায় জারি রয়েছে হলুদ সর্তকতা। অন্যদিকে, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়ক সংলগ্ন জলঢাকা নদীতে মাথাভাঙা পর্যন্ত সংরক্ষিত এবং অসংরক্ষিত এলাকায় হলুদ সর্তকতা জারি করা হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে খরস্রোতা তিস্তা নদীর ভাঙনে বিপর্যস্ত রাজগঞ্জ ব্লকের লালটং ও চমকডাঙি এলাকার বাসিন্দারা। বর্তমানে এই এলাকায় তিস্তার ভাঙন ঠেকাতে নদী-বাঁধের কাজ চলছে। যদিও তিস্তার প্রবল স্রোতে বাঁধের কাজ অনেকটাই ব্যাহত হচ্ছে বলে জানান সদর মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'এখানে একদিকে রয়েছে খরস্রোতা তিস্তা নদীর তাণ্ডব ও ভাঙন। এরই মধ্যে রাতে বুনো হাতিদের তাণ্ডবে আরও বেহাল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে লালটং ও চমকডাঙি বনবস্তিতে। নদীর ভাঙন রোধে সেচ দপ্তরের পক্ষ থেকে বোল্ডার ফেলে ও নানা ভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। নদীর ভাঙনে ও বুনো হাতির হামলার ঘটনায় অসহায় হয়ে পড়েছেন এলাকার মানুষ। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির নির্দেশে বিপন্ন এই মানুষের পাশে থেকে সমস্তরকম ভাবে তাঁদের সহায়তা করা হচ্ছে। এই গ্রাম দুটিকে রক্ষা করার পাশাপাশি গ্রামের মানুষদের উপযুক্ত বাসস্থানের ব্যবস্থা করার জন্যেও আমরা প্রচেষ্টা চালাচ্ছি।'

তিস্তা সেতু। ছবি: পার্থসারথি রায়

রোনাল্ডোর গোল | সৌদি প্রো লিগে আল ওরোবাহর বিরুদ্ধে ৩–০ জয়ী আল নাসের। ১৭ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর। ২৯ ও ৭১ মিনিটে বাকি দু’টি গোল করেন সাদিও মানে।

চনমনে সূর্য, নজরে মায়াঙ্ক

আজকালের প্রতিবেদন

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শুরুর আগের দিন বেশ খোশমেজাজেই পাওয়া গেল ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদবকে। জানালেন, দেশের নেতৃত্ব উপভোগ করছেন তিনি। আগামী দিনে কি আইপিএলেও তাঁকে দেখা যাবে নেতৃত্ব দিতে? হাসতে হাসতে বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ উত্তর সূর্যের, ‘আপনে গুগলি ডাল দিয়া...। দেশের নেতৃত্ব উপভোগ করছি। মুম্বইয়ে রোহিত ভাইয়ের নেতৃত্বে খেলার সময়ও নিজের মতামত দিয়েছি। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছি। অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও। অন্য অধিনায়কদের থেকে শিখেছি। আগামী দিনে কী হবে, বাকি আপকো পাতা তো চল হি জায়েগা।’

১৪ বছর পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের আসর বসতে চলেছে গোয়ালিয়রে। এই শহরে শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচের আসর বসেছিল ২০১০ সালে। ক্যাপ্টেন রূপ সিং স্টেডিয়ামের সেই ম্যাচে দ্বিশতরানের ইনিংস খেলেছিলেন শচীন তেন্ডুলকার। শহর থেকে দূরে নবনির্মিত মাধবরাও সিন্ধিয়া স্টেডিয়ামে অভিষেক ম্যাচের হাত ধরে রবিবার গোয়ালিয়রে প্রত্যাবর্তন ঘটছে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের ছাড়পত্রই পাখির চোখ। তাই টিম ইন্ডিয়ার অগ্রাধিকারের তালিকায় আপাতত নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টেস্ট সিরিজ। সেজন্য শুভমান গিল, ঋষভ পন্থ, যশস্বী জয়সওয়াল, মহম্মদ সিরাজ, অক্ষর প্যাটেলদের বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ প্রতিভা মেলে ধরার মঞ্চ তরুণদের সামনে।

গুরু গম্ভীরের সঙ্গে আলোচনায় নেতা সূর্যকুমার। প্রস্তুতিতে মগ্ন রিঙ্কু। শনিবার গোয়ালিয়রে।

জাতীয় দলের হয়ে নিয়মিত টি২০ খেলা সিরাজরা যখন বিশ্রামে, তখন নজরের কেন্দ্রবিন্দুতে মায়াঙ্ক যাদব, হর্ষিত রানারা। গতবার আইপিএল অভিষেকে ধারাবাহিকভাবে ঘণ্টায় দেড়শো কিমি গতিবেগে বল করে ক্রিকেট বিশ্বকে তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন মায়াঙ্ক। তারপর অবশ্য চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছিলেন। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সিরিজে ফিটনেস ধরে রেখে আইপিএলের মতো নিখুঁত ও নিয়ন্ত্রিত বোলিং করার চ্যালেঞ্জ তাঁর সামনে। মায়াঙ্কের পাশাপাশি হর্ষিত রানা ও নীতিশ রেড্ডির সামনেও দেশের জার্সিতে অভিষেকের হাতছানি। টি২০ বিশ্বকাপের পর জিম্বাবোয়ে সিরিজের দলে সুযোগ পেয়েছিলেন নীতিশ। কিন্তু চোটের জন্য খেলা হয়নি। হারারেতে পাঁচ ম্যাচে অবশ্য হর্ষিতের শিকে ছেঁড়েনি। গিল, পন্থ, যশস্বীদের বিশ্রামে অভিষেক শর্মার কাছে নিজের জায়গা পাকা করার চ্যালেঞ্জ। টপ অর্ডারে ব্যাট করতে নেমে জিম্বাবোয়ে সিরিজে সেঞ্চুরি হাঁকিয়েছিলেন। গোয়ালিয়রে সম্ভবত তিনি সঞ্জু স্যামসনের সঙ্গে ইনিংস ওপেন করতে নামবেন। গত জুলাই থেকে টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে ছয়টি টি২০ ম্যাচ খেললেও আইপিএলে ফর্মের পুনরাবৃত্তি দেখাতে পারেননি রিয়ান পরাগ। এই সিরিজ তাঁর কাছে আরেকটা সুযোগ।

> **আজ**
> **প্রথম টি২০**
> **ভারত : বাংলাদেশ**
> (সন্ধে ৭–০০)
> স্পোর্টস ১৮, জিও সিনেমা

অধিনায়ক সূর্য ও হার্দিক পান্ডিয়াকে বাদ দিলে বাংলাদেশে সিরিজের অভিজ্ঞ মুখ বিশ্বকাপ জয়ী দলের বাকি দুই সদস্য শিবম দুবে ও অর্শদীপ সিং। পিঠের চোটের জন্য সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন শিবম, তাঁর জায়গায় এলেন তিলক ভার্মা। এই সিরিজ রহস্য স্পিনার বরুণ চক্রবর্তীর কাছে প্রত্যাবর্তনের মঞ্চ। ২০২১ সালে আমিরশাহিতে টি২০ বিশ্বকাপ বিপর্যয়ের পর তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে প্রশ্নচিহ্ন পড়েছিল। আরেক বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে দলে আছেন রবি বিষ্ণোই।

ইরানি ট্রফি হাতে পৃথ্বী শ–সহ মুম্বই দলের উল্লাস। ছবি: এক্স

২৭ বছর পর মুম্বই জিতল ইরানি কাপ

আজকালের প্রতিবেদন

২৭ বছর পর ইরানি কাপ জিতল মুম্বই। লখনউয়ে অবশিষ্ট ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে লিডের ভিত্তিতে কাপ উঠল অজিঙ্কা রাহানেদের হাতে। প্রথম ইনিংসে মুম্বই করেছিল ৫৩৭। জবাবে অবশিষ্ট ভারত থামে ৪১৬–তে। দ্বিতীয় ইনিংসে শুক্রবার চতুর্থ দিনের শেষে মুম্বইয়ের রান ছিল ১৫৩/৬। আগের দিনে ২০ রানে অপরাজিত থাকা তনুশ কোতিয়ান শতরান করে নজর কাড়লেন। বল হাতে ৩ উইকেট নেওয়া তনুশ ব্যাট হাতে ৮ নম্বরে নেমে অপরাজিত থাকলেন ১১৪ রানে। ইনিংসে ১০টি চার, ১টি ছয়। প্রথম ইনিংসেও ব্যাটে অবদান রেখেছিলেন তনুশ। করেছিলেন ৬৪। মোহিত অবস্তি অপরাজিত ৫১। মুম্বই ৩২৯/৮–এ সমাপ্তি ঘোষণা করে। যদিও তারপরেই খেলা শেষ হয়। অমীমাংসিত হলেও ইরানি কাপ গেল মুম্বইয়ের ঘরে। এর আগে ১৯৯৭–৯৮ মরশুমে শেষবার ইরানি কাপ জিতেছিল মুম্বই। মাঝে আরও আটটা ফাইনাল খেললেও ইরানি কাপ হাতে নিতে পারেনি তারা।

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরেই উল্লাসে মেতে ওঠেন মুম্বই ক্রিকেটাররা। আনন্দ চেপে রাখেনি অধিনায়ক রাহানে। তিনি বলেছেন, ‘২৭ বছর পর এই ট্রফি জেতার অনুভূতিই আলাদা। অবিশ্বাস্য। তনুশের অনবদ্য পারফরমেন্স। ওর কথা আলাদা করে বলতেই হবে।’ প্রথম ইনিংসে দ্বিশতরান করা সরফরাজ খানই ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর মন্তব্য, ‘টেস্ট দলে থাকায় অনেককিছু শিখেছি।’

বোর্ডের নিয়মে প্রশ্ন

আজকালের প্রতিবেদন: আইপিএল নিলামের আগেই বোর্ডের নতুন নিয়ম নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। আর সেই প্রশ্ন তুলছে বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজি। আইপিএল সংক্রান্ত নিয়ম পুনর্বিবেচনার আবেদন জানিয়ে ফ্র্যাঞ্চাইজির কর্তারা বোর্ডকে চিঠি লিখেছেন।

নিলামের আগে কোনও দল চাইলে তাদের পুরনো দল থেকে ছ’জনকে ধরে রাখতে পারবে। সেই ছ’জনের মধ্যে একজন হবেন আনক্যাপড ক্রিকেটার। অর্থাৎ, দেশের হয়ে খেলেননি। আবার দেশের হয়ে গত পাঁচ বছরে খেলেননি, এমন ক্রিকেটারকেও আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসেবে ধরা যাবে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির আপত্তি মূলত ‘রাইট টু ম্যাচ’ নিয়মকে ঘিরে। এই নিয়ম অনুযায়ী, কোনও ক্রিকেটারকে যে দামে নেওয়া হয়েছে, তার দাম বাড়ানোর সুযোগ থাকছে। ধরা যাক, কোনও ক্রিকেটারকে ৬ কোটিতে ধরে রাখা হয়েছে। অন্য কোনও আগ্রহী দল তাঁকে নিতে ৯ কোটি দিতে চাইল। তখন হয় পুরনো দলকে সেই ৯ কোটি দিতে হবে। নইলে, ৯ কোটি দিয়ে তাঁকে অন্য দল নিয়ে নেবে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির দাবি, এই নিয়মের ফলে জটিলতা বাড়বে। ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির পরিকল্পনায় ধাক্কা খাবে। কিছু খেলোয়াড়ের এমন দাম উঠে যাবে, যা হয়তো তাঁদের প্রাপ্যই নয়। কোন্ ৬ ক্রিকেটারকে তাঁরা ধরে রাখছেন, বিভিন্ন ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ৩১ অক্টোবরের মধ্যে সেই তালিকা জমা দিতে হবে। তার আগে ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির এই সম্মিলিত দাবি বোর্ডকে কিছুটা হলেও চিন্তায় ফেলে দিয়েছে।

দেশে ফিরলেন কারস্টেন

আজকালের প্রতিবেদন

পাকিস্তান জাতীয় ক্রিকেট দলের সীমিত ওভার ফরম্যাটের অধিনায়কের পদ থেকে বাবর আজম সরে যাওয়ার পরেই হঠাৎ দেশে ফিরলেন কোচ গ্যারি কারস্টেন। চ্যাম্পিয়ন্স কাপ দেখার পর লাহোর এবং ফয়সালাবাদে গত কয়েক সপ্তাহ ছিলেন তিনি। সেখানে পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা নিয়ে নির্বাচক ও বোর্ড কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বেশ কয়েকটি বৈঠক করেন। এরপরই কারস্টেন দেশে ফিরে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই জল্পনা ছড়িয়েছে।

পাকিস্তান এরপর অস্ট্রেলিয়া, জিম্বাবোয়ে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওয়ান ডে ও টি২০ সিরিজ খেলবে। পিসিবি–র এক কর্মকর্তা জানিয়েছেন, আগামী ২৯ অক্টোবর মেলবোর্নে সরাসরি পাকিস্তান দলের সঙ্গে যোগ দেবেন কারস্টেন। তিনি আরও জানান, কোচ সবসময় বোর্ড এবং দলের প্রয়োজনে নিজের মতামত দিয়েছেন। তবে কারস্টেন ঠিক কী কারণে দেশে ফিরেছেন, তা জানা যায়নি।

বাবরের পর সীমিত ওভারের ক্রিকেটে কে অধিনায়ক হবেন, সেটা এখনও নিশ্চিত নয়। সূত্রের খবর, মহম্মদ রিজওয়ান পাকিস্তানের সাদা বলের অধিনায়ক হওয়ার দৌড়ে এগিয়ে আছেন। এর পাশাপাশি রিজওয়ানের ওপর থেকে চাপ কমাতে একজন তরুণ খেলোয়াড়কে তাঁর ডেপুটি হিসেবে দেখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে জোরে বোলার শাহিন শা আফ্রিদিই এগিয়ে আছেন।

মেয়েদের বিশ্বকাপে আজ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে মহারণ

হঠাৎই থমথমে ভারতীয় শিবির

আজকালের প্রতিবেদন

ভারত–পাক ম্যাচ মানেই টানটান উত্তেজনার আবহ। মাঠের বাইরে ব্যাট–বলের লড়াই যতটা, মাঠের বাইরে স্নায়ুর লড়াইও তার থেকে কম নয়। তার পরেও ভারতীয় দল হয়তো ফুরফুরে মেজাজেই থাকত। কিন্তু শুরুতেই হেরে যাওয়ায় শিবির অনেকটাই থমথমে।

প্রথম দিনেই শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দেয় পাকিস্তান। শুক্রবারে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে হারতে হয়েছে ভারতকে। এই দুটো ফ্যাক্টর যেন ভারতীয় শিবিরের চেহারাই বদলে দিয়েছে। একদিকে, প্রথম ম্যাচে জয় পাওয়ায় পাকিস্তান যেমন বাড়তি অক্সিজেন পেয়েছে, তেমনই প্রথম ম্যাচে হারের ফলে ভারতীয় শিবিরে চাপ বেড়েছে। পাকিস্তানের কাছেও যদি হারতে হয়, তাহলে দেওয়ালে আরও পিঠ ঠেকে যাবে। অঙ্কের নিরিখে ভারতের শেষ চারে যাওয়ার রাস্তা আরও কঠিন হয়ে যাবে।

> **আজ**
> **মহিলা টি২০**
> **বিশ্বকাপে**
> **ভারত : পাকিস্তান**
> (দুপুর ৩–৩০)
> স্টার স্পোর্টস

তাই যেভাবেই হোক, ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া হরমনপ্রীত কাউর, স্মৃতি মানধানারা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং— কোনও বিভাগেই দাপট দেখাতে পারেনি ভারত। নিউজিল্যান্ডের ১৬০/৪–এর জবাবে ভারত গুটিয়ে যায় মাত্র ১০২ রানে। সর্বাধিক ১৫ রান আসে হরমনপ্রীত কাউরের ব্যাট থেকে। পাঁচজনের রান ১০ থেকে ১৫–র মধ্যে। বাকি ছ’জন আটকে গেছেন এক অঙ্কের গণ্ডিতেই।

শিবিরে যে হঠাৎ করেই চাপের আবহ তৈরি হয়েছে, কার্যত মেনেই নিলেন জেমাইমা রডরিগেজ, ‘এই ম্যাচের কথা ভুলে যেতে পারলেই ভাল হয়। নিউজিল্যান্ডের মধ্যে তাগিদ অনেক বেশি ছিল। সেই তুলনায় আমরা সব বিভাগে অনেকটাই পিছিয়েছিলাম। আমাদের খেলার বিরাট কোনও ইতিবাচক দিক নেই। আমাদের দলের যা শক্তি ও ভারসাম্য, সেই অনুযায়ী আমরা খেলতে পারিনি।’ নিজেদের ত্রুটি মেনে নিলেও ঘুরে দাঁড়ানোর অঙ্গীকারও শোনা গেল, ‘এটা বিশ্বকাপ। একটা খারাপ ম্যাচের স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকলে এগিয়ে যাওয়ার রাস্তা আরও কঠিন হয়ে যাবে। দলের মধ্যে আরও বেশি করে চাপ তৈরি হবে। প্রথম ম্যাচে জিতলে মানসিকভাবে অনেকটা এগিয়ে থাকা যায়। কিন্তু প্রথম ম্যাচে হারের পর বাকি তিনটে ম্যাচ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল।’

যদিও ভারত–পাক ম্যাচের ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যাবে, ভারত অনেকটাই এগিয়ে। এখনও পর্যন্ত টি২০–তে দুই দল মুখোমুখি হয়েছে ১৫ বার। ভারত জিতেছে ১২টি ম্যাচে, সেখানে পাকিস্তান জয়ী ৩ ম্যাচে। ভারতের গ্রুপে রয়েছে নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, অস্ট্রেলিয়া। শেষ ম্যাচ অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। নিয়ম অনুযায়ী, গ্রুপ থেকে দুটি দল সেমিফাইনালে যাওয়ার ছাড়পত্র পাবে।

অনুশীলনে নামছেন হরমনপ্রীত কাউর।

জয়ী অসি, ইংরেজরা

আজকালের প্রতিবেদন

শ্রীলঙ্কাকে ৬ উইকেটে হারিয়ে মহিলাদের টি২০ বিশ্বকাপে অভিযান শুরু করল অস্ট্রেলিয়া। শনিবার আগে ব্যাট করে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৩ রানে আটকে যায় শ্রীলঙ্কা। ৩ উইকেট নিয়ে অজিদের সফলতম বোলার মেগান স্কাট। তিনি ম্যাচেরও সেরা হন। জবাবে ৩৪ বল বাকি থাকতেই চার উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। একটা সময় অজিদের স্কোর ১৬/২ হয়ে গিয়েছিল। বেথ মুনি (অপরাজিত ৪৩) অঘটন ঘটতে দেননি।

অন্যদিকে, নিজেদের প্রথম ম্যাচে ২১ রানে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জিতল ইংল্যান্ড। এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় ইংরেজরা। ব্যাট করে নির্ধারিত ২০ ওভারে তারা ১১৮/৭ করে। ড্যানি ওয়াট হজ (৪১) ছাড়া কেউই তেমন রান পাননি। জবাবে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ৯৭ রানেই শেষ হয় বাংলাদেশের ইনিংস।

ছুটির মেজাজে

আবুধাবিতে এনবিএ–র আসরে রোহিত শর্মা, স্ত্রী রীতিকা। ছবি: এক্স

যূকো বৈঁক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

সল্ট লেক জোনাল অফিস
৩ ও ৪, ডিডি ব্লক, সল্টলেক, সেক্টর–১, দ্বিতীয় তল, কলকাতা–৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট–IV [রুল ৮(১)], দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, ইউকো ব্যাঙ্ক–এর অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর {রুল নং ৩}–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট {অ্যাক্ট, ২০০২ (নং ৫৪/২০০২)}–এর ১৩(১২) ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতার প্রতি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন, যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থাঙ্ক চুক্তিমাফিক হারে সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।

উক্ত ঋণগ্রহীতা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের প্রতি জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল নং ৯–সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) নং ধারা অনুযায়ী তাঁর ওপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা তারিখে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনওরূপ লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক এবং চুক্তিমাফিক হারে উদ্ভূত ও অনাদায়ী সুদ, আনুষঙ্গিক খরচাপাতি, মাসুল ও চার্জ ইত্যাদি সমেত ইউকো ব্যাঙ্ক–এর দায় সাপেক্ষ হবে।

উক্ত অ্যাক্টের ১৩ নং ধারার (৮) নং উপধারার সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতার মনোযোগ আকর্ষণ করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম/ ঋণ মঞ্জুরকারী ব্রাঞ্চের নাম	বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**মিঃ আশরাফুল আলম,** পিতা আবদুল ওহাব আলি এবং **সহ–ঋণগ্রহীতা: মিসেস ছাকিনা বিবি,** স্বামী আবদুল ওহাব আলি, গ্রাম এবং পোঃ মজিসপুর, থানা শাসন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪২৩। **জামিনদার: মিসেস মরিশা খাতুন,** স্বামী আশরাফুল আলম গ্রাম এবং পোঃ মজিসপুর, থানা শাসন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪২৩। **ব্রাঞ্চ: মথুরাপুর** ইমেল: matpur@ucobank.co.in **যোগাযোগের ব্যক্তি:** প্রশান্ত মজুমদার মোবাইল: ৭৩১৮৯১৫৬৬৫	কমবেশি ৬ শতক জমি ও বাড়ির অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– মজলিসিপুর, জে এল নং ২০৪, দাগ নং ৪০৩, আর এস খতিয়ান নং ২০৮, ১৬৪, এল আর খতিয়ান নং ১৮৯, নতুন খতিয়ান নং ১০৭৯, শাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা বারাসত বর্তমানে শাসন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, দলিল নং ০৩০৮৫, বুক নং ১, সিডি ভলুম নং ২০, পাতা ১৬০৬ থেকে ১৬১৮ সন ২০১৫। এডিএসআরও বারাসত। সম্পত্তিটি মিসেস ছাকিনা বিবি, স্বামী আবদুল ওহাব আলির নামে। চৌহদ্দি: উত্তর– মহিদ লস্করের সম্পত্তি; দক্ষিণ– মহিউদ্দিন মণ্ডলের সম্পত্তি; পূর্ব– দাগ নং ৪০৪ এর সম্পত্তি; পশ্চিম–ফকির আহমেদ সেকলিয়ার সম্পত্তি।	ক) ২৪.০৭.২০২৪ খ) ০৪.১০.২০২৪ গ) অ্যাকাউন্ট নং ২৬৭৭০৬১০০০৩৮৫৫ (এইচবিএল) ₹১২,২৪,৮৯২.৯৭ (বারো লক্ষ চব্বিশ হাজার আটশো বিরানব্বই টাকা এবং সাতানব্বই পয়সা মাত্র), ০১.০৯.২০২৩ অনুযায়ী এবং এর ওপর বকেয়া সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল, চার্জ ইত্যাদি
২	**সাহানারা বিবি (ঋণগ্রহীতা)** স্বামী ইদ্রিজ খান এবং **ইদ্রিজ খান (সহ–ঋণগ্রহীতা)** পিতা দরবক্স খান, **জামিনদার আরিফউদ্দিন খান,** পিতা ইদ্রিজ খান, গ্রাম এবং পোঃ ঘুনি, থানা হাসনাবাদ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন–৭৪৩৪২৬ **ব্রাঞ্চ: হিঙ্গলগঞ্জ** ইমেল: hingal@ucobank.co.in **যোগাযোগের ব্যক্তি:** সোমনাথ ঘোষাল মোবাইল: ৯৯০৩৯৫৭৭৬৫	জমির সম্পত্তির সমগ্র এবং অবিচ্ছেদ্য অংশ, মাপ কমবেশি ৮.৫০ ডেসিমেল, তার উপর যে কোনও কাঠামো সহ, মৌজা–ঘুনি, জে এল নং ৭১, তৌজি নং ২১, এল আর খতিয়ান নং ১৫০২, আর এস এবং এল আর দাগ নং ২৫৩, গ্রাম ঘুনি, পাটুলিখানপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা হাসনাবাদ, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা। ২০১৮ সালের স্বত্ব দলিল নং I–৬২৪৭, অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস হাসনাবাদ। সম্পত্তিটি সাহানারা বিবি স্বামী ইদ্রিজ খান ওরফে ইদ্রিজ আলি খানের নামে। সম্পত্তির চৌহদ্দি: উত্তর– পঞ্চায়েত রাস্তা; দক্ষিণ– সাব প্লট নং ই; পূর্ব– সাব প্লট নং সি; পশ্চিম–সাব প্লট নং এ।	ক) ০৫.০৩.২০২০ খ) ০৪.১০.২০২৪ গ) অ্যাকাউন্ট নং ০৭০৫০৬১০০০৮৪৫৪ (টিএল) ₹১৫,৫১,৩৮৯.৭৫ (পনেরো লক্ষ একান্ন হাজার তিনশো উননব্বই টাকা এবং পঁচাত্তর পয়সা মাত্র), ১৩.০৫.২০২০ অনুযায়ী এবং এর ওপর বকেয়া সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, মাসুল, চার্জ ইত্যাদি।

তারিখ: ০৪.১০.২০২৪
স্থান: মজিশপুর, হিঙ্গলগঞ্জ

অনুমোদিত আধিকারিক
ইউকো ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈঁক Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস: কলকাতা নর্থ
জিডি–৩৭৭/৩৭৮, সল্ট লেক, সেক্টর–III, কলকাতা–৭০০১০৬

দাবি বিজ্ঞপ্তি

[সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩(১)–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে বিজ্ঞপ্তি]

নীচে বিশদে উল্লেখমতো সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলি ‘অনুৎপাদক পরিসম্পদ’ হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হওয়ায় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২–এর রুল ৩–সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২–এর ১৩(২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক) অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড ডাক মাধ্যমে এখানে নীচে তালিকাভুক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি শীর্ষাঙ্কিত নোটিস প্রেরণ করেছিলেন যার মাধ্যমে প্রতিটি দাবি বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক সংশ্লিষ্ট দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ রেজিস্টার্ড স্পিড পোস্টে প্রেরিত নোটিসগুলি অবিলিকৃত অবস্থায় ফেরত এসেছে। উক্ত নোটিসের প্রতিলিপি নিম্নস্বাক্ষরকারীর কাছে উপলব্ধ রয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ) ইচ্ছুক হলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর থেকে যে কোনও কাজের দিনে অফিস চলার মেয়াদে তা সংগ্রহ করে নিতে পারবেন।

ওপরে উল্লিখিত বিষয়ে, এতদ্দ্বারা পুনরায় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর প্রতি এই নোটিস জারি করা হচ্ছে, যাতে তাঁরা সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) দ্বারা ব্যাঙ্কের অনুকূলে স্বাক্ষরিত বিবিধ জামিনচুক্তির নথি অনুসারে পুরো বকেয়া আদায় দেওয়ার তারিখ পর্যন্ত ও সংশ্লিষ্ট দাবি বিজ্ঞপ্তিতে বিশদে উল্লেখমতো প্রযোজ্যমতো হারে উদ্ভূত সুদ, তৎসহ চার্জ, মাশুল ইত্যাদি সমেত নীচের টেবিলে তাঁদের নামের পাশে উল্লিখিত সমুদায় বকেয়া অর্থাঙ্ক এই নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)–এর অনুকূলে আদায় দেন। সংশ্লিষ্ট ঋণের পুনরুদ্ধার নিশ্চিতকরণে নিম্নলিখিত পরিসম্পদগুলি সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) দ্বারা ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (পূর্বতন এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক)–এর কাছে বন্ধক প্রদত্ত/ রেহানাবদ্ধ রয়েছে।

ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ) ওপরে উল্লেখমতো ব্যাঙ্কের যাবতীয় বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হলে উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারা ও প্রাসঙ্গিক রুলসমূহ অনুযায়ী নিম্নলিখিত সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যার ঝুঁকি, মাশুল ও পরিণাম সম্পূর্ণরূপেই সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–এর ওপর বর্তাবে।

উক্ত অ্যাক্টের অধীনে সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)–কে এতদ্দ্বারা ব্যাঙ্কের আগাম লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে নিম্নলিখিত পরিসম্পদগুলি বিক্রি, ইজারা বা অন্য কোনও উপায়ে হস্তান্তরে নিষেধ করা হচ্ছে। যদি কোনও ব্যক্তি উক্ত অ্যাক্ট বা এর অধীনে রচিত রুলসমূহ পরিপন্থী কোনও কাজ করেন, তাহলে উক্ত অ্যাক্টের অধীনে তাঁর জেল ও/বা জরিমানা হতে পারে।

ক্রম নং	ক) ব্রাঞ্চের নাম খ) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা	বন্ধক প্রদত্ত/ দায়বদ্ধ করা সম্পদের বর্ণনা	ক) গৃহীত ঋণের সুবিধা খ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) প্রাপ্তিস্বীকারপত্র–সহ স্পিড/ রেজিস্টার্ড পোস্টে প্রেরিত দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ঘ) এনপিএর তারিখ ঙ) বকেয়া অর্থাঙ্ক
১	**ক) হাওড়া–বাঁধাঘাট ব্রাঞ্চ খ) ১. শ্রীমতী কুহেলি পাল (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা),** স্বামী– শ্রী মন্টু পাল, ফ্ল্যাট নং এ–৩০১, চতুর্থ তল, ২৯/৩, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, পোঃঅঃ– সালকিয়া, থানা– মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া–৭১১১০৬ **২. শ্রী মন্টু পাল (জামিনদার),** পিতা– শ্রী তুলসী পাল, ফ্ল্যাট নং এ–৩০১, চতুর্থ তল, ২৯/৩, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, পোঃঅঃ– সালকিয়া, থানা– মালিপাঁচঘড়া, হাওড়া–৭১১১০৬	**বন্ধকি পরিসম্পদ:** সামান্য কমবেশি ১২ (বারো) কাঠা ১০ (দশ) ছটাক ১ (এক) বর্গফুট মোকরারি মৌরসী বাস্তু জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ এবং এর উপরিনির্মিত জি+৭ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের কমন এরিয়া ও সুবিধাবলি ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলে (থার্ড ফ্লোর) পূর্ব–পশ্চিম পার্শ্বে ২টি বেডরুম, ১টি হল, ১টি কিচেন, ১টি টয়লেট ও ১টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত মার্বেলের মেঝে দেওয়া ও লিফটের সুবিধাযুক্ত সামান্য কমবেশি ৬৩৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং এ–৩০১–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ২৯/৩, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড, পোঃঅঃ– সালকিয়া, থানা– মালিপাঁচঘড়া, ওয়ার্ড নং ৪, জেলা– হাওড়া, পিন–৭১১১০৬, ডিস্ট্রিক্ট রেজিস্ট্রি অফিস এবং অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রি অফিস– হাওড়া–এর অধিক্ষেত্রাধীন, ২২.০১.২০১৯ তারিখের বিক্রয় দলিল নং I–০৫০২–০০৪৪৬/২০১৯ অনুযায়ী শ্রীমতী কুহেলি পালের নামে রেজিস্টার্ড। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি:** উত্তর– শিবগোপাল ব্যানার্জি লেন; দক্ষিণ– হোল্ডিং নং ২৯, শ্রীরাম ঢ্যাং রোড; পূর্ব– হোল্ডিং নং ১৪২/১১, শিবগোপাল ব্যানার্জি লেন; পশ্চিম– হোল্ডিং নং ২৯/১ ও ২৯/২/১, শ্রীরাম ঢ্যাংশ রোড এবং ১৪২/৬, শিবগোপাল ব্যানার্জি লেন। **ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি:** উত্তর– সিঁড়ি; দক্ষিণ– ফ্ল্যাট নং বি–৩০৭; পূর্ব– ফাঁকা জায়গা; পশ্চিম– ফাঁকা জায়গা।	**ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৫০৪৭২০০৪৯০৩ খ) ২৬.০৯.২০২৪ গ) ২৭.০৯.২০২৪ ঘ) ২৮.১২.২০২০ ঙ) ₹১১,৯২,০৪১.০০** (এগারো লক্ষ বিরানব্বই হাজার একচল্লিশ টাকা মাত্র), ২৬.০৯.২০২৪ অনুযায়ী + ২৭.০৯.২০২৪ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ
২	**ক) হাওড়া ব্রাঞ্চ খ) ১. শ্রী প্রদীপ কুমার মল্লিক (ঋণগ্রহীতা/ বন্ধকদাতা) প্রথম ঠিকানা:** ২১, শ্রীধর রায় রোড, পোঃঅঃ ও থানা– তিলজলা, কলকাতা–৭০০০৩৯ দ্বিতীয় ঠিকানা: ফ্ল্যাট নং ৪এ, চতুর্থ তল, ৭০এ, পুলিন অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০৭৯ **২. শ্রীমতী আশা মল্লিক (জামিনদার),** স্বামী– শ্রী প্রদীপ কুমার মল্লিক, ২১, শ্রীধর রায় রোড, পোঃঅঃ ও থানা– তিলজলা, কলকাতা–৭০০০৩৯	**বন্ধকি পরিসম্পদ:** সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ১৪ ছটাক ১৫ বর্গফুট বাস্তু জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ সমেত এর উপরিনির্মিত জি+৪ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের চতুর্থ তলে (থার্ড ফ্লোর) দক্ষিণ–পশ্চিম পার্শ্বে ২টি বেডরুম, ২টি টয়লেট, ১টি কিচেন, ১টি ড্রয়িং–কাম–ডাইনিং, ১টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত এবং ২৫% সার্ভিস এরিয়া ও বিল্ডিংয়ের সিঁড়ি এরিয়ার সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ধরে সামান্য কমবেশি ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাট নং ৪এ–এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: হোল্ডিং নং ৭০এ, পুলিন অ্যাভিনিউ, কলকাতা–৭০০০৭৯, মৌজা– সুলতানপুর, জে এল নং ১০, আর এস নং ১৪৮, আর এস দাগ নং ২০০৩, সি এস খতিয়ান নং ৫৫৪, আর এস খতিয়ান নং ১৬৩৫, দমদম পুরসভার ৪ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, থানা– দমদম, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, অ্যাডিশনাল সাব–রেজিস্ট্রেশন অফিস– কাশীপুর দমদম–এর অধিক্ষেত্রাধীন। রেজিস্টার্ড কনভেয়ান্স দলিল নং I–৭৬০৫/২০১৭। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি:** উত্তর– ১২ নং প্লটের জমি; দক্ষিণ– ১২ নং প্লটের জমি এবং ১২ ফুট চওড়া পুর–রাস্তা; পূর্ব– আর এস দাগ নং ২০১৩; পশ্চিম– ১৫ এবং ১৫এ নং প্লটের জমি।	**ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৬৫৬৪৬৭১০৯৮ খ) ৩০.০৯.২০২৪ গ) ০১.১০.২০২৪ ঘ) ১৯.০৮.২০১৮ ঙ) ₹২৬,৪৭,৮৩৮.০০** (ছাব্বিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশো আটত্রিশ টাকা মাত্র), ৩০.০৯.২০২৪ অনুযায়ী + ০১.১০.২০২৪ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ
৩	**ক) বিডন স্ট্রিট ব্রাঞ্চ খ) শ্রী সন্তোষ বোস প্রথম ঠিকানা:** ১, বিদ্যাপীঠ রোড, রবীন্দ্রনগর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, চাঁদসী ভবনের কাছে, কলকাতা–৭০০০৬৫ **দ্বিতীয় ঠিকানা:** হোল্ডিং নং ৪৭০, শরৎ বোস রোড, থানা– দমদম, ওয়ার্ড নং ৬, পোঃঅঃ– রবীন্দ্রনগর, কলকাতা–৭০০০৬৫	**বন্ধকি পরিসম্পদ:** সামান্য কমবেশি ২ কাঠা ১১ ছটাক ১৪ বর্গফুট জমির অবিভক্ত ও অবিভাজ্য সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ ও স্বার্থ এবং এর ওপর নির্মিত নতুন জি+৩ তলবিশিষ্ট বিল্ডিংয়ের কমন এরিয়া ও সুবিধাবলি ভোগদখলের সমানাধিকার সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের তৃতীয় তলে (সেকেন্ড ফ্লোর) পশ্চিম–উত্তর পার্শ্বে সামান্য কমবেশি ৭০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি আবাসিক ফ্ল্যাটের অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার অবস্থান: মৌজা– দিগলা, আর এস খতিয়ান নং ১৫৫৮, ১৫৬০, ১০৫, (নতুন) খতিয়ান নং ১৫৯৮, দাগ নং ২১৯৮, ২১৯৯ ও ২২০০, জে এল নং ১৮, তৌজি নং ১৭৩, রেভিনিউ সার্ভে নং ১৬১, হোল্ডিং নং ৪৭০, শরৎ বোস রোড, কলকাতা–৭০০০৬৫, থানা– দমদম, পোঃঅঃ– রবীন্দ্র নগর, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটির ৬ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, জেলা– উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর অফিস– কাশীপুর, দমদম, রেজিস্টার্ড কনভেয়ান্স দলিল নং I–৭২৯৬/২০১৬ অনুযায়ী সম্পত্তিটি শ্রী সন্তোষ বোসের নামে রেজিস্টার্ড। **বিল্ডিংয়ের চৌহদ্দি:** উত্তর– মহেন্দ্র চন্দ্র রায়ের সম্পত্তি; দক্ষিণ– ধীরেন্দ্রনাথ রায়ের সম্পত্তি; পূর্ব– ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষের সম্পত্তি; পশ্চিম– পুরসভার ১২ ফুট চওড়া রাস্তা।	**ক) লোন অ্যাকাউন্ট নং ৫০৩৫০৩৭৭৬৬৭ খ) ২৬.০৯.২০২৪ গ) ২৭.০৯.২০২৪ ঘ) ২৯.১২.২০২৩ ঙ) ₹১০,৫৫,২৪৭.০০** (দশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার দুশো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র), ২৬.০৯.২০২৪ অনুযায়ী + ২৭.০৯.২০২৪ থেকে আদায়ের তারিখ পর্যন্ত উদ্ভূত সুদ

এতদ্দ্বারা আমরা সারফায়েসি অ্যাক্ট, ২০০২–এর অধীনে উক্ত অ্যাক্ট ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের প্রাসঙ্গিক সংস্থানাধীনে আমাদের প্রতি উপলব্ধ অধিকার ও প্রতিকারের প্রতি পক্ষপাতবিহীনভাবে আপনাদের প্রতি আমাদের তরফে জারিকৃত ইতিপূর্বের যাবতীয় নোটিস ও পরবর্তীতে এর প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপগুলি বাতিল/ প্রত্যাহার করছি।

তারিখ: ০৬.১০.২০২৪; স্থান: কলকাতা, হাওড়া — **অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

৩ গোলে বিধ্বস্ত মহমেডান

অনবদ্য জয় মোহনবাগানের

বড় ম্যাচে বাগান জার্সিতে প্রথম গোলের পর ম্যাকলারেনের সেলিব্রেশন। সঙ্গে উচ্ছ্বসিত শুভাশিস ও স্টুয়ার্ট। ছবি: অভিষেক চক্রবর্তী

৩ মোহনবাগান (ম্যাকলারেন, শুভাশিস, স্টুয়ার্ট)

০ মহমেডান

মুনাল চট্টোপাধ্যায়

বেঙ্গালুরুর কাছে ০-৩ গোলে হারের হ্যাংওভার কাটিয়ে যুবভারতীতে মহমেডানকে দুরমুশ করে ৩-০ গোলে হারিয়ে প্রিয় সবুজ-মেরুন সমর্থকদের প্রতিশ্রুতিমতো পুজোর উপহার দিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। আধিপত্য নিয়ে জয় প্রাপ্তির সঙ্গে ১৯ অক্টোবর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ডার্বি মোকাবিলার আগে মনোবল বাড়িয়ে নিল মোহনবাগান। আর চেন্নাইনকে হারিয়ে আকাশে উড়তে থাকা মহমেডানকে বাস্তবের মাটিতে নামিয়ে আনল তারা।

আগের দিনই মোহনবাগান অনুশীলনে মোলিনার দল সাজানো দেখে বোঝা গিয়েছিল ম্যাকলারেন শুরু থেকেই আক্রমণ শানানোর দায়িত্বে থাকবেন। সেই পথেই হাঁটলেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। ম্যাকলারেনকে স্ট্রাইকিং পজিশনে রেখে বলের জোগান দেওয়ার জন্য একটু পেছন থেকে গ্রেগ স্টুয়ার্ট আর অনিরুদ্ধ থাপাকে খেলিয়ে। একইসঙ্গে উইংয়ে আক্রমণ সচল রাখার দায়িত্ব ছিলেন মনবীর ও লিস্টন। ম্যাকলারেনকে খেলানোর সিদ্ধান্ত যে সঠিক, তার প্রমাণ মিলতে শুরু করে প্রথম বল টাচ থেকেই। বিশ্বকাপের মঞ্চে যে টাচে প্রতিপক্ষ ডিফেন্সকে স্ট্রাইকারদের টলিয়ে দিতে দেখেছি, তেমনই ঝলকের দেখা মিলল ম্যাকলারেনের বল ধরা ও ছাড়ায়। ৮ মিনিটে লিস্টনের কর্নার বক্সে মাথা ছুঁইয়ে নামিয়ে দিলে দর্শনীয় হেডে গোলে জড়ান এ লিগের ইতিহাসে সর্বোচ্চ গোলদাতা ম্যাকলারেন। ৭৫ মিনিট পর্যন্ত মাঠে ছিলেন ম্যাকলারেন। সেই সময়ের মধ্যে নিজের জাত চিনিয়ে গেলেন। তাঁর বদলি হিসেবে নামেন পেত্রাতোস।

তার আগে একটু ছটফটানি ভাব দেখিয়ে মোহনবাগান রক্ষণকে পরীক্ষার মুখে ফেলার চেষ্টা করেছিলেন সাদা-কালো ব্রিগেডের ফুটবলাররা। মোহনবাগান কোচ মোলিনা আগেই সেটা আঁচ করে মহমেডানের প্রাথমিক ঝাঁঝ সামলাতে রক্ষণে চার ব্যাকে দুই বিদেশি আলবার্তো ও অলড্রেডকে স্টপারে খেলিয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেন। বারবার এর আগে বাগান রক্ষণের একাধিক গোল খাওয়ার রোগ ধরা পড়েছে। সেটা মাথায় রেখে দুই সাইড ব্যাকে আশিস ও শুভাশিসকে খেলানোর পাশাপাশি মনবীর ও লিস্টনকে আক্রমণ শানানোর পাশাপাশি প্রতিপক্ষের আক্রমণের সময় নেমে এসে রক্ষণে সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতেই বাজিমাত। গোটা ম্যাচে মহমেডান কোনও গোলের সুযোগই তৈরি করতে পারেনি। নিজেদের গুছিয়ে নিতে অল্প সময় লেগেছিল বাগান ব্রিগেডের। তারপর শুধুই বাগান বাহিনীর দাপট। ৪ মিনিটে মহমেডান মাঝমাঠ থেকে আপুইয়া আচমকা শট নিলে গোলকিপার পদম ছেত্রি কর্নারের বিনিময়ে ফিস্ট করে বাঁচান। ১৩ মিনিটে লিস্টনের নেওয়া জোরালো গড়ানো শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন মহমেডান গোলকিপার। ৩১ মিনিটে স্টুয়ার্টের ফ্রিককে শুভাশিসের হেডে মোহনবাগান ২-০ এগিয়ে যায়। মনবীরের বাড়ানো বলে আশিস রাইয়ের মাইনাস গোলের সামনে দিয়ে চলে যায়। ম্যাকলারেন বলের নাগাল পেলে তৃতীয় গোল তখনই এসে যেত। তবে ৩৬ মিনিটে মাঝমাঠে শুভাশিসের থেকে বল পেয়ে স্টুয়ার্ট একক প্রচেষ্টায় টেনে নিয়ে গিয়ে বক্সের মাথা থেকে মাটি ঘেঁষা শটে গোলকিপার পদমের পাশ দিয়ে জালের ভেতরে পাঠিয়ে ৩-০ করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে দলের হাল ফেরাতে তিনটি বদল আনেন মহমেডান কোচ আন্দ্রে চেরনিশভ। তাতেও কোনও ফল মেলেনি। বরং মোহনবাগানের আক্রমণের চাপে সাদা-কালো রক্ষণের নাভিশ্বাস উঠে যায়। লিস্টন, মনবীর, স্টুয়ার্ট, ম্যাকলারেনরা সহজ গোলের সুযোগ নষ্ট না করলে ৫ গোল এসে যেতে পারত।

মোহনবাগান: বিশাল, আশিস, আলবার্তো, অলড্রেড, শুভাশিস, আপুইয়া, অনিরুদ্ধ (টাংরি), মনবীর (সুহেল), স্টুয়ার্ট (আশিক), লিস্টন, ম্যাকলারেন (পেত্রাতোস)

মহমেডান: পদম, জুডিকা (সামাদ), আদজেই, গৌরব, জোডিগলিয়ানা, মাকান (বিকাশ), ফ্রাঙ্কা (মানডুকিচ), কাশিমভ, অমরজিৎ (মাফেলা), রেমসাঙ্গা, অ্যালেক্সিস

আরও গোল হতে পারত: মোলিনা

আজকালের প্রতিবেদন

মহমেডান স্পোর্টিংকে হারিয়ে জয়ের সরণিতে ফিরে খুশি মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের কোচ হোসে মোলিনা। ম্যাচ শেষে মোলিনার প্রতিক্রিয়া, '৩ পয়েন্ট প্রাপ্তিতে নিশ্চয়ই খুশি। কিন্তু আরও গোল হলে বেশি খুশি হতাম। আগেই বলেছিলাম, এত তাড়াতাড়ি হতাশ হওয়ার মতো কিছু ঘটেনি। লম্বা মরশুম। দলের খেলায় উন্নতি হবেই। মহমেডান ম্যাচে তার ঝলক দেখা গেছে। যত দিন যাবে, দল তত ভাল খেলবে। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে ১৫ দিন প্রস্তুতির সুযোগ মিলবে। দলের ৬ ফুটবলার জাতীয় শিবিরে চলে যাবে। আপাতত তাদের ছাড়াই রবিবার থেকে ডার্বির প্রস্তুতি শুরু হবে।'

ম্যাকলারেনকে মহমেডান ম্যাচে শুরু থেকে খেলানোটা মাস্টারস্ট্রোক মোলিনার। তাঁর গোলেই প্রথম এগিয়ে যায় বাগান। ৩৬ মিনিটের মধ্যে আরও দু'গোল এসে যাওয়ায় মহমেডান আর ঘুরে দাঁড়ানোর কোনও সুযোগ পায়নি। ম্যাকলারেনের স্ট্রাইকিং লাইনে থাকাটা কি তাড়াতাড়ি গোল পেতে সাহায্য করেছে? মোলিনার জবাব, 'ম্যাকলারেন নিঃসন্দেহে এদিন আক্রমণভাগের ঝাঁঝ বাড়িয়েছিল। গোলও করেছে। কিন্তু এই জয়ের কৃতিত্ব গোটা দলের। ডিফেন্স, মাঝমাঠ ও আক্রমণভাগে সবাই নিজের সেরা দিয়েছে। বিশেষ করে ডিফেন্স এদিন আগাগোড়া জমাট ছিল। এই ধারাবাহিকতা পরের ম্যাচগুলোতেও বজায় রাখা জরুরি।'

ম্যাচের সেরা শুভাশিস বসু বলেন, 'এই জয় সমর্থকদের পুজোর উপহার। আমরা আজ জয়ের প্রতিজ্ঞা করেই মাঠে নেমেছিলাম। সেটা করতে পেরে খুশি। একইসঙ্গে একজন ডিফেন্ডার হিসেবে এদিন গোল করার ও গোল হজম না করার তৃপ্তি বোধ করছি। এই জয়টা দলগত পারফরমেন্সের ফসল। নিঃসন্দেহে ১৯ অক্টোবর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ডার্বি খেলতে নামার আগে বাড়তি মনোবল জোগাল। তবে ইস্টবেঙ্গল যে জায়গাতেই থাকুক না কেন, ওদের হালকাভাবে নেওয়া যাবে না।'

দূরপাল্লার শটে গোলের পর উচ্ছ্বাস রেই তাচিকাওয়ার। পিছনে হতাশ সৌভিক। ছবি: এক্স

জামশেদপুরেও হার, চারে শূন্য ইস্টবেঙ্গল

২ জামশেদপুর এফসি (তাচিকাওয়া, লালচুংনুঙ্গা আত্মঘাতী)

০ ইস্টবেঙ্গল

রাজর্ষি গাঙ্গুলি

ইস্টবেঙ্গল শনিবার সবই করল। আগের তিনটে ম্যাচের থেকে অনেকটাই ভাল ফুটবল খেলল। আক্রমণে ঝড় তুলল। একের পর এক সুযোগ তৈরি করল। পেনাল্টি পেল। গোটা ম্যাচে প্রতিপক্ষের ওপর কার্যত শাসন করল। আর এত সব কিছু করেও হেরেই গেল। জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে ম্যাচের সব পরিসংখ্যান শনিবার ছিল ইস্টবেঙ্গলের দখলে। তার পরেও ইস্টবেঙ্গল হারল ০-২ গোলে। জামশেদপুরের হয়ে একটি গোল রেই তাচিকাওয়ার। অন্য গোলটি লালচুংনুঙ্গার আত্মঘাতী। আইএসএলের শুরুতেই পরপর চার ম্যাচ হেরে লজ্জার রেকর্ড ইস্টবেঙ্গলের। পয়েন্টের খাতাই যে খোলেনি। পুজোর উপহারের বদলে সমর্থকরা পেলেন একরাশ দীর্ঘশ্বাস।

কার্লেস কুয়াদ্রাত পদত্যাগ করার পর, এই ম্যাচে কোচিংয়ের দায়িত্বে ছিলেন অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জ। ইস্টবেঙ্গল হেরে যাওয়ার পর, হয়তো এই কথাটি নিয়ে তেমন আলোচনা হবে না, তাহলেও মানতেই হবে, এদিন এবারের আইএসএলে নিজেদের সেরা আক্রমণাত্মক ফুটবল উপহার দিল ইস্টবেঙ্গল। এদিন ইস্টবেঙ্গল যে গোলের সুযোগ নষ্ট করেছে, তাতে জামশেদপুরকে গোলের মালা পরিয়ে দেওয়া উচিত ছিল। উল্টে হেরে গেল ০-২ গোলে। ক্লেইটন সিলভা নিজেই হ্যাটট্রিক করতে পারতেন। তিনি যা যা সুযোগ এদিন নষ্ট করলেন, তার সঙ্গে পুরনো ক্লেইটনকে মেলানো বেশ কঠিন।

এদিন ম্যাচের শুরুর দিকে জামশেদপুর প্রায় বল ধরতেই পারছিল না। সল ক্রেসপো সদ্য ডেঙ্গি থেকে সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরেছেন। সেই ক্লান্তি তাঁকে এদিনের ম্যাচে কিছুটা গ্রাস করেছিল। তার পরেও, ইস্টবেঙ্গল মাঝমাঠ থেকে একের পর এক সুযোগ তৈরি হল। ২১ মিনিটে ইস্টবেঙ্গল রক্ষণ একটি সহজ বল পা ছাড়া করে। সেই বল ধরে দুরন্ত গোল করে যান জামশেদপুরের রেই তাচিকাওয়া। ৩১ এবং ৩৬ মিনিটে পরপর দুটি ফাঁকা গোলের সুযোগ নষ্ট করেন ক্লেইটন। না হলে সেখানেই ম্যাচে ফিরে আসে ইস্টবেঙ্গল। জামশেদপুর গোলরক্ষক অ্যালবিনো গোমস একের পর এক নিশ্চিত গোল বাঁচান গোটা ম্যাচে। ক্লেইটনের একটি শট পোস্টে এবং হেক্টরের একটি হেড ক্রসবারে লাগে। তারপরেও জামশেদপুর পেনাল্টি বক্সে ক্লেইটনকে ফাউল করায় পেনাল্টি পেয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু কিছু কিছু দিন যায় যেদিন কিছুই ঠিক হয় না। সল ক্রেসপোর দুর্বল পেনাল্টি শট বাঁচিয়ে দেন অ্যালবিনো। ৭০ মিনিটে লালচুংনুঙ্গা আত্মঘাতী গোল করে ইস্টবেঙ্গলের ম্যাচে ফেরার সব আশা শেষ করে দেন। যদিও দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ে একটি পেনাল্টি পেতে পারত ইস্টবেঙ্গল।

ম্যাচ হারের পরেও ইস্টবেঙ্গলের অন্তর্বর্তীকালীন কোচ বিনো জর্জ সুপার সিক্সে যাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী। তিনি বলেছেন, 'গত তিন ম্যাচের থেকে আমরা অনেক বেশি আক্রমণাত্মক ফুটবল খেলেছি। তবে আজ ভাগ্য একটা ফ্যাক্টর হল। আমার ফুটবলারদের ওপর বিশ্বাস রয়েছে। ১০০ শতাংশ আশাবাদী ইস্টবেঙ্গল সুপার সিক্সে শেষ করবে।'

ইস্টবেঙ্গল: দেবজিৎ, প্রভাত, আনোয়ার, হেক্টর, লালচুংনুঙ্গা (ডেভিড), সৌভিক, সল, তালাল, মহেশ (বিষ্ণু), ক্লেইটন, নন্দকুমার (আমন)

শুটার যখন বেহালাবাদক। শনিবার শহরের এক পাঁচতারা হোটেলে মানু ভাকের। ছবি: পিটিআই

শহরে শারদ-সন্ধেয় মানুই যেন 'উমা'

সুতপা ভৌমিক

'আইলো আমার প্রাণ লো আবার/ আইলো উমা বাড়িতে।'

সত্যিই তাঁকে দেখা মাত্র, এই গানটাই মনে পড়ল। লাল পাড় সাদা শাড়ি। খোলা চুল, সোনার গয়না। শাঁখা-পলা। হাতে মেহেন্দি। কে বলবে এই হাতে যখন পিস্তল ওঠে, অব্যর্থ নিশানা! প্যারিসে এক অলিম্পিকে জোড়া পদক জিতে ইতিহাসে নাম লিখিয়ে ফেলেছেন। সেই ইতিহাসের মুখোমুখি কলকাতা, শনিবার। আর সেই সাক্ষাতে গুলিয়ে গেল, তিনি উমা? পাশের বাড়ির মেয়ে? নাকি মানু ভাকের?

বাইপাসের পাঁচতারা হোটেলের ভেতর যখন তিনি মঞ্চে এলেন, মুখে চওড়া হাসি। শতদ্রু দত্তের উদ্যোগে 'তাহাদের কথা' অনুষ্ঠানের প্রশ্নোত্তর পর্বে জানা গেল তাঁর প্রথম পিস্তল হাতে নেওয়ার গল্প। জীবনে বাবা-মায়ের ভূমিকা। আর সবশেষে মূল্যবান পরামর্শ। 'অন্য কারও নয়। নিজের মতো হওয়ার চেষ্টা করুন। অন্য কাউকে অনুসরণ করলে হয়তো নিজের আসল গুণটাই চাপা পড়ে যাবে।'

এক অলিম্পিকে জোড়া পদক জেতার অনুভূতি কেমন? মানু বললেন, 'প্রত্যেক অ্যাথলিট অলিম্পিকে যায়, দেশের হয়ে পদক জেতার স্বপ্ন নিয়ে। আমিও তাই গিয়েছিলাম। চেষ্টা করেছি। তার ফলও পেয়েছি।' পরের প্রশ্ন, পিস্তল হাতে নেবেন কবে প্রথম ঠিক করেছিলেন? মানুর উত্তর, 'আমার এক বন্ধু, শুটিং রেঞ্জে নিয়ে গিয়েছিল প্রথমবার। ওখানকার যিনি কোচ ছিলেন, তিনি বলেছিলেন চেষ্টা করে দেখো। এক, দু'দিন দেখে কোচ আমার বাবা-মাকে বলেছিলেন, ওকে শুটিং করতে দিন। ও ভাল করবেই। সেই শুরু।' বরাবরই লড়াকু মেজাজের। হার না পসন্দ। মানুর কথায়, 'ভাবতাম, শুধু জিতবই। হারব না। স্যর সতর্ক করেছিলেন। ২০২১-২০২২ সালে যখন হারলাম, বুঝতে পারলাম হার কী, কী শিখিয়ে যায়। জীবন মানেই হার-জিত, চড়াই-উতরাই।'

তিনি এখন অনেকের আইডল। তাঁর জীবনের আইডল কে? মানুর উত্তর, 'মেরি কমের সিনেমা দেখেছিলাম। পরে আলাপ হওয়ার পরও বুঝেছি, কত পরিশ্রম করতে হয়েছে এই জায়গায় পৌঁছোতে। এমএস ধোনিকে নিয়ে সিনেমাও আমাকে শিখিয়েছে।'

কলকাতার দুর্গাপুজো। এতদিন শুনেছেন। এদিন দেখলেন। বাঙালি সাজে সাজার ইচ্ছেও পূরণ করলেন। সৌরভ গাঙ্গুলির খেলা দেখেছেন? মানু চমৎকার উত্তর দিলেন, 'সৌরভ যখন খেলতেন, অনেক ছোট ছিলাম। বাবা টিভিতে ম্যাচ চালাত। এঁরা আমাদের খেলার দুনিয়ার লেজেন্ড।' কথা শেষ। এবার ফেরার পালা। বাঙালি সাজেই মানু ছুটলেন বিমানবন্দরের পথে। শারদ-সন্ধেয় নতুন 'উমা'কে পাওয়া, এও কি কম পাওয়া?

জোটার গোলে জয়ী লিভারপুল

আজকালের প্রতিবেদন

ইপিএলে টানা ৩ ম্যাচে জয় লিভারপুলের। দিওগো জোটার একমাত্র গোলে জিতেছে আর্নে স্লটের দল। শনিবার ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল মহম্মদ সালাদের। ধারে-ভারে এগিয়ে থাকা লিভারপুল এদিন ম্যাচের শুরুতেই অবশ্য গোল খেয়ে যায়। তবে অফসাইডে সেই গোল বাতিলের পর সালারা তেড়েফুঁড়ে আক্রমণে ওঠে। ফলস্বরূপ ৯ মিনিটেই এগিয়ে যায় তারা। ক্রিস্টাল প্যালেসের বিরুদ্ধে আরও একাধিক গোলের সুযোগ পেয়েছিল লিভারপুল। কিন্তু আক্রমণভাগের ব্যর্থতায় ব্যবধান বাড়েনি। এদিন জিতে ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে রয়েছে তারা।

একইদিনে ঘরের মাঠে ম্যাচ ছিল ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও আর্সেনালেরও। সিটির খেলা ছিল ফুলহ্যামের সঙ্গে। ম্যাচটি ৩-২ গোলে জিতেছে ম্যান সিটি। অন্যদিকে, আর্সেনাল খেলতে নেমেছিল সাদামটনের বিরুদ্ধে। কাই হাভার্টজরা ২-১ ফলে সাদামটনকে হারিয়েছেন।

ফুলহ্যামের বিরুদ্ধে শুরু থেকেই আক্রমণাত্মক ছন্দে খেলছিলেন ফিল ফোডেনরা। তবে খেলার গতির বিপরীতে ২৬ মিনিটে গোল করে ফুলহ্যাম। অবশেষে ৩২ মিনিটে মাতেও কোভাসিচের গোলে সমতা ফেরে। বিরতির পর ফের গোল। বার্নার্ডো সিলভার পাস থেকে দ্বিতীয় গোল করে দলকে এগিয়ে দেন সেই কোভাসিচ। ৮২ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান জেরেমি ডোকু। সংযুক্তি সময়ে ফুলহ্যাম একটি গোল শোধ করে।

এদিকে আর্সেনাল-সাদামটন ম্যাচ প্রথমার্ধে গোলশূন্য থাকার পর দ্বিতীয়ার্ধে গোলমুখ খুলতে সফল হয় দু'দলই। ৫৫ মিনিটে ক্যামেরন আর্চারের গোলে এগিয়ে যায় সাদামটন। তিন মিনিটের মধ্যে সেই গোল শোধ করে দেন কাই হাভার্ৎজ। এরপর ৬৮ মিনিটে গ্যাব্রিয়েল মার্টিনেলির গোলে এগিয়ে যায় আর্সেনাল। খেলার একেবারে শেষদিকে বুকায়ো সাকা গোল করে দলের জয় নিশ্চিত করেন।

জয়ের নায়ক দিওগো জোটা। ছবি: এএফপি

খেলার খুচরো

শাস্তি কমল

৪ বছরের নিষেধাজ্ঞার সাজা কমায় স্বস্তিতে ফরাসি তারকা ফুটবলার পল পোগবা। কোর্ট অফ আরবিট্রেশন ফর স্পোর্টসে তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে ১৮ মাস শাস্তির সময় কমল। অর্থাৎ, ২০২৫ সালের মার্চ মাস থেকেই তিনি ফের মাঠে নামতে পারবেন।

বাইরে স্টোকস

হ্যামস্ট্রিংয়ের চোট সারলেও এখনও পুরোপুরি সুস্থ হয়ে ওঠেননি বেন স্টোকস। তাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের প্রথম টেস্ট দল থেকে ছিটকে গেলেন তিনি। স্টোকস বলেছেন, 'ফিট হওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু আমি খেলার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত নই।'

শারদ উপহার

সামনেই শারদোৎসব। আর তার আগে, কলকাতা লিগকে সফলভাবে আয়োজন করতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন ময়দানে যে মাঠকর্মীরা, তাঁদের হাতে উৎসবের উপহার হিসেবে টি শার্ট, মিষ্টি এবং নগদ অর্থ তুলে দিল আইএফএ। ময়দানের বিভিন্ন ক্লাবের ২৯ জন মাঠকর্মীর হাতে এই উপহার তুলে দেওয়া হয়।

ড্যানিয়েল মালদিনি

২২ বছর পর ইতালিতে ফের মালদিনি

আজকালের প্রতিবেদন

দাদু ও বাবা দু'জনেই ফুটবল জগতের কিংবদন্তি। তাঁদের পথ ধরে এবার তৃতীয় প্রজন্মের উঠে আসার পালা। এমনটাই হল ইতালিয়ান ফুটবলে। নেশনস্ লিগে গ্রুপপর্বের ম্যাচের জন্য সম্প্রতি ইতালির স্কোয়াড ঘোষণা করেছেন কোচ লুসিয়ানো স্পালেত্তি। তাতে জায়গা করে নিয়েছেন সিজার মালদিনির নাতি ও পাওলো মালদিনির পুত্র ড্যানিয়েল মালদিনি।

২২ বছর বয়সি ড্যানিয়েলের উত্থান এসি মিলানের অ্যাকাডেমি থেকে। বাবা ও দাদু ছিলেন ডিফেন্ডার। তাঁদের উত্তরসূরি হলেন ফরোয়ার্ড। অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার হিসেবে খেলতে পছন্দ করলেও উইঙ্গারের ভূমিকাও পালন করতে পারেন ড্যানিয়েল। ২০১০ সাল থেকে এক দশক মিলানের নানা বয়সভিত্তিক দলের হয়ে নজর কাড়েন। ২০১৯-২১ সালের মধ্যে অনূর্ধ্ব ১৮, ১৯ ও ২০ জাতীয় দলের হয়েও খেলেছেন তিনি।

২০২০ সালে ১৮ বছর বয়সে মিলানের সিনিয়র দলে অভিষেক হয় ড্যানিয়েলের। ১৫ ম্যাচে ১টি গোলও করেন তিনি। তারপর লোনে স্পেজিয়া, এমপোলির হয়ে খেলার পর চলতি মরশুমে মোনজার হয়ে পাকাপাকি চুক্তি করেন ড্যানিয়েল। মোনজা সিরি এ-র লাস্টবয় হলেও তাদের করা ৪টি গোলের একটি ড্যানিয়েলের করা। মালদিনি জুনিয়রকে নিয়ে পাওলো ইতিমধ্যেই প্রশংসার সুরে বলেছেন, 'কিছু ফুটবলার খুব দ্রুত উন্নতি করে, আবার কয়েকজন একটু সময় নেয়। ড্যানিয়েল দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পড়ে। ও খুব ভাল শট নিতে পারে। ভিশনটাও দারুণ। এবার নিজেকে প্রমাণ করার সময় এসেছে।'

১৯৬৩ সালে সিজার ও ২০০২ সালে পাওলো শেষবার দেশের জার্সিতে খেলেছিলেন। ২২ বছর পর আন্তর্জাতিক মঞ্চে মালদিনিদের উত্তরসূরির পদার্পণের অপেক্ষায় ফুটবলপ্রেমীরা।

S24 PAGS	126
N24 PAGS	128
RANAGHAT	128
ARAMBAGH	128
BURDWAN	121
BOLPUR	122
MIDNAPUR	112
BANKURA	121
SILIGURI	108
MALDA / BALURGHAT	119
FALAKATA	108
ALIPURDUAR	111

CONTACT-80160 91101

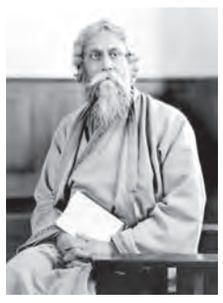

২
‘শারদোৎসব’ ও
প্লে-ব্যাকের ইতিকথা

রবিবাসর
আজকাল কলকাতা রবিবার ৬ অক্টোবর ২০২৪

৩
পুজো সেবার
জেলের ভেতর

‘মেয়েটির নাম দুর্গা সোরেন বটেক
মায়ের ছিল না অক্ষর জ্ঞান ছটেক।
সর্বশিক্ষা অভিযানে পেয়ে বৃত্তি
দুর্গা হয়েছে ইংরেজি স্কুলে ভর্তি।’
কন্যাশ্লোক (আমার দুর্গা): মল্লিকা সেনগুপ্ত

পুজোর ছড়া-কবিতা-গান

‘পুজোর বাজারে আমি যদি লেখা না জোটাই।/ দুটো লাইনের মত কলমটা না ছোটাই।/ সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ্য কি/’ লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। লিখেছেন **তন্ময় চক্রবর্তী**। ছবি: **শুভেন্দু সরকার**

রবি ঠাকুর বরাবরই সাদা কাগজে কালো অক্ষরে পুজোর রং লাগিয়ে দেন। এই যেমন ‘কাছে এল পুজার ছুটি/ রোদ্দুরে লেগেছে চাঁপাফুলের রঙ/ হাওয়া উঠছে শিশিরে শির্‌শিরিয়ে/ শিউলির গন্ধ এসে লাগে... লিখতে লিখতে হঠাৎ করেই কবি লিখে ফেলেন...ভবানীপুরের তেতালা বাড়িতে/ আলাপ চলছে সরু মোটা গলায়/ এবার আবুপাহাড় না মাদুরা/ না ড্যাল্‌হৌসি কিম্বা পুরী/ না সেই চিরকেলে চেনা লোকের দার্জিলিঙ।’ ব্যস, কবিতার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ে বাঙালির পুজো। পুজোতে যতই বড়রা চাঁদা তুলে ঢাকঢোল পিটিয়ে ঘাড়ে করে ঠাকুর এনে দুবেলা খিচুড়ি-লুচি খাওয়াক না কেন, মনে হয় পুজোটা আদতে ছোটদের। কেমন করে? চলুন ছড়ার ঝাঁপি খুলে বসা যাক। ‘...শ্রদ্ধেয় মা দুর্গা/ তোমার দশটা কেন হাত?/ ট্রামে বাসে উঠতে গেলে হবেই কুপোকাত!’ (দুর্গা মাকে খোলা চিঠি: ভবানীপ্রসাদ মজুমদার)। কিংবা এক অজানা কবির কাঁচা হাতে লেখা ‘স্বর্গের টিভি নিউজে দিচ্ছে/ পুজোয় নতুন কিসের থিম/ অসুরপুরেও খাওয়ার ফর্দ/ নলেন গুড়ের আইসক্রীম।’

সেপ্টেম্বর কী অক্টোবর মাস ১৯৩৯। মংপুতে পাহাড়ে বসে আছেন রবীন্দ্রনাথ। আশ্বিন কী কার্তিকের এক সন্ধেয় কবি লিখছেন, ‘পুজোর বাজারে আমি যদি লেখা না জোটাই।/ দুটো লাইনের মত কলমটা না ছোটাই।/ সম্পাদকের সাথে রবে সৌহার্দ্য কি/’ পূরবী কাব্যগ্রন্থের দুটি কবিতা, ‘শেষ’ ও ‘কিশোর প্রেম’ বসুমতী শারদীয়া সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। যদিও কবিতা একটি ল্যাটিন আমেরিকায় পেরুযাত্রার সময় লেখা এবং আরেকটি আর্জেন্টিনার সান ইসিদ্রোতে বাগানবাড়িতে লেখা। শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় ছড়া কাব্যের ‘সেরা মেঘের আলো পড়ে’ কবিতাটি শান্তিনিকেতনের উদিচিতে রচিত। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। পুজোর কয়েক মাস আগেই শারদীয়ার পাতা ভরাতে কবি ও ছড়াকার, আর হালফিলের থিম সং লিখতে গীতিকার ও সুরকার আদা-জল খেয়ে লেগে পড়ে পুজোর বাজনা বাজার আগেই।

২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯২২। ধূমকেতু পত্রিকার দ্বাদশ সংখ্যায় ছাপা হল কবি কাজী নজরুল ইসলামের কালজয়ী কবিতা ‘আনন্দময়ীর আগমনে’। তখন ব্রিটিশ শাসন। কবিকে জেলবন্দি করল ইংরেজ। একটু দেখা যাক কবিতাটিতে কী ছিল... আর কতকাল থাকবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল/ স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল/ দেব শিশুদের মারছে চাবুক, বীর যুবাদের দিচ্ছে ফাঁসি/ ভূ ভারত আজ কসাইখানা আসবি কখন সর্বনাশী/।

পদ্যসাহিত্যের গবেষকরা ইতিহাসের উপাদানের ভিত্তিতে অনেকেই ধারণা পোষণ করেন যে কৃত্তিবাস ওঝার শ্রীরাম পাঁচালীর বর্ণনা থেকেই বঙ্গে দুর্গাপুজোর উদ্ভব। সাতটি সর্গ বা কাণ্ডে লেখা শ্রীরাম পাঁচালী যাকে আমরা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বলি, সেই ছন্দবদ্ধ পদগুলির মধ্যে রামচন্দ্রের দুর্গাপুজোর বর্ণনা দেখে কবিরা মনে করতেই পারেন যে কবিতা ধর্মী ছন্দবদ্ধ পদের মধ্যে দিয়ে দুর্গাপুজোর গল্পটি বলা হয়েছিল।

তখন সাহেবি আমল। ইংলিশম্যান পত্রিকার পাতায় জোরদার পুজোর খবর। কার পুজোর বাড়িতে বিদেশি ক্যাটারার থেকে খাবার আসছে। কোন বড় লোকের বাড়িতে কোন সাহেবের নিমন্ত্রণ, চাপা থাকছে না সে খবরও। এমনকী কাদের পুজোয় কোথা থেকে বাই আর নাচওয়ালি আসছে, সে নিয়েও বাবুসমাজে জল্পনা। সেকালের এমনই এক বিখ্যাত পুজো গোপীমোহন দেবের বাড়ির পুজো। সন কিংবা তারিখের হিসেব জানা নেই। এই পুজো নাকি একবার শুরু হয়েছিল একটি সমবেত সঙ্গীত দিয়ে। সে গানের শুরুটা হল ‘গড সেভ দ্য কিং’। ডিহি কলকাতার দুর্গাপুজোয় প্রকাশিত হত বারো পাতা, ষোলোপাতার পত্রিকা। সেগুলো সবই মোটা দাগের চটুল রঙ্গে ভরা। সেসব পত্রিকার মূল উৎস ছিল বটতলার টালাবাগান। কভার পেজে লেখা থাকত ‘যদি রসের কথা পড়তে চাও/ একটি পয়সায় কিনে নাও।’ আর পাতা খুললেই ‘এবার পুজোয় বিষম দায়/ বউ ৫০০ টাকা চায়’। কোনওটাতেই যে সাহিত্যমূল্য একেবারে থাকত না, তা নয়। যেমন একবার এক পুস্তিকায় সম্ভবত শরৎচন্দ্র দেব লিখেছিলেন, ‘এবার পুজোয় গিরিবালা/ চেয়েছেন সোনার থালা।’ এই সমস্ত লেখা পড়তে পড়তে, শুনতে শুনতেই হয়তো আজকের পুজোর ছড়া এবং কবিতার উৎপত্তি।

রাজার বাড়ির খবর বাইরে সচরাচর আসে না। নবমীর রাত। আলোর মালায় সেজে শোভাবাজার রাজবাড়িতে পুজো বেশ জমে উঠেছে। সেই বিবরণই নাকি দীনবন্ধু মিত্র তাঁর সুরধুনী কাব্যতে লিখেছিলেন, ‘বসিয়াছে বাবুগন করি রম্য বেশ/ মাথায় জরির টুপি কাঁপাইয়া কেশ/’। ব্রিটিশ আমলের কলকাতায় শিবকৃষ্ণ দাঁ-র বাড়ি, অভয়চরণ মিত্রের বাড়ি, আর ‘শ’ বাজারের রাজবাড়ির পুজোই ছিল সেরা। সাবেক কলকাতার এই তিন পুজোর রঙ্গ দেখেই বাংলার কালজয়ী কবি ঈশ্বর গুপ্ত হয়তো লিখেছিলেন, ‘ধন্য ধন্য কলিকাতা/ ধরেছে কলির ছাতা/ ধন্য তব নব ব্যবহার/ হইতেছে কত রঙ্গ/ নাহি মাত্র তাল ভঙ্গ/ বঙ্গদেশ পদে নমস্কার।’ বঙ্গের দুর্গাপুজো নিয়ে পিছিয়ে নেই বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। কমলাকান্তের দপ্তরে কবিতাটি আমার দুর্গোৎসব নামেই পরিচিত, ‘...জয় জয় জয় জয়া জয়দাত্রি। জয় জয় জয় বঙ্গ জগদ্ধাত্রি॥ জয় জয় জয় সুখদে অন্নদে। জয় জয় জয় বরদে শর্ম্মদে।’

বাংলা ক্যালেন্ডারে সেদিন ১০ আশ্বিন। ইংরেজি ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩। প্রকাশিত হয় ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভার সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সুলভ সমাচার’, ‘ছুটির সুলভ’। শরৎকালে পুজোর আগে প্রকাশিত বলে সম্ভবত এটাই বাংলার প্রথম শারদসংখ্যা। এর কিছুদিন বাদেই প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’। সেখানে কেবলমাত্র দুর্গাপুজোর ওপর কিছু পদ্য প্রকাশিত হয়েছিল। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত ভারতী পত্রিকার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ছাপা পত্রিকার মূল আকর্ষণ ছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা ভারতী নামের একটি কবিতা। যেহেতু শরৎকালের পত্রিকা, তাই এই বইটিতে সরলাদেবী লিখেছিলেন স্বরলিপি-সহ দুর্গাচণ্ডীর গান এবং শিবগীতি। সাল ১৯২২। সেবার পুজোর আগে দু’পাতার আনন্দবাজার পত্রিকা। লাল কালিতে ছাপা। বিনামূল্যে শারদপত্র। ১৯৩৫ সালে আনন্দবাজার পত্রিকা প্রকাশ করে শারদ পত্রিকা। তাতে ছিল সজনীকান্ত দাস এবং প্রমথনাথ বিশীর কবিতা, রবি ঠাকুরের আশীর্বাণী, নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি। সে পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার। প্রবন্ধ লিখেছিলেন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, স্যর যদুনাথ সরকার, বিধুশেখর শাস্ত্রী, অন্নদাশঙ্কর রায় এবং নরেন্দ্র দেব। শোনা যায় শারদসংখ্যাটি বিক্রি হয়েছিল ৩০ হাজার কপি।

১৯০০ সাল। কলকাতা মূলত ডুবে আছে বাইজি বাড়ির বিনোদনের গান, থিয়েটার বা খেটারের গান এবং নানা ধরনের মোটাদাগের অলীক রঙ্গে। ঠিক সেই সময়ই ১৯০১ সালে কলকাতার এসপ্ল্যানেড ইস্টে লন্ডনের গ্রামোফোন কোম্পানি এক অফিস খুলে বসে। তার নাম ছিল ‘গ্রামোফোন এন্ড টাইপরাইটার কোম্পানি লিমিটেড’। পরে অবশ্য সে নাম থেকে ‘টাইপরাইটার’ শব্দটি বাদ যায়। কোম্পানির বড়কর্তা এক ইংরেজ সাহেব। ওয়াটসন হড। এই সাহেব খুবই বিচক্ষণ ব্যবসায়ী। তাঁর মনে হল খেটার আর বাইজি বাড়ির বদলে ঘরে ঘরে গান শোনার ব্যবস্থা করলে কেমন হয়। ১৯০২ সাল। অক্টোবর মাস। কলকাতায় এলেন লন্ডনের রেকর্ডিস্ট ফ্রেডরিক উইলিয়াম গেইসবার্গ। বাইজিপাড়া আর থিয়েটার মহল ঘুরে সে বছরই তিনি থিয়েটারের এক নর্তকী-গায়িকা মিস শশীমুখীর গান রেকর্ড করলেন। গানটির কথা ‘কাঁহা জীবন ধন’। সেই প্রথম রেকর্ডিং। তারপরে বিশ দশক। রেকর্ডিংয়ের স্বর্ণযুগ। গহরজান আশ্চর্যময়ী দাসী, লালচাঁদ বড়াল, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুবনেশ্বরী, কুমুদিনী, বিনোদিনীদের সময়। ক্রমশ গালার চাকতির রেকর্ড পৌঁছে গেল বাবুদের বাড়ি। বাঙালির ঘরে, ‘সুখী গৃহকোণ শোভে গ্রামোফোন’। সেই পথ ধরেই কলকাতার গানের রেকর্ডিংয়ের বাজারে পরে একে একে এল ‘কলম্বিয়া’, ‘এনরিকো’, ‘এঞ্জেল’। সঙ্গে আমাদের খাস কলকাতার ‘এইচ. বোস’ জিতেন্দ্রনাথ ঘোষের ‘মেগাফোন’, বিভূতিভূষণ সেনের ‘সেনোলা’ এবং অবশ্যই চণ্ডীচরণ সাহার ‘হিন্দুস্থান রেকর্ডস’। এঁদের নিয়েই পুজোর গানের রেকর্ডিংয়ের জয়যাত্রা।

সাল ১৯১৪। সেপ্টেম্বর মাস। ভোরবেলা। শরতের হাওয়া দিচ্ছে। হঠাৎ করেই এক আশ্চর্য বিজ্ঞাপনে চোখ আটকে গেল বাঙালির। হাফটোন ব্লকের ছাপা বিজ্ঞাপন। গ্রামোফোন যন্ত্রের সামনে এক কুকুর। নীচে লেখা নিউ টেন ইঞ্চ ডাবল সাইডেড ভায়োলেট লেবেল বাংলা গ্রামোফোন রেকর্ড। ওপরে বাংলায় লেখা ‘শারদীয়া’। নীচে ‘হিজ মাস্টার্স ভয়েস’। নির্ভুল সাল-তারিখ বলা মুশকিল। কিন্তু গান-গবেষকরা বলছেন, সে বছর পুজোর জন্য ১৭টি নতুন গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল। ভায়োলেট রং-এর লেবেল। ১০ ইঞ্চি মাপ। রেকর্ডিং দু পিঠে। দাম তিন টাকা। বাংলা এবং ইংরেজিতে বিজ্ঞাপন। তালিকায় শিল্পীদের নাম, গানের প্রথম লাইন, রাগ পরিচয়। আশ্চর্যের কথা হল দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বোন অমলা দাশ সে বছর পুজোয় প্রথম রেকর্ড করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি গান। প্রথমটি ইমনকল্যাণ রাগে ‘হে মোর দেবতা’, দ্বিতীয়টি হল সিন্ধি-কাফিতে ‘প্রতিদিন আমি হে জীবনস্বামী’। বলাই বাহুল্য, রবীন্দ্র সঙ্গীত শব্দটি তখনও বাংলার সঙ্গীত সমাজে প্রচলিত হয়নি। কাজেই লোকমুখে প্রচারিত ছিল গানটির কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রেকর্ড ক্যাটালগে নাম ছাপা ছিল মিস দাশ (অ্যামেচার)। সেসময় পেশাদার রঙ্গমঞ্চ বা বায়না করা শিল্পীদের বাইরে অন্য কেউ গান রেকর্ড করলে তাঁর নামের পাশে অ্যামেচার লেখা হত। যখনকার কথা বলছি, তখন ঘরের মহিলাদের গান শেখাটাই ছিল নিন্দার বিষয়। অমলা দাশই প্রথম মহিলা, যিনি পুজোতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান রেকর্ড করেছিলেন। শারদীয়া পুজো উপলক্ষে এবছর অন্য যে গানগুলি বেরিয়েছিল, সেগুলি আগমনি ভক্তিগীতি বা কীর্তন। শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কৃষ্ণভাবিনী বা কেষ্টভামিনী, মানদা সুন্দরী দাসী, নারায়ণচন্দ্র মুখার্জি, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শশীভূষণ দে, বেদানা দাসী এবং কে. মল্লিক। কীর্তনাঙ্গের গান ‘এস এস বলে রসিক নেয়ে’ গেয়েছিলেন মানদাসুন্দরী দাসী। আগমনি গান ‘দেখলো সজনী আসে ধীরি ধীরি’ গেয়েছিলেন নারায়ণচন্দ্র মুখার্জি। নর্তকী-গায়িকা কৃষ্ণভাবিনী গেয়েছিলেন মালকোষ রাগে আশ্রিত ‘মাকে কে না জানে’। এই গায়িকার গান রেকর্ডিংয়ে একটি মজার বিষয় ছিল যে, প্রতিটি গানের শেষেই তিনি ‘মাই নেম ইজ কেষ্টভাবিনী’ বলে রেকর্ডিংয়ে নিজের গানের আলাদা সিগনেচার স্টাইল তৈরি করতেন। তবে যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি হলেন কে. মল্লিক। শোনা যায় ওঁর আসল নাম নাকি ছিল মহম্মদ কাশেম। ঠিক কী কারণে তিনি কে. মল্লিক নামে গাইতেন, সেকথা গ্রামোফোন কোম্পানিই জানে। তবে প্রথম পুজো রেকর্ডিংয়ে তাঁর গানটি ছিল আগমনি ‘এ কী তব বিবেচনা’। ওঁদের গান ছাড়াও সেবার পুজোয় হাসির গান রেকর্ড করেছিলেন অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায় ‘স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আদর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদর’।

> বাংলা ক্যালেন্ডারে সেদিন ১০ আশ্বিন। ইংরেজি ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৮৭৩। প্রকাশিত হয় ব্রাহ্মসমাজের কেশবচন্দ্র সেনের ভারত সংস্কার সভার সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘সুলভ সমাচার’, ‘ছুটির সুলভ’। শরৎকালে পুজোর আগে প্রকাশিত বলে সম্ভবত এটাই বাংলার প্রথম শারদসংখ্যা। এর কিছুদিন বাদেই প্রকাশিত হয় ঈশ্বর গুপ্তের ‘সংবাদ প্রভাকর’।

১৯১৭। কৃষ্ণচন্দ্র দে পুজোর গান রেকর্ড করলেন। তাঁর মধ্যে একটি গান তখন খুব জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি ছিল ‘মা তোর মুখ দেখে কি’। ১৯২২। স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রস্তুতির ঢেউ নাড়িয়ে দিচ্ছে শহর কলকাতা। পুজোর গানের রেকর্ডিংয়েও পড়েছে তার প্রভাব। কোরাস রেকর্ডিং হয়েছে ডি এল রায়ের ‘বঙ্গ আমার জননী আমার’। সেইসঙ্গে ‘চরখার গান’ রেকর্ড করলেন বেশ কিছু নবীন শিল্পী। রেকর্ডিং হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘দেশ দেশ নন্দিত করি’। হরেন্দ্রনাথ দত্ত রেকর্ড করলেন ‘বন্দেমাতরম্’। এই দেশজাগরণের সময়েই আঙুরবালা রেকর্ড করলেন পুজোর গান। দুটি গানই ছিল অবশ্য ভক্তিগীতি। তার মধ্যে, ‘কালা তোর তরে কদম তলায়’ গানটি আজও শোনা যায়। সাল ১৯২৩। পুজোর গান রেকর্ডিংয়ের লিস্টে ঢুকলেন ইন্দুবালা। গাইলেন ‘ওরে মাঝি তরী হেথা বাঁধবো না’। ১৯২৫ সালে পুজোর গানের রেকর্ডিংয়ের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক। কারণ, যতদূর জানা যায়, ওই বছরেই পুজোয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ‘জাতের নামে বজ্জাতি’ কবিতাটি গান হিসেবে রেকর্ড করেন হরেন্দ্রনাথ দত্ত। সাহানা দেবী রেকর্ড করেছিলেন অতুলপ্রসাদ সেনের দুটি গান। তার মধ্যে ‘শুধু দুদিনেরই খেলা’ গানটি জনপ্রিয় হয়। ওই পুজোতেই রেকর্ডিং হয়েছিল দিলীপকুমার রায়ের গান ‘ছিল বসি কুসুম কাননে’ এবং ‘রাঙা জবা কে দিল তোর পায়ে’।

১৯৩১। ‘আজি শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও’ আজকের দিনেও জনপ্রিয় এই আগমনি গানটির পুজোর রেকর্ডিং করেছিলেন ধীরেন্দ্রনাথ দাস। কথা হীরেন বসু। এরপর প্রণব রায়ের কথায় কমল দাশগুপ্তর সুরে ১৯৩৪ সালে মাত্র ১৩ বছর বয়সে যূথিকা রায়ের গাওয়া দুটি গান প্রথম রেকর্ডেই শ্রোতাদের মধ্যে আলোড়ন ফেলে। একটি গান ‘আমি ভোরের যূথিকা’। অন্যটি ‘সাঁঝের তারকা আমি’। পুজোয় রেকর্ডিং করায় এই গান দুটিকে বাঙালি শ্রোতারা ‘আধুনিক গান’ নামে চিহ্নিত করে। প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল বাংলা গান কবে আধুনিক হল, তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। ইতিহাসে কোথায় লেখা আছে জানা নেই। কিন্তু নানান গানের আলোচনায় শোনা যে, কেউ কেউ বলেন, কলকাতার বেতারে হৃদয়রঞ্জন রায় নামে এক গায়কের গান পরিবেশিত হয় ১৯৩০ সালের ২৭ এপ্রিল। সেখানেই নাকি এই শব্দবন্ধ ‘আধুনিক বাংলা গান’ ব্যবহার করা হয়েছিল।

এসব তত্ত্বগত এবং তথ্যের ফাঁকে একটা কথা বলে রাখা ভাল যে বাংলা চলচ্চিত্র ‘সবাক’ হয়েছিল ১৯৩০ সালে। সে সময়ে সিনেমায় অনেক গান ব্যবহার করা হত। সেই আলো এসে পড়েছিল পুজোর গানের রেকর্ডিংয়েও। ক্রমশ বেড়ে গেল পুজোর গান রেকর্ডিংয়ের সংখ্যা। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হিন্দুস্থান রেকর্ড প্রকাশ করে শচীন দেববর্মণের গাওয়া ‘ডাকলে কোকিল রোজ বিহানে’ এবং ‘এই পথে আজ এসো প্রিয়া’। এই দুটি গান সম্ভবত শচীনকর্তার পুজোর প্রথম রেকর্ড করা গান। তবে ১৯৫৬-তে পুজোতে গাওয়া ‘মন দিল না বধু’ গানটি নিঃসন্দেহে সবচেয়ে বেশি হিট। কয়েক বছরের মধ্যেই কলকাতার গান-বাজনার মহলে পুজোর গান এক বিশেষ চর্চা হয়ে দাঁড়াল।

যতদূর জানা যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রথম পুজোর গান রেকর্ড করেছিলেন ১৯৪৩ সালে। গান দুটি ছিল, ‘সেদিন নিশীথে’ এবং ‘জানি জানি একদিন’। যদিও ১৯৩৭ সালে নরেশ ভট্টাচার্যের কথায় এবং শৈলেশ দত্তগুপ্তর সুরে কলম্বিয়া রেকর্ডিং থেকে, ‘জানিতে যদি গো তুমি’ এবং ‘বলো গো বলো মোরে’ এই দুটি গান দিয়েই তাঁর রেকর্ডিংয়ে আত্মপ্রকাশ।

অনেক বছর আগের পুজো। দূর থেকে ভেসে আসা মান্না দে, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় এবং আরও অনেকেই। ১৯৪৮। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রথম পুজোর গান রেকর্ড করেন। গান দুটি ‘কার বাঁশি বাজে’ আর ‘কেন তুমি চলে যাও গো’। কথা পবিত্র মিত্র। সুর সুধীরলাল চক্রবর্তী। কমল ঘোষের কথায় রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ‘ওগো মোর গীতিময়’ গানটি সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় গেয়েছিলেন ১৯৫০-এ। মান্না দে নিজের সুরে দুটি গান গাইলেন, ‘কত দূরে আর’, ‘হায় হায় গো রাত যায় গো’। পুজোয় তাঁর প্রথম বাংলা আধুনিক বেসিক রেকর্ড ১৯৫৩ সালে। এই বছরই পুজোয় প্রকাশিত হয়েছিল পান্নালাল ভট্টাচার্যের সেই কালজয়ী শ্যামাসঙ্গীত, ‘মায়ের পায়ের জবা হয়ে’। প্রথমেই হিট। উৎপলা সেন, সলিল চৌধুরির সুরে গেয়েছিলেন, ‘প্রান্তরের গান আমার’ আর সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, সলিল চৌধুরির সুরে বিমলচন্দ্র ঘোষ-এর কথায় গাইলেন, ‘উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা’। দুটিই সুপারহিট। এর ঠিক এক বছর আগেই পুজোয় শ্যামল মিত্র গেয়েছিলেন মধ্যবিত্ত বাঙালির হৃদয়ভাঙানো গান, ‘স্মৃতি তুমি বেদনার’। সুরকার, সুধীরলাল চক্রবর্তী।

সেইসব দিনে ‘শারদ অর্ঘ্য’ নামে গানের বই বের হত এইচ এম ভি থেকে। পুজোর গানের রেকর্ড প্রকাশের সময় তাতে জানা যেত সেই শিল্পীর কাজ, প্রতিটি গানের কথা, গীতিকার, সুরকারের নাম সঙ্গে আরও কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য। হাত ঘোরানো চাকাওয়ালা কলের গান ততদিনে হয়ে গেছে রেকর্ড প্লেয়ার। ৭৮, ৩৩, ৪৫ আরপিএম রেকর্ডের রমরমা সঙ্গীতপিপাসু বাঙালির ঘরে ঘরে।

পুজোর গানের তালিকা এবং গায়কের তালিকা দশটা মহাভারতকেও হার মানাবে। লতা মঙ্গেশকরের প্রথম পুজোর গান, ‘রঙ্গিলা বাঁশিতে’, কিংবা পুজোর দুপুরে কিশোরকুমারের ‘একদিন পাখি উড়ে’, বিকেল গড়ানো সন্ধেতে আশা ভোসলের ‘কিনে দে রেশমি চুরি’— এইসব গান শুনতে শুনতে যাঁরা বড় হয়েছেন, এই মুহূর্তে তাঁরা মধ্যবয়সে। পুজোর গান মানেই প্যান্ডেলে বাজছে পঙ্কজ মল্লিক, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্ময় মিত্র, গীতা দত্ত, সনৎ সিংহ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, মহম্মদ রফি, অনুপ ঘোষাল, ভূপেন হাজারিকা, আরতি মুখোপাধ্যায়, ইলা বসু, মাধুরী চট্টোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সবিতা চৌধুরি, নির্মলা মিশ্র, আরতি মুখোপাধ্যায়, সুবীর সেন, নির্মলেন্দু চৌধুরি, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, অখিলবন্ধু ঘোষ, মৃণাল চক্রবর্তী, পিন্টু ভট্টাচার্য, অংশুমান রায়, অমর পাল, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অনন্ত তারকা নামের সারি। ১৯৭৭। সে বছর বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় গাইতে এসেছেন এক তরুণী, রুনা লায়লা। ইনডোর স্টেডিয়াম-সহ সারা শহর তোলপাড় তাঁর একটি গানে ‘সাধের লাউ বানাইলো মোরে বৈরাগী’। সেবারের পুজোয় এই গান গুনগুন মানুষের মুখে মুখে। ১৯৭৭-এর পুজো আরও চারটি বিশেষ গানের জন্য বিখ্যাত। বাংলা রঙ্গমঞ্চের স্বর্ণযুগের চারটি গান, যার সঙ্গে জড়িয়েছিল কৃষ্ণচন্দ্র দে-র স্মৃতি। অনেক অনুরোধের পর মান্না দে রেকর্ড করেছিলেন সেই গান চারটি। প্রথম দুটি দ্বিজেন্দ্র সঙ্গীত। ‘ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে’ ও ‘ঘন তমসাবৃত অম্বর ধরণী’। অন্য দুটি জলধর চট্টোপাধ্যায়ের ‘স্বপন যদি মধুর এমন আর হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘অন্ধকারের অন্তরেতে’। আরেকটি বিশেষ ঘটনা হল সুধীন দাশগুপ্তর সুরে প্রথম পুজোর গান রেকর্ড করেন জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১৯৬৩ সালে।

পুজোর গানের শেষ নেই। রেকর্ডিংয়ের গল্পেরও শেষ নেই। কিন্তু প্রযুক্তির পরিবর্তনে সত্তরের দশকে আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। পুজোর গান রেকর্ডিংয়ের বদলে হল অডিও ক্যাসেট। একটা ক্যাসেট। দশ-বারোটা গান। হঠাৎ করেই পুজোর গানের আবেগ অনেক কমে গেল। ১০ ইঞ্চির সেই রেকর্ডের আবেগ কোথায় যেন মিলিয়ে গেল ক্যাসেটের ফিতের ভিড়ে।

তারপরে আবার টেকনোলজির বিপ্লব। আশির দশকের ঘরে ঘরে টেলিভিশন। কিছুদিন বাদেই সিডি। এখন গান ঢুকে গেছে পেন ড্রাইভ আর ইউটিউবে আপলোডিংয়ে। তেমনভাবে আলাদা করে পুজোর গান হচ্ছে কই। সারাবছরই গান। অবশ্য নানা স্বাদের পুজো থিম সং এসেছে। কিন্তু সেই মাদকতা কমই। একালের পুজোয় নতুন গানের সঙ্গে পুরনো গান মঞ্চে পরিবেশন করেন এই প্রজন্মের তারকা শিল্পীরা। দেশ-বিদেশের নানা মঞ্চে এই সময়ের গানের উত্তরাধিকার মঞ্চ আলো করে শুনিয়ে যাচ্ছেন পুজোর গান। মজার কথা হল হাজার নতুন গানের ভিড়ে নতুন ফুলের মতো আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে পুজোর স্বর্ণযুগের সেই সমস্ত কালজয়ী গান।

যদিও বাস্তবে এখন পুজোর গান বলতে অনেকটাই থিম সং আর বিজয়ার জলসা। কিন্তু ভিড়ের আড়ালে, পুজোর বেহিসেবি রাতজাগা গল্পের রিং টোন জুড়ে থাকে সেই সব মনকেমনের ছড়া-কবিতা, গান। সবার মুখেই অবশ্য একটাই স্লোগান— জয় মা দুর্গা। ■

এয়ারপোর্টে ক্লান্ত হলে

পবিত্র সরকার

আমার চেয়ে ঢের ঢের বেশিবার বিমানভ্রমণ করেন এমন লোক তো অজস্র আছেন, কাজেই আমি বিমান ভ্রমণ করি কখনও সখনও, এটা অন্যমনস্কতর ছলে তার বিজ্ঞাপন নয়। সে বিজ্ঞাপন দিয়ে এ বয়সে আর কী প্রমাণ করতে চাইব? বিমানভ্রমণের মধ্যে কোনও আভিজাত্য আর টিকে আছে বলে আমি আর মনে করি না। আগে বিমানে চড়লে লোকে গলায় একটা বিরাট মালা পরে বিমানের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছবি তুলত, এখন সে সব উঠে গেছে। প্রচুর লোক সঙ্গে আসত বিমানে চড়ছে এমন লোককে ছেড়ে দেওয়ার জন্য। তবে এখন মোবাইলে ছবি তোলা সহজ হয়ে গেছে বলে এখনও লোকে বিমানের পাশে দাঁড়িয়ে প্রচুর ছবি তোলে, সেলফি তোলে। কিন্তু সে সব আর ঘরে বাঁধিয়ে রাখার চল নেই। আগে দেখতাম, যাঁরা বিমানে করে এসেছেন, তাঁরা কাঁধের ঝোলানো ব্যাগে অজস্র 'ট্যাগ' লাগিয়ে রাখতেন, যাতে লোকে এক লহমায় বুঝতে পারে যে তিনি বিমান থেকে নেমেছেন। আমার এক প্রতিষ্ঠিত বন্ধু বৈঠকখানা ঘরে আগেকার বিমানের রঙিন পাতাওয়ালা টিকিটের স্তূপ সাজিয়ে রাখতেন লোকের দেখার জন্যে যে, তিনি কতবার বিমান ভ্রমণ করেছেন। এখন সে টিকিটও নেই, সাইডব্যাগে সে 'ট্যাগ'ও লাগানো হয় না। আজকেই দিল্লি থেকে আসার সময় দেখলাম যে, আমার পাশের মধ্যবর্তী সিটের যাত্রী একটা প্লাস্টিকের পুঁটলি কোলে নিয়ে সেখান থেকে পাসপোর্ট বার করলেন। অর্থাৎ তিনি বিদেশে যাচ্ছেন। বিমানযাত্রার এখন গণতন্ত্রীকরণ হয়েছে, কাজেই বিমানে চড়েছি এই নিয়ে কোনও মক্কেল আর বাহাদুরি করতে যায় না।

এই কথা বলবার জন্যে এবারকার 'ছলছুতো' শুরু করিনি। এর আগে এয়ারপোর্টে সময় কাটানোর নানা উপায় নিয়ে আমি লিখেছি, এখানেই। একটা হল কোনও বাচ্চা, একবছর থেকে বছর বারোর মধ্যে যে-কোনও বয়সের, চোখে পড়লে তাকে নজরবন্দি করে রাখা। অর্থাৎ সর্বক্ষণ সে কী করছে, কে দেখছে, কী ভাবে মা-বাবার সঙ্গে চলতে চলতে নেচে এক চক্কর ঘুরে যাচ্ছে, বা বাবার হাত ধরে চলেছে, প্রায় কাত হয়ে, কিন্তু মুখটা সামনের দিকে নয় পেছনের দিকে— এ রকম অজস্র ছবি আপনাকে বিপুল বিনোদন দেবে। এবারে, অর্থাৎ গতকাল (২০ সেপ্টেম্বর) যখন দিল্লি যাই তখন কলকাতা বিমানবন্দরে জুতসই শিশু বা বালকবালিকা দেখা গেল না। 'দেশের কী অবনতি হচ্ছে' অর্থাৎ এয়ারপোর্টে বাচ্চা 'কম পড়িতেছে' ভাবলাম একটু। অথচ কালই আমার ফ্লাইট দফায় দফায় পিছিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টা পরে ছাড়ল। বই পড়তে ক্লান্ত লাগে বলে এখন আর বই সঙ্গে নিই না, শুনে আমার বন্ধুরা আমার সম্বন্ধে যত খারাপ ধারণাই করুন। অন্য সময় হাতে প্রুফও থাকে, এবারে তাও নেই। এবার কাগজ-কলমও সঙ্গে নিইনি, নিজের ওপর রাগ করে— কিছুদিন থেকে ছড়া, কবিতা এ সব কিছু আসছে না কলমে।

তাই খুব বিপদে পড়ে গেলাম। কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। প্রথমে আমাকে যা উজ্জীবিত করল তা হল একজন ভয়ঙ্কর মোটা যাত্রী, প্রায় চলন্ত চর্বির পিণ্ড বললেই চলে। তাঁর ভুঁড়িটি প্যান্টের কোমরের বাঁধন ডিঙিয়ে অনেকখানি সামনে উপচে পড়েছে, কিন্তু তিনি দিব্যি সপ্রতিভভাবে তা সামলে নিয়ে গটগট করে আমার সামনে দিয়ে চলাফেরা করতে লাগলেন। তাঁকে দেখলাম, একটু পরে আর-একজনকে ওই রকম দেখলাম। তখন আমার মাথায় একটা দুশ্চিন্তা এল। আমি জানি আমার ভারত অভাবীদের দেশ, প্রচুর লোক দুবেলা পেট ভরে খেতে পায় না। সেখানে কি এই ধরনের নমুনা বেড়ে যাচ্ছে? গত বছর মে মাসে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে শুনেছিলাম যে সেখানে 'মোটাত্ব' অর্থাৎ ইংরেজিতে যাকে বলে 'ওবিসিটি', তার শতকরা হিসেব নাকি ৬৫। মানে আমেরিকার ৬৫ শতাংশ লোক মোটা হওয়ার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। আমাদের দেশে এঁরা কি কোনও বিপদ-সঙ্কেত? হ্যাঁ, আমি কলকাতার পথেঘাটেও দেখি, এবং দেখে ভয় পাই যে, বেশ কিছু ছেলেমেয়ে, বিশেষ করে ভদ্রলোক ভদ্রমহিলা ওজনের মেশিনকে কলা দেখিয়ে আয়তনে বেড়ে চলেছেন। সেটা দেখে ভয় পাব, না ভাবব যে এঁরাই মোদিজির 'অচ্ছে দিন' যে এসে গেছে তার প্রমাণ। আমাদের মতো অবিশ্বাসীদের চোখে আঙুল দিয়ে মুখ ভেটকে বলছে, 'ওরে অলপ্পেয়েরা, তবে যে বলছিস 'অচ্ছে দিন' আসেনি? এই দেখ, কত মোটাসোটা সুখী লোক আমরা প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পথেঘাটে ছেড়ে দিয়েছি।'

এই রকম ভাবতে ভাবতে বেশ সময় কেটে গেল। হ্যাঁ, ভারতে মধ্যবিত্তের মাইনে বেড়েছে, পথে গাড়ির সংখ্যা বেড়েছে, কলকাতায় খাবারের দোকানের সংখ্যা যেমন বেড়েছে, বৈচিত্র্যও তেমনি বেড়েছে, পুজোর ছুটিতে ট্রেনের দামি টিকিট সব নাকি বিক্রি হয়ে গেছে। কাজেই লোকে গাড়িতে চড়বে, ছুটিতে বেড়াবে, হোটেলে-রেস্তোরাঁয় ভাল খাবেদাবে আর মোটা হবে না— এ কি মামাবাড়ির আব্দার নাকি?

যাই হোক, মোটামুটি বেশ কিছু পৃথুলাকার নরনারী এবং দুজন অতিকায় মোটা লোক, যাদের ভুঁড়ি শরীর থেকে খসে মাটিতে না পড়ে যায় আমার মনে এই আশঙ্কা জাগাচ্ছিল, আমার ওই সাড়ে তিন ঘণ্টার বিনোদনের রসদ এবং কোটা হিসেবে খারাপ ছিল না। কিন্তু তাছাড়াও অনেক কিছু ছিল। যেমন একটি অত্যন্ত আধুনিক ছেলের ডান হাতে লাল সুতলি বাঁধা দেখেও আমি খানিকক্ষণ ভাবলাম। আমাদের গ্রামে মায়েরা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করলে ছেলেমেয়েদের হাতে এই রকম লাল সুতলি বেঁধে দিতেন। কিন্তু এঁর পোশাক দেখে মনে হল না যে ওঁর মা মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত করতে পারেন? তা হলে ওই লাল সুতলি কীসের জন্য? এই নিয়ে খানিক্ষণ গবেষণা করলাম কিন্তু কোনও সিদ্ধান্ত বা তত্ত্বে পৌঁছোতে পারলাম না।

লাল সুতো থেকে মনটা ফিরিয়ে দেখি, আর-একটি ছেলে মানে যুবক, ভারী স্মার্ট পোশাক-আশাক পরা, কিন্তু তার মাথাটি সম্পূর্ণ কামানো। তা মাথা কামানো হতেই পারে। হয়তো পারিবারিক শোকের ব্যাপার ঘটেছে কিছু, না হয় সে আমাদের সময়কার অভিনেতা ইয়ুল ব্রাইনারের মতো মাথা কামানোকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছে, কাজেই চারপাশের চুল আর টাকওয়ালা (শেষের দলে আমি নিজেও আছি) লোকেদের তুলনায় ব্যতিক্রম হলেও সে অস্বাভাবিক নয়। এই রকম ভাবতে গিয়ে, সে একটু ঘুরে দাঁড়াতে দেখি যে, তার মাথার পেছনে, মেরুদণ্ডের ও 'ভার্টিব্রা'গুলোর ওপরেই একটা ঘন চুলের ফিতে মতো উঠে গিয়ে একটি চমৎকার টিকিতে শেষ হয়েছে। এইটেতে আমি একটু চমকে গেলাম, কারণ ওই স্মার্ট পোশাকে এটি আমি আশা করিনি।

আরও ছোটোখাটো অনেক বিনোদন তো ছিলই, সেগুলোর তালিকা দিয়ে আর পাঠককে ভারাক্রান্ত করব না। দু-একটি শিশুও এসে গেল এর মধ্যে, দৌড়োদৌড়ি করে, তারা আসাতে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললাম।

তাই বলছিলাম, জীবন খুব নিষ্করুণ নয়। ভোগান্তি দেয়, আবার তা থেকে উদ্ধারও সরবরাহ করে। ■

‘শারদোৎসব’ ও প্লে-ব্যাকের ইতিকথা

শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে বর্ষা-উৎসবের সাফল্য শুনে কবি তখন জেদ ধরলেন খুব ভাল করে শারদোৎসব করার জন্য। ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখরকে ডেকে বললেন বেদ থেকে ভাল শারদশোভার বর্ণনা খুঁজে বের করতে। কবির অনুরোধে দুই পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যের নানা জায়গায় খোঁজ শুরু করলেন। এদিকে কবি নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শরৎকালের উপযুক্ত গান রচনায়। লিখেছেন **পীতম সেনগুপ্ত**

বর্ষাবিদায়ের পর এখন সারা বাংলার আকাশজুড়ে শরৎ আলোর অমলকমলখানি ফুটে উঠেছে। সকালে শিউলিফুলের গন্ধ। ধানখেতের সবুজে, আকাশের নীলে, প্রভাতের কাঁচা সোনা রঙের রোদে ভাসা কাশবনের আল ধরে একটু অতীতে ফিরে যাওয়া যাক। যদিও সে প্রসঙ্গও শরতের মহিমাকে নিয়েই। শান্তিনিকেতনে আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রম শুরুর সাত বছরের মাথায় একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। আর সে ঘটনাটি ১৯০৭ সালের জানুয়ারি মাসে শ্রীপঞ্চমী তিথিতে আশ্রম বিদ্যালয়ে প্রথম ঋতু উৎসবের সূচনা। এই শুভ সূচনার উদ্যোগ নিয়েছিলেন কবির কনিষ্ঠ পুত্র স্বয়ং শমীন্দ্রনাথ। কতই বা বয়স তখন তাঁর! মাত্র এগারো বছরের বালক। মাঘ মাসের প্রথম সপ্তাহে রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতায়। নানা কর্মসূচি নিয়ে এসেছেন শহরে। সরস্বতী পুজোর ছুটিতে ভারতীয় শিল্প- প্রদর্শনীর প্রাঙ্গণে মাঘ মাসের চার ও পাঁচ তারিখ পরপর দু-দিন গান-বাজনা, আবৃত্তি, ব্যায়াম, জাদু-প্রদর্শনী, বক্তৃতা মিলিয়ে বড়সড় বিচিত্রানুষ্ঠানের আসর বসেছে। এই সারস্বত- সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ সে আমলের আরও অনেক রথীমহারথীর সঙ্গে হাজির ছিলেন। এদিকে শান্তিনিকেতন আশ্রমে তখন কবির বালকপুত্র শমী নিজেই উদ্যোগ নিয়ে প্রথম ঋতু-উৎসবের আয়োজন করে বসলেন। বসন্তকাল। শমী নিজে ও আরও দুইজন ছাত্র বসন্ত সাজলেন। একজন সাজলেন বর্ষা আর আরও তিনজন সেজেছিলেন শরৎ। উদ্‌যাপিত হল বসন্তোৎসব। উৎসবপ্রিয় কবি নিশ্চয়ই তাঁর কনিষ্ঠ পুত্রের এই উদ্যোগকে মনে মনে স্বাগত জানিয়েছিলেন। যদিও এর কয়েক মাস পরেই শমীকে অকালে ঝরে যেতে হয়েছিল। সে বড় মর্মান্তিক ঘটনা।

বসন্তোৎসব দিয়ে যাত্রারম্ভের পরপরই আশ্রমবাসীরা সোৎসাহে সেবার বর্ষা- উৎসবের আয়োজন করেছিলেন। নেতৃত্বে ছিলেন ক্ষিতিমোহন সেন-সহ অন্য শিক্ষকরা। শমীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত ঋতু- উৎসবের কথা বোধহয় কবির মনে ছিলই, তাই ক্ষিতিমোহন সেনের ওপর বর্ষা-উৎসব নতুন করে করার ভার দিলেন, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অন্তত তেমনই ধারণা। বর্ষা-উৎসবের আয়োজন কেমন হবে, সে প্রসঙ্গে একদিন বর্ষার সন্ধেয় রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে বসেছেন আশ্রমের শিক্ষকরা। রবীন্দ্রনাথ কথা প্রসঙ্গে বললেন, 'যদি আমরা প্রকৃতির প্রত্যেকটি ঋতুকে অন্তরের মধ্যে উপলব্ধি করিতে পারি তবেই আমাদের চিত্তের সব দৈন্য দূর হয়, অন্তরাত্মা ঐশ্বর্যময় হয়ে ওঠে। আমরাও যদি ঋতুতে ঋতুতে নব নব ভাবে উৎসব করি তবে কেমন হয়?' কবির কাছ থেকে এমন পরোক্ষ ভরসা পেয়ে সেবারই ক্ষিতিমোহন

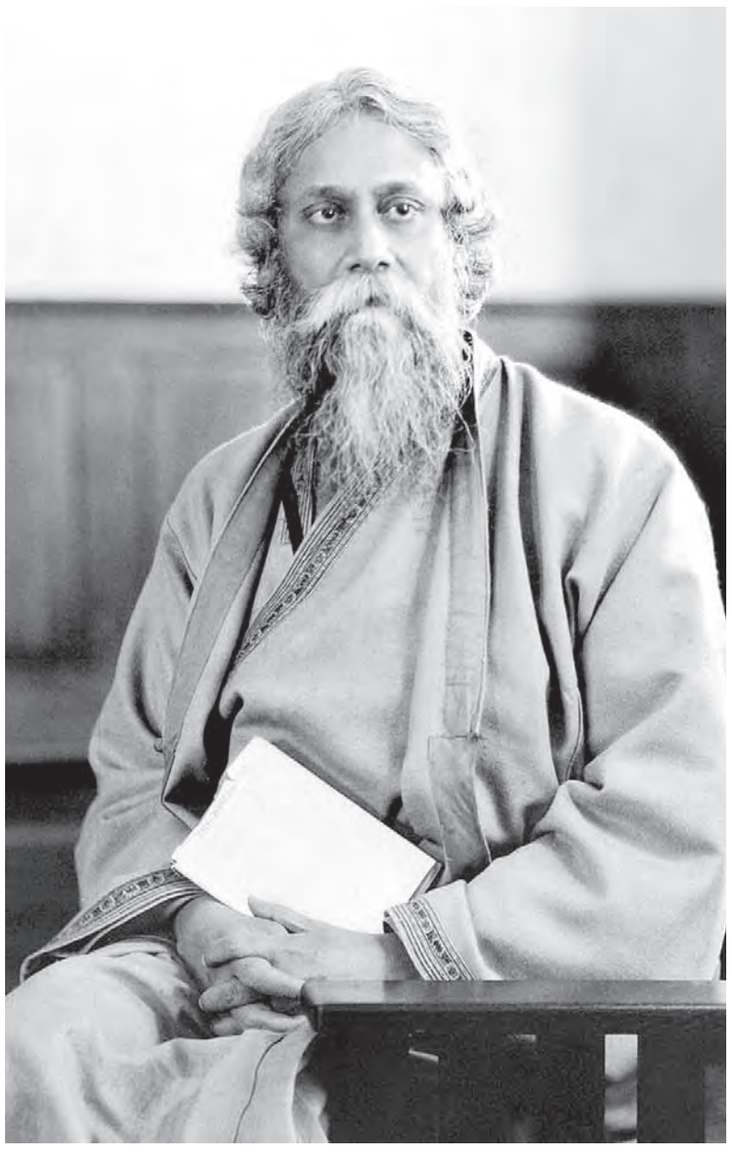

সেন ও বিধুশেখর শাস্ত্রীর নেতৃত্বে শিক্ষকরা স্থির করেছিলেন— 'এই বর্ষাতেই একটি বর্ষা উৎসব করিতে হইবে।' (বেদমন্ত্ররসিক রবীন্দ্রনাথ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০)। সকলকে চরম উৎসাহিত করে কবি নিজেই আবার হঠাৎ শান্তিনিকেতন থেকে কিছুদিনের জন্য শিলাইদহ ও পতিসরে জমিদারির কাজে চলে গেলেন। কবির অনুপস্থিতিতে শ্রাবণের শেষে বর্ষা-উৎসব উদ্‌যাপিত হল। সেবার দিনেন্দ্রনাথ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখর-সহ বাকি আশ্রমিকরা মহা আনন্দে বর্ষা-উৎসব পালন করেছিলেন। দিনেন্দ্রনাথ ও অজিতকুমারের চিঠিতে এই খবর শুনে উৎসবপতি রবীন্দ্রনাথ খুব খুশি। মনে রাখতে হবে সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতির গান তো বটেই, বর্ষার গানও খুব কম ছিল। তবু কবির বর্ষার কবিতা ও রামায়ণে বর্ষার গান, কালিদাসের বর্ষাবর্ণনা, বৈষ্ণবদের বর্ষার গান ইত্যাদি সহকারে ভালভাবেই উতরে গিয়েছিল সেবারের প্রথম বর্ষা-উৎসব।

শিলাইদহ থেকে শান্তিনিকেতনে ফিরে বর্ষা-উৎসবের সাফল্য শুনে কবি তখন জেদ ধরলেন খুব ভাল করে শারদোৎসব করার জন্য। ক্ষিতিমোহন ও বিধুশেখরকে ডেকে বললেন, বেদ থেকে ভাল শারদশোভার বর্ণনা খুঁজে বের করতে। কবির অনুরোধে এরপর দুই পণ্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যের নানা জায়গায় খোঁজ শুরু করলেন। এদিকে কবি নিজেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন শরৎকালের উপযুক্ত সব গান রচনায়। ক্ষিতিমোহন জানিয়েছেন, 'একে একে অনেকগুলি গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহার মনে হইল গানগুলিকে একটি নাট্যসূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভালো হয়।' ব্যস এইভাবেই তৈরি হয়ে উঠল 'শারদোৎসব' নাটক। বর্ষায় যে পৃথিবী আকাশ থেকে অজস্র রসধারা পায়, শরতে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে পৃথিবী তা ফিরিয়ে দিয়ে ঋণ শোধ করে। ক্ষিতিমোহনের ধারণা 'এই কথাই গুরুদেবের মনের মধ্যে তখন ছিল ভরপুর হইয়া। এই কথাটাই শারদোৎসবের বীজ-সত্য।'

নাটকে সন্ন্যাসী তাই ঠাকুরদার কাছে বলেছেন, 'আমি অনেকদিন ভেবেছি জগৎ এমন আশ্চর্য সুন্দর কেন। কিছুই ভেবে পাইনি। আজ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি— জগৎ আনন্দের ঋণ শোধ করছে! বড়ো সহজে করছে না, নিজের সমস্ত শক্তি দিয়ে সমস্ত ত্যাগ করে করছে। সেইজন্যেই ধানের খেত এমন সবুজ ঐশ্বর্যে ভরে উঠেছে, বেতসিনীর নির্মল জল এমন কানায় কানায় পরিপূর্ণ! কোথাও সাধনার এতটুকু বিশ্রাম নেই, সেইজন্যেই এত সৌন্দর্য!' রবীন্দ্রনাথের তখন অজস্রধারায় গান এসেছিল। তাঁকে এমন করে গানে পেয়ে বসতে এর আগেও দেখা গেছে। সেবার একের পর এক গান যেমন, 'বেঁধেছি কাশের গুচ্ছ', 'অমল ধবল পালে', 'আমার নয়ন ভুলানো এলে', 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', 'আজ ধানের খেতে রৌদ্রছায়ায়', 'আনন্দেরই সাগর থেকে', 'তোমার সোনার থালায়' লিখে চলেছেন। অবশেষে আশ্বিনের প্রারম্ভেই 'শারদোৎসব' মঞ্চস্থ হবে ঠিক হল।

ক্ষিতিমোহন জানিয়েছেন, 'একে একে অনেকগুলি গান রচিত হইল। ক্রমে তাঁহার মনে হইল গানগুলিকে একটি নাট্যসূত্রে বাঁধিতে পারিলে ভালো হয়।' ব্যস এইভাবেই তৈরি হয়ে উঠল 'শারদোৎসব' নাটক। বর্ষায় যে পৃথিবী আকাশ থেকে অজস্র রসধারা পায়, শরতে সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধিতে পৃথিবী তা ফিরিয়ে দিয়ে ঋণ শোধ করে। ক্ষিতিমোহনের ধারণা 'এই কথাই গুরুদেবের মনের মধ্যে তখন ছিল ভরপুর হইয়া। এই কথাটাই শারদোৎসবের বীজ-সত্য।'

এদিকে নাটকের 'ঠাকুরদা' ও 'সন্ন্যাসী' এই দুই প্রধান চরিত্রে অভিনেতা বাছাইয়ে কবি পড়লেন সমস্যায়। আশ্রমে এর আগে থেকেই ক্ষিতিমোহনের 'ঠাকুরদা' নামটি চালু ছিল। ক্ষিতিমোহন নিশ্চয়ই ভাল গান গাইতে পারেন ভেবে রবীন্দ্রনাথ নাটকে 'ঠাকুরদা' চরিত্রটি তাঁকেই দেবেন ঠিক করলেন। এবং সেই মতো এই চরিত্রের উপযোগী অনেকগুলি গানও ভরে দিলেন। এই সিদ্ধান্ত শুনে ক্ষিতিমোহন আকাশ থেকে পড়ে জানালেন 'গান আমার দ্বারা চলিবে না'। তবু কবির সংশয় দূর হল না। অবশেষে অজিতকুমার চক্রবর্তীকে ডেকে ঠাকুরদার পার্টটি দিয়ে ক্ষিতিমোহনকে সন্ন্যাসীর ভূমিকায় অভিনয় করতে বললেন। এদিকে সন্ন্যাসীর চরিত্রেও গান আছে, তবে অল্প। তাই আবার সমস্যা দেখা দিল। কিন্তু উপায়? রবীন্দ্রনাথ তখন ক্ষিতিমোহনকে অভয় দিয়ে বললেন, গানের সময় ক্ষিতিমোহন যেমন অভিনয় করেন করবেন, আড়াল থেকে তিনি তাঁর হয়ে গানটি গেয়ে দেবেন। শেষ পর্যন্ত শারদোৎসব নাটক সাফল্যের সঙ্গে উতরে গিয়েছিল শুধু নয়, নাটকটি দেখে সকলেই প্রীত হয়েছিলেন। ক্ষিতিমোহন সেন পরে জানিয়েছিলেন সেদিনের কথা। 'বাহিরের লোকেরা আমার গান শুনিয়া চমৎকৃত হইলেন। সকলেই বলিলেন, এতদিনে এমন একজন লোক পাওয়া গেল, যিনি গানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিতে পারেন। সহজে এই কৃতিত্ব লাভ করিয়া খুব খুশি হইলাম বটে, কিন্তু পরে এইজন্য আমাকে বহু দুঃখ সহিতে হইয়াছিল।' যদিও সেদিন মিলনের উৎসব পূর্ণ হয়েছিল গানে। তারই মধ্যে কবিকৃত এই 'প্লে-ব্যাক' রীতির সূচনাটি ছিল রীতিমতো অভিনব, যে কাহিনি আজও উৎসবপ্রিয় বাঙালি শারদোৎসবের কালে উপভোগ করতে পারেন। ■

বাজল তোমার আলোর বেণু

আকাশে পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্রমেঘের অলস আনাগোনা। দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল মাথা দুলিয়ে আনন্দময়ীর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। লিখেছেন **দেবরঞ্জন তরফদার**

মা আনন্দময়ী আসছেন। দিকে-দিকে তাঁর আগমনি-বার্তা। সুদূর নভোনীলে পুঞ্জ পুঞ্জ শুভ্রমেঘের অলস আনাগোনা। নদীর ধারে দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে গুচ্ছ গুচ্ছ কাশফুল সদানন্দে নিয়ত মাথা দুলিয়ে আনন্দময়ীর অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। মায়ের স্নেহস্পর্শের পারা রাতের গভীরে ঈষৎ ঠান্ডার আমেজ। ঝরে-পড়া শিউলির গন্ধে চারিদিক ম ম করে। ঘরে ঘরে কত না সম্ভাব্য সজ্জার আয়োজন। এই পুজোকে ঘিরে পুরবাসীদের মনে কত বিচিত্র আশা। তাই তো আগমনির আপাত আবেগের বাইরে বেরিয়ে অনুভব-তন্ত্রীতে একটু ঘা মেরে দেখা।

পুজোর বিগ-বাজেটের আয়োজকরা ছুটে বেড়াচ্ছে শেষ মুহূর্তের বাড়তি চাঁদার আশায়। তাদের একমাত্র প্রার্থনা, এবারের নতুন থিমের অভিনব মণ্ডপসজ্জা, রংবেরঙের আলোর রোশনাই, বহুবর্ণদ্যুতি সম্পন্ন প্রতিমা ইত্যাদি সব কিছুর আয়োজন যেন সবার সেরা হয়।

কুমোরপাড়ার নিকুঞ্জ পালের আশা, বায়নার সব প্রতিমার পাশাপাশি যে নতুন ঢঙের একটি বাড়তি মাতৃমূর্তি গড়েছে সে, সেটিও যেন বিক্রি হয়। তার আকুল প্রার্থনা, কেউ যেন ওটা পছন্দ করে নিয়ে যায়।

ওদিকে বৃদ্ধাশ্রমে কোনও মাতৃহৃদয়ে অধীর ব্যস্ততা, কারও হৃদয়ে বা জলভরা পুঞ্জীভূত কালো মেঘের সঞ্চার। বিধবা হেমাঙ্গিনীর একমাত্র সন্তান সুদূর আমেরিকা থেকে দেশে ফিরছে চতুর্থীর দিন। তার আশা, ছেলে-বউদের নিয়ে পুজোর কটা দিন নিজেদের বন্ধ ফ্ল্যাটে আনন্দে থাকবেন। আবার ওদিকে বিপত্নীক বৃদ্ধ তারিণীবাবুকে নিতে আসার কেউ নেই। একমাত্র প্রবাসী ছেলে এবার পুজোয় নাকি কোনও ছুটি পাবে না। আবার কারও থাকলেও নিতে আসবে না। দূর থেকে কুরিয়ারে উপহার পাঠিয়ে তাদের দায় সারবে। পুজোতে এই সব নিঃসঙ্গের আশা- আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি ঘটবে কীভাবে, কেউ জানে না।

যাদের সহায় সম্পদের প্রাচুর্য, এই সুযোগে তারা হলিডে প্ল্যানিংয়ে ব্যস্ত। পুজোর কটা দিন কোন পোশাকে কোন কোন প্যান্ডেল পরিক্রমা করবে, কেউ বা বাইরে যাবে, তারই প্রস্তুতি।

এদিকে পুজোর কটা দিন যারা রাস্তায় ঘুগনি- ফুচকা-বেলুন ইত্যাদির ছোটখাটো স্টল দেয়, তাদের প্রার্থনা যেন বৃষ্টিবাদলা না হয়, রাস্তায় যেন ভিড় হয়। দেবীপক্ষের সূচনাতেই একমাত্র এই আশাতে বুক বাঁধে তারা।

মধুমিতা। আট বছরের ছোট্ট মিষ্টি সোনা। তার কষ্ট, মা-বাবা বিচ্ছিন্ন। মা একা তাকে নিয়ে থাকে। তার আকুল আশা, মা-বাবা আবার এক হোক। তা হলে সে তাদের দুজনের হাত ধরে আবার পুজোর মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরতে পারবে।

নদিয়ার সুদূর সীমান্তবর্তী কাহারপাড়া গ্রাম। কয়েক ঘর হতদরিদ্র বাদ্যকর শ্রেণির বাস। তাদের কচিকাঁচাদের পুজোর সময় কোনও দিনই নতুন বস্ত্র জোটে না। তাদের ঢাকিবাবারা দূর শহরে ঢাক বাজিয়ে বকশিশ নিয়ে পুজোর পর ঘরে ফেরে। তখন তাদের পরনে ওঠে নতুন ইজের-প্যান্টের বিলাস। পুজোর পর তারা নতুন বস্ত্রের সোঁদাগন্ধের স্বপ্নে বুঁদ হয়।

কেষ্ট। মা-মরা কচি ছেলেটা। থাকে বাঁকুড়ার প্রত্যন্ত গ্রামে। পড়শিদের ভরসায় কোনওক্রমে দিন কাটে তার। দিনমজুর বাপ। এখানে ঠিকমতো কাজ জোটাতে না পেরে সে গেছে কলকাতায় মহাজনের দিন-জমার রিকশা টানতে।

তবে পুজোর কটা দিনের জন্য সে-ও ফিরবে তার ভাঙাচালায়। আহা! মা-মরা ছেলেটার জন্য তার বড্ড মন পড়ে। এদিকে কেষ্ট তার বাপকে বলে দিয়েছে পুজোয় ঘরে ফেরার সময় যেন দু-কিলো ভাল চাল নিয়ে আসে। এখানে তো সব মোটা চাল। মা মরে যাওয়ার পর কতদিন যে তার কপালে ধোঁয়া-ওঠা গরম ঝরঝরে ভাত জোটেনি। তাই, নতুন জামা নয়, এবারের পুজোয় তার বায়না দু-কিলো ভাল চালের।

প্রতিবারের মতো এবারেও আনন্দময়ী আসছেন। শহরের নতুন থিমের প্যান্ডেলগুলো রংবেরঙের আলোর রোশনাইয়ে ঝলমল করে উঠবে। সব সফল পিতা-মাতার ভাগ্যবান সুসজ্জিত শিশুদের কলকাকলিতে পথঘাট মুখরিত হবে।

এদিকে গ্রামের খালেবিলে ঢাকের বাজনা প্রতিধ্বনিত হবে। দূর গ্রামের লাউড স্পিকার থেকে ভেসে আসবে আগমনির গানের সুর— 'বাজল তোমার আলোর বেণু, মাতল ভুবন'।

কিন্তু এইসব হতভাগ্যদের জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষার 'আলোর বেণু' বাজে না। এদের ভুবন নিকষ কালো অন্ধকারে ঢেকে থাকে।

তবু, তবুও মা আনন্দময়ী আসছেন। ■

রবিবাসরে লেখা পাঠানোর নিয়ম

আপনার লেখা ফিচার ও গল্পের জন্য আমরা অপেক্ষা করছি। ফিচার পাঠাবেন ৮০০ থেকে ১০০০ শব্দের মধ্যে। গল্প পাঠাবেন ১৫০০ শব্দে। ফিচার লিখলে জানাবেন কোথা থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। গল্প যেন মৌলিক এবং অপ্রকাশিত হয়। দপ্তরে অনেক লেখা আসে, তাই লেখা পাঠানোর পর ৬ মাস পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। কোনও ক্ষেত্রে সময় তার বেশিও হতে পারে। লেখার নীচে স্পষ্ট করে নাম, ফোন নম্বর, ই-মেল আইডি জানাবেন। ফিচার, গল্প মনোনীত হলে রবিবাসর দপ্তর থেকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে। অনুগ্রহ করে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করবেন না। লেখা সম্পাদকমণ্ডলী মনোনীত করলে তবেই প্রকাশিত হয়। লেখার বিষয়ে ব্যক্তিগত যোগাযোগকে মনোনয়নের বাধা হিসেবে বিবেচনা করা হবে। সেক্ষেত্রে লেখা বাতিল বলে গ্রাহ্য হতে পারে। লেখা কপি রেখে পাঠাবেন। কোনও অবস্থাতেই লেখা ফেরত দেওয়া সম্ভব নয়। লেখা ইউনিকোডে টাইপ করে মেলে পাঠাবেন। পোস্টে পাঠানো লেখা মনোনয়নের জন্য গ্রহণ করা হবে না।

রবিবাসরে লেখা পাঠানোর মেল আইডি
robibasar@aajkaal.net

পুজো সেবার জেলের ভেতর

এটা নিছক পুজো নয়, উৎসব। সেই উৎসব পালিত হবে পঞ্জিকার তিথিনক্ষত্র মেনে। জেলের সুবিধাজনক নির্ঘণ্ট অনুযায়ী নয়। জেলের সুপারিনটেন্ডেন্টকে লিখলেন সুভাষচন্দ্র বসু। আলোকপাতে **দেবাশিস পাঠক**

মহা-অষ্টমীর সকাল। জেলের ভেতরেই ঢাক বেজে উঠল। ঘুম ভাঙল বন্দিদের। ঢাকের শব্দে। সুভাষচন্দ্রও উঠলেন নিজের সেলে। স্নান সেরে বেরিয়ে এলেন।

খালি গা। গায়ে তখনও জলের কণা। পরনে গরদের ধুতি।

বাইরে টেবিলের ওপর একটা থালা রাখা। অ্যালুমিনিয়মের। থালায় রাখা শিউলিফুল। তার গন্ধে জায়গাটা ভরে গেছে। কেউ মনে হয় শিউলিগুলো থালায় রেখে গেছে।

ফুলভর্তি থালাটা দুহাতে ধরলেন সুভাষচন্দ্র বসু।

ভারত রক্ষা আইনের ১২৯ নং ধারায় তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ব্রিটিশ পুলিশ। ওয়ারেন্ট ধরিয়ে, কোনও রকম প্রমাণের তোয়াক্কা না করে, বিনা বিচারে জেলে পুরে দিয়েছে। ২ জুলাই, ১৯৪০ থেকে সুভাষের ঠিকানা কলকাতার প্রেসিডেন্সি জেল। আর মহাষ্টমী পড়েছিল সেবার ৮ অক্টোবর, মঙ্গলবার।

শিউলি ফুলগুলোর দিকে তাকালেন সুভাষচন্দ্র। তারপর ধীরকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'শিউলি শরতের দূত।'

কথাটা কানে গেল নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর। সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে তিনিও কারারুদ্ধ। ওই প্রেসিডেন্সি জেলেই। কথাটা শোনামাত্র বলে উঠলেন, 'সঙ্গে ওর (শিউলির) সখীও আছে।'

সুভাষ জানতে চাইলেন, কে সেই সখী? নরেন্দ্রনাথ জানালেন, শুধু শিউলি নয়, অতসী ফুলও পাঠিয়েছে কেউ। অতসীর কথা শোনামাত্র, সুভাষচন্দ্রের মনে উদিত হল দেবীর রূপবর্ণনা। 'অতসীপুষ্প বর্ণাভাং সুপ্রতিষ্ঠাং সুলোচনাম। নবযৌবন সম্পন্নাং সর্বাভরণ ভূষিতাম।।' শ্লোকের প্রথম অংশটা উচ্চারণ করলেন তিনি। মন্ত্র-উচ্চারণের গাম্ভীর্যে।

তখনও ঢাক বেজে চলেছে। এই ঢাকের জন্যই পুজোর অনুমতি দিচ্ছিলেন না জেল কর্তৃপক্ষ।

এর আগে মান্দালয় জেলে বন্দি থাকার সময়ও দুর্গাপুজো করেছিলেন জেলের ভেতরেই। পনেরো বছর আগে। ১৯২৫-এ। সেবার গোল বেধেছিল শুরু থেকেই।

তখন কলকাতা কর্পোরেশনের মুখ্য প্রশাসক ছিলেন সুভাষ। কুখ্যাত তিন আইনে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। ভোরবেলায়। বাড়ি থেকে। নিজেদের হেফাজতে নিয়েই পাঠিয়ে দিয়েছিল মান্দালয়ে। বর্মার (অধুনা মায়ানমারের) জেলখানায়। গ্রেপ্তারের দিনটা ছিল ২৫ অক্টোবর, ১৯২৪।

পরের বছর দুর্গাপুজো পড়েছিল সেপ্টেম্বরের শেষে। আর জেলের ভেতরে পুজো করার জন্য সুভাষ তার আগেই তোড়জোড় শুরু করেছিলেন। আবেদন করেছিলেন সরকারি অনুমতি আর আর্থিক সাহায্যের জন্য। বাংলা সরকারের মুখ্যসচিবকে লেখা চিঠিতে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, (১) দুর্গোৎসব এক-আধদিনের ব্যাপার নয়, পাঁচদিন ধরে চলে; (২) পূজানুষ্ঠানের ক্রিয়াকর্মও ব্যাপক; (৩) ফলে, আগেভাগে প্রস্তুতি নেওয়া আবশ্যক। ওই চিঠিতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল, সাধারণ পুজোআচ্ছা করার মতো বাঙালি পুরোহিতও বর্মায় পাওয়া দুষ্কর। তার ওপর, দুর্গোৎসব 'বেশ কঠিক কাজ'। 'সাধারণ পুরোহিতদের মধ্যে সামান্য কয়েকজনই এই পুজো করতে পারেন।' তাই, এই পুজোর জন্য সুদূর বাংলা মুলুক থেকে একজন পুরোহিত আনতে হবে। শুধু তো তাঁকে আনলেই চলবে না। থাকা-খাওয়া ইত্যাদির জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। সে কথারও উল্লেখ ছিল ওই চিঠিতে। চিঠির শেষে, একেবারে চিরাচরিত রীতি মেনে আর্জি জানানো হয়, 'আশাকরি বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করে আপনি যথোচিত ব্যবস্থা নেবেন।'

চিফ সেক্রেটারির কাছ থেকে এই চিঠির উত্তর আসার আগেই সেবার দুর্গাপুজো এসে গিয়েছিল। সুভাষ তখন বাধ্য হয়ে কারা কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হলেন। মান্দালয় জেলের সুপার তখন মেজর ফিন্ডলে। ভালমানুষ গোছের লোক। সরকারি নিয়মনীতি, রীতি-রেওয়াজ জানতেন, কিন্তু প্যাঁচপয়জারে তেমন মাথা লাগাতেন না। আর গোল বাধল সেখানেই।

ফিন্ডলে সাহেব দেখলেন, জেলে যেসব খ্রিস্টান বন্দি আছে, তারা উৎসব-অনুষ্ঠান করার অনুমতি পায়, খরচ-খরচার জন্য সরকারি অনুদানও পায়। তারা যখন পায়, তখন সুভাষ বসুদের ধর্মীয়-উৎসবে অনুমতি আর তার সঙ্গে কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়া যেতেই পারে। চিফ সেক্রেটারির অফিস থেকে এ ব্যাপারে কিছু জানানো হয়নি বটে, তবে সব কিছু মিটে গেলে ঘটনোত্তর অনুমতি আর অর্থ পেতে নিশ্চয় কোনও অসুবিধা হবে না। এই বিশ্বাসের বশেই মেজর ফিন্ডলে সেবার পুজোর অনুমতি তো দিলেনই, কিছু টাকাও দিলেন।

সুভাষ খুশি। আনন্দিত চিত্তে দেশবন্ধু জায়া বাসন্তীদেবীকে চিঠি লিখেছিলেন সেবার ২৬ সেপ্টেম্বর শনিবার মহাষ্টমীর দিন।

'বাংলার ঘরে ঘরে মা এসে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। সৌভাগ্যক্রমে আজ জেলের মধ্যেও তিনি দেখা দিয়েছেন। আমরা এই বৎসর এইখানেই শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা করিতেছি। মা বোধহয় আমাদের কথা ভোলেন নাই। তাই এখানে এসেও তাঁহার পূজা-অর্চনা করা সম্ভবপর হয়েছে।' এই চিঠির শেষাংশে একযোগে ঝরে পড়েছিল আশঙ্কা আর আশা। সুভাষ লেখেন, 'এইরূপে কয় বৎসর কাটবে জানি না। তবে তিনি যদি বৎসরান্তে একবার দেখা দিয়ে যান, তবে কারাবাস দুর্বিষহ হইবে না ভরসা করি।'

মাতৃপূজায় কী অপার আগ্রহ! দেবীপূজার কী তীব্র বাসনা! পুজো করতে পেরে কী পরম শান্তি!

অথচ এই সুভাষচন্দ্রই কৈশোরে জাঁকজমক করে দুর্গাপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন।

সাল ১৯১২। সুভাষ তখন ১৫ বছরের কিশোর। মা-বাবা গিয়েছিলেন কোদালিয়ায়, তাঁদের পৈতৃক বসতবাড়িতে। দুর্গাপুজো উপলক্ষে। আর কিশোর সুভাষ রয়ে গিয়েছিলেন কটকেই। সেবার মহানবমী পড়েছিল ১৯ অক্টোবর। পনেরো বছর বয়সি সুভাষ কটক থেকে মা প্রভাবতী দেবীকে চিঠি লিখেছিলেন। তাতে ঝরে পড়েছিল দেবীপূজার জাঁকজমকের প্রতি অনাগ্রহের তীব্রতা। সুভাষ লিখেছেন, 'এ বৎসর বোধহয় পূজা বেশি জাঁকজমকে সম্পন্ন হইবে। কিন্তু মা, জাঁকজমকে প্রয়োজন কী? যাঁহাকে আমরা ডাকি, তাঁহাকে যদি প্রাণ খুলিয়া গদগদ কণ্ঠে ডাকিতে পারি তাহা হইলে যথেষ্ট হইল; আর অধিক কী প্রয়োজন? যে পূজায় আমরা ভক্তি চন্দন ও প্রেম-পুষ্প ব্যবহার করিতে পারি তাহাই জগতের শ্রেষ্ঠ পূজা। জাঁকজমকের সম্মুখে ভক্তি পলায়ন করে।'

আর এই সুভাষই জেলখানার ভেতর প্রতিমা আনিয়ে, পুজোবিধি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে দুর্গাপুজো করতে যারপরনাই উৎসাহী হয়ে উঠলেন ১৩ বছর পর।

পুজো শেষ হলেই সেবার ব্রিটিশ প্রশাসন ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল জেলের ভেতর দুর্গাপুজো করা নিয়ে। আর মেজর ফিন্ডলে পড়েছিলেন বেকায়দায়।

পুজোর অনুমতি দেওয়ার জন্য তাঁকে প্রশাসনিকভাবে ভর্ৎসনা করা হল। সেইসঙ্গে আদেশ হল, পুজোতে যে পাঁচশো টাকা সরকারের তরফে দেওয়া হয়েছিল, সেটা পুজো আয়োজকদের অবিলম্বে রাজকোষে জমা করতে হবে।

ফলে, আবার লড়াই বেধে গেল। সুভাষ বনাম ব্রিটিশ প্রশাসন।

ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের আগে মেজবউদি বিভাবতীদেবীকে চিঠি লিখলেন সুভাষ। তাতে সঙ্ঘাতের সমাচার।

'আমি মেজদাদা (শরৎচন্দ্র বসু)-কে পূর্বে জানিয়েছিলুম যে ৺দুর্গাপূজার খরচের টাকা বোধহয় সরকার থেকে দেওয়া হবে। এখন আমরা হুকুম পেয়েছি যে আমাদের পকেট থেকে দিতে হবে। আমরা বলেছিলুম যে পাঁচশো টাকা সরকার থেকে দেওয়া হোক— বাকি টাকা আমরা দেব। আমাদের প্রতিশ্রুত অংশ আমরা দিয়ে বসে আছি। কিন্তু পাঁচশো টাকার এক পয়সা (বেশি) আমরা দিতে পারব না, এবং দোব না।'

ব্যাপারটার কোনওভাবেই নিষ্পত্তি হল না। টাকা-পয়সা নিয়ে উভয়পক্ষের টানাটানি চলতেই লাগল। কেটে গেল পাঁচ মাস। তারপর ফেব্রুয়ারি (১৯২৬)-তে অনশন-ধর্মঘট শুরু করলেন সুভাষচন্দ্ররা। অনশন-ধর্মঘট শুরু করা মাত্র জেলবন্দিদের সঙ্গে বহির্জগতের সকল যোগাযোগ ছিন্ন করে দেওয়া হল।

তবু বাংলার কাগজে, বিশেষত ফরোয়ার্ড পত্রিকায় বন্দিদের অনশন-ধর্মঘটের খবর বেরিয়ে গেল। এই সময় আরও একটা খবর কাগজে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় আরও চাপে পড়ে গেল সরকার। ফরোয়ার্ড পত্রিকার পাঠকরা জানতে পারল, বাংলার ইনস্পেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স কারা বিভাগের অফিসারদের বাধ্য করেন, বন্দিদের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত আসল রিপোর্ট চেপে গিয়ে মিথ্যে বানানো রিপোর্ট জমা করতে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল মালভ্যানির দেওয়া সাক্ষ্যে এই গোপন তথ্য প্রকাশ পেল। ব্যস! অমনি দেশজুড়ে হইচই।

এর মধ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি, ১৯২৬-এ সুভাষ বসুদের তরফে সরকারকে চরমপত্র দেওয়া হল। সেখানে সুভাষ লিখলেন, 'আমাদের দারিদ্র্য ও অধোগতিকে উপেক্ষা করে ভারত আজও বেঁচে আছে, কারণ তার আত্মা অবিনশ্বর— তার আত্ম অমর— কারণ, তার ধর্মবিশ্বাস আছে। আমরা অনেক কিছু হারিয়েছি। রাজনৈতিক স্বাধীনতা বলে আর কিছু নেই। অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা এখন অতীতকালের বিষয়।... কিন্তু এখনও আমাদের ধর্মবিশ্বাস অটুট।'

সেই ধ্রুবকল্যাণের প্রেক্ষিতে সুভাষচন্দ্র-সহ বন্দিদের দাবি ছিল সুস্পষ্ট।

'আমরা আমাদের মহান পূর্ব পুরুষদের আদর্শে ঈশ্বরোপাসনা করতে চাই, পশ্চিমের ধর্ম জগতের আওতায় যাওয়ার বদলে আমরা স্বধর্মে নিষ্ঠ থেকে আত্মবিসর্জন করতে প্রস্তুত।'

আর যে ধর্মবিশ্বাসের কথা চিঠির পাতায় বারংবার উল্লিখিত, সেই ধর্মবিশ্বাস আসলে কী, সেটার বিষয়েও সুভাষচন্দ্র অকপট, নির্দ্বিধ।

'একজন ইওরোপীয় খ্রিস্টানের কাছে হিন্দুমাত্রই হিদেন হতে পারে এবং তার ধর্ম কুসংস্কারের বেশি মর্যাদা পায় না। কিন্তু আমাদের ধর্ম শুধু পরধর্ম সহিষ্ণুই নয়, প্রতিটি ধর্মকেই মর্যাদার আসন দেয়, এবং বিশ্বাস করে কোনও সম্প্রদায়ের ধর্মীয় অধিকারের হস্তক্ষেপ করার অর্থই হল ঈশ্বরের বিধানকে অস্বীকার করা।'

১৮ ফেব্রুয়ারি থেকে অনশন-ধর্মঘট শুরু হল। ১৫ দিন চলল সেই ধর্মঘট। বেগতিক বুঝে ব্রিটিশ সরকার সুভাষচন্দ্রদের সব দাবি মেনে নিল। ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হল। সুভাষচন্দ্র জেল থেকে ছাড়া পেলেন আরও ১৫ মাস পর। ১৬ মে, ১৯২৭-এ।

> প্রতিমা নিয়ে জনতা যখন এগিয়ে গিয়েছে, জনতার উৎসুক দৃষ্টি তখনও খুঁজছিল তাদের প্রিয় সুভাষচন্দ্রকে। একটুক্ষণের জন্য হলেও যদি দেখতে পাওয়া যায় তাদের প্রিয় নেতাকে। তারা তো তখন জানত না, সেটাই কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের শেষ দুর্গাপুজো।

পনেরো বছর আগে মান্দালয় জেলে যেরকম বিপত্তির মুখে পড়তে হয়েছিল সরকার বাহাদুরকে, এবার যেন সেই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে, সেজন্য এবার দুর্গাপুজোর দাবি ওঠামাত্র পুজোর দায়দায়িত্ব সব কারাধ্যক্ষ পাটনির হাতে ছেড়ে দিল সরকার। সুভাষ বসুদের পুজো-সংক্রান্ত সব দাবি মেনে নিলেন পাটনি।

বাইরে থেকে পুরোহিত আর তন্ত্রধারক আনতে হবে।

রাজি।

প্রতিমা আসবে কুমোরটুলি থেকে।

আপত্তি নেই।

পুজোর উপকরণ আসবে জেলের বাইরে থেকে।

সে তো বটেই, জেলের ভেতর আর ওসব মিলবে কী করে!

বাইরে থেকে কেউ যদি ভোগের বা পুজোর জন্য কিছু পাঠায়, সেটা নেওয়ার ব্যাপারেও কোনও বাগড়া দেওয়া চলবে না।

আচ্ছা, তাই হবে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ঢাক নিয়ে।

সুভাষচন্দ্রদের দাবি, 'বাজনাবাদ্য যতটুকু ন্যূনতম প্রয়োজন, তার অনুমতি দেওয়া উচিত। বিশেষ করে আরতির সময়ে বাজনা অপরিহার্য।'

উল্টোদিকে পাটনির চিন্তা, জেলের ভেতর গোটা পাঁচেক ঢাক একসঙ্গে বেজে উঠলে ভয়ানক কাণ্ড ঘটবে। সেই আওয়াজে কান পাতা দায় হবে। আর তার মধ্যে যদি পাগলাঘণ্টি বেজে ওঠে, তবে তো ভারি 'ফ্যাসাদ'। তাই পাটনির 'কিন্তু কিন্তু' ভাব।

খুঁটিনাটি এত আলোচনা। অধিকাংশ বিষয়ে উভয়পক্ষ সহমত। তাতেও কিন্তু পুজোর অনুমতি এল না সরকারের তরফে। পুরো বিষয়টার ওপর কড়া নজর রাখছিলেন সুভাষ। বুঝতে পারছিলেন, সরকার চায় কালহরণ করতে। এই করে পুজোর দিনগুলো পার করে দিতে পারলে আর অনুমতি দেওয়ার দায় থাকবে না সরকারের।

এবার আর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ নয়। সুভাষ চিঠি লিখলেন জেলের সুপারিনটেন্ডেন্টকে, সরাসরি। ১৯৪০-এর ২০ সেপ্টেম্বরে লেখা সেই চিঠিতে তিনি স্পষ্ট জানালেন, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে মুসলমান কয়েদিদের ইদ উপলক্ষে এবং খ্রিস্টান বন্দিদের খ্রিস্টীয় উৎসবের সময় যে ছাড় বা সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়, প্রেসিডেন্সি জেলেও হিন্দু কয়েদিদের মধ্যে ইচ্ছুকদের পূজা-অনুষ্ঠানে সম্মিলিতভাবে যোগদান করতে দিতে হবে। এটি বঙ্গদেশে হিন্দুদের বৃহত্তম জাতীয়-উৎসব। সম্মিলিত পূজানুষ্ঠান। তাই এটা নিছক পূজা নয়, উৎসব। সেই উৎসব পালিত হবে পঞ্জিকার তিথিনক্ষত্র মেনে। জেলের সুবিধাজনক নির্ঘণ্ট অনুযায়ী নয়।

এই পত্রেই সুভাষ উসকে দিলেন ব্রিটিশ প্রশাসনের স্মৃতি-সলতে। মান্দালয়ে সরকার শেষমেশ পূজা-ভাতা দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। 'স্ব-আরোপিত একটিমাত্র সংযম' সেবার বন্দিরা পালন করেছিল। যদিও তাঁদের 'সঙ্গীতবাদ্যের অনুমতি দেওয়া হয়', তবু তাঁরা 'এ বিষয়ে সতর্ক' ছিলেন, যাতে 'যথাসম্ভব কম আওয়াজ হয়'।

চিঠিটা শেষ হয়েছিল একটা সুস্পষ্ট সতর্কীকরণ বার্তার মধ্যে দিয়ে।

'যদি এই ছাড় না দেওয়া হয়, কার্যত তার অর্থ দাঁড়াবে এই যে সরকার জেলখানায় পূজা করতে দেয় না।... (ফলে উদ্ভূত) পরিস্থিতির পরিণতি স্বাভাবিক ভাষায়... গুরুতর হবে।... (সুতরাং) দয়া করে আপনি ব্যাপারটা নিয়ে ভালভাবে চিন্তাভাবনা করবেন এবং দরকার পড়লে উচ্চতম কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তা নিয়ে আলোচনা করবেন।'

খাঁচায় বন্দি সিংহের চাপা গর্জন বুঝতে অসুবিধা হয়নি ব্রিটিশ সরকারের।

ওদিকে পুজো এগিয়ে আসছে। সরকার অর্থসাহায্য না করলে কাজটা এগিয়ে রাখা মুশকিল। আর সরকার পুজো-অনুদান দিলেও আরও অর্থ চাই। ওই টাকায় পুজোর জাঁকজমক হবে না।

সুভাষচন্দ্র চান, প্রত্যেক জেলবন্দিকে একদিন প্রসাদ খাওয়াতে। তার জন্যই কম করে পাঁচশো টাকা চাই। কোত্থেকে আসবে সেই অর্থ? সহবন্দিদের সঙ্গে আলোচনায় বসলেন সুভাষচন্দ্র। শুরু হল পুজোর বাজেট নিয়ে প্ল্যানিং।

সব বন্দিদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাওয়া হোক! জেলে হাজার দুয়েক বন্দি আছে। যে যা পারবে, সেটুকু দিলেও খানিকটা টাকা উঠে যাবে।

রসময় শূর, নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ সহবন্দিরে এই প্রস্তাব মনঃপূত হল না সুভাষচন্দ্রের। ওদিকে তাঁর নিজের অর্থের জোগানদাররাও সুবিধাজনক অবস্থায় নেই। মা প্রভাবতী দেবীর আর্থিক অবস্থার বিষয়ে ওয়াকিবহাল নন সুভাষ। এরকম অবস্থায়, তাঁর কাছে টাকা চাইলে তিনি হয়তো বিড়ম্বনায় পড়বেন।

আর একজনের কাছে হাত পাতলে হয়তো টাকা দিতে পারতেন। তিনি মেজদা শরৎচন্দ্র বসুর পত্নী বিভাবতীদেবী। কিন্তু সে গুড়ে বালি। মেজবউদিও তখন কলকাতায় নেই। অনেক চিন্তাভাবনার পর উপায় একটা বের হল। ভাইঝি ইলার কাছে শ'তিনেক টাকা রাখা ছিল সুভাষচন্দ্রের। সেটা অন্তত এবার পাওয়া যাবে।

সমস্যার পুরো সমাধান অবশ্য তাতেও হবে না।

তাই নামকরা মিষ্টির দোকানগুলোর কাছে আবেদন জানানো হল। আর কিছু না-হোক, সবকটি মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠান যদি একটু করে বোঁদেও দেয়, তা হলেও প্রত্যেককে অন্তত পুজোয় একদিন 'হাত ভরে যদি' 'বোঁদে দেওয়া হয়', 'তাতেই ওরা খুশিতে উপচে পড়বে'। কারণ, 'এ তো শুধু বোঁদে নয়, ও যে মায়ের প্রসাদ'। কলকাতার নামী মিষ্টান্ন প্রতিষ্ঠানগুলো সে আবেদনে সাড়া দিল।

ব্যস! পরিকল্পনা চূড়ান্ত। কলকাতা প্রেসিডেন্সি জেলে মহাপূজা শুরু হয়ে গেল। প্রতিমা এল। বোধনও হল।

সপ্তমী পড়েছিল সেবার ৭ অক্টোবর, ২২ আশ্বিন, মঙ্গলবার। নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তীরা জেলের যে সেলে ছিলেন, সেখানেই সাজানো হয়েছিল দেবীর মণ্ডপ। সব রাজবন্দিরা সপ্তমীর সকালে জড়ো হলেন সেখানে। পুরোহিত চণ্ডীপাঠ করছিলেন। নরেন্দ্রনারায়ণও তাঁর পাশে বসে চণ্ডী পড়তে শুরু করে দিলেন। এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা কেটে যাওয়ার পর সুভাষচন্দ্রকে দেখা গেল সেখানে। নিজের কক্ষ থেকে বেরিয়ে হাজির হলেন পূজা-মণ্ডপে। সঙ্গে একটা শ্রীশ্রীচণ্ডী। আকারে অতি ছোট। 'একটা নস্যির ডিবের মতো' সাইজ। সেই বই খুলে পাঠে মগ্ন হলেন তিনি। নরেন্দ্রনারায়ণ স্মৃতিচারণ করতে বসে লিখেছেন, 'আড়চোখে তাকালাম। গম্ভীর মুখ। ভাবান্তর নেই কোনও। একমনে চণ্ডী পড়ে চলেছেন।'

ফিরে আসা যাক মহাষ্টমীর দিনটায়। শুরুতেই যে দিনের কথা হচ্ছিল।

ওই মঙ্গলবারেই প্রসাদ পেয়েছিল সব বন্দি। যে যে মণ্ডপে এসেছিল, জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে তারা সবাই মাতৃপূজার প্রসাদ পেয়েছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ লিখছেন, মায় চীনারাও সেই প্রসাদ থেকে বঞ্চিত হয়নি। প্রসাদ-বণ্টনের শেষে সবাই একসঙ্গে খেতে বসলেন।

সহবন্দি রসময় শূর নিজের চোখে দেখেছেন সুভাষচন্দ্রের জেলের ভেতরকার পুজো। তিনি জানিয়েছেন, শুধু মিষ্টি নয়, শহর কলকাতার নানা জায়গার ফুল বিক্রেতারা জেলের ভেতর ফুলের জোগান দিয়েছিল। অন্যান্য পূজা উপচারও এসেছিল ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে। কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীদের কাছ থেকে জেলের ভেতর এসেছিল দুর্গাপ্রতিমা।

রসময় বিনয়-বাদল-দীনেশের অলিন্দ- অভিযানে সাহায্য করার কারণে তখন প্রেসিডেন্সি জেলে বন্দি। তাঁর স্মৃতিচারণায় পুজোর দিনগুলোতে সুভাষচন্দ্রের একটা অন্যরকম ছবি উঠে এসেছে।

রসময় লিখছেন, 'সুভাষচন্দ্রকে তখন দেখেছি মাতৃপূজায় ভক্ত সন্তান। পরনে তাঁর গরদ বস্ত্র, সদ্যস্নাত শুচি-শান্ত-তন্ময় মূর্তি। ভক্তি শ্রদ্ধা উপচে পড়ছে চোখে মুখে। কখনও পূজার তদারকি করছেন। কখনও সমাহিত চিত্তে মাকে দেখছেন। তাঁর এ-রূপ আমার কাছে নূতন। অপরূপ।'

বৃহস্পতিবারের বিকেল। তখনও ঢাক বাজছে। কিন্তু ঢাকের আওয়াজে আগের দিনগুলোর মতো উচ্ছলতা নেই। চারদিকের সুর কেমন যেন বিষাদ-গম্ভীর। দর্পণে বিসর্জন সাঙ্গ হল। বন্দিরা প্রতিমা পৌঁছে দিলেন জেলখানার গেটে। সেখানে তখন অপেক্ষা করছে জনতার ভিড়। তারাই কারাদ্বার থেকে প্রতিমা নিয়ে রওনা দিল গঙ্গার উদ্দেশে। নিরঞ্জনের জন্য।

প্রতিমা নিয়ে জনতা যখন এগিয়ে গিয়েছে, তখনও একদল লোক উঁকিঝুঁকি মারছিল গেটের শিকের ফাঁক দিয়ে। 'জনতার উৎসুক দৃষ্টি' তখনও খুঁজছিল তাদের প্রিয় সুভাষচন্দ্রকে। একটুক্ষণের জন্য হলেও যদি দেখতে পাওয়া যায় তাদের প্রিয় নেতাকে।

তারা তো তখন জানত না, সেটাই কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের শেষ দুর্গাপুজো।

প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ছাড়া পাবেন ৫ ডিসেম্বর। তারপর গৃহবন্দি। তারও পর ১৬ জানুয়ারি, ১৯৪১-এর মধ্যরাত্রে মহানিষ্ক্রমণ।

মাতৃসাধক সুভাষচন্দ্রকে আর এ দেশের মাটিতে দেখা যাবে না। এই ভয়ঙ্কর সত্য তো সেবারের বিজয়াতেও জানা ছিল না কারও। জেলের ভেতরে কিংবা জেলের বাইরে। ■

পায়ে বীররসের ছন্দ

এই নাচ বীররসের। লোকনৃত্যের আঙ্গিকে অশুভ শক্তির বিনাশের আহ্বান। মল্লরাজাদের ঐতিহ্যবাহী রাবণকাটা নাচ নিয়ে লিখেছেন অরিজিৎ চক্রবর্তী

মল্লভূমের প্রাচীন রাজধানী বিষ্ণুপুর। এই বিষ্ণুপুরের বুকে এক হাজারেরও বেশি বছর ধরে শাসন চালিয়েছেন মল্লরাজারা। সংস্কৃতিপ্রিয় সেই মল্লরাজাদের আনুকূল্যে বিষ্ণুপুরে যেমন বিকশিত হয়েছে সঙ্গীতের বিষ্ণুপুরি ঘরানা, তেমনই এই বিষ্ণুপুরের বুকেই ডালপালা মেলেছে রাবণকাটা নাচের মতো ভিন্নধারার নৃত্যশৈলীও। রামায়ণ অনুযায়ী, রামচন্দ্রের হাতে রাবণ-বধের পর বানরসেনা উৎসবে মেতে উঠেছিল। সেই উৎসবে বানরসেনা যে নাচ নেচেছিল, বীররসের সেই নাচকে স্মরণ করে মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরে চালু করেছিলেন রাবণকাটা নাচ।

উৎস খুঁজতে গেলে একাধিক কাহিনি সামনে আসে। পুরাণে মহিষাসুর-বধ সংক্রান্ত কাহিনিতে বলা হয়েছে, মহিষাসুরের সঙ্গে ৯ দিন ৯ রাত্রি যুদ্ধ করার পরে দশম দিনে তার বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করেন দেবী। শ্রীশ্রীচণ্ডীর কাহিনি অনুসারে, আশ্বিন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশীতে দেবী আবির্ভূতা হন, এবং শুক্লা দশমীতে মহিষাসুর-বধ করেন। বিজয়া দশমী সেই বিজয়কেই চিহ্নিত করে। তবে উত্তর ও মধ্য ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই দিনে যে দশেরা উদ্‌যাপিত হয়, তার তাৎপর্য অন্য। 'দশেরা' শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত 'দশহর' থেকে, যা দশানন রাবণের মৃত্যুকে সূচিত করে। বাল্মীকি রামায়ণে কথিত আছে যে, আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমী তিথিতেই রাবণ-বধ করেছিলেন রাম। কালিদাসের রঘুবংশ, তুলসীদাসের রামচরিতমানস, কিংবা কেশবদাসের রামচন্দ্রিকা-য় এই সূত্রের সঙ্গে সংযোগ রেখেই বলা হয়েছে, রাবণ-বধের পরে আশ্বিন মাসের ৩০তম দিনে অযোধ্যা প্রত্যাবর্তন করেন রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ। রাবণ-বধ ও রামচন্দ্রের এই প্রত্যাবর্তন উপলক্ষেই যথাক্রমে দশেরা ও দীপাবলি পালন করা হয়ে থাকে। আবার মহাভারতে কথিত হয়েছে, দ্বাদশ বৎসর অজ্ঞাতবাসের শেষে আশ্বিন মাসের শুক্লা দশমীতেই পাণ্ডবরা শমীবৃক্ষে লুক্কায়িত তাঁদের অস্ত্র পুনরুদ্ধার করেন এবং ছদ্মবেশ-মুক্ত হয়ে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় ঘোষণা করেন। এই উল্লেখও বিজয়া দশমীর তাৎপর্য বৃদ্ধি করে।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে মল্লরাজাদের দ্বারা উদ্ভাবিত রাবণকাটা-নৃত্য প্রায় ১৬২৬ শতাব্দীর। দশমী থেকে দ্বাদশী— তিনদিনের রাবণকাটা লোকনৃত্যে মেতে ওঠেন বিষ্ণুপুরের লোকশিল্পীরা। গায়ে লাল, সাদা, কালো রঙে ছাপানো পাটের উলোঝুলো পোশাক। মুখে বিভীষণ, জাম্বুবান, হনুমান ও সুগ্রীবের রঙিন মুখোশ। সঙ্গে নাকাড়া, টিকারা, কাঁশি বা ঝাঁঝের বাজনা। সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত শহরের অলিতে-গলিতে নেচে চলেছেন তাঁরা।

পায়ে বীররসের ছন্দ। টুং-টাং, গুডুক-গুডুক বাজনার বোল। বড়রা ছোটদের দুষ্টুমি করতে দেখলেই বলছেন, 'সাবধান, ওই এসে গেছে

রাবণকাটা। দুষ্টুমি করলেই ধরে নিয়ে যাবে।' জাম্বুবানের ভালুকের মুখ, হনুমানের বড় বড় দাঁত, গামার কাঠের তৈরি এমন বিকট দর্শন মুখোশ দেখে ছোটরা বড়দের কোলে সিঁটিয়ে যায়। সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলছে। ভয় ভাঙাতে বাচ্চাদের কোলে তুলে নাচিয়েও দেন শিল্পীরা।

নাচের শেষে বিজয়া দশমীর দিন বিষ্ণুপুরের নিমতলায় রঘুনাথজিউ মন্দির প্রাঙ্গণে ইন্দ্রজিৎ বধ, একাদশীর রাতে কুম্ভকর্ণ বধে অংশ নেন রাবণকাটা লোকশিল্পীরা।

চারজন নৃত্যশিল্পী ও চারজন বাজনদারকে নিয়ে রাবণকাটার দল। সারা বছর কেউ সবজি বেচেন। কেউ ব্যবসা করেন চুনের। পুজো শেষের তিনটি দিন নিজের নিজের ব্যবসা ছেড়ে গায়ে পাটের পোশাক ও মুখোশ পরে তাঁরাই হয়ে ওঠেন রাবণকাটা নাচের কুশীলব।

আসলে এই নাচ বীররসের। রাবণের মৃত্যুর পর যুদ্ধজয়ের। যা একইসঙ্গে লোকনৃত্যের আঙ্গিকে সর্বজনীন ও এলাকার আবালবৃদ্ধবনিতার কাছে আনন্দসঞ্চারী। সেই সঙ্গে অশুভ শক্তির বিনাশের আহ্বান। মল্লরাজাদের সমসাময়িক প্রায় চারশো বছরের পুরনো এই নাচ বিষ্ণুপুরের অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষেরা বংশ পরম্পরায় করে আসছেন। রাবণকাটা নাচকে কেন্দ্র করে বানানো হয় বিশাল আকারের রাবণমূর্তি। সাজানো হয় রঘুনাথজির রথ। দশমী থেকে দ্বাদশী এই তিনদিন ধরে ছামধারীর দল এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘুরে ঘুরে নাচ দেখিয়ে অর্থ উপার্জন করে। অনুষ্ঠানের শেষদিন বিষ্ণুপুরবাসী ভিড় করেন কাটানদার রঘুনাথজির মন্দিরে। অষ্টধাতুর রঘুবীর মূর্তিকে সাজানো রথে বসিয়ে জাম্বুবান, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমানের সঙ্গে এলাকাবাসীরাও উল্লাস করতে করতে এগিয়ে চলে রাবণের উদ্দেশে। জাম্বুবান হাতের তরোয়াল দিয়ে ছ'ফুট উচ্চতার মাটির তৈরি দশমুণ্ড রাবণের মুন্ডু ছেদনের মাধ্যমে শেষ হয় উৎসবের। রীতি অনুযায়ী অনেকে ভেঙে ফেলা মূর্তির মাটি নিয়ে যায় বাড়িতে। বিশ্বাস এই মাটি বাড়িতে থাকলে সংসারের কল্যাণ হবে।

রংচঙে মুখোশ হল রাবণকাটা লোকনৃত্যের প্রধান আকর্ষণ। কালো মুখোশে জাম্বুবান, সুগ্রীব সাদা, বিভীষণ লাল এবং হনুমান সাদা রঙের মুখোশ পরে থাকে। আর এই মুখোশ তৈরি করেন প্রায় দুশো বছর আগের বিষ্ণুপুরে কাটানধারের বাসিন্দা সুকুমার বারিকের পূর্বপুরুষরা। মুখোশগুলো গামাজাতীয় নরম কাঠের তৈরি।

রাবণকাটা নাচের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— দেবচাল ও রাক্ষস চাল। দেবচাল লালিত্যে ভরা আর রাক্ষস চাল বলিষ্ঠতার। রাবণকাটা দলের প্রধান সুকুমার অধিকারীর কথায়, 'আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম এই নাচ দেখিয়ে বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছি। বর্তমানে সরকারি সহায়তায় শিল্পীভাতার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু যেভাবে দিনের পর দিন পোশাক তৈরির খরচ বেড়েছে, তাতে সামাল দেওয়া মুশকিল।'

মুখোশের আড়ালে অদৃশ্য থাকার অর্থই হল নিজেকে গোপন করে অন্য রূপে নিজেকে প্রকাশের চেষ্টা করা। ভয়ঙ্কর রহস্যময় শক্তির প্রকাশ। বীরত্বের প্রকাশ। একইসঙ্গে ব্যক্তিগত চরিত্রের রূপান্তর ঘটিয়ে আত্মগোপনের ইচ্ছা, বা কোনও সত্তার ভাবরূপকে আত্মস্থ করে গোপনীয়তা রক্ষার মধ্যে যে-রসবোধ কাজ করে, পরবর্তীকালে তারই প্রকাশ এই মল্লরাজাদের সময়কালের রাবণকাটা-নৃত্যে। ■

শারদোৎসব

তোমার নিমন্ত্রণ...

কারও অখণ্ড অবসর। কারও হঠাৎ জোটা ছুটি। হাতে বাড়তি কিছু ব্যয়যোগ্য অর্থ। পাশে পরিবার কিংবা ইয়ারদোস্ত। জীবন–জেলখানা থেকে শারদকাল প্রকৃতই মুক্তি আনে। আর দিলখুশ মানেই তো হয়ে যাক সেলিব্রেশন। ৭৮ শতাংশ বাঙালি মনে করেন উপভোগ্য সুখাদ্যের সামনে নিজেকে সঁপে দেওয়াটাই প্রকৃত উদ্‌যাপন

আইকনিক বিশ্ববন্দিত

কৌশিক রায়

শুধু দেশ বা বিদেশের বাঙালি নয়, জনপ্রিয় রেস্তরাঁর চিরকালীন এই পদগুলি মুগ্ধ করেছে অসংখ্য বিদেশির স্বাদকোরক। এমনকী অনেকে বলেছেন, এই পদের স্বাদ পেতে তাঁরা 'আবার আসিব ফিরে'–তেও রাজি!

আহেলি

৯৮৩১৭–৮০৪০৫
এসপ্ল্যানেডে তারকা হোটেল পিয়ারলেসের অন্দরের এই বাঙালি রেস্তোরাঁ ৩১ বছর ধরে ডাবচিংড়ি, সর্ষে ইলিশ বা কষা মাংসের মতো জনপ্রিয় রেসিপি ও থালি নিয়ে স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল।

গোলবাড়ি

৭৬০৪০–৩৩৩৫৬
কষা মাংস ও শ্যামবাজারের গোলবাড়ি সমার্থক। কয়েক দশক ধরে এই পাঞ্জাবি রেস্তোরাঁ বাঙালি রসনায় যোগ করেছে এই স্বর্গীয় স্বাদ। পাতলা পরোটা ও তেঁতুলের চাটনি সহযোগে এদের মাংস ভোলার নয়।

৬ বালিগঞ্জ প্লেস

৯৯০৩৯–৭৫৬১৪
নিজেদের ঠিকানাকে প্রতিষ্ঠানের ব্র্যান্ড নেম করা এই রেস্তোরাঁর জনপ্রিয় পদ বেগুন বাসন্তী, জাম্বো প্রন মালাইকারি, পাবদার ঝাল ও মাংসের ঝোল। কলকাতায় একাধিক আউটলেট।

ভজহরি মান্না

৯৮৩০৮–০৪৩৩২
শহরজুড়ে ১০টি আউটলেটে পোড়া ভেটকি, মুড়ি ঘণ্ট, মোচার পাতুরির চাহিদা সর্বাধিক। পুজোর আকর্ষণ ইলিশ বরিশালি, মাটন কোর্মা, কষা মাংস বা জাম্বো চিংড়ি মালাইকারি। সঙ্গে চলুক রাবড়ি কিংবা ক্ষীরকদম।

ওহ! ক্যালকাটা

৯৩৩০৬–২৭৫১২
ঐতিহ্যপূর্ণ বাঙালি খানার নির্ভুল ঠিকানা। এদের স্মোকড ইলিশ এবং চিকেন ও ভেটকির পদ বিখ্যাত। গন্ধরাজ ভেটকি– মাস্ট ট্রাই। মহানগরজুড়ে একাধিক আউটলেট।

কস্তুরি

৮৩৩৪৯–২২২২১
মার্কাস স্ট্রিটের এই ছোট্ট রেস্তোরাঁর সুস্বাদু বাঙালি পদ কচুপাতা দিয়ে চিংড়ি, শিলেবাটা লোটে, শিলেবাটা চিংড়ি, মোরগ–পোলাও, ডিমের রেজালা, ভেটকির পাতুরি কিংবা সর্ষে ইলিশ সেরা পছন্দ।

ভূতের রাজা দিল বর

৯০৮৮৪–৪৫৫৫৫
বাঙালি থালি খাবারের শ্রেষ্ঠ ঠিকানা। গুপির থালি, বাঘার থালি, আমলকীর থালি, হরীতকীর থালি কিংবা মাংস, মাছ ও চিংড়ি সহযোগে মহাভোজ থালি অন্যতম জনপ্রিয় নাম। কলকাতাজুড়ে নানা আউটলেটে।

সপ্তপদী

৯০০৭৯–১২৪৩৩
উত্তম–সুচিত্রার বিখ্যাত ছবি 'সপ্তপদী'র সঙ্গে জড়িয়ে থাকা সপ্তপদ–ভিত্তিতে রেস্তোরাঁর মেনু বিভক্ত। ভেটকি মাধুরী, মোচা চিংড়ি, মাংস সিপাহি, অভিনব মাংস, আমসত্ত্ব কাঁচালঙ্কা পোলাও– সেরার সেরা পদ। সল্টলেক, গড়িয়াহাট, বেহালা, বাঘাযতীনে আউটলেট। পুজোয় স্পেশ্যাল মহাভোজ থালি ৯৯৯ টাকা।

আমি বাঙালি রেস্টুরেন্ট

৯৮৩৬৯–৬৪৮৯৯
বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে ছোট্ট আকারে শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠানটি আজ শহরজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে। চেখে দেখতে পারেন এদের আলুর দম, আলু ফুলকপির রসা, চিতল মাছের মুইঠ্যা, লেবু লঙ্কা মুরগি কিংবা কচিপাঁঠার ঝোল।

তরুণ নিকেতন

৯৮৩৬৩–৫৮৬১৪
কলকাতার অন্যতম প্রাচীন এই পাইস হোটেলের বয়স ১০৯ বছর। রাসবিহারী জংশন কালীঘাট মেট্রো স্টেশন সংলগ্ন এই হোটেলে প্রতিদিন মাছ বা মাছের ডিমভাজার সঙ্গে তরকারি, চচ্চড়ি, ঘণ্ট, মাছ ও পাঁঠার মাংসের এলাহি আয়োজন থাকে।

আরও কয়েকটি

ইলিশ ট্রুলি বং

পার্ক স্ট্রিট/মল্লিকবাজার ৯৮৩০৫–৬৩৩৪৫
সেরা স্বাদ: ডাব ইলিশ, ইলিশের গঙ্গ–ইলিশ, আস্ত মস্ত ভেটকি, সবুজ দ্বীপের কাঁকড়া, পাঁঠা বেগুনের মধুচন্দ্রিমা।

হিমুর হেঁশেল

ব্লক ই, এফ/১/৪, বৈষ্ণবঘাটা পাটুলি ৯০৭৩১–০৪৪৯৬
সেরা স্বাদ: বিক্রমপুরের মরিচ রশুনের ভর্তা–সহ হরেক ভর্তা, চিটাগাং স্টাইল মাটন কালা ভুনা, ঢাকাই চিকেন তেহরি, নোয়াখালির শুটকি মরিচ খোলা।

এপারে বাংলা

৪৪এ ও বি, রাজা বসন্ত রায় রোড ৬২৮৯৮–৯৭০১৯
সেরা স্বাদ: উত্তরবঙ্গের বোরোলি মাছের বিভিন্ন পদের সঙ্গে চিংড়ি, কাঁকড়া ও মাংসের নানা রেসিপি।

ইস্ট ইন্ডিয়া রুম, রাজকুটির

৮৯সি, নারকেলডাঙা মেইন রোড, কাদাপাড়া ৭০০৩২–৭১৮০৫
সেরা স্বাদ: পর্তুগিজ ব্যান্ডেল চিজ ম্যালাকফ, ভেটকি ম্যুনিয়ের, মাটন ডাকবাংলো, কষা মাংস, দার্জিলিং টি স্মোকড ভেটকি, ক্যারামেল কাস্টার্ড ও পাটিসাপটা।

ক্যালকাটা রেট্রো

লেক টেরেস, বিবেকানন্দ পার্কের পাশে ৯১৪৭১–৬৭৩৪৪
সেরা স্বাদ: ছোট বেগুন ও কালো জিরে দিয়ে ইলিশের ঝোল, চিংড়ি আলু পোস্ত, মৌরলা মাছের কড়াই পাতুরি।

কৃতজ্ঞতা: **আউটলুক ট্রাভেলার, বিশ্বের সেরা কয়েকটি ফুড ওয়েবসাইট, ভারতের নামী ২ ফুডব্লগার**

একটু থমকে

ডাঃ সত্যপ্রিয় দে সরকার
গ্যাস্ট্রো–সার্জারি বিভাগীয় প্রধান, জিডিডিআই হাসপাতাল; আমেরিকান কলেজ অফ গ্যাস্ট্রো–এন্টেরোলজির সম্মানিত সদস্য; সদ্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান, এন্ডোস্কোপি ফেলোশিপ অফ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ গ্যাস্ট্রো–ইনটেস্টিনাল এন্ডোসার্জনস বোর্ড, আইএজিইএস
satyapriyadesarkar@gmail.com

দুর্গাপুজো বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব। পুজো বলতে ঠাকুর দেখা, নতুন জামা–কাপড় এসবের সঙ্গে প্রথমেই যেটা মনে আসে, তা হল কবজি ডুবিয়ে খাওয়া। তবে শরীরের কথাটাও খেয়াল রাখতে হবে। নয়তো পুজোয় অথবা তারপরে পেটের গন্ডগোল, লিভারের গুরুতর সমস্যায় ভুগতে হতে পারে আপনাকে। যদিও সাধারণ কিছু বিধি–নিষেধ ও সতর্কতা মেনে চললেই এই বিপদগুলো এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

পুজোর সময় বাড়িতে নানারকমের মুখরোচক পদ রান্না করা হয়ে থাকে। যেমন পোলাও, ফ্রায়েড রাইস, বিভিন্ন মাছ–মাংসের পদ, মিষ্টি ইত্যাদি। এইসব খাওয়া যাবে না, তা একেবারেই নয়। তবে খেতে হবে নির্দিষ্ট পরিমাণে। অতিরিক্ত তেল–ঘি–মশলা এড়িয়ে চলাই ভাল। কম তেল–মশলা দিয়েও কিন্তু সুস্বাদু রান্না করা সম্ভব। এই সময় খাওয়া–দাওয়া যেহেতু একটু গুরুপাক হয়ে যায়, তাই খাদ্যতালিকায় শাকসবজি, স্যালাড রাখাটা আবশ্যক।

তবে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে, প্রায় প্রত্যেকেই স্ট্রিট ফুড খেয়ে থাকেন। সেক্ষেত্রে কিন্তু খুব সাবধান। কারণ বাইরে খাবার উপকরণ কতটা টাটকা ও স্বাস্থ্যকর বোঝার উপায় থাকে না। তাই একান্তই খেলে, সেটা স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে রান্না হয়েছে কিনা, দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবেন। যদিও খেতে হবে সীমিত পরিমাণে। মদ্যপান কখনওই উচিত নয়। কিন্তু করলেও তা খুবই অল্পমাত্রায় এবং অবশ্যই খাওয়ার পর। না হলে অ্যাকিউট প্যানক্রিয়াটাইটিস ও অ্যাকিউট গ্যাস্ট্রো–এন্টেরাইটিসে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

কিছু সতর্কতা

পুজোয় কী খেলেন, তার থেকেও বড় প্রশ্ন হল খাবারটা কতটা স্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে তৈরি হয়েছে। দেখা গেছে, পুজোর সময় সবচেয়ে বেশি যে খাবারগুলি থেকে বিষক্রিয়া হয়, তা হল খিচুড়ি, পায়েস। বহু মানুষ অসুস্থ হয়েছেন, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত হয়েছে। এগুলো খাওয়া যাবে না, তা বলছি না। ব্যাপারটা হল কীভাবে তৈরি হয়েছে, সেটা ভালভাবে দেখে নেওয়া। বাড়ির খাবারে পরিচ্ছন্নতা নিয়ে প্রশ্ন নেই। কিন্তু বাইরে যেসব অস্থায়ী স্টল হয়, তাদের দায়বদ্ধতা ভীষণ কম। পুরনো খাবার ঠিকভাবে রাখার মতো ধ্যান–ধারণা বা ব্যবস্থাপনা কোনওটাই তাদের থাকে না। সুতরাং এতে অসুস্থ হতে পারেন।

পেটের ক্ষেত্রে জলবাহিত অসুখটাই সবচেয়ে বেশি। বাইরে বিক্রি হওয়া প্যাকড ওয়াটারও একেবারে সুরক্ষিত, তা বলা যায় না। তাই বাইরে বেরোলে অবশ্যই জল সঙ্গে রাখবেন। বাইরে বায়ো টয়লেটের ব্যবস্থা রাখা উচিত এই সময়। কারণ অপর্যাপ্ত টয়লেটের জন্যই ইউরিন এবং পেটের ইনফেকশন ছড়ায়।

খাবার আগে হাত ধুয়ে নেওয়া প্রয়োজন। তা ছাড়া ডিসপজিবল প্লেট ব্যবহার করাই সবচেয়ে সুরক্ষিত। এতে ইনফেকশন অনেকটাই কমবে। কারণ একই জলে ধোয়া প্লেটগুলি অত্যন্ত নোংরা। অন্যের জীবাণু শরীরে চলে আসতে পারে। মাথায় রাখবেন, ধুলোবালি মানেই জীবাণু নয়। ধুলোবালি মুক্ত করলেও অনেক সময় জীবাণু থেকে যায়। আপাত নোংরা বস্তুটাকে যদি আরও নোংরা জলে ধোয়া হয়, সেটা শরীরের জন্য বেশি ক্ষতিকর।

এই ছোটখাটো বিষয়গুলি মেনে চললে, খাওয়ার প্রতি একটু সংযম আনলে শরীর সুস্থও থাকবে আর পুজোর আনন্দ হয়ে উঠবে দ্বিগুণ। খাওয়ার আগে সামান্য থমকান, কিছুক্ষণ ভাবুন, তারপর খান।

ইনপুট: **প্রদীপ্তা ঘোষ**

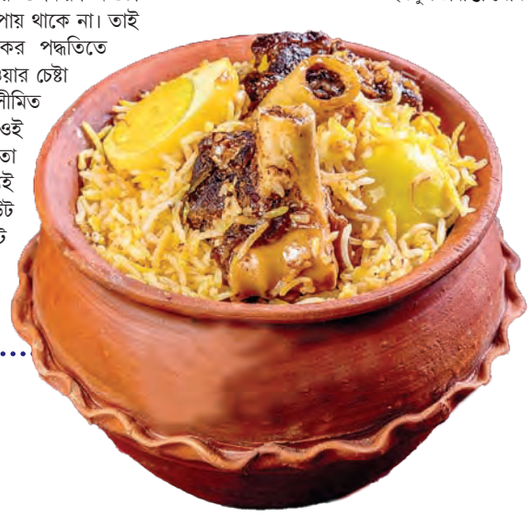

উধাও সীমান্ত!

সাক্ষী গাঁতাইত

এবার পুজোয় চেখে দেখুন জাপানিজ, কোরিয়ান কিংবা চাইনিজ।

ওয়াসাবি

৯০৭৩৯–২৬৩১৫
জাপানিজ খানাপিনায় অগ্রগণ্য কলকাতার কালিকাপুর সাফুইপাড়া মোড়ের ৩০, আর্য বিদ্যালয় রোডের ওয়াসাবি। এখানে ৯ থেকে ১২ অক্টোবর পাবেন পুজো স্পেশ্যাল জাপানিজ মেনু। থাকছে এন'গিরি সুসি, রামেন, সালমান সুসি, পর্ক টেরিয়াকি ইত্যাদি। এগুলো সিঙ্গেল ডিস হলেও, প্রিয় মানুষটির সঙ্গে ভাগ করে খেতেই পারেন। দু'জনের খরচ ১,৫০০ টাকা। সল্টলেক (৯১৬৩৭–৪২৪২৪) ও দেশপ্রিয় পার্ক–এ (৯০৭৩৯–৪৮১৪৬) শাখা আছে।

আজিসাই জাপানিজ রেস্টুরেন্ট

৯০৭৩৯–২৯৪১৯
পার্ক সার্কাস সংলগ্ন কোয়েস্ট মলের পাঁচতলার আজিসাই জাপানিজ রেস্টুরেন্টে পুজোর চারটে দিন থাকছে নানা স্পেশ্যাল পদ। চেখে দেখুন— প্রন টেম্পুরা, ক্যালিফোর্নিয়া ভেজ সুসি, রামেন, কেন টেরিয়াকি ইত্যাদি। সুসি কিংবা নুডলস চিকেন টেরিয়াকির সঙ্গে দিব্যি খেতে পারেন। শেষ পাতে নিন চিজ কেক। দু'জনের অন্তত ২,০০০ টাকা।

কিংস বেকারি

৯৬৭৪১–৪৯৯৫৩
কিমচি বা বিবিমবাপ— কোরিয়ান কুইজিনের স্বাদ নিতে পুজোর দিনগুলি চলে যান গোলপার্ক সংলগ্ন পি–৫৯০, পূর্ণ দাস রোডের কোরিয়ান রেস্তোরাঁ কিংস বেকারিতে। চেখে দেখুন— ইয়োমুক গুক (ফিশ কেক স্যুপ), কিমচি ইয়ুবু চোবাপ (ফ্রায়েড টোফু সুসি), টওকবক্কি (স্টির ফ্রায়েড রাইস কেক), ডাকগঙ্গজিওং (কোরিয়ান ফ্রায়েড চিকেন), কাস্টার্ড বান ইত্যাদি। দু'জনের ১,০০০ টাকা।

সিওল রেস্টুরেন্ট

(ক্যাফে টোভ)
৯১২৩৩–১৭৩৬৭
সিওল রেস্টুরেন্টে সারুন দুর্গাপুজোর ভূরিভোজ। পুজোয় লঞ্চ করছে বিভিন্ন কোরিয়ান ডিস। চেখে দেখুন হিয়ামুল জ্জাম্পং (সি ফুড), ভেজিটেবল চিকেন ফ্রায়েড সয় ওনিয়ন সস, গোছু ক্রিম উইংস (চিকেন উইংস উইথ স্পাইসি সস) ইত্যাদি। দু'জনের ১,৫০০ টাকা। এদের রেস্তোরাঁ সি–২৩৪, সার্ভে পার্ক (অজয়নগর মোড়)।

তুং নাম ইটিং হাউজ

(০৩৩)–২২৩৭–৪৪৩৪
পোদ্দার কোর্ট এলাকার ২৪, চাট্টাওয়ালা গলি–তে চাইনিজ সাজসজ্জার তুং নাম চাইনিজ রেস্তোরাঁ। এখানে দুর্গাপুজো উপলক্ষে থাকছে জনপ্রিয় সব চাইনিজ পদ। মিক্স ফ্রায়েড রাইস বা নুডলসের সঙ্গে মানানসই কাপ্টাই হোমচয়, ইয়াম ওনটোন্স, চিলি পর্ক ইত্যাদি। পর্ক না খেতে চাইলে, সল্ট পিপার চিকেন কিংবা পিপার ফিশ নিন। দুজনে গেলে ১,০০০ টাকা।

ইউ চিউ

(০৩৩)–২২৩৭–৮২৬০
আরও একটি পুরনো অথেন্টিক চাইনিজ রেস্তোরাঁ ইউ চিউ। ১২, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের এই রেস্তোরাঁর বিখ্যাত পদের মধ্যে— চিমনি স্যুপ, জোসেফাইন নুডলস, প্যান ফ্রায়েড নুডলস ইত্যাদি। মাংস, এগ ড্রপ, সবজি দিয়ে তৈরি চিমনি স্যুপ সেরামিকের ক্রকারিতে পরিবেশন করা হয়। দু'জনের ১,০০০ টাকা।

স্বদেশ জিন্দাবাদ

অভিজিৎ সাহা

ঐতিহ্যের বাঙালিয়ানা কিংবা 'কলকাতা স্টাইল' মোগলাই— বরাবর সুপারহিট।

সুতানুটি

৮২৪০২–৩২৩২১
ঘরোয়া বাঙালি ডিশ 'সুতানুটি'র দুর্গা স্পেশ্যাল মহাভোজ। নিরামিষ থালি ১৫০ টাকা। আমিষ ২৫০–৩২০ টাকা। নবমী স্পেশ্যাল ৪৫০ টাকা। ৮ অক্টোবর বিকেল ৪টে পর্যন্ত অর্ডার দিন। নিউ আলিপুর থেকে বেহালা চৌরাস্তা পর্যন্ত ডেলিভারি ফ্রি।

আরসালান

৯০০৭০–০৭৯৩৫
বিরিয়ানিপ্রেমীদের পছন্দের গন্তব্য 'আরসালান'। পার্ক সার্কাস, সার্কাস অ্যাভিনিউ, রিপন স্ট্রিট, রাজারহাট, যশোর রোড, হাতিবাগান, রুবি–বাইপাস, বেহালা, ডায়মন্ড হারবারের মতো একাধিক জায়গায় শাখা। মাটন ও চিকেন বিরিয়ানি ৩৮৯ টাকা থেকে শুরু।

আমিনিয়া

৮১০০৬–৬৬৪৪৪
কলকাতায় বিরিয়ানির সবচেয়ে প্রাচীন জংশন। শ্যামবাজার, যশোর রোড, এসপ্ল্যানেড, রাজারহাট, গোলপার্ক, সোদপুর, ব্যারাকপুরের মতো জায়গায় শাখা। চিকেন ও মাটন বিরিয়ানি ৩৪৫ টাকা থেকে শুরু।

অউধ ১৫৯০

৭৬০৪০–৩৫৭৬৫
কী উত্তর, কী দক্ষিণ, কী মধ্য কলকাতায় অভিজাত বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য অন্যতম 'অউধ ১৫৯০'। এক প্লেট বিরিয়ানি ৪৫০ টাকা থেকে শুরু।

রহমানিয়া

৮৮৪৮১–২২৫৯৬
পার্ক স্ট্রিটের জনপ্রিয় 'রহমানিয়া' বিরিয়ানি অপেক্ষাকৃত কম তেল ব্যবহারের জন্য সমাদৃত। চিকেন বিরিয়ানি ২০০ টাকা, মাটন বিরিয়ানি ২২০ টাকা থেকে শুরু।

দাদা বৌদির বিরিয়ানি

৮০১৭০–৯৯৯৮৬
উত্তর শহরতলির ব্যারাকপুরের 'দাদা বৌদির বিরিয়ানি'র জনপ্রিয়তা কে না জানে! এক প্লেট চিকেন বিরিয়ানি ২০০ টাকা, মাটন বিরিয়ানি ২৭০ টাকা।

গ্যালারি সিক্সটি সেভেন

৯১৪৭৩–৮৯৮৩১
সল্টলেক গেট আর হাডকো মোড়ের মাঝামাঝি ব্যাঙ্কোয়েট হোটেল কাম রেস্টুরেন্ট 'গ্যালারি সিক্সটি সেভেন'। ষষ্ঠী থেকে নবমী— সন্ধে ৭টা থেকে রাত ১১টা চিকেন বিরিয়ানি ১৯৯ আর মাটন বিরিয়ানি মাত্র ২৪৯ টাকায়।

বিন্যাস: **সুমন পাল** । ছবি: **দীপক গুপ্ত, আজকাল আর্কাইভ**

আশপাশ — ঘটনার মিছিল। এবারের বাছাই

সম্প্রতি কলকাতায় জগন্নাথ গুপ্ত ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস অ্যান্ড হসপিটালের উদ্যোগে হার্টের সচেতনতা প্রচারে সাইক্লাথন আয়োজিত হয়। এখানে দু'শোরও বেশি সাইকেল আরোহী অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন ইন্সটিটিউটের চেয়ারম্যান কৃষ্ণকুমার গুপ্ত–সহ কয়েকজন বিশিষ্ট চিকিৎসক

ছবি: **দীপক গুপ্ত**

ভাগ্য সাহসীদের সঙ্গ
ত হারতে হারান হয়ে
ল ফুটবলাররা এখন
াছেন। তার জ্বলন্ত
ক্রেসপো। এদিন

া কাজে
ত পেরে
ত জেমি

া, কলকাতা: গত
রিবর্ত হিসেবে তিনি
। শনিবার যুবভারতী
জিত মিনি ডার্বিতে
মেরুন জার্সিতে শুরু
ণয়ে স্কোরশিটে নাম
ম্যাকলারেন। তারকা
গোলেই শুরুতে লিড
লনা ব্রিগেড। দলের
তে পেরে খুশি তিনি।
লের জন্য এই জয়টা
া। স্ট্রাইকার হিসেবে
াল করা। এই ছন্দ
নিতে ধরে রাখতে
চলতি আইএসএলে
য় মাঠ ছাড়ল মোহন
ভাবেই খুশি কোচ
য়ের ব্যবধান আরও
বলেই মত তাঁর।
র্ধে আমরা কিছুটা
লেদের আরও বেশি
য়া উচিত ছিল।'
র ফুটবলারদের
। প্রশ্ন তুললেন
ন্দ্রে চেরনিশভ। তাঁর
াদের আরও বেশি
চত ছিল।'

জামশেদপুরের রক্ষণে ফাটল ধরাতে ব্যর্থ বিনো জর্জ ব্রিগেড।

ইস্ট বেঙ্গল: দেবজিৎ, লালচুংনুঙ্গা (ডেভিড), আনোয়ার, ইউস্তে, প্রভাত, শৌভিক, সাউল, নন্দ (আমন), তালাল, মহেশ (বিষ্ণু) ও ক্রেটন।

Problem, please inform whereabouts of the missing person, contact to the O.C., Missing Persons Squad, Detective Department, Kolkata Police, Lalbazar, Kolkata - 700001. (Telephone No. 033 – 2214 -1835, 9874902710).

ICA-D1789 (3)/2024

SAINIK SCHOOL PURULIA

PO- Sainik School – 723104, NH – 32 Ranchi Road, Dist- Purulia (WB)

VACANCIES

01 (One) Counsellor, 01 (One) Band Master, 01 (One) Art Master, 01 (One) LDC, 01 (One) Nursing Sister, 03 (Three) Ward Boys (Hostel Supdt) and 01 (One) PEM/PTI-Cum-Matron vacancies on Contractual basis available for Sainik School Purulia. Last date of receipt of applications in the school is 30 Nov 2024. For details visit www.sainikschoolpurulia.com or contact 8145867894 (0900 AM to 0200 PM).

DMC

দুর্গাপুর নগর নিগম

সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ১৬, জেলা: পশ্চিম বর্ধমান

বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত নাগরিকদের জানানো হচ্ছে যে দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, ভারতের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম, 2016 অনুযায়ী সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত উপ-আইন তৈরি করেছে। উপ-আইন ULB-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.durgapurmunicipalcorporation.org) পাওয়া যাবে। সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সকল নাগরিককে 01/10/2024 থেকে কার্যকর উপ-আইনের নির্দেশনা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আদেশানুসারে
কমিশনার, দুর্গাপুর নগর নিগম

সড়ক পরিবহণ এবং হাইওয়ে মন্ত্রক

বিজ্ঞপ্তি

Scanned with OKEN Scanner

Aajkaal - DMC - 06/10/24

আজকাল ৯
কলকাতা রবিবার ৬ অক্টোবর ২০২৪

বিচ্ছিন্নতাবাদী ইয়াসিন মালিক এখন গান্ধীবাদী!

সংবাদ সংস্থা
শ্রীনগর, ৫ অক্টোবর

জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (ইয়াসিন)-এর প্রধান ইয়াসিন নাকি এখন নাকি এখন গান্ধীবাদী। অন্তত তেমনই দাবি করেছেন বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা। বলেছেন, 'আমি এখন গান্ধীবাদী। হিংসায় বিশ্বাস করি না।'একইসঙ্গে তাঁর দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন।

বেশ কয়েক বছর ধরে দিল্লির তিহার জেলে বন্দি তিনি। প্রথমে শ্রীনগরে বায়ুসেনার চার আধিকারিককে খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ইয়াসিনের জেল হয়। পরে ২০২২ সালের মে মাসে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ তাঁর বিরুদ্ধে জঙ্গি কার্যকলাপের অভিযোগে মামলা করে। সেই মামলায় এনআইএ তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আবেদন জানালেও আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন সাজা দেয়।

চলতি বছরের ১৫ মার্চ জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্টকে পাঁচ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার। শুক্রবার ফের এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জানিয়েছে, কেন জেকেএলএফ (ওয়াই)-কে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

হলফনামায় ইয়াসিন জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর সংগঠন হিংসায় বিশ্বাস করে না। তাঁর দল গান্ধীর অহিংসার নীতিকে আদর্শ মানে।

শনিবার ইয়াসিনের আইনজীবী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রককে তাঁর একটি হলফনামা জমা দিয়েছেন। সেই হলফনামায় ইয়াসিন জানিয়েছেন, তিনি ও তাঁর সংগঠন হিংসায় বিশ্বাস করে না। তাঁর দল গান্ধীর অহিংসার নীতিকে আদর্শ মানে। দলের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের আর্জি জানিয়েছেন ইয়াসিন।

জম্মু-কাশ্মীরে গত শতকের নয়ের দশক পর্যন্ত শক্তিশালী বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি ছিল জেকেএলএফ। ইয়াসিনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে হিংসায় যুক্ত হয়ে পড়ার অভিযোগ বারে বারে সামনে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ উঠতে থাকে। পরে জেকেএলএফ ছেড়ে নিজের নামে দল গড়েন তিনি।

গুরুতর অসুস্থ ইয়াসিন জেল থেকে মুক্তি পেতে এখন নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছেন। এবার তাঁর দলের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হলফনামা দিয়ে ঘোষণা করলেন তিনি গান্ধীবাদী।

গুপ্তার গাড়িতে গিয়ে বসেন। আপ নেতাদের অভিযোগ, একসঙ্গে গেলেও বিজেপি বিধায়কেরা বাসে মার্শালদের ফেরানোর ক্যাবিনেট নোটে এলজিকে সই করতে বলেননি। শনিবার।

ছবি: পিটিআই

য় দুর্যোগ
ন্তত ১০

ত ১০ জন প্রাণ হারিয়েছেন বলে আশঙ্কা
ড়ের ডালু পাহাড় ও গাসুয়াপাড়া এলাকা
হ। টেলি যোগাযোগও বিচ্ছিন্ন। পরিস্থিতি
মোকাবিলা বাহিনীকে। মুখ্যমন্ত্রী কনরাড
বৈঠক করেন। তিনি জানান, প্রাকৃতিক
চ্ছে। নিহতদের নিকট আত্মীয়দের জন্য
ন তিনি। এদিকে, আবহাওয়া দপ্তরের
তের আশঙ্কা রয়েছে। ফলে পরিস্থিতির

মঘালয়ের দক্ষিণ গারো পাহাড় জেলার
শাসন সূত্রের খবর, প্রবল বর্ষণে ভেসে
ধস নামে। সেই ধসে ১০ জনের মৃত্যুর
শলেন্দ্র বামনিয়া জানান, পরিস্থিতি খুবই
রী দল দিনরাত চেষ্টা চালাচ্ছেন দুর্গতদের
ণ উদ্ধারকাজ বিঘ্নিত হচ্ছে। তিনি নিজে
ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাস্তাঘাট ভেসে
ংখ্যা বড়াতে পারে। কারণ দুর্যোগ এখনও
মারও বাড়তে পারে। টেলি যোগাযোগ
জানা যাচ্ছে না। দক্ষিণ গারো পাহাড়
ল বৃষ্টি হচ্ছে। ফলে পাহাড়ি রাজ্যটিতে
য়েছে।

পাথর ছুড়েই আনন্দ

বন্দে ভারতে পাথর ছোড়ার ঘটনায় ধৃতকে জেরা করতে গিয়ে তাজ্জব তদন্তকারীরা। গত ২ অক্টোবর বারাণসী থেকে দিল্লিগামী বন্দে ভারতে পাথর ছোড়ার ঘটনা ঘটেছিল কানপুরের কাছে পনকি স্টেশনে। যার ফলে ক্ষতি হয় ট্রেনের জানলার। ঘটনায় ধরা পড়ে এক যুবক। ঘটনাটির তদন্তভার নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ পুলিশের এটিএস। তদন্তকারীরা অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় প্রশ্ন করে, 'কেন পাথর ছুড়লে ট্রেন লক্ষ্য করে?' পুলিশের দাবি, উত্তরে যুবকটি জানায় যে, দ্রুত গতিতে ছুটে চলা ট্রেনকে থামিয়ে দিতেও তার মজা লাগে। পছন্দ করে পাথর মেরে ট্রেনের জানলার কাচ ভেঙে দিতে। অভিযুক্তের এই সপাট জবাবে কার্যত কিংকর্তব্যবিমূঢ় তদন্তকারীরা। বন্দে ভারত লক্ষ্য করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেই হামেশা পাথর ছোড়ার ঘটনা প্রকাশ্যে আসে।

দুর্গাপুর নগর নিগম
সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর - ১৬, জেলা: পশ্চিম বর্ধমান

বিজ্ঞপ্তি

সমস্ত নাগরিকদের জানানো হচ্ছে যে দুর্গাপুর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, ভারতের কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ম, 2016 অনুযায়ী সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট সম্পর্কিত উপ-আইন তৈরি করেছে। উপ-আইন ULB-এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে (www.durgapurmunicipalcorporation.org) পাওয়া যাবে। সুস্থ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং শহরে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠ ও কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সকল নাগরিককে 01/10/2024 থেকে কার্যকর উপ-আইনের নির্দেশনা মেনে চলার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আদেশানুসারে
কমিশনার, দুর্গাপুর নগর নিগম

CANCELLATION OF MAITREE EXPRESS

As per message received from Bangladesh Railways, **13108 Kolkata-Dhaka Maitree Express** (JCO 07.10.2024) will remain **cancelled.** Inconvenience is regretted. **Chief Passenger Transportation Manager**

Eastern Railway

Follow us at : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

MADHYA PRADESH ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

5th Floor, "Metro Plaza", E-5 Arera Colony, Bittan Market Bhopal-462016
Phone No. : 0755-2463585, 2430154, Fax No. : 4004137
E-mail : secretary@mperc.nic.in, Website : www.mperc.in
No. MPERC/Secy/2218 Bhopal, Dated : 04.10.2024

PUBLIC NOTICE

REQUEST FOR PROPOSAL SEEKING CONSULTANCY SUPPORT

The Commission has issued a RFP (Request for proposal) on 5th October 2024 seeking consultancy support from competent/eligible Consultants for determination of True up, ARR and Retail Supply Tariff Orders for State Discoms and MPIDC for Special Economic Zone (SEZ), Pithampur area. The RFP is available on Commission's website **www.mperc.in**
The due date for receiving bid proposal is as under :

1) Receipt of bid proposals - 1600 Hours of 21nd October,2024
2) Opening of technical portion of bids - 1600 Hours of 22nd October, 2024

The interested bidders may submit their proposal strictly in accordance with the procedures laid down in the RFP/Bid document, so as to reach to the Commission's office as per the time schedule mentioned above.
M.P. Madhyam/116736/2024 **SECRETARY**

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान मोहाली

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
INDIAN INSTITUTE OF SCIENCE EDUCATION AND RESEARCH MOHALI
(Ministry of Education, Govt. of India)

PhD Admission (January 2025 session)

Applications are invited from prospective candidates for admission to the **PhD Program** at IISER Mohali. Applications are invited in the areas of Biological Sciences, Chemical Sciences, Physical Sciences, Earth & Environmental Sciences and Humanities & Social Sciences for the session beginning in January 2025. Candidates interested in pursuing research in inter disciplinary areas are also encouraged to apply.

Eligibility Criteria, Other details and Application procedure: The details of eligibility criteria, online application form and application procedure are available at **https://www.iisermohali.ac.in**

Last date: The online application facility will be open till **October 13, 2024 (Sunday).**

Durgapur Municipal Corporation

City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

NOTICE

All the citizens are being informed that Durgapur Municipal Corporation has notified the Bye Law on Solid Waste Management as per Solid Waste Management Rules, 2016 of India. The Bye Law is available at the official website of the ULB (**www.durgapurmunicipalcorporation.org**). All the citizens are being requested to comply the directions of the Bye Law with effect from 01/10/2024 for smooth and effective implementation of Solid Waste Management in the city resulting to healthy and hygienic environment.

By Order
Commissioner, Durgapur Municipal Corporation

भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान कोलकाता

Indian Institute of Science Education and Research Kolkata

(An Autonomous Institute under the Ministry of Education, Govt. of India)
Mohanpur - 741 246, Dist. Nadia, West Bengal

Advt. No.: IISER-K/ACA/2024/01 **Date: 06.10.2024**

APPLICATIONS ARE INVITED FOR ADMISSION TO THE Ph.D. PROGRAMME FOR THE SPRING SEMESTER 2025

Applications are invited from motivated students to do Ph.D. in any branch of Biological Sciences, Computational and Data Sciences, Chemical Sciences, Mathematics and Statistics, Earth Sciences, Humanities and Social Sciences and Physical Sciences.

Please see the URL (**https://apply.iiserkol.ac.in/phd/**) for relevant details.

Reservations for candidates will be as per Government of India rules.

Last date of receiving online applications: 20th October, 2024

Sd/-
Dean of Academic Affairs

ENJOY THIS PUJA

BLUE LINE

288 Services on **Chaturthy** (07.10.24), **Panchami** (08.10.24) and **Sasthi** (09.10.24); **248 Services** on **Saptami** (10.10.24) and **Ashtami - Nabami** (11.10.24); **174 Services** on **Dashami** (12.10.24); **130 Services** on **Ekadashi** (13.10.24); **236 Services** on **Dwadashi** (14.10.24) and **Troyodashi** (15.10.24).

ON CHATURTHY (07.10.24) and PANCHAMI (08.10.24)

288 Services (144 UP & 144 DN)

First Service

At 06:50 Hrs. From Kavi Subhash to Dakshineswar
At 06:50 Hrs. From Dumdum to Kavi Subhash

Last Service

At 22:28 Hrs. From Dakshineswar to Kavi Subhash
At 22:30 Hrs. From Kavi Subhash to Dakshineswar